মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ

সৌরীন সেন

আনন্দধারা প্রকাশন

ভূমিকা বলবো না, তবে কাহিনীতে প্রবেশ করবার আগে পাঠকের সামনে দু'চার কথা আমি রাখতে চাই।

মিউনিক থেকে ফিরছি ম্যানিলায়। সেখান থেকে চলে আসবো আমার কর্মস্থল সায়গন। জর্মন সাংবাদিক বন্ধু অটো আল্পস্ বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, আমাদের বৃত্তিতে অবসর নেই, ব্যস্ত থাকবো আমরা চিরদিনই। তার মধ্যেই সময় করতে হবে। আল্পসের মাথায় দু'দিনের রাত্রি যাপনের সাথী তোমাকে হতেই হবে। অনেক দিন তুষারে ছুটোছুটি করিনি। অদূর ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে মনে হয় না।

খরচার কথা ভাবিনি, সময় বাঁচানোর তাগিদ ছিল। এড়াতে চেষ্টা করেছি, আমার তো অস্ট্রিয়ার ভিসা নেই।

কাজ হয়নি। হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে অটো বলে, অস্ট্রিয়ার ভিসা আমারও নেই। সীমান্তে ট্রানজিট্ ভিসা করে নেবো।

রাজি হয়েছি। পরদিন মিউনিক থেকে গারমিশ এসেছি। কিন্তু সব কিছু ভেস্তে গেল। শেষ ট্রেন গারমিশ ছেড়ে গেছে দশ মিনিট আগে। আল্পসের জমকালো পোষাক পরা ড্রাইভার এমন সময় উদয় হ'ল। মাথায় পালক গোঁজা। হেসে বললো,

—আমি আছি, কোন চিন্তা নেই। আমি আপনাদের টিরল পৌঁছে দেবো। কেবল্-কার সেখানে পাওয়া যাবে।

অটো রাজি হয় না। বললো, পথ তার জানা। গাড়িও তার মজবুত।

অনেকটা পথ ভালই এসেছি। হঠাৎ জানান না দিয়ে শুরু হ'ল দুর্দিন। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুষারপাত। ক্রমে রাস্তা

বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। অটো কিছুটা বেপরোয়া, তবু দেখলাম চিন্তিত। গাড়ি স্কিড্ করছে ক্রমাগত। পথ চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

জায়গাটা ছিল জনবিরল। লোকালয় থেকে বহুদূরে। জন-মানবের চিহ্ন নেই। সামান্য রকম আস্তানার চিহ্ন ছিল না ধারে কাছে।

—অসম্ভব। যেভাবে তুষার বাড়ছে, গাড়িতে থাকাও বোকামো হবে। আমাদের নামতে হবে। দূরে একটা ঘণ্টা বাজছে। একটা গীর্জা আছে ধারে কাছে। কষ্ট হবে, তবে উপায় নেই। এ তুষার এখন থামবে না।

অটোর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। সমস্তকিছু একাকার। তুষারে দিকদিগন্ত ঢেকে যাচ্ছে। পথ চেনা মুস্কিল। হয়তো ভুল পথে এসেছিলাম। গীর্জার ঘণ্টা আর কানে আসছিল না। একটানা হীমেল হাওয়ার সঙ্গে তুষারপাতের বিরাম নেই।

অটোরই চোখে পড়েছে। লক্ষ্য সে-ই আগে করেছে। তুষারে ঢাকা পাথুরে পথের বেশ খানিকটা তফাতে ছোটখাটো একটা মালভূমি। তার পাশেই একটা গুহা। সাময়িক আশ্রয়-শিবির হিসাবে কাজ চলতে পারে। উপায় নেই। এখানে অন্তত আমরা নিরাপদ। বাইরের তাপ এখন হিমাঙ্কের নীচে হয়তো বিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তুষার বন্ধ হলেও কয়েক ঘণ্টা অন্তত অসহ্য এই আবহাওয়া চলবেই।

এই গুহাতে প্রায় আটকে রইলাম ঘণ্টা দুই। তবে আস্তানাটি ভালই। গুহার সুড়ঙ্গপথ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। অপর প্রান্ত হদিশ করা মুস্কিল।

—'ওটা কী'! আমার বিস্ময়োক্তিতে অটো ফিরে তাকায়। কোন জানোয়ার হঠাৎ সামনে পড়লে এতটা চমকে উঠতাম না। প্রথমটা আমার দৃষ্টিভ্রম মনে করেছি। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য

করলাম। ভুল হয়নি। ঠিকই দেখেছি। একটা ব্রিফ-কেস। পাশে একটা ওয়াটার-বটল্ আছে।

কৌতূহল চাপতে পারিনি। টেনে এনেছি। বেশ ভারি। কাগজপত্রে ঠাসা। টর্চলাইট। পেন। জাইস্ আইকন্ ক্যামেরা। সেই সঙ্গে আরও কিছু টুকিটাকি।

খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। তবে ব্রিফ-কেসের মালিক সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই মনে এসেছে। ব্যাগটি সঙ্গে নেওয়াই অবশ্য স্থির করি।

ক্রমে তুষার এদিকে কমে আসে। গীর্জার ফাদার বিপন্ন পথচারীর সন্ধানে সেণ্ট বার্নার্ড কুকুরের দল নিয়ে তুষারের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। বিপদাপন্ন ছিলাম না, কিন্তু সেণ্ট বার্নার্ডের গলায় লটকানো 'রাম' খেয়ে অল্পক্ষণেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

সেদিনটা গীর্জাতে কাটাই। পরদিন আসি আল্পস্।

তারপর একটানা ত্রিশঘণ্টা আমাদের চরম উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। ঘর থেকে বড় বেরুতে ফুরসুৎ পাইনি। অটোর তুষারের আকর্ষণ যেন নিভে গেল। হোটেলের উঁচু চুড়ো 'জুগ-ৎস্পিট্‌স' থেকে আল্পসের মাথায় সূর্যোদয় আমার আর দেখা হ'ল না।

গুহার পরিত্যক্ত সেই ব্রিফ-কেস নিয়ে আমরা রাত্রিদিন ব্যস্ত থেকেছি। নিতান্তই দুর্লভ দলিল। ডায়েরীটা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ইতালীর দিনপঞ্জিকা। পাতায় পাতায় অজানিত ইতিহাস। অকথিত কাহিনী। পুরোটাই ইতালিয়ন ভাষায় নেওয়া। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্রিফ-কেসের মালিকের হদিশ করতে পারিনি। দু'জনেই আমরা সাংবাদিক। দুনিয়ার রাজনৈতিক পটভূমির খবর রাখা আমাদের নেশা। তবু নিখুঁত এই প্রামাণ্য দলিলচিত্র আমাদের বিস্মিত করে। সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে। কিছু কাগজপত্র নষ্ট হয়েছিল। পাঠোদ্ধার করা গেল না।

তারপর ফেরা। এসেছি বার্লিনের ইতালিয়ন দূতাবাসে। রাষ্ট্রদূতের পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর হাতে ব্রিফ-কেসটি তুলে দিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছি। অনুরোধ করেছি,

—প্রকৃত মালিকের হাতে ব্রিফ-কেসটি পৌঁছে দেবার নৈতিক তাগিদ আমাদের সকলের। আশা করি সঠিক ব্যক্তির হাতে ব্যাগটি আপনি ফেরত দিতে পারবেন।

হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। অমায়িক স্বভাবের মানুষটি আমার সবগুলো ঠিকানা রেখে দিলেন।

মাস ছয়েক পরের কথা। আমি সায়গনে। ইতালীর পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে আমি এক দীর্ঘ পত্র পাই। ব্রিফ-কেস সম্পর্কে বলা হয়, প্রকৃত মালিকের হদিশ করা সম্ভব হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম পিয়েত্রো মেল্লিনি। তিনি একজন ইতালিয়ন রিপোর্টার ছিলেন। মুষ্টিমেয় প্রথম সারির ইতালিয়ন সাংবাদিকদের মধ্যে পিয়েত্রো মেল্লিনি ছিলেন একজন। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে তিনি সংবাদ আহরণ করেছেন। বিশেষ করে, জীবন হাতে নিয়ে মুসোলিনীকে তাঁর শেষদিন পর্যন্ত যেভাবে কভার করেছেন, সে যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি চমকপ্রদ কাহিনী। ফ্যাসিস্ট পার্টির তীব্র ও ভয়াবহ শাসনেব দুর্লভ দলিল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি রোমে ছিলেন। নিউরেমবার্গ ট্রায়ালের সময় তিনি জর্মনীতে আসার পথে নিখোঁজ হন। তাঁকে শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়ার এক হোটেলে দেখা গেছে। তিনি জীবিত না মৃত সঠিক বলা যায় না। তবে আশঙ্কা করা যায় তিনি মৃত। ইতালির প্রেস এ্যাসোসিয়েশন মনে করে পিয়েত্রো মেল্লিনিকে খুন করা হয়েছে। নিতান্তই পলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড, তাতে সন্দেহ নেই।

চিঠির শেষে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই নথিপত্তর থেকে ইতালীর ফ্যাসিস্ট শাসনের অকথিত বহু ঘটনাকে নতুন ভাবে জানার সুযোগ হবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে।

পিয়েত্রো মেল্লিনির দলিলসংগ্রহ আমি দেখেছি। অল্প সময় পেয়েছি, তবু তা' থেকে কিছু নোটস্ আমি রেখেছিলাম। আগামী দিনে হয়তো এগুলো হারিয়ে যেতো। অবিশ্রান্ত প্রবহমান রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতে এ সবই হয়তো ভুলে যেতাম। দুষ্প্রাপ্য এই দলিল হয়তো বিস্মৃতির আড়ালে চিরতরে বিলীন হতো।

তাই এই তর্জমা। পিয়েত্রো মেল্লিনির নোটস্ সামনে রেখে আমি শুধু একটার পর একটা ঘটনা সাজিয়ে গেছি। এ পুস্তকের কৃতিত্বটুকু পিয়েত্রো মেল্লিনির। অসঙ্গতি, খামতি বা ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব, সে সম্পূর্ণ আমার নিজের পাওনা।

পালাৎসো ভেনেৎসিয়ায় ইদানীং পাহারা একটু বেশি। নিয়মিত সশস্ত্র প্রহরী ছাড়াও প্রাসাদের সর্বত্র সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের ব্যস্ত আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। পার্টি সেক্রেটারী কার্লো স্কোৎর্সার বিশেষ নির্দেশে সিকিউরিটি চীফ এ্‌নৎসো গাল্‌বিয়াতি ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার সতর্ক পাহারা বসিয়েছেন।

তবে আমন্ত্রিত অতিথি, মন্ত্রীসভার সদস্য বা পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া ভেতরে কারো প্রবেশ নিষেধ। অতিবড় সরকারী কর্মচারীরও পরিচয়-পত্র সঙ্গে না থাকলে প্যালেস গার্ডদের হাত থেকে রেহাই নেই। সাধারণ মানুষেব চলাফেরা আজকাল প্রাসাদের চতুর্দিকেও নিয়ন্ত্রিত। সর্বদা ঢাকা ভ্যান প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করছে। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার দ্রুতগামী লাল মোটর-বাইক কণ্ট্রোল রুমের নির্দেশের জন্যে সর্বসময়ই প্রাসাদের সামনে অপেক্ষারত।

মন্ত্রীসভার জরুরী অধিবেশন। অন্য দিনের চেয়ে ব্যস্ততা আজ আরও বেশি। একে একে সবাই আসছেন। পরিচিত মুখ। দূর থেকে গাড়ি দেখে বলে দেওয়া চলে কে কোন্ গাড়িতে আছেন। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে পোর্টিকোর তলায় এক একজন নেমে যেতেই নির্দিষ্ট পার্কিং-এর জায়গায় ঝলমলে গাড়িগুলো সরে যাচ্ছে। নিচু পর্দায় আলোচনা। টুকরো টুকরো জটলা। কেউ করিডোরের দিকে চলেছেন। কেউ বা চওড়া সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠ অতিথির অপেক্ষা করছেন। প্রাসাদের প্রচার সচিবের ঘরের কাছেও কয়েকজনকে লক্ষ্য করা গেল।

আরও সামান্য সময় অপেক্ষা করতে হ'ল। অতি পরিচিত

বিশাল গাড়িটি গেট অতিক্রম করতেই সবার মধ্যে একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। চিবুক তোলা দীর্ঘকায় প্যালেস-গার্ডদের উন্নত দেহশ্রী স্থির। পাথর বা ব্রোঞ্জে তৈরি স্ট্যাচুর মত নিশ্চল।

পাথরের নুড়িতে শব্দ তুলে গাড়িটি চওড়া সিঁড়ির সামনে এসে থামে। সোফার এর্কোলে বোরাত্তো প্রথম গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়। অদ্বিতীয় নেতার গাড়ি চালনায় তার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। একসময় জোলিত্তি ও ফাক্তার গাড়িও সে চালিয়েছে। এর্কোলের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ও বিস্তৃত। একান্ত গোপনীয় শীর্ষ বৈঠকের অনেক কিছুই এই মানুষটির জানা। স্বয়ং ফুয়েরার-এর সঙ্গে মোটরে প্রভুর কী মেজাজে কথা হয়েছে হয়তো জানা গেছে, কিন্তু আলোচনার সামান্যরকম হদিশও এর্কোলের মুখ থেকে কেউ বার করতে পারেনি। পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব হবে না, এর্কোলে নিশ্চয়ই তার নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে। পোর্তা-পিয়া-তে ইতালীব ফ্যাসিস্ট পার্টির দুচে-কে এর্কোলে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর্কোলে হঠাৎ লক্ষ্য করে একটা লোক গাড়ি লক্ষ্য করে কী যেন একটা ছুঁড়ছে। নিতান্ত ঝুঁকি নিয়ে সে গাড়ির গতি মুহূর্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে নেয়। মারাত্মক বোমা যখন প্রচণ্ড শব্দে আত্মপ্রকাশ করে, গাড়ি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কল্পনাতীত উপস্থিতবুদ্ধিতে এর্কোলে সেদিন মুসোলিনীর জীবন রক্ষা করে। আজও এই সাধারণ মানুষটি মুসোলিনীর অন্যতম পার্শ্বচর। স্টিয়ারিং হুইল আর কারো হাতে দেন না মুসোলিনী।

দেখা গেল গাড়িতে মুসোলিনী একা নন। পার্টি সেক্রেটারী কার্লো স্কোৎ‍সা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। কী যেন একটা আলোচনা চলছিল তখনও। আলোচনা ঠিক নয়, স্কোৎ‍সা কিছু নির্দেশ নিচ্ছিলেন। ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী, তবু মুসোলিনীর সামনে যেন এতটুকু একটা লোক।

কথা শেষ হতেই ক্লোৎসা-কে নিয়ে গাড়ি সরে গেল। মুসোলিনী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ঠোঁটেও বিরক্তির রেখা। চলনে চেষ্টাকৃত ক্ষিপ্রতা। যুবকোচিত সৈনিক চরিত্রটি যেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। দৃশ্যমান সমস্ত কিছুতেই শুধু উপেক্ষা নয়, একটা প্রচ্ছন্ন রোষও লক্ষ্য করা যায়। পার্টি-বৈঠক বা মন্ত্রীসভার অধিবেশন আজকাল একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে, সামনে-পেছনের অভিবাদনগুলো যেন হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে গেলেন। প্রতীক্ষা-রত প্যালেস-গার্ডদের দিকে একবার শুধু ঘুরে তাকালেন। নিজস্ব খাস কামরা সালা দেল্-মাপ্পমোন্দো-তে আর ঢুকলেন না। সশব্দ অভিবাদন করিডোরের দু'পাশে ফেলে রেখে প্রশস্ত চওড়া হলঘরে প্রবেশ করতেই উপস্থিত সবাই হর্ষধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠেন।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই মানুষটির। ঘড়ি দেখলেন। নিজের আসনে বসেই উপস্থিত সভ্যদের দিকে একনজর ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—আমরা মিটিং-এর কাজ এবার শুরু করতে পারি!

বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বয়সের চেয়ে চোখেমুখে প্রবীণতার সুস্পষ্ট ছাপ। মসৃণ মাথাটা যেন মানুষটির চেহারায় পরিপূর্ণ বার্ধক্য টেনে এনেছে। আপাতদৃশ্য বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গেলেও মনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। উত্তর আফ্রিকার সামরিক পরিস্থিতি ও রুশ রণাঙ্গনে জর্মন সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ভেতরে ভেতরে এই মানুষটিকে দুর্বল করেছে।

জানুয়ারীতে লা রোক্কা দেল্লা কামিনাতে থেকে রোমে ফেরার পর ঘরে-বাইরের একটানা অনিশ্চয়তায় মানুষটি যেন কোথাও নিঃসঙ্গ। পেটের অসহ্য যন্ত্রণা কমলেও সর্বক্ষণের লেগে থাকা একটা অস্বোয়াস্তিতে কাতর। আফ্রিকা সফরের পর রোমে ফিরে

প্রফেসর কাস্তেল্লানির চিকিৎসায় সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে প্রফেসর ফ্রুগোনির মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রফেসর কাস্তেল্লানির সঙ্গে একমত নন। কাউন্ট চিয়ানোকে নিভৃতে ডেকে বলেছেন, পেটের ব্যাধি হয়তো একটা আছে কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তাই রোগের অন্যতম কারণ। একটা ভয় ও চাপা আশঙ্কা থেকেই দুচে কষ্ট পাচ্ছেন।

সবাই আসন গ্রহণ করবার আগেই ব্রিফ-কেস থেকে কাগজ-পত্তর টেবিলে গুছিয়ে নিয়েছেন মুসোলিনী। বিরক্তি আর অবিশ্বাসের চড়া পর্দায় পৌঁছে গেলেন মুহূর্তে। হাত-পা ছুঁড়ে প্রায় বিশ মিনিট একটানা চীৎকার করে গেলেন। প্রথমে মিত্র-শক্তির হাতে পেন্তেল্লারিয়া চলে যাবার প্রসঙ্গ তুলে ইতালিয়ন জেনারেল ও ডিভিশনাল কমাণ্ডারদের মুণ্ডপাত করলেন। পেন্তেল্লারিয়া গ্যারিসনকে আক্রমণ করে চক্রান্তকারী, দেশদ্রোহী আখ্যা দিলেন। তারপর আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে চলেন,

—সামরিক দায়িত্বভার কিছুটা বণ্টন করে দায়িত্বমুক্ত হবার পরামর্শ আমাকে পার্টির নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। যে বৃহত্তর জাতীয় সমস্যা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকবো। উপস্থিত মন্ত্রীসভার সদস্যদের আমি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইতালীর ফ্যাসিস্ট শক্তি অপরাজেয়। সাময়িকভাবে আফ্রিকায় আমরা শত্রুসৈন্যের চাপে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সামরিক কৌশলগত দিক থেকে বিচার করে যদি দেখা যায়, তবে হতাশ হবার কোন কারণ আছে বলে আমি ভাবতেই পারি না। কখনও একই জায়গায় শক্তি সংহত করা, প্রয়োজনে পিছু হটা ও সুযোগ হলে বিপুল শক্তিতে শত্রুপক্ষকে আঘাত হেনে বিদ্যুৎগতিতে সামনে অগ্রসর হওয়া—এ-ই রণকৌশলের রীতি।

ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। জর্মন সেনাবাহিনীর সাহায্যে আমাদের মহান সেনাবাহিনী আবার মিত্রশক্তিকে চরম আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। জালৎস্‌বুর্গ-এর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ফুয়েরার আমাকে কথা দিয়েছেন, আফ্রিকায় তিনি আমাদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করবেন। ফুয়েরার বলেছেন, তিউনিস হবে ভূমধ্যসাগরে নতুন এক ভার্দুন। ক্লেস্‌হাইম্‌ প্রাসাদে ফুয়েরার আমাকে নতুন করে সাহায্যের ভরসা দিয়েছেন। আমাদের মন্ত্রীসভার কারো কারো মনে যদি কোন দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে, কেউ কেউ যদি অনিশ্চয়তার কথা ভেবে থাকেন, তাঁদেরকে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে, অমিতবিক্রমে ফ্যাসিস্ট পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, সামনের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে কঠিন ও দুঃসাধ্য কর্তব্যের মধ্যে অবিচল থাকবার আদেশ দেবো। যুদ্ধে জয়ী আমরা হবোই। মহান ইতালী ও মহান ফ্যাসিস্ট পার্টি তার বিজয়-কেতন বিশ্বের সামনে তুলে রাখবে। বৈঠক আমরা অনেক করেছি। এখন শুধু কাজ। পেন্তেল্লারিয়ার যুদ্ধের আলোচনা আজ আর এই বৈঠকে হবে না। এবার পরবর্তী আলোচ্য বিষয়-সূচীতে আমরা আসতে পারি।

বক্তৃতার মধ্যে মুসোলিনী পেটে হাত রেখে চাপ দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে চেয়ারের হাতল ধরে হেলান দিয়ে বসছিলেন। আগে আগে এতেই অনেকে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আজকাল সবাই এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তা'ছাড়া ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে কেউ সামান্যরকম কৌতূহল প্রকাশ করলে মুসোলিনী চটে ওঠেন।

মুসোলিনীর বক্তৃতার ওপর মন্ত্রীসভায় আলোচনা হবার রেওয়াজ নেই। মুসোলিনী ভুল করতে পারেন না। এই রকমই নিয়ম। দীর্ঘকাল এই অলিখিত অনুশাসন ও রীতিই চলে আসছে। তা'ছাড়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুসোলিনীর কথার নরম সমালোচনা করবার

কথা কেউই কল্পনা করতে পারেন না। কালো কুর্তার ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া সর্বসময়ই প্রস্তুত। গোটা মানুষটাকেই হয়তো রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হবে। কেউ তার হদিশই পাবে না কোনদিন।

পরবর্তী বিষয়সূচীতে যাবার পূর্বে, আজ কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটলো। মুসোলিনী কাগজপত্তর দেখছিলেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোট তাঁর হাতের কাছেই ছিল। মিলানে শ্রমিক ধর্মঘটের অন্যতম দুই কমিউনিস্ট নেতাকে ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া কী ভাবে হত্যা করে তার বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠ করবেন ঠিক করেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ডান দিকের আসন থেকে একজনকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। যোগাযোগ ও পরিবহণ মন্ত্রী সেনেটর কাউন্ট ভিত্তোরিও চিনি ধীরে ধীরে মুসোলিনীর দিকে ফিরে তাকালেন। নিজে প্রখ্যাত শিল্পপতি। মন্ত্রীসভায় এসেছেন গত ফেব্রুয়ারীতে। পূর্বে রাইখ মার্শাল গোয়েরিং-এব সঙ্গে ফ্রণ্টে সমরোপকরণ পাঠানো নিয়ে এক তিক্ত বৈঠক হয়ে গেছে। দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক মানুষটিকে মন্ত্রীসভার সদস্যরা একটু বিশেষ নজরে দেখেন।

কাউণ্ট চিনি উঠে দাঁড়াতেই নীরব উৎকণ্ঠা সভাস্থলে ভরে উঠে। প্রত্যেকের চোখেমুখে নিদারুণ শঙ্কা। পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়।

মুসোলিনীর চোখে বিস্ময়ের চেয়ে যেন কৌতূহলই বেশি দেখা যায়। কাগজপত্তর এক পাশে সরিয়ে রেখে বিরক্তির সুরে বলেন,

—আপনি উঠে দাঁড়ালেন! কিছু বক্তব্য আছে?

কাউণ্ট চিনি মাথা নাড়লেন। ঠোঁটে বিনয়ের হাসি টেনে বললেন,

—আপনি অনুমতি দিলে পরবর্তী বিষয়সূচীতে যাবার আগে আমি কিছু বলতে চাই।

অতি পরিচিত ঠাণ্ডা মরা-হাসি মুসোলিনীর চোখে ফুটে ওঠে। মন্ত্রীসভার সদস্যদের দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টি তুলে মন্তব্য করলেন,

—বলুন।

কাউন্ট চিনি প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট। তবে, দ্বিধা ও সঙ্কোচ-টুকু কাটিয়ে উঠতে সামান্য বিলম্ব হ'ল। অতি দ্রুত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সংহৃত করেন,

—গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ নিয়ে পেন্তেল্লারিয়া যুদ্ধের ব্যর্থতার কথা আমরা শুনলাম। ইতালিয়ন জেনারেল ও ডিভিশনাল কমাণ্ডারদের দেশদ্রোহীতার পরিচয় আমরা পেলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন বার বার আমাকে নাড়া দিয়েছে। আপনার কথার সঙ্গে চীফ অফ স্টাফ ও শ্রেষ্ঠ আর্মি জেনারেলদের রিপোর্টের গুরুতর অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আপনার বক্তব্য সামঞ্জস্যহীন, একতরফা। অনেকটা দোষারোপের মত শোনালো। আপনি ইতালীর শ্রেষ্ঠ রণকুশলীদের ব্যর্থতার মধ্যে পরিপূর্ণ ভীরুতাই শুধু লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু জর্মন সেনাবাহিনীর গুরুতর ত্রুটির কথা আপনি বলেননি। আমার কাছে পেন্তেল্লারিয়া-র ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত জর্মন বিমানবহরের সাহায্য আমরা পাইনি। বৃটিশ ও মার্কিন বোম্বারকে তাড়া করে ইতালিয়ন ফাইটার তাদের শেষ সম্বল নিয়ে লড়াই করেছে। তবু পেন্তেল্লারিয়া রাখা যায়নি। আপনি বিশ্বাস করেন, ইতালী জয়লাভ করবে। এ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় আমাদের সবার। কিন্তু বাঞ্ছিত আশা কী ভাবে সফল হবে! মিত্রশক্তির প্রবল প্রস্তুতির সামনে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত কিছু বিচার করে সামনে আশার আলো আমরা খুব একটা দেখছি না। এ প্রশ্ন আজ সবার মনে। রোমের সাধারণ মানুষের মনে আজ এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আফ্রিকায় আমাদের বিপর্যয়কে তারা খোলামনে নিতে পারেনি। এই ব্যর্থতা পরাজয়েরই ইঙ্গিত বলে সাধারণ মানুষ সন্দেহ করে। মিত্রশক্তি আফ্রিকায় যেভাবে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে, তাতে আগামী প্রতিরোধ-সংগ্রামে ও জয়ের সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের জানা দরকার। মরণপণ

সংগ্রাম করে, শেষ রক্তবিন্দু ও সর্বশেষ সম্বল দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে আমরা কোথায় চলেছি, সেটা পর্যালোচনা করার সময় উপস্থিত। আপনি আজ তিন বছর আগের মত একটার পর একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাই, কিন্তু সে সম্পর্কে সুচিন্তিত ও দৃঢ় কোন সামরিক রীতিনীতি আমাদেব সামনে নেই। বার্লিনের নির্দেশ নিয়ে আফ্রিকা রণাঙ্গন চালানো আজ অর্থহীন। ফুয়েরার রুশ রণাঙ্গনে প্রয়োজনাতিরিক্ত রণসম্ভার ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন—সুশিক্ষিত ইতালিয়ন বাছা বাছা ডিভিশনও আজ রুশ রণাঙ্গনে ; কিন্তু আফ্রিকা অনেকটা অবহেলিত। আমার ভয় হয়, বর্তমান এই সামরিক অনিশ্চয়তায় ইতালী হয়তো বিপন্ন হতে পারে। আমি প্রস্তাব করি, যুদ্ধ যদি চালাতেই হয়, তবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, ব্যক্তিগত সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য না দিয়ে সর্বসম্মত এক নয়া কার্যক্রম নির্ধারণ করা হোক। ইতালীর এই দুর্যোগপূর্ণ দিনে এতবড় গুরুদায়িত্ব আপনার একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আমি সেটাকে নীতিবিরুদ্ধও মনে করি। জর্মনি আমাদের সাহায্য করবে, ক্লেস্‌হাইম ক্যাসেল-এ ফুয়েরার আপনাকে ভরসা দিয়েছেন, কিন্তু অপরাজেয় জর্মন সেনাবাহিনী রুশ রণাঙ্গনে যে ইতিহাস রচনা করেছে, তাতে ফুয়েরার-এর শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ধারণায় অবিচল থাকবাব সকারণ যুক্তি আছে বলে আমি মনে কবি না।

ক্রোধে ফেটে পড়েন মুসোলিনী।

—আপনি আপনার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে চলেছেন !

কাউন্ট চিনি-র আত্মবিশ্বাসও কল্পনাতীত।

—আমি মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের অধিকার নিয়ে আপনার অনুমতি নিয়েই আমার বক্তব্য পেশ করেছি। আমি বিশ্বাস করি, মন্ত্রীসভাব উপস্থিত সভ্যবৃন্দের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত

হবেন। আপনার অনুপস্থিতিতে আমাকে তাঁরা সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ ইতালীর বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আজকের বৈঠকে আমার বক্তব্য পেশ করবার পেছনে তাঁদের নৈতিক সমর্থন আমাকে প্রেরণাও দিয়েছে। তাঁদের অনেককেই আমি সামনে উপস্থিত দেখছি।

কাউন্ট চিনি এবার মন্ত্রীসভার দিকে ধীরে ধীরে একবার ফিরে তাকান। তারপর ক্ষোভের সুরে বলেন,

—আপনারা ভয়ে এখন চুপ করে আছেন। আশ্চর্য আপনাদের দেশপ্রেম। আপনারা আত্মরক্ষার চিন্তায় ও নিজ নিজ ক্ষমতায় বহাল থাকবার জন্যে ইতালীর এই চরম সঙ্কটেও মুখ খুলতে নারাজ। এখানে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই, আমাদের মহামান্য দুচে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ নেই। দেশের বৃহত্তম স্বার্থে, ইতালীর মঙ্গলের জন্যে যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সে কথা প্রকাশ করে দিতে আমি বাধ্য। আত্মরক্ষার খাতিরে আত্মপ্রতারণাকে আমি ঘৃণা করি।

সভাস্থলে কবরের নীরবতা। মন্ত্রীসভার কোন সদস্যের মুখে একটাও কথা নেই। নিদারুণ ভীতিতে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কাউন্ট চিনির অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবাই শঙ্কিত। কেউ হয়তো ভাবতেই পারেননি, কাউন্ট চিনি মন্ত্রীসভার বৈঠকে স্বয়ং মুসোলিনীর উপস্থিতিতে এত কঠোর প্রতিবাদ ও নির্মম সমালোচনা করবার শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নেবেন।

কাউন্ট চিনি-র ঠোঁটে ক্ষোভের পাতলা হাসি ফুটে ওঠে,

—নাম আমি প্রকাশ করবো না। আপনাদের ভয় নেই। কিন্তু আপনাদের এই আত্মপ্রবঞ্চনা আমাকে কষ্ট দিল।

কাউন্ট চিনি-র কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু একটিমাত্র মানুষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রীসভার বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী দে-মার্সিকো কাউন্ট চিনি-র সমর্থন জানিয়ে বললেন,

—কাউন্ট চিনি-র সঙ্গে আমি একমত। ইতালীর এই দুর্দিনে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আজ কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার সময় এসেছে। কাউন্ট চিনি-র মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। আমাদের সমস্ত কিছুই জানবার অধিকার আছে। দুচে-র পক্ষে এতবড় গুরুদায়িত্ব একা বহন করা সম্ভব নয়।

মুসোলিনী নিজেকে আর সংযত করতে পারেন না। চোখে-মুখে বিরক্তি, ঘৃণা আর অবিশ্বাসের রেখা ভেঙ্গে পড়ে। পরিশ্রান্ত মানুষটি এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন,

—অধিকারের সীমা আপনারা অতিক্রম করেছেন অনেক আগেই। আমি মনে করি, রাজনীতি নিয়ে দলপাকানো অন্য কোথাও সম্ভব হলেও ফ্যাসিস্ট পার্টিতে অসম্ভব। পার্টি-বিরোধী চক্রান্তে আপনারা অভিযুক্ত। তা'ছাড়া ইতালীর নিশ্চিত জয়লাভে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন, রোম-বার্লিন ঐক্যকে যাঁরা অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের চোখে দেখেন, তাঁরা দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীদের সঙ্গে আমাদের পার্টি কী নিয়মে মোকাবিলা করে, আশা করি মাননীয় সদস্য সে সম্পর্কে অবহিত।

—আমার বক্তব্য পরিষ্কার করবার জন্যে আমি আরও দু'চার কথা বলতে চাই।

কাউন্ট চিনি আবার চেয়ার ছেড়ে উঠছেন।

—থামুন।

নিশ্চিত বিপদের পদধ্বনি কাউন্ট চিনি-কে হয়তো বিচলিত করেছিল,

—আমার মনে হয় দুচে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমাকে বলতে দিন। দেশের জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

টেবিলে মুষ্টাঘাত করে মুসোলিনী চীৎকার করে ওঠেন,

—আপনি দেশদ্রোহী!

—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। দুচে, আমাকে বলতে দিন।

সমস্ত কাগজপত্র ছড়িয়ে দিয়ে মুসোলিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—আপনার বলার থাকতে পারে, কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই।

হাত তুলে কাউন্ট চিনি কিছুটা আবেদনের সুরে বলেন,

—দুচে, আপনি আমাকে ভুলই বুঝলেন!

মুসোলিনী ভ্রূক্ষেপ করেন না। মন্ত্রীসভার সদস্যদের দিকে এতটুকু দৃষ্টি তুলে ঘোষণা করলেন,

—আজকের মিটিং এখানেই শেষ হ'ল।

অধৈর্য মানুষটি আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত হলঘর ছেড়ে গেলেন। রেখে গেলেন সবার মনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। উপস্থিত সবার চোখে ভীতি। অব্যক্ত একটি প্রশ্ন সবার সামনে দুলতে থাকে—কাউন্ট চিনি-র এখন হবে কী!!

মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ ধরনের ঘটনা অভূতপূর্ব। কল্পনাতীত। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ফ্যাসিস্ট পার্টির রোম অভিযানের পর মন্ত্রীসভার অধিবেশনে, বা পার্টি বৈঠকে স্বয়ং মুসোলিনীর উপস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার এত নির্ভীক সমালোচনা সম্পূর্ণ অশ্রুত। এমন কী নেপথ্যেও দুচে-র বিরুদ্ধ-সমালোচনা কোন দিন এত মানুষের সামনে কেউ প্রকাশ করতে সাহস পায়নি।

কাউন্ট চিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বেহিসেবী ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠবার মানুষ তিনি নন। তিনি সুচিন্তিত মতামতই প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু মুসোলিনীর সতর্কবাণী যেন মানুষটিকে বিচলিত করেছে অনেকখানি। দেশদ্রোহীতার অভিযোগ। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অপরাধী। নিশ্চিত শাস্তির কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে হয়েছে। কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। লক্ষ্য করেন, সবাই একে একে হলঘর ত্যাগ

করছেন। কারো ঠোঁটে কোন কথা নেই। অগ্রবর্তী এক কফিন অনুসরণের প্রস্তুতি যেন সবার চলনে।

কাউন্ট চিনি ধীর পদক্ষেপে হলঘর ছেড়ে আসেন। করিডোরে একটি মাত্র মানুষ তাঁর সঙ্গ পেতে সাহস করেন। দে-মার্সিকো-র হাতটি মুঠিতে চেপে ধরে কাউন্ট চিনি অভিভূত হয়ে পড়েন,

—আপনি আমার সততায় নিশ্চয়ই সন্দেহ করেন না। আমি সমালোচনা করতে চাইনি। ইতালীর ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি বার্লিনের সুনজরে নেই অনেক দিন। রাইখ্ মার্শাল গোয়েরিং-এর সঙ্গে আমার তিক্ত সম্পর্ক রোমের জর্মন রাষ্ট্রদূতের হাতের মস্ত বড় ট্রাম্প-কার্ড, সে কথা আপনারা জানেন। গত ফেব্রুয়ারী থেকে আমি যোগাযোগ ও পরিবহন দপ্তরের ভার নিয়েছি। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুচে-র কথায় এই কর্মভার আমি গ্রহণ করেছি। প্রথম থেকেই আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটার পর একটা কাজ করে চলেছি। আমি জানি আমার ভবিষ্যত কী! দুচে হয়তো আমাকে উপেক্ষা করতেও পারেন, কিন্তু গাল্‌বিয়াতি আমাকে ছাড়বেন না। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার হাত থেতে হয়তো আমার মুক্তি নেই। প্রতিক্রিয়াশীল একজন শিল্পপতি, দলত্যাগী ফ্যাসিস্ট, ফুয়েরার বিরোধী ও ইতালীর রাজার অনুগত একজন চর হিসাবে হয়তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যে কথা বলেছি, ভেবেই বলেছি। আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকবো।

দে-মার্সিকো-র দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ,

—আপনি এখন কী করবেন?

—পদত্যাগ করবো।

—সে সময়ও হয়তো আপনি পাবেন না। সামনে দেখুন।

কালো সার্ট পরা তিনজন ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া করিডোরের অপরপ্রান্তে ঠিক সিঁড়ির মুখে অপেক্ষারত।

গলা ধরে এসেছিল কাউন্ট চিনি-র,

—পালাৎসো ভেনেৎসিয়া-র মধ্যে মিলিশিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না।

—নিয়ম নেই জানি। প্রাসাদের বাইরেই হয়তো আপনাকে গ্রেপ্তার করবে।

—আমি যদি বাড়ি ফিরতে না পারি, আমাকে যদি রাস্তা থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়, তবে দয়া করে আমার বাড়িতে একটা খবর দেবেন।

দে-মার্সিকো হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন,

—এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। চলুন যেতে যেতে কথা হবে।

করিডোর দু'জনে অতিক্রম করে এলেন। সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় কাউন্ট চিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পিছু ফিরে দেখেন মিলিশিয়া তিনজন তখনও স্থান পরিবর্তন করেনি।

দে-মার্সিকো চাপা গলায় বলেন,

—আপনি কী আত্মগোপন করবেন ?

—বাড়িতে না ফিরে আমি কিছুই স্থির করতে পারছি না।

নিচে নামতেই প্যালেস-গার্ডের নির্দেশে কাউন্ট চিনি-র গাড়ি পোর্টিকোর তলায় এসে দাঁড়ালো। দে-মার্সিকো-র হাতে চাপ দিয়ে কাউন্ট চিনি বলেন,

—ঘণ্টা খানেক পরে আমিও আপনাকে ফোন করবো। পথে আপনিও তো গ্রেপ্তার হতে পারেন।

—টেলিফোনে কথা বলাও আজ নিরাপদ নয়। আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। ভগবান আমাদের মঙ্গল করবেন।

করমর্দন করে কাউন্ট চিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ড্রাইভারের হাতে নাড়া খেয়ে বিরাট গাড়িটি দুলে উঠলো। দে-মার্সিকো সর্বশেষ প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

জনশূন্য রাজপথ। নির্জন পালাৎসো ভেনেৎসিয়া। নিষ্প্রদীপের কালো ঘোমটায় আলোকোজ্জ্বল রোম আজ ঢাকা। গাড়ির হেড-লাইট জ্বালানো বারণ। ঘরের আলো রাস্তায় এসে পড়া নিষিদ্ধ। তবু এই প্রাসাদেরই দোতলার একটি ঘর থেকে মুঠো মুঠো আলো বাইরে এসে পড়েছে। সশস্ত্র প্রহরী নিরুপায়। প্রাসাদ-রক্ষীদের চীফ একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

সন্ধ্যের পর ঐ কামরায় রোজ ক্লারেত্তা পেতাচ্চি অপেক্ষা করেন। দিনের কাজ হলে প্রতিদিন স্বয়ং মুসোলিনী ঐ ঘরে আসেন। বিদুষী রমণী ক্লারেত্তা পেতাচ্চি। অদ্ভুত এক সম্মোহনী শক্তি এই রমণীর চরিত্রের মস্তবড় আকর্ষণ। অস্থির, অধৈর্য মুসোলিনীর জীবনে ক্লারেত্তার আবির্ভাব আজ অনেকদিন। আজও মুসোলিনীর জীবনে এই রমণীর প্রেমে যেন প্রথম রজনীর আকর্ষণ। প্রতিদিনই ক্লারেত্তা যেন নিত্য নতুন।

তবে, ইদানীং অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। ডিভানে শুয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখে দেখে সময় কাটে। গ্রামোফোনে হাল্‌কা গান ও নাচের লঘু ছন্দ শোনেন অনেকক্ষণ। কখনও রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন। হয়তো কখনও শুয়ে শুয়ে 'মাদাম বোভারী' পড়ছেন। প্রসাধনেও সময় যায় বিস্তর। ভ্রমর যেমন ফুল থেকে নাড়া খেয়ে খেয়ে ঘুরে ঘুরে আসে, ক্লারেত্তা তেমনি আয়নার সামনে বার বার এসে গ্রীবা নেড়ে নিজের সৌন্দর্য দেখেন নয়নভরে।

ডিভানে শুয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে। অবসর আজ অনেক কম। পূর্বের মনও মুসোলিনীর যেন মরে গেছে অনেকখানি। বয়সের চেয়ে মানুষটি যেন আরও প্রবীণ। তের্মিনিল্লো-তে স্কী, রিমিনি-তে সহস্নান আর সাঁতার বা কাস্তেল্‌পোর্ৎসিয়ানো-তে পিক্‌নিকের আনন্দের দিনগুলো হয়তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

ঘড়ি দেখে ক্লারেত্তা আজ অস্থির হয়ে পড়েন। এত দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে বলে মনে হয় না। পেন্তেল্লারিয়া যেদিন মিত্রশক্তির হাতে চলে যায়, ক্যুয়েরার-এর সঙ্গে জালৎস্‌বুর্গ বৈঠকের বার্তাও যেদিন ছুচে নিয়ে আসেন, সেদিনও তো এত দেরি হয়নি।

অভিমান ও অস্থিরতার সঙ্গে কিছু সন্দেহও মনে জাগে। শোনা যায় আজকাল নতুন প্রেয়সী জুটেছে একজন। ইর্‌মা-র সঙ্গে সত্যিই কী মুসোলিনী মাখামাখি শুরু করেছেন! না আঞ্জেলা কুর্তি তাঁকে নতুন করে গ্রাস করলো। মার্গেরিতা সার্ফাত্তির সঙ্গে মুসোলিনী কী স্ফূর্তিতে মত্ত অন্য কোথাও!

বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। পরিচিত পদশব্দে সচকিত হন ক্লারেত্তা। মুসোলিনী ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কৃত্রিম অভিমান ও নানা ছলাকলায় অভ্যস্ত ক্লারেত্তা ডিভানে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইলেন। মুসোলিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। মনুষটি যেন আজ অস্থির। টেলিফোন শেষ করে ডিভানের এক প্রান্তে বসে পড়ে ক্লারেত্তাকে বেশ রূঢ়তার সঙ্গেই বলেন,

—আমি চাই না তুমি এখানে আর আসো।

ক্লারেত্তার সুন্দর দেহশ্রী যেন একটা মোচড় খেয়ে সরে বসলো।

—কী বলছো তুমি?

—আমি চাই না ক্লারেত্তা, তুমি পালাৎসো ভেনেৎসিয়া-তে আসো।

ক্লারেত্তা নীরব। আয়ত নয়নে চিত্রার্পিতের মত একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে থাকেন।—

—বাইরে নানান কথা হয়। পার্টি সেক্রেটারিয়েটে আলোচনা হয়। অনেকেই আমাদের এই মেলামেশা ভালচোখে দেখেন না। এখানে আসা তুমি বন্ধ করো।

—সে-বোনো নিশ্চয়ই এসব কথা লাগিয়েছে।

—না!

—তোমার জামাই কাউন্ট চিয়ানো আমাদের ভালবাসা কোন-দিনই ভালভাবে নিতে পারেনি আমি জানি। চিয়ানো-কে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

চাপা ক্রোধে ক্লারেত্তা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। সাটিনের বালিশ নখে আঁচড়াতে থাকেন। মুসোলিনীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর ক্রমে ক্রমে আসে,

—লোকের কথা আমি বড় গ্রাহ্য করি না। তবে আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এই নিয়মিত দেখা বন্ধ হওয়া দরকার। আমি কাউকেই আর সমালোচনার সুযোগ দেবো না। কেউই আমাদের এই সম্পর্ক ভালচোখে দেখে না।

—আমার অপরাধ কী জানতে পারি কী?

—কথাটা ওখানে ওঠেনি ক্লারেত্তা। তুমি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো। অনেক ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি। তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক রাখা চলে না।

ক্লারেত্তা লক্ষ্য করেন আজ মুসোলিনী অস্থির হলেও অপ্রকৃতিস্থ নন। উত্তেজিত কিন্তু জ্ঞানশূন্য নয়।

—আমার দুর্বলতার জন্যে লোকে নিন্দে করে। আমার কাছে এ সবের মূল্য সামান্যই। কিন্তু ইতালীর এই দুর্দিনে আমি অসম্ভব ব্যাকুল। ব্যক্তিগত জীবনই এখন আমার নেই।

—তুমি আমাব সব। তোমাতেই আমি সার্থক। আমি দূরে সরে গেলে যদি তুমি ভাল থাকো, সেটুকুই আমার সবচেয়ে বড় সঞ্চয়।

—তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না ক্লারেত্তা, আমি কী নিদারুণ সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। রাত্রে আমার ঘুম হয় না। পেটের অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে পাগল করে তোলে। মিত্রশক্তি যে-

ভাবে যুদ্ধে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, এদিকে পার্টিতে বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র, সবই আমাকে দেখতে হচ্ছে। তারপর তোমার ভাইয়ের চোরাকারবারের সমালোচনা যদি আমাকে শুনতে হয়! মার্চেল্লো-কে তুমি শাসনে আনতে পারোনি।

—তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমি অস্বীকার করি।

—রোমের সাধারণ মানুষ সে কথা বিশ্বাস করবে না। এমন কী পার্টি সেক্রেটারিয়েট মনে করে, তোমার আর আমার সম্মতি না থাকলে মার্চেল্লো একটার পর একটা অপরাধ এভাবে করে যেতে পারে না।

—তোমাকে আমি ভালবাসি। প্রতিদানে কোন কিছুই চাইনি। শয়নে স্বপনে শুধু চেয়েছি তুমি আমার পাশে আছো।

—আমি সব জানি ক্লারেত্তা। আমাদের প্রেম অটুটই থাকবে। কিন্তু এখানে তুমি আর এসো না। এখন দেখছি গোটা ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারীর স্তরে পৌঁছে গেছে।

—তাই হবে। তোমাকে ভালবেসে কাছে এসেছিলাম। প্রয়োজনে তোমাকে ভালবেসেই দূরে সরে যাবো।

ডিভানের মধ্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ক্লারেত্তা পেতাচ্চি।

একটা ফোন আসে। চীফ অফ স্টাফ আম্‌ব্রোসিও জরুরী বার্তা পাঠাচ্ছেন। জর্মন বিমানবহরের সাহায্য চেয়ে পাঠানোর কথা নিয়ে রিন্তেলেন্‌-এর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ যে আলোচনা হয়েছে মুসোলিনীকে সেই কথাই জানাচ্ছিলেন।

মুসোলিনী চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—এয়ার মার্শাল রিখ্‌টোফেন্‌ বার্লিন থেকে রোমে এসে সর্বশেষ যে কথা বলে গেছেন তার একটা রিপোর্ট বার্লিনে আমাদের রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি-র হাত দিয়ে কালই রিবেনট্রপকে পাঠিয়ে দিন। আর কাল সকালে পালাৎসো ভেনেৎসিয়া-তে বাস্তিয়ানিনি-কে আসতে বলবেন। আমি আটটায় পৌঁছে যাবো।

সশব্দে টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফিরে তাকাতেই দেখেন ক্লারেত্তা তৈরি হয়েছেন। চলে যাচ্ছেন। ধীর পদক্ষেপে মুসোলিনী সামনে এগিয়ে যান। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত। তারপর আশ্চর্য পরিবর্তন। দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ক্লারেত্তা-কে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে চলেন। কৃত্রিম রোষ, মিথ্যে অভিমানে ক্লারেত্তা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তারপর দুরন্ত ভাললাগালাগির সুখস্পর্শে অভিভূত হয়ে যেতে দেখা যায়।

তারপর!

বেড সুইস্‌টা হাত বাড়িয়ে মুসোলিনীই নিভিয়ে দিলেন তারপর।

বেশ রাত।

তবু একটি মাত্র মানুষ তখনও ব্যস্ত। পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে অনেকটা পথ। কাউন্ট চিনি শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছেন। পথে কেউ তাঁকে পিছু নেয়নি। অপেক্ষারত কোন মিলিশিয়া ভ্যান বাড়ির সামনেও তাঁর চোখে পড়েনি। দে-মার্সিকোর খোঁজটি পেলে আপাতত নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। ফোন করতে সত্যি ভয় করে। অস্থির চিত্তে পায়চারী করলেন কিছুক্ষন। অনেক কথাই ভাবছিলেন। টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বাললেন। মন্ত্রীসভার বৈঠকে যে কথা পরিষ্কার করে বলবার তিনি সুযোগ পাননি, সে সমস্তই পত্রে মুসোলিনীর কাছে প্রকাশ করে দেবার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করলেন।

মনোযোগ দিয়ে লিখছিলেন। হঠাৎ পদশব্দে ফিরে তাকান। স্ত্রীকে এতরাত্রে ড্রইংরুমে আসতে দেখে একটু অবাক হন।

—ঘুমোওনি! এতরাত্রে এখানে!

—বাইরের দরজায় কে যেন আঘাত করছে।

—কে ?

—জানি না।

কাউণ্ট চিনি মুহূর্তে সাদা হয়ে গেলেন। স্ত্রীর ভীতচকিত কণ্ঠ,

—তোমাকে কী ওরা ধরতে এসেছে ?

কাউণ্ট চিনি ড্রয়ার থেকে রিভলভারটি পকেটে নিলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকান। ম্লান এক টুকরো হেসে বলেন,

—তোমাকে যে কথা বলেছি মনে রেখো। আমার অবর্তমানে এ দায়িত্বটুকু পালন করবে।

কাউণ্ট চিনি আর অপেক্ষা করলেন না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লাউঞ্জ অতিক্রম করে এলেন। কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। হঠাৎ কী ভেবে ঘুরে তাকালেন। স্ত্রীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে অতি নিচু পর্দায় কী যেন বললেন। তারপর দরজাটা খুলে ফেলেন।

অবাঞ্ছিত আগন্তুককে দেখে কাউণ্ট চিনি বিস্মিত হন। আশঙ্কা করেছিলেন কালো পোষাকের ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। তবু সন্দেহ দূর হয় না,

—আমি কাউণ্ট চিনি। আপনি কাকে চান ?

বলিষ্ঠ যুবার চোখে সতর্ক দৃষ্টি। কথার জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। উত্তেজিত মুখশ্রী।

—আমি দে-মার্সিকোর খবর নিয়ে আসছি। তিনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছেন। আপনার সংবাদটুকু সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি এতরাত্রে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি তো দেখছি ভালই আছেন। আমি দে-মার্সিকো-কে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি ভালই আছেন। আপনাদের ফোন গোয়েন্দারা লক্ষ্য রাখছে, তাই এত রাত্রে বিরক্ত করতে হ'ল।

আগন্তুক যুবা আর অপেক্ষা করলো না। পরক্ষণেই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কাউন্ট চিনি জানালা দিয়ে লক্ষ্য করেন আগন্তুক যুবা সতর্ক পদক্ষেপে নির্জন প্রায়ান্ধকার রাজপথ অতিক্রম করে চলছে।

—চল, ঘরে চল। আজ রাতটা আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

কাউন্ট চিনি সোৎকণ্ঠে বলেন,

—তোমার কী মনে হয় মিলিশিয়া ভোররাত্রে আসবে?

—জানি না!

নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রম করে গেল। কাউণ্ট চিনির নিরাপদ জীবন-যাত্রায় কোন বাধা আসেনি। গোপনে নানা জটলা, হাজারো আলোচনা চলতে থাকে। সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, ফ্যাসিস্ট পার্টি মুসোলিনী বিরোধী চক্রান্তজাল পুরোপুরি উগড়ে ফেলতে সচেষ্ট। তাই কাউণ্ট চিনি-কে গ্রেপ্তার করে সূত্র নষ্ট করতে তারা নারাজ। পার্টি সেক্রেটারী স্বয়ং অনুসন্ধানের ভার নিয়েছেন।

আসলে মুসোলিনী গোটা ব্যাপারটা উপেক্ষাই করেছিলেন। কাউণ্ট চিনির সতর্কবাণীর কোন মূল্যই তিনি দেননি। গোটা দেশে সর্বস্তরে একটা অসন্তোষ, ষড়যন্ত্র যে ঘনীভূত হচ্ছে, সে কথা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেননি মুসোলিনী। স্বৈরাচারী এক-নায়কত্বের বিরুদ্ধে গোটা দেশের ধূমায়িত চাপা বিক্ষোভ কাউণ্ট চিনি যে প্রকাশ করলেন, মুসোলিনী সে কথা গ্রাহ্য করেননি। হয়তো সেই কারণেই কাউণ্ট চিনি-কে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেছেন। তাঁর পদত্যাগপত্রটি ব্রিফ-কেসে পুরে রেখেছেন। উত্তর দেবার প্রয়োজনও মনে করেননি।

ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে কিন্তু বহু আগে। বছরের শুরুতে বৃটিশ অষ্টম আর্মির হাতে ত্রিপলী চলে যাবার পর থেকেই অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখা দেয়। অনেকেই ধরে নিয়েছেন একটা নিষ্ফল যুদ্ধে মুসোলিনী গোটা ইতালীকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছেন। এ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। জর্মনীর সঙ্গে সমস্ত রকমের চুক্তি ও রফা ছিন্ন করে, মিত্রশক্তির সঙ্গে যথাসম্ভব সম্মানজনক কোন সর্তে একটা বোঝাপড়ায় আসবার স্বপক্ষে

সর্বস্তরে আলোচনা হতে থাকে। ইতালী ও জর্মনীর ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে দিগ্‌বিজয়ের আশায় যাঁরা স্বর্গ রচনা করেছিলেন, ত্রিপলী হাতছাড়া হবার পর তাঁরাও আজ সংশয়ে দোদুল্যমান। সঙ্কটজনক এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে স্বয়ং গোয়েবলস্‌ তবু ভরসা পেয়েছেন। গোয়েবলস্‌ তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন :

"দুচে আমাদের ফুয়েরার-এর সুদিন ও দুর্দিনের সাথী। আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। দুচে যতদিন ইতালীর ক্ষমতায় থাকবেন, ফ্যাসিজম মাথা উঁচু করে থাকবেই।"

গোয়েবলস্‌ জানতেন, ইতালীর রাজার সঙ্গে মুসোলিনীর সম্পর্ক যথেষ্ট তিক্ততাপূর্ণ। পরিপূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ দীর্ঘদিনে দু'জনের মধ্যে গভীর ফাটল সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই অনৈক্য ও চিন্তাধারার গুরুতর অসঙ্গতি যে নিতান্তই অশুভ সে সম্পর্কে গোয়েবলস্‌ তার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু অনেক কিছুই গোয়েবলস্‌-এর অজ্ঞাত। শুধু ইতালীর রাজা নন, ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের কথাও নয়। ফ্যাসিস্ট পার্টির মধ্যেই আজ গুরুতর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। চাপা টুকরো টুকরো ষড়যন্ত্র ও গোপন মন্ত্রণাসভা বসে নিত্য। নিশ্চিত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মুসোলিনী বিরোধীচক্র আজ ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করছে।

চক্রান্তের পীঠস্থান রাজপ্রাসাদ। স্বয়ং রাজা আজ সক্রিয়। জেনারেল মণ্টগোমারীর অল্‌-আলামৈন্‌ বিজয়, উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর বিপর্যয় ডেকে আনে। চক্রান্তের সূত্রপাত তখন থেকেই। ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক প্রবীণ নেতা ইভানোএ বনোমি। ফ্যাসিস্ট পার্টি ইতালীর ক্ষমতায় আসার আগে ইভানোএ বনোমি ইতালীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সামান্য কয়েকজন সোশিয়ালিস্টদের মধ্যে রাজা ইভানোএ বনোমি-কে বিশ্বাস করেন সবচেয়ে বেশি। তার পরেই মার্শাল পিয়েত্রো বোদোল্লো। অন্যতম নায়কদের মধ্যে তারপর নাম রাখতে হয় মার্শাল কাভিলিয়া ও জেনারেল

আম্‌ব্রোসিও। যখন মার্শাল বোদোল্লো ও আম্‌ব্রোসিও অপর দুই জেনারেল ক্যাভিলিয়া ও পম্পেও কারবনি-র সঙ্গে মুসোলিনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলবার ষড়যন্ত্রে মশগুল, নিজ নিজ পরিকল্পনা নিয়ে রাজার সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক শেষ করেছেন, তখন অপর দুই অসাধারণ ব্যক্তি পৃথক এক চক্রান্তজাল বুনে চলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জুসেপ্পে বোত্তাই ও বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী কাউণ্ট দিনো গ্রান্দে খোদ ফ্যাসিস্ট পার্টির মধ্যেই গভীর চক্রান্ত গড়ে তুলেছেন।

কাউণ্ট দিনো গ্রান্দে-র ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। অতিশয় প্রিয়দর্শন। অসম্ভব চতুর। তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ মধুর ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। আইনের ছাত্র ছিলেন। ফ্যাসিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন গোড়া থেকেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এ্যালপাইন রেজিমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ সামরিক অফিসার ছিলেন। এমিলিয়া ফ্যাসিস্ট এ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা ছিলেন দিনো গ্রান্দে। বলোঞা থাকাকালীন ফ্যাসিস্ট পত্রিকা 'ইল্‌-রেস্তো দেল্‌ কার্লিনো'-র স্থানীয় সংবাদদাতা হিসাবে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৯২১ থেকে ফ্যাসিস্ট পার্টি ডিরেক্টরেটের মেম্বার। ফ্যাসিস্ট পার্টির রোম অভিযানের অন্যতম আঙ্গুলে গোনা নায়কদের মধ্যে গ্রান্দে ছিলেন একজন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় বিশেষ ভূমিকা থাকায় মুসোলিনীর বিরাগ-ভাজন হন। বেশ কিছুদিন মুসোলিনী এই মানুষটিকে দূরে দূরে রাখেন। প্রায় বছর দুই পর হঠাৎ মুসোলিনী গ্রান্দে-কে রোমে ডেকে আনেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে বহাল হন। ঐ পদেই পররাষ্ট্র দপ্তরে বদলী হন তারপর। কিছুকাল পর ইতালীর রাষ্ট্রদূত মনোনীত হয়ে লণ্ডনে আসেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধিতে তিনি সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। বৃটেনের সঙ্গে ইতালীর মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন

গ্রান্দে। কিন্তু মুসোলিনীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল বিপরীত-ধর্মী। ক'বছর গ্রান্দে-কে লণ্ডন থেকে রোমে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই মুসোলিনী বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। মনোনীত হন ফ্যাসিস্ট চেম্বারের প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই মানুষটি মুসোলিনীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

চক্রান্তের অন্যতম নায়ক হিসাবে দিনো গ্রান্দে-র অসাধারণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই মানুষটি প্রতি মুহূর্তে চূড়ান্ত সতর্কতা মেনে চলে সমস্ত সন্দেহকে দূরে রেখেছিলেন। অতিবড় অনুগত পার্শ্বচরকেও তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। কূটনৈতিক বুদ্ধির সাঁড়াশী-অভিযানে এক একটি মানুষকে কাছে টানতেন। এমন জালে জড়িয়ে ফেলতেন যে, তাঁর পক্ষে ভবিষ্যতে বিশ্বাস-ঘাতকতার কোন পথই খোলা থাকতো না। তবু দিনো গ্রান্দে-র কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদি কাউন্ট গ্রান্দে-র চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন। তবু নিজে সাহস করে মুসোলিনীর কাছে কিছু বলতে ভরসা পাননি। উইদো-র সবচেয়ে বড় ভরসা আঞ্জেলা কুর্তি। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি তাঁর হাতের লোক। মুসোলিনীর স্ত্রী দন্না রাকেলের সঙ্গেও তাঁর খাতির। মুসোলিনীর প্রাক্তন প্রেয়সী আঞ্জেলা কুর্তি তাঁকে নিজের লোক মনে করেন। বুফ্‌ফারিনি উইদি এইভাবে অত্যাশ্চর্য শক্তি সংহত করেছেন।

উইদো কিছুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে আঞ্জেলা কুর্তি-কে দিয়ে মুসোলিনীর কাছে গোপন পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে আঞ্জেলা জানান, জুসেপ্পে বোত্তাই ও কাউন্ট দিনো গ্রান্দে মুসোলিনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। আঞ্জেলা-র পত্রে আরও প্রকাশ পায়, মুসোলিনীর জামাতা কাউন্ট চিয়ানো ও দে-বোনো এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছেন।

মুসোলিনী কোন কথাই গায়ে মাখেননি। জানুয়ারীতে লা রোক্কা দেল্লা কামিনাতে থেকে রোমে ফেরার পর হঠাৎ একদিন অতর্কিতে মন্ত্রীসভা ও অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রদ-বদল শুরু করলেন। আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। মুসোলিনী এই নিয়মেই অভ্যস্ত। কখন যে কে তাঁর সুনজরে পড়েন বলা দুষ্কর। প্রথমে চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে উগো কাভাল্যেরো-কে সরালেন। জেনারেল আম্‌ব্রোসিও-কে সেই পদে নিযুক্ত করলেন। মুসোলিনী ধরে নিয়েছিলেন, উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর পরাজয়ের বড় কারণ কাউন্ট উগো কাভাল্যেরো-র সামরিক অদূরদর্শিতা। লিবিয়া ফ্রণ্টে ইতালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্যে কাভাল্যেরো-এর সামরিক ব্যর্থতাই সবচেয়ে বড় কারণ বলে মুসোলিনী বিশ্বাস করেন। কাউন্ট কাভাল্যেরো ছিলেন জর্মন হাই কমাণ্ডের আস্থাভাজন। জেনারেল আম্‌ব্রোসিও আর্মি জেনারেলদের মধ্যে প্রবীণ ও বিচক্ষণ। কিন্তু ইতালীর রাজাকে ঘিরে ইভানোএ বনোমি, মার্শাল বোদোল্ল্যো ও মার্শাল কাভিলিয়্যিয়া-র মুসোলিনী বিরোধী চক্রান্ত ভিল্লা সাভইয়া-তে যে দানা বেঁধেছিল, জেনারেল আম্‌ব্রোসিও যে, সে চক্রান্তের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একথা মুসোলিনী বিশ্বাস করেননি। জর্মন রাষ্ট্রদূত আম্‌ব্রোসিও-কে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

কাভাল্যেরো-কে চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরানোর পর তিনি মন্ত্রীসভায় হাত দিলেন। প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রীপদ থেকে জামাতা কাউন্ট চিয়ানো-কে সরালেন। সঙ্কোচ একটু হয়েছিল। প্রথমটা বিব্রত বোধ করেছেন। কাউন্ট চিয়ানো কিছুই জানতেন না। পাঁচই ফেব্রুয়ারী বিকেলবেলা মুসোলিনী হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। কাউন্ট চিয়ানো সেদিনের গুরুত্বপূর্ণ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

"ঘরে ঢুকেই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া লক্ষ্য করলাম।

ছুচে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করছেন। একটু ইতস্ততঃ করে নতুন মন্ত্রীসভা রদ-বদলের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি সায় দিয়ে গেছি। ভালমন্দ বিচার করতে যাইনি। তারপর ছুচে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? কোন্ কাজের ভার নেবার তোমার ইচ্ছে? পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার আমি নিজে নিয়েছি। ওখানে কাজের চাপ একটু বেশি। তোমার এখন কিছু বিশ্রাম দরকার। জবাবে আমি বলেছি, নতুন কর্মভার বেছে নেবার স্বাধীনতা যদি আমাকে দেওয়া হয়, তবে আমি ভার্টিকানের রাষ্ট্রদূতের কর্মভারই পছন্দ করি। আমার কথায় ছুচে খুশি হয়েছেন। বললেন, তোমাকে আমি ভার্টিকানের রাষ্ট্রদূতই নিযুক্ত করলাম। ছুচে সারাক্ষণ বিব্রত বোধ করছিলেন। অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকলেও আমাদের সাক্ষাৎকার ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। আমাদেব পূর্বের সম্পর্ক অটুট রইলো।"

ইতালীর রাজনৈতিক পটভূমিতে কাউন্ট চিয়ানো একজন বহু বিতর্কিত চরিত্র। চিয়ানো ছিলেন রোম অভিযানের অন্যতম নায়ক ও মুসোলিনীর বিশ্বস্ত অনুচব কাউন্ট কস্তা্নৎসো চিয়ানো-র পুত্র। কৃতিত্বেব সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জার্নালিজম্ ঘেঁষা লেখা ও আধা রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে রোমের বুদ্ধিজীবী তরুণ মহলেব কফির টেবিলে তিনি ছিলেন অন্যতম মধ্যমণি। নাট্যকার হবার বাসনা ছিল, কিন্তু ফরেন সার্ভিস পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ায় ভবিষ্যত অন্যদিকে মোড় নিল। প্রথমে ব্রেজিল, তাবপর চীনে কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাজে যোগ্যতার পরিচয় দেন। পাঁচ বছর পর রোমে ফিরে আসেন। ভার্টিকানের রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী থাকাকালীন ভগিনীর মাধ্যমে মুসোলিনীর কন্যা এড্ডা মুসোলিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়। এড্ডার সঙ্গে বিবাহের পর মুসোলিনী একটার পর একটা প্রমোশন দিয়ে চিয়ানোকে শুধু ওপরে তুলেছেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস অফিসের

সর্বময় কর্তা নির্বাচিত হন। বছর ঘুরতেই প্রেস ও প্রচার দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী। মুসোলিনী যেদিন কাউন্ট চিয়ানোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ।

ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখের সন্ধ্যে সাতটায় রোম রেডিও স্টেশন মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ রদ-বদলের কথা ঘোষণা করে। মুসোলিনী স্বয়ং নিয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তর। বাস্তিয়ানিনি হয়েছেন ঐ দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী। শিক্ষামন্ত্রীর আসন থেকে জুসেপ্পে বোত্তাই-কে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিচারবিভাগীয় মন্ত্রীর পদ থেকে দিনো গ্রান্দে অপসারিত হয়েছেন। তবে, তিনি চেম্বার অফ ডেপুটিস্-এর প্রেসিডেন্ট রয়ে গেলেন। ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্যপদও রইলো। উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদি-কে সরিয়ে উম্‌বের্তো আলবিনি-কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী হতে দেখা গেল। এই দপ্তরটিও মুসোলিনী নিজের হাতে রাখলেন। অর্থদপ্তরের ভার তাওন্ দি-রেভেল-এর হাত থেকে জাকোমো আচের্‌বো-র হাতে গেল। ইতালীর অন্যতম শিল্পপতি কাউন্ট চিনি-কে দেওয়া হ'ল যোগাযোগ ও পরিবহন দপ্তর। রিচ্চি ও পাভোলিনি-কে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণ করা হ'ল।

এই নতুন নিয়োগ ও বদলী বার্লিন মোটেই ভাল চোখে দেখে নি। উগো কাভাল্যেরো-কে চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরানো ও সেই আসনে আম্‌ব্রোসিও-র নিয়োগ জর্মন রাষ্ট্রদূত আদৌ পছন্দ করেননি। ইতালীতে জর্মন চীফ অফ স্টাফ ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ-এর সঙ্গে আম্‌ব্রোসিও-র সম্পর্ক ছিল তিক্ততাপূর্ণ। স্বয়ং হিটলার এই মানুষটিকে জানতেন। একবার মন্তব্য করেছেন, ইতালী বৃটিশ-কলোনী হলে আম্‌ব্রোসিও খুশি হন।

ক্যাবিনেটে গুরুতর রদ-বদল হলেও ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। মুসোলিনী সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন, নিজের সৃষ্ট পৃথিবীতে অদ্বিতীয় অতিমানব হয়ে সমস্ত কিছু হেসে উড়িয়ে

দিয়েছেন। মনে মনে ভেবেছেন, ষড়যন্ত্র যদিও বা কোথাও থেকে থাকে, মন্ত্রীসভা ঢেলে সাজানোতে সমস্ত কিছু ভেঙ্গেচুরে গেছে। তাই স্ত্রী দন্না রাকেলে কথাপ্রসঙ্গে মুসোলিনীকে সতর্ক করতে এলে মুসোলিনী বলেন, বাজে কথা। ছোট বোন এ্দরিগে খাবার টেবিলে কথা পাড়তেই উত্তেজিত মুসোলিনী বলেন, নাটুকেপনা রাখো। এপ্রিলে আঞ্জেলা কুর্তি এসে জানায়, রাজা বদমায়েস জেনারেল ও ফ্যাসি-বিরোধীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছেন। মার্শাল্ বোদোল্লো-কে এখনই গ্রেপ্তার করা দরকার। মুসোলিনী হেসে বলেছেন, যতই তোমরা আমাকে ভয় দেখাও, আমি জানি রাজা এখন আমার পক্ষে। উত্তেজনা ও গুজব ছড়ানো মানুষের স্বভাব। কাজ করতে গেলে সমালোচনা সহ্য করতে হয়। আমি আমার ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে সম্পুর্ণ অবহিত। আমি ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টির হৃচে তোমরা ভুলে যেও না।

মুসোলিনী পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে সকালেই এসে যান। আজকাল সালা দেল্-মাপ্পমোন্দো-র বিরাট ডেস্কের সামনে ঠিক সময়ে পৌঁছে যান নিয়মিত। জরুরী ডাক দেখছিলেন। বাস্তিয়া-নিনিকে কী যেন নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় পার্টি সেক্রেটারী এসে ঘরে ঢোকেন। মুসোলিনী একটু বিরক্ত বোধ করেন,

—তোমাকে তো এগারোটায় ডেকেছি। এখন এসেছ কেন?

—জরুরী একটা সংবাদ আছে।

—বলো!

—আজ সকালে আমার কাছে গোপন সংবাদ এসেছে মার্শাল বোদোল্লো ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করছেন।

মুসোলিনী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি রাজি থাকলে এখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

বিরক্ত বোধ করেন মুসোলিনী,

—তোমার সংবাদের সূত্র কী?

—খবরটা মরক্কো থেকে সংগ্রহ করা। আমার অতি বিশ্বাস-ভাজন একজন সেখান থেকে আজ রোমে এসেছেন। মার্শাল বোদোল্লোর পুত্র এখন মরক্কোতে। তিনি বলেছেন, মুসোলিনী খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। মার্শাল বোদোল্লো শীঘ্রই ক্ষমতা দখল করবেন। ডুচে, আমার মনে হয় অবহেলা করা ঠিক হবে না। আপনি মার্শাল বোদোল্লোকে আজই গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিন।

আশ্চর্য কতগুলো অনুভূতি মুসোলিনীর চোখেমুখে খেলে যায়। হেসে উড়িয়ে দিলেন না। পরামর্শের মন নিয়েই কথা বলেন,

—তুমি ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটাবী। তোমাকে আবও পরিণত দেখলে আমার ভাল লাগতো। কথা অনেক হয়। ইতালীতেও হচ্ছে। জর্মনীতেও ফুয়েরার-এর বিরুদ্ধাচরণ নেই এমন নয়। তোমাকে আসল ত্রুটিটুকু জানতে হবে। যুদ্ধে ইতালী জয়ী হতে শুরু করলে বিরুদ্ধবাদীদের সুর বদলাতে কতক্ষণ। আপাতদৃশ্য যুদ্ধের অনিশ্চয়তা সর্বসময়ই সমালোচনার কারণ হয়। তুমি নতুন কোন সংবাদ আনোনি। প্রমাণ কিছুই তোমার হাতে নেই। ভার্টিকানের পোপও আমাকে সাবধানবাণী পাঠিয়েছেন। কিন্তু রাজনীতি আমি বুঝি। যুদ্ধে পেছনে হটলেই সমালোচনা শুরু হয়। কিন্তু আমি জানি তিউনেশিয়া হাতের বাইরে নয়। রোমেলের পশ্চাদাপসরণ যুদ্ধে আমাদের দেরি করিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু জয়ী আমরা হবো। রাশিয়ার সঙ্গে জর্মনীর একটা বোঝাপড়া হলে জর্মনী ভূমধ্যসাগরে আমাদের পাশে আরও সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। রণাঙ্গনের দৃশ্যপট আফ্রিকায় সম্পূর্ণ বদলে যাবে। রোমে দায়িত্বহীন আলোচনা, আমার বিরুদ্ধ-সমালোচনা সেদিন তুমি আর শুনতে পাবে না।

এই ঘটনার পরই মুসোলিনী হিটলারকে এক দীর্ঘ পত্র

লিখলেন। তাতে রাশিয়ার সঙ্গে একটা রফাতে আসবার অনেক যুক্তি ও কৌশল মুসোলিনী খাড়া করেছিলেন।

মুসোলিনীর পরামর্শে হিটলার অসম্ভব চটে ওঠেন। অস্থির, অধৈর্য এই মানুষটি পুরো চিঠিটাও হয়তো পড়ে শেষ করতে পারেননি। রোমের জর্মন রাষ্ট্রদূতের সর্বশেষ নোট পেয়ে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কূটনৈতিক মহল মনে করে ইতালীর সেনাবাহিনী জর্মন সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করে। জেনারেল কাভাল্যেরো-কে সরিয়ে জেনারেল আম্‌ব্রোসিও-কে চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত করায় গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হয়। কাউন্ট চিয়ানোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত হয়ে তিনি মিত্রশক্তির সঙ্গে গোপনে শান্তির চেষ্টা করছেন।

পত্রের উত্তরে হিটলার মূল প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। তবে সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে একটা বৈঠকে বসবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ক'দিন পর জর্মন রাষ্ট্রদূত, আণ্ডার সেক্রেটারী বাস্তিয়ানিনি-কে বার্তা পাঠালেন, জালাৎস্‌বুর্গ-এর ক্লেস্‌হাইম্‌ ক্যাসেল-এ বৈঠকের স্থান নির্বাচিত হয়েছে।

মুসোলিনী রোম ত্যাগ করলেন ৬ই এপ্রিল। জর্মন রাষ্ট্রদূত মাকেন্‌সেন, চীফ অফ স্টাফ আম্‌ব্রোসিও, আণ্ডার সেক্রেটারী বাস্তিয়ানিনি ও একটি ফরেন এক্সপার্টস্‌ টিম মুসোলিনীর সঙ্গে গেলেন। ক্লেস্‌হাইম্‌ ক্যাসেল-এর এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মুসোলিনীর ডাক্তার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ

"হিটলারকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল! মুখশ্রী পাণ্ডুর। মুসোলিনী ক্যাসেলের প্যাভেলিয়নে রইলেন। মোজার্ট্‌ ঐ প্যাভেলিয়নে একসময় অতিথিদের সিম্ফনী বাজিয়ে শোনাতেন।"

রুশ রণাঙ্গন সম্পর্কে বাস্তিয়ানিনি-র সঙ্গে রিবেনট্রপের কয়েক দফা আলোচনা হয়। বৈঠকে মাকেন্‌সেন্‌ ও আল্‌ফিয়েরি উপস্থিত ছিলেন। রিবেনট্রপ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন,

—আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য রাশিয়ার সামরিক শক্তি চূর্ণ করা, গোটা রাশিয়া দখল করবার কথা আমরা ভাবছি না। জর্মনী মনে করে না সোভিয়েত রাশিয়া খুব শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করবে। ফুয়েরার জর্মনীর পুব দিকে কোন বলশালী শত্রুকে রেখে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সামরিক আত্মহত্যা বলে মনে করেন। এ অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফুয়েরার-এর সঙ্গে বৈঠকের পর মুসোলিনী পৃথকভাবে বাস্তিয়া-নিনির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মুসোলিনীকে যেন প্রফুল্ল দেখা যায়। বলেন, আমাদের আলোচনা সফল হয়েছে। ফুয়েরার আমাকে কথা দিয়েছেন জর্মন বিমানবহরের সাহায্য আমরা পাবো। বিমানধ্বংসী কামান ও আরও অস্ত্রশস্ত্র শীঘ্রই ইতালীতে পাঠানো হবে।

বাস্তিয়ানিনির কৌতূহলী প্রশ্ন,

—রাশিয়ার সঙ্গে কোন রফাতে আসবার সম্ভাবনা আছে ?

—ফুয়েরার আমার সঙ্গে একমত। তবে স্তালিনকে প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত না করা পর্যন্ত তিনি কোন রফাতে আসতে চান না।

জালাৎস্‌বুর্গ বৈঠক থেকে মুসোলিনী খোলামনেই ফিরে আসেন। তবে পথে পেটের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পেয়েছেন। বৈঠকের সাফল্য তবু তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল। ডাঃ পোজ্জি-কে পরিহাস করে বলেছেন,

—জর্মন বিমানবহর ইতালীতে আসতে শুরু করলে এ ব্যথা আমার সেরে যাবে।

জালাৎস্‌বুর্গ-এর কথা হিটলার কিন্তু রাখতে পারেননি। রোমে

ফিরে এসেই বাস্তিয়ানিনি কয়েক দফা জর্মন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে প্রতিশ্রুত সাহায্যের জন্যে চাপ সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত জর্মন চীফ অফ স্টাফ কেসেলিঙ্ বাস্তিয়ানিনি-কে হতাশ করলেন,

—স্তালিনগ্রাডে ভন পলাসের বিপর্যয় যদি না হতো, তবে জালাৎস্বুর্গ-এর কথা আমরা রাখতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে স্তালিনের স্টিম-রোলার ঠেকাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছে। তবে আপনার প্রস্তাব আমি আবার বার্লিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। বার্লিন নীরব।

এপ্রিলের শেষ দিন। রণাঙ্গনের কঠিন পরিস্থিতি। মুসোলিনী হিটলারকে জরুরী পত্র লিখলেন,

—তিউনেশিয়া বিপদোন্মুখ! সাপ্লাই লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। জর্মন বিমানবহরের সাহায্য ছাড়া এই নয়া আক্রমণ আমরা রুখতে পারবো না। সমস্ত ডেস্‌ট্রয়ার ধ্বংস হয়েছে।

দু'দিন পর হিটলার জবাব দিলেন,

—সাপ্লাই লাইন ঠিক রাখবার জন্যে আপনাকে সর্বশেষ ৬৬৭ খানি বিমান পাঠানো হয়েছে। যা হোক, এ সম্পর্কে কেসেলিঙ্ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

বার্লিনের ইতালীয়ন দূতাবাস থেকে রোমে এই কেবল্ যখন পাঠানো হচ্ছে তখন সবাই ধরে নিয়েছেন বিমান দিয়ে ইতালীকে সাহায্য করা জর্মনীর পক্ষে এখন অসম্ভব।

এই ঘটনার ছ'দিন পর মিত্রশক্তি তিউনিস ও বিৎ-সের্তা প্রবেশ করে। আফ্রিকায় ইতালীর পা রাখবার শেষ জায়গাটুকু চলে গেল।

ঘরে-বাইরের প্রতারণা ও মিথ্যা আশা ইতালীকে আরও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে চলে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী

বুদ্ধিজীবীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নেপলস্ ও সিসিলির মেহনতী মানুষের ওপর বর্ণনাতীত অত্যাচার চলে নিত্য। দৈনিক গ্রেপ্তার। প্রতিদিন নিরীহ মানুষের ওপর গুলিবর্ষণ। তবু ভয়াবহ সন্ত্রাস ও নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। জেনোভাতে সোশিয়ালিস্ট ও তুরিন-এ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা অতিশয় সক্রিয়। নিত্য নতুন ধর্মঘট। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হয়েছে দীর্ঘদিন। খবর কিন্তু সর্বত্র পৌঁছে যায়। রাতের অন্ধকারে কমিউনিস্টরা আসে। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফ্যাসিস্ট শ্লোগান ও মিথ্যা প্রচার ছিঁড়ে ফেলে নিজেদের ইস্তাহার লট্‌কে দিয়ে যায়। মিলিশিয়া হেড কোয়ার্টার্স-এর গায়েও তারা পোস্টার মেরে যায়। গ্রামে গ্রামে প্রচার চালায়। কলে-কারখানায় আন্দোলন গড়ে তোলে। ফ্যাসিস্ট পার্টি ও স্বৈরাচারী মুসোলিনী যে, ইতালীকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে কমিউনিস্টরা দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

নিত্যব্যবহার্য সমস্ত কিছুই কালোবাজারে চলে গেছে। রুটি, মাংস, ডিম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সমস্ত কিছু রেশন হয়েছে। কিন্তু বহু শহরে সে ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে বহুদিন। গ্রামের অবস্থা অবর্ণনীয়। দক্ষিণ ইতালীর হাজার হাজার কৃষক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। জর্মন সেনারা ইতালীকে অধিকৃত অঞ্চল মনে করে। বিদেশী এই সেনাদের প্রতি সাধারণ মানুষের নিদারুণ ঘৃণা। জর্মন সামরিক ব্যারাকে ইতালীয়ন শ্রমিকদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার। কমিউনিস্ট পরিচালিত কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ চলে নিত্য। গুপ্ত কমিউনিস্ট কমিউনে নিয়মিত আলোচনা সভা বসে। গ্রামরক্ষীদল পাহাড়ে ও জঙ্গলে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তোলে।

দিনে দিনে মুসোলিনী জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। এমন একদিন

ছিল পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার ব্যালকনিতে তিনি যখন এসে দাঁড়াতেন তখন সহস্র মানুষের হর্ষধ্বনি ও প্রাণোচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছে সমুদ্র যেন ঢেউ ভাঙ্গছে। সে সমস্তই আজ কাহিনী মনে হয়। বিশ বছর আগে জনতা যখন সম্পূর্ণ দিশেহারা, সোশিয়ালিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত, মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও ফ্যাসিজমের আপাতদৃপ্ত সৈনিক চরিত্রকে তারা ভয়ে ভয়ে মেনে নিয়েছিল। বিশ বছর অনেক দিন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফ্যাসিজমের চরিত্র যখন প্রকাশিত হয়েছে মানুষ তখন নিরুপায়। অত্যাচার, গ্রেপ্তার আর গুলিবর্ষণ—ফ্যাসিস্ট শক্তি পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করেছে। তবু নিয়মিত গ্রেপ্তার আর ভয়াবহ সন্ত্রাস চালিয়েও গোটা দেশকে আজ সন্ত্রস্ত রাখা যাচ্ছে না। মানুষ জাগছে। গণমানসের ঘুম ভাঙ্গছে।

স্বয়ং মুসোলিনী আজ জনতাকে ভয় পান। আলোচনা সভা, বৈঠক তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। নিজের সৃষ্ট পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট হয়ে গোটা দেশ শাসনে রাখতে চেষ্টা করেন। বাস্তব সমস্ত সমস্যাকে তিমি অস্বীকার করেন। ভুল ব্যাখ্যা করেন। সে সমস্যা সমাধানের যুক্তিও তাঁর অদ্ভুতধরনের। শিক্ষার ব্যয় বাড়ানোর কথা তুললে বলেন,

—চতুর্দশ শতকে অশিক্ষা আর নিরক্ষরতায় ইতালী যখন আচ্ছন্ন ছিল, তখন মহাকবি দান্তেকে আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজ এত শিক্ষাদীক্ষার পরও কবি গোভোনি ছাড়া কাউকে তো বড় দেখি না।

মুসোলিনী প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতা আজ অনেক হারিয়ে ফেলেছেন। চরিত্রের মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় মানুষটিকে কোথাও যেন ভীরু করে দিয়েছে। অতি প্রত্যুষে উঠতেন। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন অনেকক্ষণ। দৈনিক ডাক পড়া ও চিঠির উত্তর দেওয়া সকালেই তিনি সেরে ফেলতেন। ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা বা টেনিস খেলতেন নিয়মিত। সে সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে

বহুদিন। একা একা থাকেন। একমাত্র ক্লারেত্তা পেতাচ্চি তাঁর রাত্রের একমাত্র আকর্ষণ। এই বিদুষী সুন্দরী রমণীকে ছাড়তে পারেন না। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। চড় মারতে মারতে ঘর থেকে দূর করে দেন। আবার দু'দিন পর দেখা যায়, সন্ধ্যেতে দু'জনে পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে আসছেন হাসতে হাসতে।

রোমের সাধারণ মানুষও আজ একথা জানে। ফ্যাসিস্ট পার্টির ওপরমহল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্য মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি পুরুষ মানুষই করে থাকে। কিন্তু একটি মাত্র নারীর পেছনে মুসোলিনীর এই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নিতান্তই বিপজ্জনক। ক্লারেত্তা-স্কাণ্ডেল থেকে মুসোলিনীকে মুক্ত করা দরকার।

আলোচনা হয় অনেক। কিন্তু ক্লারেত্তা পেতাচ্চির-সংসর্গ ত্যাগ করবার উপদেশ মুসোলিনীকে দেবার সাহস রাখে কে? কাউণ্ট চিয়ানোকে বলা হয়েছিল, আপনি জামাই, আপনি স্নেহের পাত্র। সুযোগ বুঝে আপনি ব্যাপারটা নিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে কথা বলুন।

কাউণ্ট চিয়ানো কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হননি।

ক্লারেত্তাঘটিত কেলেঙ্কারীর পেছনেও একটা শক্তিশালী চক্র কাজ করছিল। মুসোলিনীর সেক্রেটারী দে-চেজারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদে-র সাহায্যে প্রচুর টাকা করেছেন। ক্লারেত্তা-কে হাতে রাখলে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপারেও সফলতা লাভ সম্ভব। স্বার্থটা অবশ্য পারস্পরিক। দুষ্প্রাপ্য মুক্তার সংগ্রহ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী উইদো বুফ্‌ফারিনি মারফৎ ক্লারেত্তা-কে উপহার পাঠান। ঠিক তার পরদিনই বড় রকমের এক কনট্রাক্ট সেই ব্যাঙ্কার ক্লারেত্তার ভাই মার্চেল্লোর হাত থেকে সংগ্রহ করেন। কয়েক সহস্র লীরা ক্লারেত্তার দৈনিক বাজে খরচ। কামিল্ল্যুচ্চিয়া-তে চমৎকার ভিলা তৈরি করে দিয়েছেন মুসোলিনী। কালো মার্বেল পাথরে তৈরি ভিলার বাথরুমটি তৈরি হয়েছিল

বহু ব্যয়ে, ইতালীর অতিবড় য়্যারিস্টোক্র্যাট্ ললনাও জীবনে কোনদিন নাকি কল্পনাও করতে পারেন না। আয়না বসানো শয়নকক্ষও ছিল অসাধারণ। ক্লারেত্তার এই বিলাস-সজ্জার নাকি তুলনা নেই।

এ সমস্তকিছুর পেছনে ছিল ক্লারেত্তার ভাই মার্চেল্লো। বোনের প্রতি মুসোলিনীর দুর্বলতা তিনি ব্যবহার করেছেন যথেচ্ছভাবে। মার্চেল্লো আদতে ছিলেন নৌবহরের ডাক্তার। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে সোনার চোরাকারবার ও বৈদেশিক মুদ্রার চোরাচালানীর কারবারের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধাব। ডিপ্লোমেটিক্ ব্যাগে তিনি সোনা পাচার করতেন। উইদো বুফ্‌ফারিনি তাঁর অন্যতম পার্শ্বচর। ক্লারেত্তার বাবা ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। 'ইল-মেস্‌সাজ্জেরো' কাগজে মেডিক্যাল করস্‌পণ্ডেন্ট্-এর দায়িত্বভার পেলে বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রশ্ন ওঠে না। ক্লারেত্তার বোন মিরিয়াম অভিনয় ভালই করেন, সুতরাং ফিল্ম স্টার তাঁকে হতে দেখলে, স্বজন পোষণের কথা মনে হয় না। কিন্তু ক্লারেত্তার অদৃশ্য হস্তক্ষেপে বাধ্য হয়ে এমন সব পক্ষপাতিত্ব মুসোলিনী মেনে নিতেন, যার বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশ্যেই হতে দেখা গেছে। ক্লারেত্তা পেতাচ্চির ছাব্বিশ বছরের পুরুষ বন্ধু আল্‌দো ভিত্‌স্‌সোনিকে যখন ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী করে বসানো হ'ল, তখন খোদ ফ্যাসিস্ট পার্টিতেই চূড়ান্ত বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

পার্টির ওপরমহল থেকে কাউন্ট চিয়ানো-কে বলা হয়, পার্টির স্বার্থে আপনি অন্তত ভিত্‌স্‌সোনিকে সেক্রেটারীর পদ থেকে সরিয়ে ফেলতে মুসোলিনীকে অনুরোধ করুন।

কাউন্ট চিয়ানো রাজি হননি। বলেছেন,

—আপনাদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমি আপনাদের মতই নিরুপায়। কয়েকবার আবভাবে দুচে-কে বলেছি কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এত বিশ্রী!

—পার্টির তরফ থেকে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।

কাউন্ট চিয়ানো বিরক্ত বোধ করেন,

—আপনারা কী মনে করেন তুচে এসবের কিছুই জানেন না! তিনি সব জানেন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। এই জঘন্য স্ত্রীলোক গোটা ইতালীর আজ অদৃশ্য কর্ণধার। এই নারীর হাত থেকে মুসোলিনীর মুক্তি নেই।

—মার্চেল্লো পেতাচ্চি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা দরকার। সর্বস্তরে দুর্নীতির জন্যে এই লোকটাই দায়ী।

কাউন্ট চিয়াঁনো দৃঢ়চেতা স্পষ্টবক্তা। একটুকরো তুচ্ছ হেসে বললেন,

—মার্চেল্লো পেতাচ্চি নীচশ্রেণীর এক জীব তা আমি জানি। কিন্তু ফ্যাসিস্ট পার্টির অন্যতম অনেক নেতাই তাঁর সঙ্গে চোরা-কাববারের ভাগ নিতে ব্যস্ত। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন এই চোরাকারবার ও সোনার গোপন ব্যবসার সঙ্গে আমাদের অনেকেই লিপ্ত আছেন। তুচে-কে আমি বলতাম, কিন্তু আমি জানি তাতে তিক্ততা বাড়বেই শুধু। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি আমাকে ঘৃণা করেন। তিনি আমার সর্বনাশের চেষ্টা সর্বসময়ই করবেন। অপ্রীতিকর সম্পর্ক আমি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে চাই না।

—কিন্তু ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী পদে ক্লারেত্তা পেতাচ্চির লোক আমরা বরদাস্ত করবো না। আপদি অন্তত ভিতুস্‌সোনিকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে মুসোলিনীকে অনুরোধ করুন। হাজাব হলেও আপনার অনুরোধের আলাদা মূল্য আছে।

—কোনই মূল্য নেই। আজ আর তুচে আমার কথায় কর্ণপাত করবেন না। এতদিনে আমার নাম তাঁর কালোখাতায় তোলা হয়েছে নিশ্চয়ই!

জালাইসবুর্গ বৈঠক থেকে ফিরে এসে ১৪ই এপ্রিল চীফ-অফ পুলিশ কার্মিনে সেনিজে-কে মুসোলিনী পদচ্যুত করলেন। রোমের জর্মন নিউজ এজেন্সি কার্মিনে সেনিজে-এর বিরুদ্ধে হিমলারের কাছে অভিযোগ পেশ করে। সেনিজে উত্তর ইতালীর ধর্মঘট ও গণ-অভ্যুত্থান ঠেকাতে পারেননি। মুসোলিনী হিমলারকে খুশি করবার জন্যেই জর্মন মনোনীত রেন্‌ৎসো কিয়েরিচিকে পুলিশ দপ্তরের ভার দিলেন। বাস্তিয়ানিনি ফোনে জর্মন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কিয়েরিচির ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

এই ঘটনার পাঁচদিন পরের কথা। পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে মুসোলিনী হঠাৎ পার্টি কনফারেন্স ডাকলেন। নাটকীয়ভাবে মুসোলিনী ঘোষণা করলেন,

—গত পনের মাস ভিত্তুস্‌সোনি যোগ্যতার সঙ্গে পার্টি সেক্রেটারীর কাজ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু বর্তমান ইতালীর কঠিন দুর্যোগপূর্ণ দিনে আমি কার্লো স্কোৎসাকে সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করলাম। আমি স্কোৎসাকে বিশ বছর চিনি। আশা করি সংগ্রামী মন নিয়ে তিনি এগিয়ে যাবেন। আমার নির্দেশ পালন করতে পারবেন। গত ১০ই মার্চ ইতালীতে যা হয়ে গেছে, তাতে মনে হয়েছে, বিশ বছর পেছনের পটভূমিতে আমরা ফিরে গেছি। তুরিন ও মিলানে, পিয়েদ্‌-মন্ত্‌ ও লম্বার্দির ছোট ছোট শহরে শ্রমিকদের যা কাণ্ড আমরা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে ফ্যাসিস্ট সেল কোথাও কোন কাজ করেনি। শ্রমিক আন্দোলনে রুটি ও মজুরীর কথা থাকলে ব্যাপারটা অন্যভাবে গ্রহণ করা যেত। কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলের কয়েকটি পোস্টার আমার হাতে এসেছে। স্তালিন ইতালীর মেহনতী মানুষের পেছনে আছেন, লালফৌজ আগামী দিনে ইতালীকে ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্ত করবে—এই ধরনের ইস্তাহার সর্বত্র লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় ফ্যাসিস্ট সেল রোমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। আমার সন্দেহ হয়, তাদেরও এই ধর্মঘটের

পেছনেও সমর্থন ছিল। পুলিশ আশ্চর্যরকম নিষ্ক্রিয়। উপদ্রুত অঞ্চলে ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া ভয়ে কালো সার্ট পরতেও সাহস করেনি।

স্কোর্ৎসাকে খুব একটা পছন্দ না হ'লেও ভিত্তুস্সোনিকে সরিয়ে দেওয়ায় পার্টিমহল খুশি হয়েছে। স্কোর্ৎসা প্রথম থেকেই শক্ত হাতে ধরলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে উচ্চপদস্থ চারজন পার্টি অফিসার ও বিশজন প্রাদেশিক সেক্রেটারী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বদল হ'ল। স্কোর্ৎসা তৈরি করলেন স্পেশাল ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড। মুসোলিনীর নির্দেশে জানান না দিয়ে ফ্যাসিস্ট গোয়েন্দাদের ওপর গোয়েন্দা-গিরি শুরু করলেন।

নিতান্ত দরিদ্র কুটীরে স্কোর্ৎসার জন্ম। লুক্কাতে ভাইয়ের আশ্রয়ে থেকে তিনি যখন রাজনীতি শুরু করেন তখন তিনি ছাত্র। লুক্কার ফ্যাসিস্ট পার্টি স্কোর্ৎসার হাতে গড়া। রোম অভিযানের সময় তাঁর লুক্কা এ্যাকশন স্কোয়াড 'চিভিতা-ভেক্কিয়া' দখল করে। তারপর মিলিশিয়া কমাণ্ডার হন। শোনা যায় ফ্যাসি বিরোধী নেতা আমেন্দোলো স্কোর্ৎসা-র হাতে নিহত হন। উন্নতির সোপানে সোপানে স্কোর্ৎসা উঠেছেন তারপর। হয়েছেন মেম্বার অফ ডিরেক্টরেট্। ফ্যাসিস্ট ইয়ুথ মুভমেণ্ট ও প্যারা মিলিটারীর অন্যতম নেতা। তারপর আর্মিতে যোগ দেন। পার্টির প্রধান দপ্তরে প্রচার সচিবের পদে মুসোলিনী স্কোর্ৎসাকে নিযুক্ত করেন।

মুসোলিনীর নির্দেশে স্কোর্ৎসা ফ্যাসিস্ট পার্টিতে গুরুতর রদবদ-লের পর রোমে ফিরে এলেন ১১ই জুন। সেইদিনই পেন্তেল্লারিয়ায় ইতালীর নৌঘাঁটি ও বিমানবন্দর মিত্রশক্তির হাতে চলে যায়। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঝিমিয়ে পড়া পার্টিতে যে নতুন প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল, পেন্তেল্লারিয়া-র পতনের পর সিসিলি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনায় সর্বস্তরে নতুন করে গভীর হতাশা টেনে আনে।

দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের অসন্তোষ, পার্টিমহলের হতাশা,

মুসোলিনীর বিরুদ্ধে সর্বস্তরে ধূমায়িত চাপাবিক্ষোভ যে জমা হয়েছিল, ১৯৪৩ সালের ১৯শে জুন ইতালীর মন্ত্রীসভার অধিবেশনে সেই কথাই প্রকাশ করেছেন কাউন্ট ভিত্তোরিও চিনি। ইতালীর ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বসাধারণের মনে যে প্রচণ্ড এক জিজ্ঞাসা আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, মুসোলিনী সেই নির্মম সত্যকে অগ্রাহ্য করলেন। কাউন্ট চিনি-র পত্রটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। অনমনীয়, নিষ্ঠুর, অধৈর্য অথচ নিরুপায় একটা ব্যক্তিসত্তা গোটা দেশকে আরও অনিশ্চিত অন্ধকারের পথে টেনে নিয়ে চলে।

১০ই জুলাই জর্মন এস-এস পরিচালিত ইতালীর জঙ্গী 'এম' ডিভিসন পরিদর্শনে এসেছেন মুসোলিনী। রোম থেকে প্রায় বিশ মাইল। হিমলারের বিশেষ নির্দেশে এই ডিভিসন গঠিত হয়। সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও নিখুঁত জর্মন অনুকরণে ইতালীর এই 'এম' ডিভিসন মুসোলিনীকে মুগ্ধ করে। প্যারেড পরিদর্শনের পর রেস্ট হাউসে যখন ফিরছেন, তখন উল্টোদিক থেকে সামরিক একটা ভ্যান পথরোধ করে দাঁড়াল। উত্তেজিত একজন আর্মি অফিসার সোজা মুসোলিনীকে এসে জানায়,

—কাল রাত্রে শত্রুপক্ষ সিসিলিতে অবতরণ করেছে।

রেস্ট হাউসে আর ফেরা হয়নি। বিশ্রাম নেবার সময় হয়নি মুসোলিনীর। সোজা রওনা হয়ে যান রোম।

রোম তখন অশান্ত। সবাই যুদ্ধের খবরের জন্যে ব্যাকুল। কার্লো স্কোৎসাকে পার্টির সর্বত্র নাজেহাল হতে হচ্ছে।

বাস্তিয়ানিনি বার্লিনে আল্‌ফিয়েরিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে ফোন করেন,

—অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আপনি রিবেনট্রপ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সিসিলি আমরা রাখতে পারছি না।

সময় নষ্ট করেননি রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি। বাস্তিয়ানিনির কেবল্‌ পেয়েই রিবেনট্রপ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু রিবেনট্রপ অসুস্থ। আণ্ডার সেক্রেটারী বারন স্টেগ্‌রাখ্‌ট্‌কেও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত বার্লিনের ইতালীয়ন মিলিটারী এ্যাটাচী জেনারেল মার্রা-র হাত দিয়ে মুসোলিনী হিটলারের কাছে বার্তা পাঠালেন,

—জর্মন বিমানবহরের সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে সিসিলি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। মিত্রশক্তি অন্যত্রও আঘাত হানবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের মজুত সংগ্রহ কোন কাজেই আসবে না। আপনি পত্রপাঠ জর্মন বোম্বার ও ফাইটার প্রেরণ করুন।

মিত্রপক্ষের সিসিলি অবতরণের সংবাদ বার্লিনে অন্যভাবে এসে পৌঁছেছে। অভিযোগ করা হয় আগাস্টা-র নৌঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত এডমিরাল নাকি একটি গুলি না ছুঁড়েই আত্মসমর্পণ করেছেন। ইতালীয়ন সেনারা সিসিলিতে লড়েনি। যুদ্ধই যদি না করে, তবে ইতালীকে সাহায্য করা অর্থহীন।

হিটলার মুসোলিনীর পত্রের উত্তরে জানালেন,

—একথা অস্বীকার করবাব উপায় নেই, সিসিলিতে একটা সেক্টব যুদ্ধে কোনরকম অংশগ্রহণই করেনি। তারা আত্মসমর্পণেব জন্যে ব্যস্ত ছিল। নিতান্ত অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমি ইতালীতে জর্মন বিমানবহর পাঠিয়ে চলেছি। এ মাসে ২২০টি বিমান পাঠানো হয়েছে, আরও ২৫০টি বোম্বার পাঠাবো। তা'ছাড়া আমি ঠিক করেছি, দ্বিতীয় বিমানবহরে একটা ফাইটার ও সাতটা বোম্বার গ্রুপ পাঠাবো। প্রথম প্যারাস্যুট ডিভিশন বিমানযোগে সিসিলি পাঠাবো। ২৯ নম্বর আর্মড ডিভিশন রেজ্জো-তে যাবে। ভরসা হাবাবেন না। সিসিলিতে মরণপণ সংগ্রাম করুন।

কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি কিন্তু রক্ষা হয় না। দু'দিন পর কেসেলিঙ্ মুসোলিনীকে জানালেন,

—সাহায্য এখনই কিছু আসছে না।

—ফুয়েরার আমাকে কথা দিয়েছেন। সর্বশেষ পত্রে তিনি জানিয়েছেন, বোম্বার তিনি ইতালীতে পাঠাচ্ছেন।

—ফুয়েরার হঠাৎ লেগহর্ন জোন নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। তবে আমি বুঝি না টস্কানি নিয়ে ফুয়েরার এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

এদিকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্কোর্‌ৎসা ১৬ই জুলাই কনফারেন্স ডাকতে বাধ্য হন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উপস্থিত হন ফারিনাচ্চি, দে-বোনো, জুরাতি, তেরুৎসি, বোত্তাই, আচেরবো ও দে-চিক্কো।

ফারিনাচ্চি দাবী করলেন,

—বর্তমান এই জরুরী পরিস্থিতিতে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হোক।

বোত্তাই এ কথার সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করলেন,

—আপনি দুচে-কে জানান, আমরা ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করেছি।

বিব্রত স্কোর্‌ৎসা শেষ পর্যন্ত রাজি হন। বলেন,

—আপনারা যা বলছেন আমি দুচে-কে জানাবো। সবাই যদি স্থির করেন ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মিটিং ডাকা প্রয়োজন, আমার ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি থাকবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

প্রবীণ ফ্যাসিস্ট শীর্ষ নেতাদের চীৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকে। জেনারেল আম্‌ব্রোসিও-র বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে। স্কোর্‌ৎসা শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন,

—বেশ, আমি আজই দুচে-কে আপনাদের প্রস্তাব পৌঁছে দেবো।

পালাৎসো ভেনেৎসিয়ায় এসেছেন উৎকণ্ঠা নিয়ে। তিনি জানেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধি-বেশনের কথা তুললে মুসোলিনী মোটেই খুশি হবেন না। জর্মন বিমানবহরের সাহায্যই এখন মুসোলিনীর একমাত্র চিন্তা।

লিখছিলেন। স্কোর্‌ৎসার কথাটা শুনেই যেন জ্বলে উঠলেন,

—গ্রাণ্ড কাউন্সিল আমার তৈরি। অধিবেশনের প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবস্থা করবো। এসব বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবার মতলব ছাড়া কিছু নয়।

—সবাই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

—দিনো গ্রান্দে আজকের বৈঠকে ছিলেন ?

—না।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হন মুসোলিনী।

আজকের সভায় দিনো গ্রান্দে ও ফেদেরাৎসিওনি-র অনুপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অসুস্থতার অজুহাতে কাউণ্ট চিয়ানোও এই মিটিং-এ আসেননি।

একটু ভাবলেন। তারপর স্কোর্ৎসাকে বললেন,

—মিটিং ডাকতে আমার আপত্তি নেই। তবে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ সময় লাগে। এখন আমার অবসর নেই। দিন আমি এখনই ঠিক করতে পারবো না, তবে এ মাসের শেষেই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন হবে একথা তুমি জানাতে পারো।

সেই দিনই মুসোলিনী হিটলারকে পত্র লিখলেন,

—শত্রুপক্ষের সিসিলি অবতরণের পেছনে আমাদের আর্মির নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু এ সংবাদ আদৌ সত্য নয়। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু শক্তির সঙ্গে আমরা পেরে উঠিনি। আমার নির্দেশে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করবার সমস্তপ্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের সেনারা মরণপণ সংগ্রাম করেছে। আমার মনে হয়, ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির এই বিপুল প্রস্তুতি ইতালী জয় করবার উদ্দেশ্যে নয়, বল্কানের প্রবেশপথ খুলে দেওয়াই শত্রুপক্ষের বর্তমান রণনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ইতালী প্রস্তুতির তিন বছর আগেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আফ্রিকা, রাশিয়া ও বল্কান থেকে আমরা বিতাড়িত। এ সমস্ত কিছুই আজ বাস্তব পটভূমিতে ফেলে উপযুক্ত পথ ঠিক করা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সেদিন ছিল রবিবার। অতি প্রত্যুষে বাস্তিয়ানিনি বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় জরুরী খবর আসে, জর্মন রাষ্ট্রদূত মাকেন্‌সেন দেখা করতে চান। বাস্তিয়ানিনির জানা ছিল ফুয়েরার-এর সঙ্গে রাষ্ট্রদূত মাকেন্‌সেন্ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ করে বার্লিন থেকে রোমে ফিরেছেন আগের দিন। ফোন করলেন। রহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল। রাষ্ট্রদূত মাকেন্‌সেন জানালেন, একান্ত গোপনীয়, টেলিফোনে কথা হতে পারে না। আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি।

দেখা হ'ল। বাস্তিয়ানিনি দেখলেন রাষ্ট্রদূত খুব চিন্তিত। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন,

—ফুয়েরার বর্তমান ইতালীর যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে অতিশয় বিচলিত। শেষরাত্রে আমার কাছে বার্লিন থেকে কেবল্ এসেছে ফুয়েরার দুচে-র সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কোথায় ?

—সেই জন্যেই আমি ভোরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছি। ফুয়েরার ইতালীতে এসেই দুচে-র সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

—আপনি কাল সকালেও তো বার্লিন ছিলেন।

—তখনও আমি এ-সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার সঙ্গে কথাও হয়েছে, কিন্তু তখন এসব আলোচনা কিছু হয়নি।

—আশ্চর্য !

—আমার মনে হয় ফুয়েরার গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন। নিজে যখন আসতে চাইছেন তাতে মনে হয় ব্যাপারটা অসম্ভব জরুরী। আপনি এখনই দুচে-কে এ সংবাদ জানান।

—আমি এখনই যোগাযোগ করছি।

—তবে এই সাক্ষাৎকার খুবই গোপনীয়। ফুয়েরার বার্লিনে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এ সংবাদ যেন প্রকাশ না পায়।

—আপনার অনুরোধ আমি এখনই তুচে-কে পৌঁছে দেবো।

—স্থান ও সময় আমি সন্ধ্যের আগেই বার্লিন পৌঁছে দিতে চাই।

—তুচে-র সঙ্গে কথা বলেই আমি আপনাকে জানাচ্ছি।

খবরটা শুনে মুসোলিনী গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনোভাবটি ঠিক বোঝা গেল না। একটু চিন্তা করে বললেন,

—রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দিন ১৯শে জুলাই ত্রেভিজো বিমান-ঘাঁটিতে আমি অপেক্ষা করবো। সেনেটর রেজ্জোর বাগানবাড়িতে আমাদের বৈঠক হবে। সকাল সকাল আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবো। ফুয়েরার-এর বিমান কখন এসে পৌঁছোবে সেটা আপনি রাষ্ট্রদূতের কাছে জেনে নেবেন। আম্‌ব্রোসিওর সঙ্গে আমি এখনই যোগাযোগ করছি।

হাতে সামান্য সময়। চূড়ান্ত সামরিক গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। মহামান্য অতিথিকে সাদর-অভ্যর্থনা জানানোর ব্যাপারেও ভয়ানক কড়াকড়ি। আম্‌ব্রোসিও-কে দ্রুত রওনা হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে মুসোলিনী বিমানযোগে রিচ্‌চিওন যাত্রা করলেন। ডাক্তার ও সেক্রেটারী দে-চেজ্জারে শুধু সঙ্গে গেলেন। কিন্তু বাস্তিয়ানিনি ও আম্‌ব্রোসিও-র সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আগে মুসোলিনী কোন আলোচনা করলেন না।

রওনা হবার আগে বাস্তিয়ানিনি ও আম্‌ব্রোসিও পালাৎসো ভেনেৎসিয়া-তে মিলিত হন। বৈঠকে কী ধরনের আলোচনা হতে পারে, কী ধরনের ফাইল-পত্তর দরকার হবে সে সম্পর্কে নিজেরাই বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

ত্রিভিজো বিমানঘাঁটিতে পরদিন সকালেই এসেছেন মুসোলিনী। ইতালীয়ন রাষ্ট্রদূত বার্লিন থেকে এসে বাস্তিয়ানিনি ও আম্‌ব্রোসিও-র

সঙ্গে রেল স্টেশনে মিলিত হন। তারপর সবাই এয়ারপোর্টে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি একটু উত্তেজিত। মুসোলিনীর সামনেই বলেন,

—রুশ পাল্টা আক্রমণ সামলাতে জর্মন সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত। অন্যদিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছে থাকলেও ফুয়েরার হয়তো নিরুপায়।

চুপচাপ মুসোলিনী শুনলেন। কোন মন্তব্য করলেন না।

ত্রিভিজো বিমানঘাঁটিতে হিটলারের পৌঁছোনোর কথা সকাল ন'টায়। দু'তিন মিনিট আগেই পৌঁছে গেলেন। জর্মন ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করছেন কাইটেল। ত্রিভিজো থেকে ফেল্‌ত্রে-র পথে মুসোলিনী ও হিটলার একই ট্রেনের কামরায় চললেন। পাশের কামরায় অন্যেরা। লক্ষ্য করা গেল গোয়েরিং ও রিবেনট্রপ অনুপস্থিত।

জর্মন টিম তৈরি হয়ে এসেছেন। গতরাত্রে বের্খ্‌ৎসঠাডেন-এ জেনারেল ভার্লিমঁ প্ল্যান তৈরি করেছেন। মুসোলিনীকে সর্বময় কর্তা হিসাবে রেখে জর্মন কমাণ্ডারের অধীনে গোটা ইতালীর সামরিক বাহিনী কাজ করবে। দক্ষিণ ইতালীতে যদি আরও জর্মন ট্রুপস্‌ নামাতে হয়, তবে উত্তর থেকেও সমপরিমাণ ইতালীয়ন আর্মি মুভ করবে। ইতালীর বিমানবহর জর্মন এয়ার ফোর্সের অধীনে চলে যাবে। সর্বময় অধিকর্তা হবেন মার্শাল রিখ্‌টোফেন্‌।

আলোচনা শুরু হ'ল বেলা এগারোটায়। ইতালীর পক্ষে বাস্তিয়ানিনি, আল্‌ফিয়েরি ও আম্‌ব্রোসিও। জর্মনী-র তরফ থেকে বসেছেন কাইটেল, ভার্লিমঁ, মাকেন্‌সেন ও রিস্তেলেন্‌। তা'ছাড়া জর্মন ফরেন অফিসের দু'জন প্রতিনিধিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রাসাদের প্রধান লাউঞ্জে গোল হয়ে বসা হ'ল। অত্যল্প সময় কিন্তু ব্যবস্থা অতুলনীয়।

অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতা নিয়ে হিটলার আলোচনার টেবিলে এলেন।

বেশ চিন্তিত। মাকেন্‌সেন ও কাইটেল কাগজপত্র সাজিয়ে দেন। মুসোলিনী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। চেয়ারের হাতল ধরে কাৎ হয়ে বসলেন। প্রাসঙ্গিক হ'লেও হিটলার শুরুই করলেন একটু ভিন্ন নিয়মে। কাঁচামাল আর খনিজ সম্পদের ওপর জোর দিলেন। ঝাড়া দু'ঘণ্টা হিটলার বক্তৃতা করলেন। জানালেন,

ইস্পাত ও লোহা এখনও আমাদের পর্যাপ্ত মজুত আছে। লোরেন-এ প্রচুর পরিমাণ লৌহ আকর আমরা পাবো। পূর্ব য়ুরোপ থেকেও কয়লা, ইস্পাত ও লৌহ আকর আমরা আনছি। তা'ছাড়া মলিব্‌ডিনাম, নিকেল ও ক্রোমিয়াম সবই আমাদের আছে। তেল আরও দরকার। ককেশাস-এর তেল আমরা পাচ্ছি। রুমানিয়ার তেল আমাদের নিতেই হবে। নিকেল ও ক্রোমিয়াম ছাড়া এয়ার-ক্রাফ্‌ট তৈরি হবে না, একথা আমাদের সব সময়ই খেয়াল থাকা দরকার। ইউক্রেন থেকে আমরা প্রচুর খাদ্য আনবো। ইউক্রেন আমাদের খাদ্যসংগ্রহের অন্যতম ঘাঁটি। তেল সরবরাহ করতে পারলে ট্রাক্টরের সাহায্যে খাদ্যের ফলন এখানে আরও বাড়ানো সম্ভব। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে সক্ষম। উত্তর নরওয়ে থেকে বল্কান, ইউক্রেন থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত এই মজুত কাঁচামাল আর খনিজ যদি ঠিকমত সরবরাহ করতে পারি তবে, অনির্দিষ্টকালেব জন্যে এ যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারবো।

একটানা বলে চলেছেন হিটলার। একটা পিন পড়বার আওয়াজ নেই কোথাও। সবাই স্থির। অপলক দৃষ্টি বক্তার দিকে নিবদ্ধ। এতগুলো মানুষের নড়াচড়াও থেমে গেছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। জোরে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে হিটলারের বক্তৃতা বাধা পেল। উপস্থিত সবাই অসম্ভব বিব্রত বোধ করেন। বক্তৃতা থামিয়ে হিটলার ঘুরে তাকিয়েছেন দরজার দিকে। জেনারেল আম্‌ব্রোসিও দ্রুত আসন ত্যাগ করে দরজার দিকে

এগিয়ে যান। দরজা মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করেন মুসোলিনীর সেক্রেটারী দে-চেজারে। অসম্ভব উত্তেজিত। মাথা নত করে মার্জনা ভিক্ষা। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে মুসোলিনীর দিকে এগিয়ে যান। হিটলারের বক্তৃতায় বাধাদান ও এভাবে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় মুসোলিনী অসম্ভব চটে উঠেছিলেন। নিজেকে সংযত করলেও বিরক্তি ও তিরস্কারের স্বরে বলেন,

—কী ব্যাপার! কী চাই আপনার।

দে-চেজারে তাঁর আরও নিকটে পৌঁছে যান। বিচলিত কণ্ঠে বলেন,

—রোমের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হচ্ছে।

হাতল থেকে হঠাৎ হাতটা খসে গেল। যেন শুকিয়ে গেলেন মুসোলিনী। দে-চেজারে আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করলেন। সংবাদটি মুসোলিনী হিটলারকে জানালেন। অসম্ভব থমথমে একটা গুমোট আবহাওয়ায় সারা পরিবেশ ভরে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত হিটলার চুপচাপ বসে রইলেন। তাপর সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন,

—শীতের শেষে নতুন ধরনের দু'টি মারণাস্ত্র আমি বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবো। সে ভয়াবহ মারণাস্ত্রকে প্রতিহত করবার শক্তি কারো নেই। শীতের আগেই পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়াকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্যে আমি প্রস্তুত। একুশটি ডিভিশন স্ট্যালিনগ্রাডে আমার নষ্ট হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার জন্যে রাখা বত্রিশটা ডিভিশন আমাকে গতবছর রুশ রণাঙ্গনে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বিমানবহর আমার পর্যাপ্ত, কিন্তু বিস্তৃত রণাঙ্গনের সঙ্গেও আমাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে। সুইডেন থেকে লৌহ আকর আনবার জন্যেও আমাকে বিমান ব্যবহার করতে হয়েছে। ইতালীতে পাঁচশো থেকে ছশো বিমানের মধ্যে যদি তিনশো থেকে

চারশো বিমান নষ্ট হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে বিমান পরিচালনায় গুরুতর ত্রুটি ছিল। সিসিলি আমরা হাতছাড়া হতে দেবো না। কিন্তু সেখানে যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি আমরা আর হতে দিতে পারি না। রণনীতির কৌশলগত দিক আমাদের নতুনভাবে ভেবে দেখতে হবে। কথা দিচ্ছি, সবচেয়ে পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী ওখানে আমি পাঠাবো। বৃটিশ সাপ্লাই লাইন ভেঙ্গে দেবো। কয়েক মাসের মধ্যেই বৃটিশ আর্মি ওখানে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। ইতালী এখন দু'হাজার বিমানের প্রয়োজনের কথা তুলেছেন। কিন্তু ইতালীতে উপযুক্ত বিমানবন্দরের অভাব থাকায় এ অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়। মানুষই যুদ্ধ করে। সেনার প্রয়োজন আগে। ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, বিমান ও বিমানধ্বংসী কামানের প্রয়োজন পরে।

লাঞ্চের বিরতি। নিজেদের মধ্যে ফিরে এসে মুসোলিনী প্রথম মন্তব্য করলেন,

—রোমে বোমাবর্ষণ হচ্ছে, অথচ আমি সেখানে নেই। আমার খারাপ লাগছে।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আল্‌ফিয়েরি। মুসোলিনীকে বলেন,

—এই আপনার শেষ সুযোগ ছুচে। বিমানবহরের জন্যে আপনি চাপ দিন। দরকার হ'লে জর্মনীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধবিরতির দিকটাও আমাদের দেশের স্বার্থে ভেবে দেখতে হবে।

উপস্থিত সবাইকে থামিয়ে দেন মুসোলিনী,

—আপনারা কী মনে করেন ইতালীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমি অবহিত নই! বিশ বছরের নিজের হাতে তৈরি ইতালীকে আমি শত্রুর হাতে তুলে দেবো! সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়ে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বলেন! জর্মনীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলছেন, কিন্তু সে প্রস্তাব জর্মনীই বা কী ভাবে গ্রহণ করবে। এ সবই উত্তেজনার কথা। উত্তেজনায় আর

যাই হোক, কাজ হয় না। আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত। ফুয়েরার-কে কী বলতে হবে আমি জানি।

আলোচনা আর বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। সেক্রেটারী দে-চেজারে এসে জানালেন হিটলার লাঞ্চের টেবিলে এসে গেছেন।

ফেল্‌ত্রে বৈঠক সম্পর্কে মুসোলিনী তাঁর ডায়েরীতে পরে লিখেছেন :

"বক্তৃতার পর ফুয়েরার-এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ছ'টি নতুন ও প্রয়োজনীয় সংবাদ তিনি আমাকে দিয়েছেন। নতুন-ভাবে সাবমেরিন যুদ্ধ শুরু হবে। আগস্টের শেষ থেকে লণ্ডনে অবিরাম বোমাবর্ষণ করা হবে। তিনি আরও কথা দিয়েছেন, ইতালীর বিমানবহরেব শক্তি অবিলম্বেই বাড়ানো হবে। ইতালীর প্রতিরক্ষার সমস্ত রকমের দায়িত্ব জর্মনী উপলব্ধি করে।"

তারপর ফেরা। ফেল্‌ত্রে থেকে ত্রেভিজো স্টেশন। সেখান থেকে এয়ারপোর্ট। বেলা তখন পাঁচটা। হিটলার আগে বিমান-ঘাঁটি ত্যাগ করলেন। বিদায় নেবার সময় মুসোলিনীকে বিচলিত দেখা যায়,

—ফুয়েরাব, আমাদের লক্ষ্য এক। আদর্শ এক। আমাদের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা।

ঠোঁটে স্মিত হাসি। সমালোচনার বহু কিছু আছে। তবু হিটলার মুসোলিনীকে অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে জানেন। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেন,

—ছচে, আমি সব জানি। আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

কাইটেল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিটলার বিমানে উঠলেন। মুসোলিনী কাইটেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—যত তাড়াতাড়ি পারেন সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমরা একই নৌকায় চলেছি।

বিমানের যান্ত্রিক শব্দে পরের কথাগুলো আর শোনা গেল না।

জর্মন টিমের সঙ্গে কাইটেল হাত নাড়তে নাড়তে বিমানে উঠলেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

হিটলার এয়ারপোর্ট ত্যাগ করবার পরেও মুসোলিনী প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করলেন। কয়েক মিনিট অন্তর তাঁকে রোমের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হচ্ছিল।

অসম্ভব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। বিমানে উঠে জানালার পাশে চুপচাপ বসে রইলেন। পথে কেউ আর তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস করেন না। ডাক্তার ও সেক্রেটারী একদিকে। বাস্তিয়ানিনি, আল্‌ফিয়েরি ও আমব্রোসিও বসেছেন কিছুটা তফাতে।

জেনারেল আম্‌ব্রোসিও কাইটেলের সঙ্গে তাঁর আলোচনার নোট তৈরিতে ব্যস্ত। বাস্তিয়ানিনি বেশ কিছুদিন পর হিটলারকে দেখছেন। আল্‌ফিয়েরির সঙ্গে সেই আলোচনাই করছিলেন।

বহুদূর থেকেই চোখে পড়েছে। চমকে উঠেছেন মুসোলিনী। সবাই কাচ বসানো গোল জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘন কালো ধোঁয়ায় রোমের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন। আর একদিকে আগুন আর আগুন। শত শত রেলওয়ে ওয়াগন লিত্তোরিও রেল স্টেশনে জ্বলছে।

ওয়্যারলেসে সংবাদ আসে, রোম এয়ারপোর্ট বিপজ্জনক। রানওয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত। বিমানের পাইলট এসে জানায়,

—রোমের কণ্ট্রোল টাওয়ার বলছে, রোম এয়ারপোর্টে নামা যাবে না। চিন্তেচেল্লো-তে অবতরণের নির্দেশ দিচ্ছে।

মুসোলিনী একটু হেসে বললেন,

—কণ্ট্রোল টাওয়ার যা বলছে তাই কর।

চিন্তেচেল্লো এয়ারপোর্টে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একটি দল মুসোলিনীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। বিমান থেকে নেমে তাঁদের সঙ্গে সামান্য দু'চার কথা বললেন। চিন্তিত, বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। একজন সামনে এগিয়ে এসে জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে মহামান্য

পোপ সফর করে গেছেন। তাতে মুসোলিনী একটু চটেই উঠলেন। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সোফারকে শুধু বললেন,

—ভিল্লা তর্লোনিয়া চলো।

ভিল্লা তর্লোনিয়াতে পৌঁছোনোর পর একটার পর একটা ফোন আসতে শুরু করে। স্ত্রী রাকেলেকে মুসোলিনী বলেন,

—বলো, এখন কথা হবে না।

পেটের যন্ত্রণা আজ সন্ধ্যে থেকেই বেড়েছিল। ডিনার টেবিলে এলেন। ন্যাপকিনটা হাতে ধরে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন অনেক্ষণ। কিন্তু কিছুই খেতে পারলেন না। শুয়ে পড়লেন। চোখে কিন্তু ঘুম নেই।

নিষ্প্রদীপ শহর। প্রায়ান্ধকার রাজপথ। তবু পথে অগনিত মানুষের মিছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা আজ রাস্তায় নেমেছে। শহর ছাড়ার হিড়িক পড়েছে আজ। গাড়ি, সাইকেল ও হাঁটাপথে অতি প্রয়োজনীয় সংসার সঙ্গে নিয়ে সাধারণ মানুষ রোম ত্যাগ করছে। শহর ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাবার ব্যাকুলতা চোখেমুখে। মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তান, প্যারেমবুলেটারে পুরো সংসার চাপিয়ে পাশে চলেছে নতুন পিতা। ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনিতে সচকিত করে দমকল রাস্তা চাইছে। ঘোলাটে আকাশে সারি সারি ব্যারেজ বেলুন। এ্যাম্বুলেন্সের ত্রস্ত আনাগোনা। দোকানে দোকানে বৃথা অনুসন্ধান। রুটি নেই। ফিডিং বটল্ ফুরিয়ে গেছে। টর্চের ব্যাটারীও নিঃশেষিত।

পরদিন মুসোলিনী রোমের বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখলেন। লিত্তোরিও স্টেশন, এয়ারপোর্ট ও য়ুনিভারসিটির খুবই ক্ষতি হয়েছে। চাম্পিনো এয়ারপোর্ট বেশ কিছুটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের পর পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে এলেন। পার্টি সেক্রেটারী কার্লো স্কোর্ৎসাকে জানালেন,

—ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন ২৪শে জুলাই হবে। তুমি সমস্তরকম ব্যবস্থা কর।

—প্রেসকে একথা বলতে পারি?

—বাধা নেই। তবে আজই নয়।

—আমার মনে হয় প্রেসকে কিছু না বলাই উচিত। কনফারেন্স খুব একটা প্রাধান্য পেলে অযথা উত্তেজনা বাড়বে।

ফেল্‌ত্রে বৈঠকের রিপোর্ট নিয়ে মুসোলিনী রাজার সঙ্গে দেখা করলেন ২১শে জুলাই। রাজার সঙ্গে মুসোলিনীর আলোচনা খুব একটা হৃদ্যতাপূর্ণ হবার নয়। সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মুসোলিনী তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন:

"রাজা গম্ভীর ও বিচলিত। জানালেন, ইতালীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এভাবে আর চলতে পারে না। সিসিলি আমরা হারিয়েছি। জর্মনরা আমাদের বিপদে বড় নোংরা ব্যবহার করছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণের সময় সেনাবা চাম্পিনো ছেড়ে ভেল্লেত্রি পালিয়ে আশ্রয় নেয়। ভিল্লা সাভইয়া থেকে আমি সবই দেখেছি। পবিত্র রোমনগরীর বুকে বোমাবর্ষণ—এ কলঙ্ক আমাকে পীড়া দেয়। জর্মনদের সঙ্গে একটা শেষ মোকাবিলায় আসা দরকার।"

রাজা ভিত্তোরে এম্মানুএলে কী ধরনের সিদ্ধান্তের কথা ভাবছিলেন মুসোলিনী হয়তো তখনও বুঝতে পারেন নি।

এদিকে দিনো গ্রান্দে তাঁর খসড়া-প্রস্তাব তৈরি করেছেন। ইতালীয়ন একাদমীর প্রেসিডেন্ট ফেদেরাৎসিওনি-র সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়েছে। দিনো গ্রান্দে তাঁর প্রস্তাব অসম্ভব চাতুরীর সঙ্গে তৈরি করেছেন। মুসোলিনীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা কিছু ছিল না। ওপর ওপর দেখে আপত্তিজনক কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু শেষ দিকে প্রস্তাবটির প্রকৃত উদ্দেশ্য বলা হয়েছিল। অনেকটা ভূমিকা ও সাম্প্রতিক ঘটনার বর্ণনার পর দিনো গ্রান্দে তাঁর আসল উদ্দেশ্য শেষ কয়েক লাইনে বিবৃত করেছেন।

এক কথায় দিনো গ্রান্দে মুসোলিনীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। ফেদেরাৎসিওনি খসড়াটি সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করেন। তাপর কাগজটি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন,

—কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ নেই। দুচে-র সামনে এই প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ানো খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করবার জন্যে আমাদের তৈরি হতে হবে।

ফেদেরাৎসিওনি-র নৈতিক সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিনো গ্রান্দেকে আরও সাহসী করে তোলে। খসড়াটি তিনি জুসেপ্পে বোত্তাই, জুসেপ্পে বাস্তিয়ানিনি ও উম্‌বের্তো আল্‌বিনি ও গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অপর তিন সদস্যকে দেখালেন। সবাই জানালেন ২৪শে জুলাই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে দিনো গ্রান্দে-কে তাঁরা সমর্থন করবেন। পৃথক পৃথক ভাবে সভ্যদের সঙ্গে গ্রান্দে মিলিত হয়েছেন। অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়েছেন। তবে কেউ কেউ একথাও বলেছেন, মিটিং-এ তাঁরা মুসোলিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করবার ঝুঁকি নেবেন না। অবশ্য গ্রান্দে-কে বৈঠকে সর্বভাবে সাহায্য করবেন।

দিনো গ্রান্দে-কে সবচেয়ে অবাক করেছেন পার্টি সেক্রেটারী কার্লো স্কোর্ৎসা। খসড়ালিপি পাঠ করে বললেন, আমি আপনাকে সমর্থন করবো। আমাকে এই খসড়া দলিলের এক কপি দিন। পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে দুচে-র সঙ্গে আমার দেখা হবে। তাঁকে দেখাবো।

আমলই দিলেন না মুসোলিনী। গ্রান্দের প্রস্তাব ব্রিফ-কেসে রেখে বললেন,

—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। তবে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন হবে। তারপর আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

অসাধারণ শক্তি সংহত করেছেন দিনো গ্রান্দে।

সমর্থন পেয়ে সামান্য দ্বিধা ও সঙ্কোচটুকু তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। তবু মুসোলিনী-বিরোধী চক্রান্তের অন্যতম নায়ক হিসাবে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে আত্মপ্রকাশ করতে তাঁর খুব ভাল লাগছিল না। গ্রান্দে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন। আলোচনার পর মুসোলিনী যদি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে যেতে রাজি থাকেন, তবে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অপ্রীতিকর আলোচনাসভা হয়তো এড়ানো সম্ভব। দিনো গ্রান্দে অবস্থার গুরুত্ব সব দিক দিয়ে যাচাই করছেন। রোমে আসবার পর রাজা একবার প্রাসাদে ডেকে পাঠান। গ্রান্দে রাজি হন নি। অন্যতম পার্শ্বচর মারিও ৎসাম্বোনিকে দিয়ে খবর পাঠান,

—গ্রাণ্ড কাউন্সিলে আমরা যা করতে চলেছি সেটা নিতান্তই বিপজ্জনক এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা। সেই কারণে রাজাকে আমি এসবের উর্ধে রাখতে চাই। তাতে ইতালীর মঙ্গল। এই মুহূর্তে রাজপ্রাসাদে আমার যাতায়াত কৌশলগত দিক থেকে নিতান্তই ভুল হবে।

মুসোলিনী ২২শে জুলাই বিকেল পাঁচটায় সালা দেল্ মাপ্প-মোন্দোতে দিনো গ্রান্দেকে সাক্ষাৎ করতে বললেন।

বিশাল টেবিলের অপর প্রান্তে মুসোলিনী দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে ঢুকতেই ঠাণ্ডা চোখে গ্রান্দের দিকে ফিরে তাকালেন। বসতে বললেন না। গ্রান্দে দু'চার কথার পর তাঁর মূল বক্তব্য রাখলেন। মুসোলিনী চুপচাপ শুনলেন। মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই। চাপা ঘৃণা ও প্রচণ্ড উত্তেজনা তিনি পুরোপুরি সংযত করতে পারেন নি। তবু গ্রান্দের কথা শেষ হতে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

—ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলে দেখা হবে।

ফিরে এসেছেন গ্রান্দে। চওড়া হলঘর অতিক্রম করে এসে শুধু একজনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন। ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্

বাইরে অপেক্ষা করছেন। একটু ভয় হয়েছিল। তা'ছাড়া মুসোলিনীর নিদারুণ উপেক্ষার মধ্যে হয়তো পাল্টা কোন অশুভ চক্রান্তের আভাস পেয়েছিলেন দিনো গ্রান্দে।

পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে ফিরে এসে আল্‌বিনির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অধিবেশনের দিনে পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে দুশো নির্ভরযোগ্য পুলিশ নিযুক্ত করবার নির্দেশ দিলেন। জানালেন, গোটা ব্যাপারে কাউন্ট চিয়ানোকে সঙ্গে রাখা দরকার। দ্বিধাগ্রস্ত অনেকের ভোট টানতে তাতে সুবিধে হবে।

সেই দিনই বিকেলে জুসেপ্পে বোত্তাই কাউন্ট চিয়ানো-কে ডেকে আনলেন। গ্রান্দে মনে মনে চিয়ানোকে বিশ্বাস করেন না। কাউন্ট দিনো গ্রান্দে সন্দেহই করেন। মনে ভেবেছেন, বাইরে সমর্থন জানালেও হয়তো শেষ মুহূর্তে চিয়ানো শ্বশুরের দিকেই ঝুঁকবেন। কাউন্ট চিয়ানো আজও গ্রান্দের চোখে উচ্চাভিলাষী, চতুর ও মুসোলিনীর অনুগত। কাউন্ট চিয়ানো-র ধারণা মুসোলিনীকে সরিয়ে গ্রান্দে-ফেদেরাৎসিওনি চক্র ক্ষমতায় আসতে চায়। দিনো গ্রান্দে যতটা জর্মন-বিরোধী তার চেয়ে অনেক বেশি বৃটিশ ভক্ত বলে তিনি জানতেন। তবু কাউন্ট চিয়ানো শেষ পর্যন্ত দিনো গ্রান্দেকে সমর্থনের ভরসা দিলেন। বোত্তাই-এর বাড়িতে আরও দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেষের দিকে চিয়ানো-কে বেশ উত্তেজিতই দেখা গেল।

তবু দিনো গ্রান্দে কাউন্ট চিয়ানোকে বিশ্বাস করেন নি। ফেদেরাৎসিওনি-ও নিশ্চিত হতে পারেন নি। গ্রান্দেকে বললেন,

—কাউন্ট চিনিকে মন্ত্রীসভার অনেকেই সমর্থনের ভরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র দে-মার্সিকো ছাড়া কেউ শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে সাহস করেন নি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। ভয় হয় শেষ পর্যন্ত সব ভেস্তে না যায়।

পরদিন বার্লিনের ইতালীর রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি রোমে এলেন। কাউণ্ট চিয়ানোকে আজ একটু তৎপর দেখা গেল। আল্‌ফিয়েরি চিয়ানোর সঙ্গেই বোত্তাই-এর ওখানে এলেন। গ্রান্দে তাঁর প্রস্তাব পাঠ করলেন। আলোচনা হ'ল অনেকক্ষণ। রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি সমর্থন জানান।

দিনো গ্রান্দে তাঁর সমর্থকদের তালিকা তৈরি করেছিলেন। সবুজ পেন্সিলে আল্‌ফিয়েরি-র নামটাও একটু দ্বিধা নিয়ে যোগ করলেন।

কাউণ্ট চিয়ানো বললেন,

—পরিকল্পনা খুবই নিখুঁতভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পার্টি যেন কোন সুযোগই না পায়। অধিবেশনে দুচে-র প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান দেখানোতে যেন আমাদের ত্রুটি না হয়।

অদ্ভুত এক ধাতুতে দিনো গ্রান্দের চরিত্র গড়া। পুরোপুরি বিশ্বাস তিনি একমাত্র ফেদেরাৎসিওনি ছাড়া কাউকেই করেন নি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউণ্ট চিয়ানোকে বিশ্বাস করেন নি। এমন কী জুসেপ্পে বোত্তাইকেও নয়।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন বসবাব একদিন আগে দিনো গ্রান্দে এক নতুন চাল চাললেন। হঠাৎ গ্রান্দে অধিবেশন মুলতুবী রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কার্লো স্কোর্ৎসা পার্টি অফিস থেকে গ্রান্দে-র প্রস্তাব সম্পর্কে মুসোলিনীর অভিমত জানতে চাইলেন। মুসোলিনী উত্তেজিত। হয়তো ভেবেছেন সভ্যদের মধ্যে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় গ্রান্দে ভয় পেয়ে অধিবেশন এখন বন্ধ করে দিতে আগ্রহী। স্কোর্ৎসাকে জানালেন,

—বৈঠক হবে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আর অধিবেশন বন্ধ করা সম্ভব নয়। পাগলামোর একটা সীমা আছে।

দিনো গ্রান্দে এই উত্তরই আশা করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে অধিবেশন বন্ধ করে দেবার সামান্য রকম আশঙ্কাও আর রইল না।

কিছুক্ষণ পর পার্টি অফিস থেকে কার্লো স্কোর্ংসা পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে হাজির হন। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। অসম্ভব একটা উত্তেজনা নিয়ে মুসোলিনীর ঘরে এলেন।

—হঠাৎ আবার এলে কেন? ফোনে কথাতো হয়েছে!

—দুচে, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে জেনারেলরা চক্রান্ত করছে। বোদোল্যোকে তারা ক্ষমতায় আনতে চায়। আপনি আদেশ দিলে এখনই চক্রান্ত-কারীদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

মুসোলিনী অসম্ভব বিরক্ত বোধ করেন। চটেই বললেন,

—ডিটেকটিভ গল্প তৈরি করো না। রাজনীতি কতটা বোঝো! শত্রুর অস্ত্র দিয়েই আমি শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবো। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের পরে কী করি তুমি লক্ষ্য করো।

একদিকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তিকে যেমন বড় করে দেখেছেন, অন্যদিকে শত্রুপক্ষের চক্রান্তকে সৌখীন সমালোচনা মনে করে প্রকৃত অবস্থার গুরুত্বটুকু শুধু লঘুই করেছেন মুসোলিনী। দীর্ঘ-দিনের অদ্বিতীয় এই মানুষটির অসাধারণ আত্মপরায়ণতায় সৃষ্ট কাল্পনিক জগতের সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগাযোগ হয়ে এসেছিল অতি ক্ষীণ।

একমাত্র সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেছিল জর্মন গেস্টাপো। গভীর রাত্রে বার্লিনের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা দপ্তরে রোম থেকে নিতান্তই এক কমার্শিয়াল চ্যানেলে জরুরী কেবল্ এসে পৌঁছোয়,

—ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল কাল শুরু হবে। সমস্ত দিক থেকেই এই অধিবেশনের গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। এই অধিবেশনে শক্তিশালী নেতৃত্বের দাবী উঠবে। মুসোলিনীকে ইতালীর সামরিক কর্তৃত্ব থেকে হয়তো সরে যেতে বাধ্য করা হবে।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে এবার একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত রীতিনীতির হেরফের হ'ল বিস্তর। কাউন্সিলের

অধিবেশন বরাবর রাত দশটায় শুরু হবার নিয়ম ছিল। এবার সময় নির্ধারিত হ'ল বিকেল পাঁচটায়। ব্যানার, ফেস্টুন ও ফ্যাসিস্ট প্রতীকচিহ্নে গোটা পালাৎসো ভেনেৎসিয়া ঝলমল করে। কালো পোষাকের ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার মিছিল একটা বিরাট আকর্ষণ। খুব ঘটা ও সমারোহের সঙ্গে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন গত বিশ বছর হতে দেখা গেছে।

অনুষ্ঠানের জাঁকজমক এবার সমস্ত তুলে নেওয়া হয়। দে-চেজারে মিলিশিয়া কমাণ্ডার জেনারেল এনৎসো গালবিয়াতিকে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার নির্দেশ পাঠালেন। শুধু সাদা পোষাকে কিছু পুলিশ স্কোয়াড, ডিটেকটিভ ও পালাৎসো ভেনেৎ-সিয়ার নিয়মিত প্যালেস গার্ড রাখার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রাসাদের সামনের স্কোয়ার ফাঁকা। ১৯শে জুলাই প্রবল বোমার্বণের পর অনেকেই শহর ছেড়ে গেছেন। বাইরে থেকে এতবড় অনুষ্ঠানের কোন গুরুত্ব চোখেই পড়ে না।

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্যরা আসতে আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের নজর এড়ানোর জন্যে গাড়ি পার্কিং-এর স্থান নির্বাচিত হয়েছে পেছনের লনে।

গ্রান্দে তাঁর ফ্ল্যাট ছেড়ে রওনা হলেন বিকেল সাড়ে চারটেয়। পরনে কালো বুশ সার্ট। ফ্যাসিস্ট পার্টির সাহারিয়ানা ইউনিফর্ম। ট্রাউজার্স-এর পকেটে পিস্তলটি সঙ্গে নেন। ব্রিফ-কেসের কাগজের ভাঁজে কয়েকটি শক্তিশালী হ্যাণ্ড-গ্রেনেড পুরে নিলেন। অতিশয় চতুর এই মানুষটি পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার প্রবেশদ্বারে সাদা পোষাকের ডিটেক্‌টিভদের এক লহমায় চিনে নিলেন। জুসেপ্পে বোত্তাই-এর সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেন,

—জীবন নিয়ে পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে আমরা আর বেরোতে পারবো কিনা সন্দেহ।

ভরসা দিয়েছেন বোত্তাই,

—বিচলিত হলে চলবে না। আপনি এক মহান দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন। ভুলে যাবেন না, আমাদের সম্মিলিত শক্তি আপনার সঙ্গে আছে। ইতালীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ভিল্লা তর্লোনিয়া থেকে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের জরুরী অধিবেশন সম্পর্কে ক্লারেত্তা পেতাচ্চির সঙ্গে মুসোলিনীর ফোনে কথা হয়। ক্লারেত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অভ্যস্ত নিয়মে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মুসোলিনী বলেন,

—এ সমস্যা মিটিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হবে না। চিন্তা কোরো না তুমি।

দুপুরে লাঞ্চের সময়ও মুসোলিনী খুব স্বাভাবিক ছিলেন। স্ত্রী দন্না রাকেলের ডায়েরী থেকে জানা যায়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসোলিনী গ্রাণ্ড কাউন্সিলের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের কোন গুরুত্বই দেন নি।

রাকেলে কিন্তু সন্দেহ করছেন,

—উইদো বুফ্ফারিনি আমাকে একটা তালিকা দিয়েছেন। বাস্তিয়ানিনির কথার সঙ্গেও খুব মিল। চিয়ানো, গ্রান্দে আর বোদোল্লো নাকি জাল ছাড়পত্র তৈরি করেছেন। তুমি দরকার হলে অধিবেশনের আগেই চক্রান্তকারীদের গ্রেপ্তার করো।

কথার জবাব দেন নি মুসোলিনী। কয়েক মুহূর্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর রাকেলেকে চুম্বন করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ঘড়ি দেখলেন। খুব খোলামনেই ভারী ব্রিফ-কেস দোলাতে দোলাতে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

বিশ্রাম নেই দিনো গ্রান্দের। অধিবেশন শুরু হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই মানুষটি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে সকলের সঙ্গেই কথা

বলেছেন। সবাইকে দলে টানবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। থমথমে আবহাওয়া। সকলেরই ধারণা চূড়ান্ত একটা কিছু আজ হতে চলছে।

এমন সময় প্রাসাদের প্রধান রক্ষী এসে জানায়, ডুচে আসছেন।

পার্টি সেক্রেটারী স্কোৎর্সা ঘোষণা করলেন,

—ডুচে আসছেন। আমাদের নেতাকে অভিবাদন করুন।

মুসোলিনী ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় অভিবাদন জানায়। ভ্রুক্ষেপ করেন না মুসোলিনী। কালো বুশ সার্ট ছাড়াও মুসোলিনীর পরনে আজ ধূসর ও সবুজ বর্ণের ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া প্রধানের পুরো পোষাক। এক সহকারী মুসোলিনীর ব্রিফ-কেস খুলে কাগজপত্র সামনে সাজিয়ে দেন। যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী চেয়ার সাজানো হয়েছিল। মুসোলিনীর ডান দিকের আসনে রোম অভিযানের অন্যতম বীর 'কু আক্রম্-বীর' খেতাব প্রাপ্ত দে-বোনো ও দে-ভিক্কি বসে ছিলেন। পার্টি সেক্রেটারী স্কোৎর্সা বসেছিল মুসোলিনীর বাঁ-দিকে। তাঁর পাশে সিনেটের প্রেসিডেণ্ট সুআর্দো-র আসন। অন্য সবাই দু'সারিতে মুখোমুখি আসন গ্রহণ করেছেন। ঘরে অন্য কোন মানুষ নেই। স্টেনো-গ্রাফারকেও আজ ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

দিনো গ্রান্দে এই অধিবেশন সম্পর্কে পরে বলেছেন,

—হলঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, জীবিত অবস্থায় হয়তো আমরা ঘরের বাইরে আর যেতে পারবো না। ক্ষিপ্রগতিতে মুসোলিনী ঘরে ঢুকলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার কমাণ্ডারের পোষাক তাঁর পরনে ছিল। প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে বসেই তিনি বলতে শুরু করলেন। ঘোষণা করলেন, সিসিলির সামরিক ঘটনা-প্রবাহ তিনি বিবৃত করবেন, কিন্তু ইতালীর সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আলোচনায় যাবেন না। মুসোলিনীর কথায়

অস্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল। আধিবেশনে তিনি যে সর্বেসর্বা সে সম্পর্কে তিনি অতিমাত্রায় সজাগ।

মুসোলিনী সিসিলির জনসাধারণের তীব্র সমালোচনা করলেন। অভিযোগ তুললেন, মিত্রশক্তিকে তারা ভ্রাতা হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে। ইতালীয়ন সেনাবাহিনীকে কঠোর সমালোচনা করে বললেন, তারা লড়াই-ই করে নি। সর্বক্ষণ জর্মন সেনাবাহিনীর তারিফ করলেন।

তুচে-র পর আরও কেউ কেউ বলেন। তারপর দিনো গ্রান্দের পালা এলো,

—আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। বলেছি, ইতালীর সেনা-বাহিনীকে দোষারোপ করা অর্থহীন। একমাত্র ডিক্টেটরই ইতালী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ইতালীতে যেদিন জর্মন অস্ত্র আসতে শুরু করেছে, বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত সেদিন থেকেই। আমি মুসোলিনীকে সোজাসুজি আক্রমণ করে বলছি, এই অবাঞ্ছিত যুদ্ধে আপনিই ইতালীকে নামিয়েছেন। গোটা জাতির সম্মান ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি একাই সর্বনাশা যুদ্ধে দেশকে জড়িয়েছেন।

দিনো গ্রান্দের কথা থেকে জানা যায়, মূল প্রস্তাব পাঠ করবার পর ১৯২৪ সালের মুসোলিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গ্রান্দে বলেন,

—সমস্ত পার্টি ধ্বংস হোক, ফ্যাসিস্ট পার্টিও ধ্বংস হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু মহান ইতালীকে রক্ষা করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৬০০,০০০ সন্তানের আত্মবিসর্জনে ইতালী রক্ষ পেয়েছে। আজ সেই জর্মনরা ইতালীর বুকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়েদের কান্না আমরা শুনতে পাচ্ছি। তাঁদের বেদনাহত কণ্ঠ—মুসোলিনী, তুমি আমাদের সন্তানদের হত্যা করছো।

এই সময় মুসোলিনী ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধোন্মত্ত মানুষটি ধরা গলায় বলেন,

—সব মিথ্যে ! এসব ষড়যন্ত্র !!

এই সময় মুসোলিনীর সমর্থনে রোবের্তো ফারিনাচ্চি এগিয়ে আসেন। চীৎকার করে বলেন,

আপনি যুদ্ধে অন্তর্ঘাতকের কাজ করছেন। আপনি দেশের শত্রু।

কাউন্ট চিয়ানো এই সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান,

—জর্মনীর বিশ্বাসঘাতকতার দলিল আমি সংগ্রহ করেছি। ফুয়েরার-এর ষড়যন্ত্র আমি সবই জানি।

ক্রোধে জ্ঞানশূন্য মুসোলিনী কাউন্ট চিয়ানোর কথায় স্তব্ধ হয়ে যান। অতি পরিচিত মরা হাসি ঠোঁটে টেনে বলেন,

—বিশ্বাসঘাতকতা যে কোথায়, কতদূরে, কোথায় তার উৎস, এখন বুঝতে পারছি।

গ্রান্দে বলেছেন, আলোচনা গভীব রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত ও ক্রমে ভয়াভহ রূপ নেয়। মুসোলিনী পরদিন পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তার বিরোধীতা কবেন।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বাইরের কেউ ছিলেন না। বিস্তৃত বিবরণ বাইরে প্রকাশ হবার কথা নয়। উপস্থিত সভ্যদের কথা থেকেই যেটুকু আন্দাজ করা চলে। এখানে দিনো গ্রান্দের বক্তব্যই তুলে দেওয়া হ'ল।

বিবোধীপক্ষের বক্তব্য জানতে হলে স্বয়ং মুসোলিনীর বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। মুসোলিনী গ্রাণ্ড কাউন্সিলে সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে পরে বলেছেন,

—বৈঠকটি নিতান্তই শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিস্ট নেতাদের গোপন আলোচনা সভা আমি মনে করেছিলাম। প্রতিটি সভ্য তাঁর অভিযোগ তুলতে পারেন। জানতাম, এই অধিবেশনে সময় লাগবে, তাই প্রচলিত সময় রাত দশটার জায়গায় বিকেল পাঁচটায়

বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়। নিয়ম মাফিক স্কোর্ৎসা নাম ডাকেন। সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথম বলতে শুরু করি,

—আমি প্রথমেই এ কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই, সামরিক সর্বময় কর্তৃত্বভার আমি ত্যাগ করতে চাই না। তবে টেক্‌নিক্যাল মিলিটারী অপারেশনের দায়িত্ব আমার নয়। একবার মাত্র মার্শাল কাভাল্যেরোর জায়গায় ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন পেস্তেল্লারিয়ার বিমান ও জলযুদ্ধ পরিচালনা করি। আমি বিশ্বাস করি আমার জন্যেই সে যুদ্ধে ইতালী সেদিন বিজয়ী হয়েছিল। এ কথা এডমিরাল রিক্কার্দি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। সেদিন গ্রেট ব্রিটেন রোমান ভালুকের দাঁতের কামড় খুব ভালভাবেই টের পেয়েছিল।

মুসোলিনী বলে চলেন,

—সেই বছর অক্টোবরে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। সর্বময় সামরিক কর্তৃত্ব আমি ত্যাগ করবো মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আমি তা পারিনি। তার কারণ, ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে জাহাজ ফেলে আত্মরক্ষা করার মত নাবিক আমি নই। আজও আমি হাল ধরে আছি, সুদিনের অপেক্ষা করছি। অবশ্য সেদিন এখনও আসেনি।

মুসোলিনী অশান্ত কণ্ঠে বলে চলেন,

—আত্মসমর্পণে আগ্রহীদের অভিযোগ, এই যুদ্ধে জনসাধারণের মনের কোন যোগ নেই। কিন্তু যুদ্ধে কোনদিনই জনসাধারণের সম্মতি থাকে না। এমন কী 'রিসরজিমেনতে'-র যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও নয়। নির্ভরযোগ্য দলিল ও নথিপত্র থেকে এ কথা সহজেই প্রমাণিত হবে। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের ঘটনাকে টেনে আনা আজ অর্থহীন। বরং সাম্প্রতিক নজিরগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। আমি জানতে চাই, ১৯১৫-১৯১৮ সালের যুদ্ধ কী ইতালীর জনসাধারণ চেয়েছিল? মোটেই না। সামান্য ক'জন লোক এর পেছনে ছিল। মিলান, জেনোয়া ও রোম শহর ও পার্‌মা-র মত

হয়েছে, সেদিনই ফ্যাসিবাদের সমাপ্তি ঘটেছে। সঙ্কীর্ণ, অবাস্তব সংগ্রামনীতি গোটা জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এই বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী ফ্যাসিবাদ নয়, দায়ী একনায়কত্ব। এই একনায়কত্বই আমাদের পরাজয়ের কারণ।

শালপ্রাংশু প্রৌঢ় সুদর্শন মানুষটি এবার ধীরে ধীরে মুসোলিনীর দিকে ঘুরে তাকালেন,

—দায়িত্ব গ্রহণ করাটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দায়িত্ব আমাদেরও আছে। সমগ্র দেশবাসী সে দায়িত্বের অংশীদার।··· গত পনের বছর রাষ্ট্রের সামরিক দপ্তরের সর্বময় কর্তৃত্বে আপনি আছেন, এই পনের বছর আপনি কী করেছেন? রাজশক্তির উদ্যম আপনি কণ্ঠরোধ করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহারই আপনি করেছেন শুধু।

মুসোলিনী গ্রান্দের বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

—দীর্ঘ চাপা অসন্তোষ নিয়ে মানুষটি ফেটে পড়েন। অভ্যস্ত বিদ্রূপে পার্টির রীতিনীতির তীব্র সমালোচনা করলেন। স্তারাচি পার্টি সেক্রেটারী থাকাকালীন অবস্থা থেকে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু। এমন কী স্কোৎসা সম্পর্কেও তাঁর প্রচুর অভিযোগ। তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্যই ছিল নাকি জাতীয় সংহতি। রাজাকে এভাবে পটভূমি থেকে সরিয়ে রাখা যায় না। রাজার এখন সামনে এসে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। কাপরেত্তো যুদ্ধের পর রাজা দেশবাসীর সামনে আবেদন করেছেন। আজ তিনি নীরব। কিন্তু ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবার সময় উপস্থিত। নইলে বুঝতে হবে, রাজবাটীর আর কোন মূল্যই নেই।

দিনো গ্রান্দে প্রায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা করেন।

মুসোলিনীর কথা থেকে জানা যায় গ্রান্দের পর ফারিনাচ্চি বলতে ওঠেন। তারপর বলেন কাউণ্ট চিয়ানো।

কাউণ্ট চিয়ানোর সমস্ত কথাই মাপা মাপা। অতিশয় সতর্ক।

জর্মনীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তুতি ও পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করলেন। হিটলার তলায় তলায় কী ভাবে পোলাণ্ড আক্রমণের ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন, ষ্টীল-প্যাক্ট-এর প্রকৃত ইতিহাস ও শেষ পর্যন্ত হিটলার কী ভাবে ইতালীকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে মুসোলিনীকে সঙ্গে পেয়েছেন, সে গোপন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে চিয়ানো মন্তব্য করলেন,

—আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলা হয়। আমি সেদিনও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলাম, আমি জানি সব। আমি একটার পর একটা দলিল তুলে দেখাতে পারি, পেছন থেকে ইতালীকে ছুরি মেরেছে জর্মনী। ফুয়েরার-ই বিশ্বাসঘাতক।

দিনো-গ্রান্দে-র প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন কাউন্ট চিয়ানো।

কাউন্ট চিয়ানোর পর সিনেটের প্রেসিডেন্ট সুআর্দো বলতে উঠলেন। তারপর দে-মার্সিকো, বোত্তাই ও গালবিয়াতি।

দে-মার্সিকো যখন বক্তৃতা করছিলেন মুসোলিনী পার্টি সেক্রেটারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু পর্দায় কী যেন আলোচনা করছিলেন। বক্তৃতার পর স্কোর্ৎসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—অনেক রাত হয়েছে। আজকের মত সভা এখানে শেষ হোক। কাল আবার অধিবেশন বসবে।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মুসোলিনী। ঘোষণা করলেন,

—আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড প্রতিবাদ নিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন দিনো গ্রান্দে,

—শ্রমিক আইন পাশ করাবার সময় আপনি আমাদের এখানে সাত ঘণ্টা আটকে রেখেছিলেন, সেখানে মাতৃভূমির এই ঘোরতর দুর্দিনে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন সপ্তাহব্যাপী চলতেও বাধা নেই। শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অধিবেশন চলবে।

বৈঠক চলতে থাকে। সময় যত অতিবাহিত হয় ততই রাজ-নৈতিক দোলক কোন দিকে ঝুঁকছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেউ কেউ গ্রান্দের প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ফ্যাসিস্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও ত্রিঙ্গালি কাসানোভা, শিক্ষামন্ত্রী কার্লো আল্‌বের্তো বিজ্জিনি ও ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার চীফ অফ স্টাফ এ্‌নৎ্‌সো গাল্‌বিয়াতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছিলেন। নিজেদের মধ্যেই আবার তাঁরা ঝগড়া বাধিয়ে তোলেন।

এই সময় অধিবেশনে দশ মিনিট বিরতি ঘোষণা করা হ'ল।

মুসোলিনী অসম্ভব বিচলিত। অধিবেশনের গুরুত্ব এখন যেন তিনি অনুধাবন করতে পারছেন। ধীর পদক্ষেপে হলঘর ত্যাগ করে নিজের অফিসঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ একাকী। আশ্চর্যরকম নির্বান্ধব। আল্‌ফিয়েরির সঙ্গে পথে মুখোমুখি দেখা। বললেন,

—এসো, আমার ঘরে এসো।

প্রায়ান্ধকার বিশাল কক্ষ। আল্‌ফিয়েরি এগিয়ে বড় বাতিটা জ্বাললেন। সামনে সর্বশেষ ডাক এসে পৌঁছেছে। মুসোলিনী কয়েকটি টেলিগ্রাম হাতে তুলে নেন। খুলে দেখেন, কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করেন না। চিন্তাক্লিষ্ট মুখশ্রী। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হ'ল তিনি একা নন। রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি তাঁর সামনে আছেন। প্রশ্ন করলেন,

—জর্মনীর খবর কী?

মামুলী দু'চার কথার পর আল্‌ফিয়েরি তাঁর ফেল্‌ত্রে বৈঠকের অভিজ্ঞতার কথা তুলে বললেন,

—আপনি ফুয়েরার-কে শেষবারের মত বোঝাতে চেষ্টা করুন। অবস্থা গুরুতর। বার্লিন অসম্ভব থমথমে। গোয়েবলস্‌-এর প্রচার ও গেস্টাপোর ভয় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে যে, নিদারুণ হতাশা এসেছে বেশ বোঝা যায়।

—তুমিও একথা বলছো ?

—রোমে বোমাবর্ষণ আরও হতাশার সৃষ্টি করেছে।

—কে বললো একথা ?

—সাধারণ মানুষের মনোভাব আপনাকে জানালাম। বার্লিনে এ ক'দিন আমি এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছি।

টেবিলে একপাত্র দুধ ছিল। চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে মুসোলিনী বলেন,

—জর্মনীর সাধারণ মানুষের ভয় অমূলক। আমার কী মনে হয় জানো আল্‌ফিয়েরি, রোম ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরে শত্রু-পক্ষের বোমাবর্ষণ একদিক দিয়ে ইতালীর পক্ষে মঙ্গল। মানুষ প্রেরণায় উদ্দীপিত হবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক মনোবল আরও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াতে তাদের সাহায্য করবে।

দুধটুকু শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মুসোলিনী। ঘর থেকে বেরোতেই গ্রান্দের সঙ্গে লাউঞ্জে দেখা হয়। তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আল্‌ফিয়েরি সই দিলেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের আঠারোজন সদস্য ইতিমধ্যে প্রস্তাবে সই করেছেন। দলিলটি আল্‌ফিয়েরি বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রান্দের হাতে তুলে দেন।

এই সময় উইদো বুফ্‌ফারিনি চীৎকার করে উঠলেন,

—এদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করো। এ ষড়যন্ত্র। সংখ্যায় এরা বিশজনের কম। বাইরে বোদোল্যের সঙ্গে আরো জনাবারোকে শুধু ধরতে পারলেই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রটি নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।

মুসোলিনী বুফ্‌ফারিনিকে থামতে ইঙ্গিত করলেন।

অধিবেশন আবার শুরু হয়। উম্‌বের্তো আল্‌বিনি দেশের আভ্যন্তরীণ সঙ্গীন পরিস্থিতির বর্ণনা করলেন। তারপর উঠলেন বাস্তিয়ানিনি। বাস্তিয়ানিনি গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্য নন।

মুসোলিনীর আমন্ত্রিত অতিথি। মুসোলিনী তবু তাঁকেও বলতে অনুরোধ করেন।

তারপর বলতে উঠলেন এ্‌নৎ্‌সো গাল্‌বিয়াতি। ঝিমিয়ে পড়া আবহাওয়া আবার গরম হয়ে ওঠে। দিনো গ্রান্দের সমর্থনে রাজনৈতিক দোলক যে একতরফা ঝুঁকতে শুরু করেছিল, গাল্‌বিয়াতি তাতে একটা মোচড় দেবার চেষ্টা করলেন,

—আমি গ্রান্দের প্রস্তাব সমর্থন করি না। সই আমি করবো না। বর্তমান অবস্থা এমনই প্রতিকূল যে, নতুন কোন প্রস্তাবই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির অভাব, যুদ্ধ পরিচালনায় ভুলভ্রান্তি ও মুসোলিনীর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কথাই শুনলাম। যুদ্ধপ্রস্তুতির ব্যাপারে মুসোলিনীকে দোষী মনে করা অর্থহীন। এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যুদ্ধে আমরা জয়ী হবো, এই আশা নিয়ে আমরা জর্মনীর সঙ্গে একত্রিত হয়েছি। গত সেপ্টেম্বরে আমরা যখন আলেকজেন্দ্রিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন যুদ্ধে হারার কথা কী উঠেছিল? আজ যখন সিসিলিতে শত্রুপক্ষ এসে গেছে, ইতালীর আকাশবাতাস, নদীতটে শত্রু-আক্রমণ এসে ধাক্কা মারছে, আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি।

দিনো গ্রান্দে বলেছেন, পার্টি ও দেশবাসীর মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে। ফ্যাসিজম ও ইতালী জাতির মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ নষ্ট হয়েছে। এ অভিযোগ কষ্টকল্পিত মিথ্যা রটনা। এ ধরনের কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি, আজ দিনো গ্রান্দের সঙ্গে দেশের মানুষের চিন্তাধারার ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। ফ্যাসিজমের সঙ্গে কিছু বিরুদ্ধবাদী পার্টি-সভ্যদের ব্যবধান রচিত হয়েছে। দেশবাসী ও ফ্যাসিজমের সম্পর্ক আজ পূর্বের মতই অটুট আছে। দেশের সঙ্কটজনক অবস্থায় মুসোলিনী-বিরোধী এই ধরনের চক্রান্ত নিতান্তই অমার্জনীয় অপরাধ। এ

পুরোপুরি দেশদ্রোহীতা। ফ্যাসিস্ট পার্টির একজন সেবক হিসাবে, বর্তমান এই অবস্থার সৃষ্টি করবার জন্যে, আমি দলত্যাগী এই সভ্যদের সতর্ক করতে চাই। ইতালী ক্ষমা করবে না। ফ্যাসিস্ট পার্টি তার মহান আদর্শে অবিচল থাকবে। ষড়যন্ত্র আমরা নির্মূল করবো।

বক্তৃতার শেষে নিজের ব্রিফ-কেস চাপড়ে এ্‌নৎ্‌সো গাল্‌বিয়াতি কাউন্ট চিয়ানোর দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন,

—আপনাদের সবাইকে ফাঁসিতে লটকানোর মত কাগজপত্র আমার হাতে আছে। দলিল আমার কাছেও আছে।

পার্টি সেক্রেটারী স্কোর্ৎসার বক্তৃতা দীর্ঘ। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। মুসোলিনীকে সমর্থন জানিয়ে বললেন,

—মুসোলিনী পুরোপুরি ডিক্টেটর হতে পারেননি। তাঁর আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। অন্য কাজে মন দেবার জন্যে সেনাবাহিনী গ্রাৎসিয়ানির হাতে তুলে দিলে তিনি ভাল করবেন বলে আমি মনে করি। ফ্যাসিস্ট পার্টি ও তার ডিক্টেটরকে আরও বেশি শক্ত হতে হবে।

স্কোর্ৎসার কথায় বাস্তিয়ানিনি বার বার বাধা দিচ্ছিলেন।

মুসোলিনী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,

—আমাকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে যে গোপন মারণাস্ত্র যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে পারে, তার হদিশ আমি দেব না।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছেন গ্রান্দে,

—জোচ্চুরি! আপনি আমাদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছেন।

সিনেটের প্রেসিডেণ্ট সুআর্দো এবার উঠে দাঁড়ালেন। দশ মিনিট বিরতির সময় এক গ্লাস কড়া ব্রাণ্ডি মেরে এসেছেন। চোখে বেশ আমেজ। বললেন,

—গ্রান্দের প্রতি আমার সমর্থন আমি প্রত্যাহার করছি।

আমি স্কোর্‌ৎসাকে সমর্থন করবো। উপস্থিত সভ্যদের আমি আর একবার বিবেচনা করার অনুরোধ করবো।

কাউন্ট সুআর্দোর কথায় কর্পোরেশন-মন্ত্রী তুল্লিও জানেত্তি সমর্থন জানান।

ঘড়িতে রাত সোয়া দুটো। মুসোলিনী বলেন,

—যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হোক। আর কারো হয়তো বলার নেই।

দিনো গ্রান্দের প্রস্তাব স্কোর্‌ৎসা ভোটে দিলেন। সে এক নিদারুণ উত্তেজনা। এক একজনের নাম উঠতেই মুসোলিনী তাঁর দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। টেবিলে কনুই রেখে সোজা হয়ে বসেছেন। প্রতিটি সভ্যের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। মুসোলিনী শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছেন।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের আটাশজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র কাউন্ট সুআর্দো ভোটদানে বিরত থাকেন। কার্লো স্কোর্‌ৎসা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। পোল্‌ভেরেল্লি, উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদে ও গাল্‌বিয়াতি তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর মাত্র তিনজনকে মুসোলিনী সঙ্গে পেলেন। রোবের্তো ফারিনাচ্চি নিজের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সে ভোট গ্রাহ্য হ'ল না। উনিশটি ভোট দিনো গ্রান্দের পক্ষে গেল।

মুসোলিনী নিশ্চল পাথরের মত বসে রইলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। কাগজপত্র ব্রিফ-কেসে পুরে দরজার দিকে এগিয়ে যান।

স্কোর্‌ৎসা চেঁচিয়ে উঠলেন,

—দুচে-কে সেলাম করুন।

মুসোলিনী বললেন,

—তার আর দরকার নেই।

বেরিয়েই যাচ্ছিলেন। একবার শুধু ঘুরে তাকালেন। তিক্ত-কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

—বিপদ কিন্তু আপনারাই ডেকে আনলেন।

পালাৎসো ভেনেৎসিয়া ত্যাগ করবার আগে মুসোলিনী কিছু-ক্ষণের জন্যে নিজের খাস কামরা মাপ্পমোন্দো-তে এলেন। অল্পক্ষণ পরেই পোল্ ভেরেল্লি, গাল্ বিয়াতি, বুফ্ ফারিনি ও স্কোর্ৎসা উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকলেন। গাল্ বিয়াতি সবচেয়ে অস্থির,

—বিশ্বাসঘাতকদের এখনই গ্রেপ্তার করতে চাই। আপনি আদেশ দিন।

মুসোলিনী কোন কথা বললেন না। হঠাৎ স্কোর্ৎসার দিকে ফিরে আপন মনে মন্তব্য করেন,

—এঁরা বুঝতে পারেন না, চার্চিল ও রুজভেল্টের শুধু আমার পতনই কাম্য নয়, ভূমধ্যসাগরে শক্তি সংহত করবার জন্যে ইতালীকে তারা ধ্বংস করতে চায়।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। স্কোর্ৎসাকে বললেন,

—চল, ফেরা যাক। বড় ক্লান্ত লাগছে।

জনশূন্য রাজপথ। নিস্তব্ধ ঊষাকাল। রাত্রের কালো ঘোমটা খসে পড়ছে। দিগন্তে ভোরের আলো জানান দিচ্ছে। গাড়ি যখন নোমেন্তানা-র পথে বাঁক নিচ্ছে, মুসোলিনী অতি ধীরে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে স্কোর্ৎসার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন,

—আল্ বিনি, বাস্তিয়ানিনি আমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে! কিন্তু শেষপর্যন্ত চিয়ানোও !!

পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে ভিল্লা তর্লোনিয়াতে ফোনে আগেই সংবাদ গিয়েছিল। রাকেলে মুসোলিনী সারারাত ঘুমোতে পারেন নি: গাড়ি যখন ভিলাতে প্রবেশ করে, রাকেলে তখন বাগানে প্রতীক্ষা করছিলেন।

গাড়ি থেকে মুসোলিনী নেমে দাঁড়াতেই স্বামীকে দেখে রাকেলে বুঝেছিলেন গ্রাণ্ড কাউন্সিলে গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। পোর্টিকোতে উঠে মুসোলিনী প্রথম কথা বললেন,

—রাকেলে, তুমি ঠিকই আশঙ্কা করেছিলে। আমার বিরুদ্ধে বিরাট একটা চক্রান্ত চলেছে।

—সবাইকে গ্রেপ্তার করেছ ?

একটু থামলেন মুসোলিনী। তারপর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,

—না। তবে শীঘ্রই ধরবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ভালবাসা খুব একটা ছিল না। প্রেম সম্পর্কেও মুসোলিনীর অদ্ভুত ধারণা। তবে নিজের সন্তানদের মায়ের অধিকার, স্ত্রী হিসাবে ব্যবহারিক মর্যাদাটুকু রাকেলে মুসোলিনীর কাছে পেয়ে এসেছেন। স্বামী হিসাবে মুসোলিনীকে যতটা কাছে পেয়েছেন, প্রভু হিসাবে মেনে নিতে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

মুসোলিনী অধিবেশনের প্রসঙ্গ তুলে বললেন,

—শুধু দিনো গ্রান্দে নয়, আমাদের জামাইও এ-ষড়যন্ত্রের মস্ত পাণ্ডা। আশ্চর্য লাগে, এই বিষাক্ত জীবটা আমারই হাতে তৈরি। একদিন বলেছিলাম, তোমার উচ্চাভিলাষই তোমার পতনের কারণ হবে। এখন দেখছি সেকথা সত্যি হতে চলেছে।

রাকেলে ঝাঁজালো কণ্ঠে বলেন,

—জামাই বলে তুমি আর সম্পর্ক পাতিও না। সে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে, আগেই খবর পেয়েছিলাম।

—রাজার সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছুই করতে চাই না। কৌশলগত দিক থেকে সেটা ভুলই হবে।

মুসোলিনী অল্পক্ষণ শুয়েছিলেন। বিশ্রাম করা হয়ে ওঠেনি। পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িতে যখন উঠে বসলেন তখন সকাল আটটা।

সালা দেল্ মাপ্পমোন্দোতে সোজা এলেন। ডাক দেখলেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দু'জন বিপ্লবী প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। দু'দণ্ড ভাবলেন। তারপর আবেদনের অনুকূলে রায় লিখে স্থানীয় গভর্নরকে জরুরী তারে খবর পাঠালেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠেন। গ্রান্দে ও চিয়ানোকে অবিলম্বেই গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়। রোমের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে রেডিওগ্রাম ছুটতে থাকে। ওয়েরলেস ভ্যান সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় অনুসন্ধান চালায়। মিলিশিয়া তৎপরতা শুরু হ'ল সকাল থেকেই। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। পার্লামেণ্ট ভবনে গ্রান্দে ছিলেন না। তাঁর ভিল্লা ফ্রাস্কাতি ও বলোঞায় খোঁজ করা হয়। নিজস্ব সংবাদপত্র 'ইল্-রেস্তোদেল্ কার্লিনো'-র অফিসেও অনুসন্ধান চলে। কিন্তু গ্রান্দের আর পাত্তা করা যায়নি। অনুসন্ধানে পরে প্রকাশ পায়, গ্রান্দে বা চিয়ানো কেউই তখন রোম ত্যাগ করেননি। হয়তো তাঁরা অনিবার্য হামলার আশঙ্কা করেছিলেন। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন। এমনও অবশ্য হতে পারে, পুলিশদপ্তরের ওপরমহলের চাপে লোক-

দেখানো ছুটোছুটিই হয়েছে। গ্রান্দে ও চিয়ানো-কে গ্রেপ্তার করবার খুব একটা চেষ্টাই হয়তো হয়নি।

এমন সময় ফোন এলো। স্কোৎ´সার কণ্ঠে খুশির আভাস,

—কাল রাত্রে যাঁরা আপনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই নতুন করে ভাবছেন। আমার কাছে খবর আসছে অনেকেই খুব অনুতপ্ত।

আগ্রহ দেখালেন না মুসোলিনী। তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন,

—এখন ওসব কথা আর ওঠে না।

—বলোঞা থেকে খবর এসেছে গ্রান্দে সেখানে ফেরেননি।

—যেমন করে হোক গ্রান্দে ও চিয়ানো-কে গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ আমি দিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি তাঁরা হাতের বাইরে চলে গেছেন বলে আমি মনে করি না। তাঁর নিশ্চয় রোমেই আছেন।

—আমি গাল্‌বিয়াতির সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছি।

—তা' করো। একবার এখানে এসো।

সশব্দে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন মুসোলিনী।

স্কোৎ´সার সংবাদে ভুল ছিল না। অল্পক্ষণ পর গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য তুল্লিও জানেত্তির একটি পত্র এসে পৌছোলো। তিনি গত রাত্রে তাঁর প্রদত্ত গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোট প্রত্যাহার করেছেন। কর্পোরেশনের মন্ত্রীপদ থেকেও তিনি পদত্যাগ করেছেন। অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি সৈনিক, আমি আর্মিতেই ফিরে যেতে ইচ্ছুক।

চিঠির উত্তর দেননি মুসোলিনী। চোখেমুখে তাঁর বিস্ময় নেই, আনন্দের কণামাত্র ছিল না। তবে ব্রিফ-কেসে জানেত্তির পত্রটি এমনভাবে পুরে রাখলেন, যেন মনে হ'ল গতরাত্রের বিদ্রোহী সভ্যদের এ ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপেভরা পত্র তিনি আরও অনেক পাবেন।

বেলা তখন সাড়ে ন'টা। অন্যদিনের মত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী আল্‌বিনি প্রাত্যহিক সংবাদ জানাতে এসেছেন। বলোঞা-য় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের সংবাদটুকু তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করছিলেন। মুসোলিনী এক দৃষ্টিতে আল্‌বিনি-র সার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

রিপোর্ট শেষ হতেই মুসোলিনী অতি ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,

—কাল গ্রান্দের পক্ষে আপনি ভোট দিয়েছেন কেন? আপনি একজন নিমন্ত্রিত অতিথি। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের আপনি তো সভ্য নন।

এতটুকু হয়ে গেছেন আল্‌বিনি। মুখ তুলে তাকাতে সাহস করেননি। জবাবদিহির সুরে বলেছেন,

—আমার ভুল হয়েছে। আপনার প্রতি আমি চিরদিন অনুগত। আজও আমার আনুগত্যের অভাব নেই।

পার্টি সেক্রেটারী স্কোর্ৎসা এলেন কিছুক্ষণ পর। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করবার অতি দ্রুত পরিকল্পনার কথা তিনি মুসোলিনীকে জানালেন। মুসোলিনী আজ আর স্কোর্ৎসার কথা হেসে উড়িয়ে দেননি। একবারও কাল্পনিক এক গোয়েন্দাকাহিনীর কথা আজ আর তাঁর মনে পড়েনি। পরামর্শে যোগ দিয়েছেন। তারপর বলেন,

—রাজার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করে উঠতে পারছি না। তুমি যা বলেছ আমি সম্পূর্ণ একমত. কিন্তু এই মুহূর্তে রাজাকে আমি চটাতে চাই না। একবার দেখা করা দরকার।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সেক্রেটারী দে-চেজারে এসে ঘরে ঢুকলেন,

—রাজার সামরিক প্রতিনিধি জেনারেল পুন্তোনির সঙ্গে আমার কথা হ'ল।

আগ্রহে লাফিয়ে ওঠেন মুসোলিনী,

—কী কথা হ'ল ?

—রাজা সম্মত হয়েছেন। ভিল্লা সাভইয়া-তে আজ বিকেল পাঁচটায় সময় দিয়েছেন। রাজা ঠিক পাঁচটায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। জেনারেল পুন্তোনি আরও জানালেন, অসামরিক পোষাকে রাজপ্রাসাদে আপনাকে রাজা দেখতে চান। আপনাকে অসামরিক পোষাকে যাবার অনুরোধ করা হয়েছে।

মুসোলিনীকে বেশ খুশি খুশি দেখা যায়। তারপর হাতের জরুরী কাজ সারলেন অনেকক্ষণ। লাঞ্চের আগে বাস্তিয়ানিনি-র সঙ্গে নবনিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত ইদাকা মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

হৃদ্যতাপূর্ণ সেই বৈঠকে মুসোলিনীকে এতটুকু বিচলিত মনে হয়নি। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র ছিল না। ফেল্‌ত্রে বৈঠকে ফুয়েরাব-এর সঙ্গে তাঁব আলোচনাব দিকটাই মুসোলিনী রাষ্ট্রদূত ইদাকার সঙ্গে আলোচনা করলেন। রাষ্ট্রদূত চলে যাবার পর বাস্তিয়ানিনির সঙ্গে রাইখ্ মার্শাল গোয়েরিং-এব আসন্ন বোম সফব সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন।

তারপর এসে হাজির হন জেনারেল গাল্‌বিয়াতি। স্কোর্ৎসার চেয়ে আরও কঠোর মনোভাব নিয়ে এসেছেন। কথাবার্তায় একটা জঙ্গী উগ্র চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল,

—দিনো গ্রান্দে বা চিয়ানো-কে আমরা এখনও গ্রেপ্তার করতে পারিনি। সময় শুধু নষ্ট হচ্ছে। আপনি রাজি থাকলে দু'ঘণ্টার মধ্যে ভয়াবহ সন্ত্রাস চালিয়ে পার্টি-বিরোধী চক্রকে আমি চূর্ণ করতে পারি।

—সব হবে। কিন্তু রাজাকে উপেক্ষা করে আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে রাজি নই। রাজাকে সঙ্গে পেলে শত্রু-শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে আমার কোন সময়ই লাগবে না। গত রাত্রের অধিবেশনের যে কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই, গ্রান্দের পক্ষের

উনিশটা ভোট যে নিতান্তই অর্থহীন, এটুকু রাজাকে বোঝাতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। চক্রান্তকারীদের নির্মূল করবার অনেক সময় পাবে। আজকের দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চল, একটু ঘুরে আসি। শহরটা বোমাবর্ষণে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুসোলিনী জেনারেল গাল্‌বিয়াতিকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে এলেন। বিশ বছর এই প্রাসাদের তিনি অদ্বিতীয় প্রধান চরিত্র। সালা দেল্‌ মাপ্পমোন্দো খাস কামরা থেকে গোটা ইতালী শাসন করেন। অভ্যস্ত কায়দায় সেলাম আর কুর্নিশ নিতে নিতে গাড়িতে ওঠার সময় মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ হয়নি। মুসোলিনী ভাবতেই পারেননি, চিরদিনের মত এই প্রাসাদ তিনি আজ ছেড়ে যাচ্ছেন। স্বপ্নেও ভাবেননি পালাৎসো ভেনেৎসিয়া-তে তিনি আর আসবেন না কোনদিন।

বোমা-বিধ্বস্ত তিবুর্তিনো এলাকায় মুসোলিনী ঘুরে দেখলেন কিছুক্ষণ। সান্‌-লরেন্‌ৎসো চার্চের সামনে নৌবহরের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্যারেড দেখবার জন্যে অল্পক্ষণ গাড়ি থেকে নামলেন। তবে জনতা সর্বসময়ই এড়িয়ে গেলেন।

ভিল্লা তর্লোনিয়ায় যখন এসে পৌঁছোলেন তখন বেলা তিনটে। জেনারেল গাল্‌বিয়াতি চলে গেলেন। মুসোলিনী হাত তুলে বললেন,

—রাজবাড়ি থেকে ফিরে তোমাকে আমি ফোন করবো। স্কোর্‌ৎসাকেও ডাকবো।

—আমি মিলিশিয়া হেডকোয়ার্টার্স-এ থাকবো।

লাঞ্চ শেষ করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। অসামরিক পোষাকে রাজপ্রাসাদে যাবার কথা উঠতেই রাকেলে প্রতিবাদ করেন,

—তুমি যাবে না। রাজপ্রাসাদে সামরিক পোষাক ছাড়া তুমি যেও না। এ সব চক্রান্ত।

—তোমার আশঙ্কা একটু বেশি। রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে আমি চক্রান্তটি কী ভাবে চূর্ণ করি, তুমি দেখতে পাবে। গ্রান্দে ও চিয়ানোকে আশা করি আজ রাত্রের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা যাবে। তারা রোমেই আছে বলে আমার মনে হয়।

গ্রান্দের চেয়েও কাউণ্ট চিয়ানোর প্রতি রাকেলের ঘৃণা বেশি,

—আমাদের জামাই এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বোদোল্লো ও রাজার আশ্রয়ে গেছেন।

—কিন্তু তার কপালে কী আছে আমি জানি।

মুসোলিনী মনে মনে সব সাজিয়ে নিয়েছিলেন। রাজাকে পুরোপুরি হাতে আনতে হবে। গ্রাণ্ড কাউন্সিলে তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেবার অপরাধে বিরোধীদের অভিযুক্ত করতে হবে। মন্ত্রী-সভার রদবদল একান্ত প্রয়োজন। রাজা যদি পুরোপুরি একমত না হন, তবে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার কথাও মুসোলিনী চিন্তা করছিলেন। রাজাকে সর্বশক্তিমান ও ইতালীর একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা এই মনোভাবটি সর্বসময়ই জানান দিতে হবে।

রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে সেক্রেটারী দে-চেজারে এলেন। মুসোলিনী তখন স্কোৎর্সার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন,

—আমি অনেক কষ্টে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে যোগাযোগ করেছি। তিনি জেনারেল আমব্রোসিওর পদে স্থলাভিষিক্ত হতে রাজি হয়েছেন। রাজপ্রাসাদে রওনা হবার আগে খবরটা আপনাকে জানানো দরকার বলে আমার মনে হ'ল।

—খুব ভাল কথা। আমি রাজপ্রাসাদ থেকে পালাৎসো ভেনেৎসিয়া বা ভিল্লা তর্লোনিয়া যেখানেই ফিরি, তোমাকে ফোন করবো। তুমি এসো। গাল্‌বিয়াতিকে ডেকেছি। সম্ভব হলে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানিকে তুমি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো।

মুসোলিনী পোষাক পরিবর্তন করলেন। রাকেলের কণ্ঠে সংশয়,

—চিন্তা তুমি করো না, কিন্তু একটা ভাবনা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। তোমাকে অসামরিক পোষাকে রাজপ্রাসাদে যেতে বলা কেন? সামরিক পোষাকে থাকলে গ্রেপ্তারে অসুবিধে, তাই তোমাকে অসামরিক পোষাকে রাজপ্রাসাদে ডাকা হয়েছে।

কথার কোন উত্তর দিলেন না মুসোলিনী। ব্রিফ-কেসটি খুলে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সংবিধান, গ্রান্দের প্রস্তাবের মূল দলিল আর সকালের তুল্লিও জানেত্তির পাঠানো পদত্যাগপত্রটি সঙ্গে নিলেন, ব্রিফ-কেসটি পড়ে রইলো। দে-চেজারেকে বললেল,

—এখান থেকে মিনিট পনের লাগে। পাঁচটায় যাবার কথা, আমরা পৌনে পাঁচটায় বেরোবো।

খুব একটা বিচলিত নন। তবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ দে-চেজারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—মতামত প্রকাশের অধিকার অবশ্য আছে, কিন্তু গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোট কোন অবস্থাতেই আমাকে সরাতে পারে না।

ঘড়িতে তখন পৌনে পাঁচটা। এর্কোলে বোরাত্তো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষারত। ফেল্ট হ্যাটটি হাতে নিয়ে মুসোলিনী দে-চেজারের সঙ্গে গাড়িতে এসে বসলেন। রাকেলে বাগান পর্যন্ত সঙ্গে এসেছেন। সাদা পাথরের নুড়িতে শব্দ তুলে বাগানটিতে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি রাস্তায় এসে নামে। আরও দু'খানা গাড়ি রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। দেহরক্ষীদের গাড়িটা ঠিক পেছনে। কালো গোয়েন্দা গাড়িটা মুসোলিনীকে আরও পেছন থেকে অনুসরণ করে।

জুলাইয়ের শেষ। রোমে বড় গরম। রাজপথ একরকম জনশূন্য। পথে একটাও গাড়ি নেই। পেট্রোল দুষ্প্রাপ্য। তারপর আজ রবিবার।

নিজের ফ্ল্যাটে আর ফেরা হয়নি দিনো গ্রান্দের। অনেকের সঙ্গেই পালাৎসো ভেনেৎসিয়া ত্যাগ করেন। তবে চতুর এই মানুষটি তাঁর পরবর্তী গতিবিধি সম্পর্কে অসাধারণ গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন। সোজা পার্লামেণ্ট ভবনে আসেন। এখানে রাজপ্রাসাদ থেকে আকুয়ারোনে আসেন দিনো গ্রান্দের সঙ্গে দেখা করতে। রাত সাড়ে তিনটে থেকে তিনি এখানে গ্রান্দের জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা করেছেন। অধিবেশনের সমস্ত ফলাফল এখানেই তিনি জানতে পারেন। অল্পক্ষণ পর পার্লামেণ্ট ভবন ত্যাগ করে দু'জনে গ্রান্দের অন্যতম পার্শ্বচর মরিও ৎসাম্বোনির ভিয়া জুলিয়ার বাড়িতে আসেন। এখানে আবার আকুয়ারোনের সঙ্গে গ্রান্দের ঘণ্টাতিনেক আলোচনা হয়। গ্রান্দে তাঁর সমর্থকদের স্বাক্ষরিত মূল দলিল রাজার হাতে পৌঁছোনোর জন্যে আকুয়ারোনের হাতে দেন। গ্রান্দে বলেন,

—নতুন শাসন চালু করবার জন্যে রাজাকে এখনই সক্রিয় হতে হবে। ফ্যাসিস্ট পার্টিকে কোন সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। সময় যত অতিবাহিত হবে, মুসোলিনী পাল্টা আঘাত হানবার চেষ্টা করবেন। আমরাও নিরাপত্তা হারাবো। সামরিক সমস্তরকম দায়িত্বভার মার্শাল কাভিলিয়াকে দেবার আমি প্রস্তাব করি। প্রথম মহাযুদ্ধের এই অদ্বিতীয় বীর হয়তো মুসোলিনীর মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনি প্রিয় ও অতিশয় সম্মানী ব্যক্তি। তা'ছাড়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করবার তিনিই একমাত্র লোক। অর্লান্দো ইতালীর প্রধান নেতা। ইতালীর এই সমস্যা ও বিপদসঙ্কুল দিনে দেশবাসীকে একত্রিত করবার তিনিই যোগ্য ব্যক্তি।

আকুয়ারোনে কৌতূহল প্রকাশ করেন,

—আপনি এখন কী করবেন?

—ভাবছি আজই রোম ত্যাগ করবো। মাদ্রিদ যাবো। সামুএল হোর্ আমার পুরাতন বন্ধু। শান্তি প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালাবো। সম্মানজনক সর্তে মিত্রশক্তির সঙ্গে একটা রফায় আসতে হোর্ নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। তারপর রাজপ্রাসাদের মনোনীত প্রতিনিধি আলোচনা চালাবেন। প্রাথমিক প্রস্তুতি আমি এখনই শুরু করে দিতে চাই।

—গোটা ব্যাপারটা মুসোলিনী কী ভাবে নেবেন তাই আমি ভাবছি।

—সবটাই রাজার ওপর এখন নির্ভর করছে। এ সুযোগ যদি তিনি সদব্যবহার না করেন, তবে ইতালী অনিবার্য ধ্বংসের পথে চলবে।

—আপনার কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু রাজা বোদোল্ল্যোকেই ক্ষমতায় বসাবেন বলে একরকম স্থির করেছেন।

আকুয়ারোনের কথায় দিনো গ্রান্দে যেন নিভে গেলেন। বৈঠক এখানেই শেষ হয়। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অসাধারণ এই নায়ককে আর দেখা যায়নি। ইতালীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে দিনো গ্রান্দে অকস্মাৎ বিদায় নিলেন।

দিনো গ্রান্দের প্রেরিত গ্রাণ্ড কাউন্সিলের দলিল সঙ্গে নিয়ে আকুয়ারোনে রবিবার সকালেই রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজার সামরিক মন্ত্রণাদাতা জেনারেল পুন্তোনি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দেখা গেল মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্পর্কে রাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামান্যরকম দ্বিধাও তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। মুসো-লিনীর সঙ্গে পরদিন সোমবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমন সময় পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে মুসোলিনীর সেক্রেটারী দে-চৈজারের ফোন আসে। দে-চেজারে জানান, মুসোলিনী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক। রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে জেনারেল

পুন্তোনি দে-চেজারের সঙ্গে কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত রবিবার বিকেল পাঁচটাতেই মুসোলিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ষড়যন্ত্র তখন পরিপূর্ণ রূপ নিতে চলেছে। আকুয়ারোনে অতিশয় সক্রিয়। কাস্তেল্লান্যের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। তারপর তাঁরা দু'জনেই আম্‌ব্রোসিওর বাড়িতে এসে মিলিত হন। দুপুরের আগেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আজই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হবে। মিলিটারী পুলিশ এ দায়িত্ব বহন করবে। জেনারেল আম্‌ব্রোসিও তাঁর পালাৎসো ভিদোনির খাস কামরায় জেনারেল চেরিকাকে ডেকে পাঠালেন। আম্‌ব্রোসিও সমস্ত পরিকল্পনা চেরিকাকে খুলে বলেন। তারপর আদেশ দিলেন, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হলে মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

চেরিকা চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ মন্তব্য করেন,

—গ্রেপ্তার করবো কোথায়?

—রাজপ্রাসাদের বাইরে। অবশ্য রাস্তায় নয়। গাড়িতে ওঠবার সময় মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

—এ সম্পর্কে রাজার মত আছে?

—এ সবই রাজার নির্দেশ। তবে, গ্রেপ্তার করবার সঠিক জায়গাটা আমি পরে বলবো।

—আদেশ আমি পালন করবো।

এই সময় আকুয়ারোনে বলেন,

—আরও কাজ আছে। প্রাতো স্মেরাল্‌দো ও সান্‌-পাওলো রেডিও স্টেশন আগেই দখল করতে হবে। সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অধিকারে রাখতে হবে।

চেরিকা মন্তব্য করেন,

—পুন্তোনির সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার।

আকুয়ারোনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন,

—রাজা বলেছেন মিলিটারী পুলিশের কমাণ্ডার ছাড়া পরিকল্পনার কথা কাউকেই জানতে দেওয়া হবে না।

ফেরার পথে দেখা যায় রোম থেকে ষোল মাইল দূরে ফ্যাসিস্ট 'এম' ডিভিশন ৩৬টি টাইগার ট্যাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছে। চেরিকা বলেন,

—এরা যদি বাধা দেয়, আমি কিন্তু নিরুপায়।

আম্‌ব্রোসিও মৃদু তিরস্কার করেন,

—আপনাকে যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটুকু দেখুন। মিলিটারী অপারেশন আমি দেখবো।

পরে চেরিকার সঙ্গে জেনারেল কার্বানির দেখা হয়। ঠিক হয় মুসোলিনী গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কার্বানি রোম গ্যারিসনের ভার নেবেন।

রবিবার সব ছুটি। চেরিকার আট হাজার কর্মচারী। সদর দপ্তর ভিয়ালে লিয়েজিতে ফিরে এসে ছুটি বাতিল করে সবাইকে কাজে ফিরে আসবার নির্দেশ দিলেন। চূড়ান্ত পরিকল্পনা এগিয়ে চলে। ঠিক হয়, একটা ঢাকা এ্যাম্বুলেন্সে মুসোলিনীকে গ্রেপ্তারের পর তোলা হবে। পঞ্চাশজন মিলিটারী পুলিশের সতর্ক পাহারায় রাজপ্রাসাদ থেকে এ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় নামবে। আশঙ্কা করা হয়, মুসোলিনীর দেহরক্ষী ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। পঞ্চাশজন মিলিটারী পুলিশ আদেশের অপেক্ষায় প্রাসাদের বাগানে আত্মগোপন করে থাকবে। এ্যাম্বুলেন্স ভিল্লা সাভইয়ার সিঁড়ির সামনে অপেক্ষা করবে। মিলিটারী পুলিশ অবশ্য শুধু প্রয়োজনেই আত্মপ্রকাশ করবে।

শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারের স্থান নির্ণয় নিয়ে একটু মতভেদ দেখা দিল। জেনারেল পুন্তোনি জানালেন, রাজা মুসোলিনীকে ভিল্লা সাভইয়ার বাইরে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিয়েছেন। রাজা আরও বলেছেন, মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত কী

পর্যায়ে পৌঁছোবে কিছুই বলা যায় না। আমাকে ড্রইংরুমের সামনে থেকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

চেরিকা তৎপর। বললেন,

—প্রাসাদের মধ্যেই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা দরকার। একবার হাতছাড়া হলে মুসোলিনীকে আমরা আর ধরতে পারবো না। রাজা প্রথমে রাজি হননি। পরে মত বদলালেন। জেনারেল আম্‌ব্রোসিওকে বললেন,

—ঠিক আছে। বড়রকমের আশঙ্কা থাকলে প্রাসাদেব মধ্যেই গ্রেপ্তার করো।

খবরটা জেনারেল চেরিকাকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়। খুব খুশি। বললেন,

—অনিশ্চয়তা আর রইলো না।

*

রাজপ্রাসাদের এতবড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে চেরিকার জড়িয়ে পড়াটা নিতান্তই আকস্মিক। ষড়যন্ত্র যখন পাকিয়ে উঠেছে সেদিনও সশস্ত্র কারাবিনিয়েরি কমাণ্ডার ছিলেন জেনারেল হাসন্। জেনারেল হাসন্ এই ষড়যন্ত্রের গোটাটাই জানতেন। অপ্রধান চরিত্র হলেও তিনি ছিলেন রাজার অসম্ভব অনুগত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯শে জুলাই, যেদিন রোমে প্রবল বোমাবর্ষণ হয়, জেনারেল হাসন্ নিহত হন। গোলমাল দেখা দিল। কারাবিনিয়েরির কমাণ্ডারের পদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তি ছাড়া ষড়যন্ত্র বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়বার আশঙ্কা ষোলআনা। উপরন্তু ডেপুটি কমাণ্ডারের পদে ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট ও মুসোলিনীর উৎকট সমর্থক জেনারেল পিয়েকে তখন নিযুক্ত। ব্যাপারটা নিয়ে জেনারেল আম্‌ব্রোসিও ও আকুয়ারোনের সঙ্গে আলোচনা হয়। স্থির হয় যেমন করে হোক চেরিকাকে কমাণ্ডারের পদে নিযুক্ত করতেই হবে। কিন্তু সমস্তরকম সুপারিশ ও জোরালো তদ্বির মুসোলিনী নাকচ করে দেন। যুদ্ধ দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী জেনারেল সোরিচে শেষে নতুন এক পরিকল্পনা

ফাঁদলেন। বহু কষ্টে ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে এসে ধরলেন। ক্লারেত্তা স্নানের ঘর থেকে ফোনে অপেক্ষা করতে বললেন। ঝাড়া দেড়ঘণ্টা পর লাস্যময়ী রমণীর আবির্ভাব হ'ল। সব শুনলেন। চেরিকার যোগ্যতা সম্পর্কে হাজারো বানানো কথায় শেষ পর্যন্ত রাজি হন। শুধু একবার কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বলেন,

—একবার যখন আপনাদের সুপারিশ নাকচ করেছেন, নতুন করে কী মত বদলাবেন ?

—পিয়েকের তুলনায় চেরিকা যে অনেক বেশি যোগ্য ব্যক্তি এটুকু বোঝাতে পারলেই যথেষ্ট। তুচে-র সামনে আমাদের কথা বলাই মুস্কিল। যুক্তি দেখানো আরও অসম্ভব।

—দেখি কী করতে পারি। আজই আমি কথাটা তুলবো।

ক্লারেত্তা কথা রেখেছেন। বিস্তৃত ঘটনা জানা যায়নি। কিন্তু পরদিন সকালেই খোদ পালাৎসো ভেনেৎসিয়া থেকে জরুরী নির্দেশ এলো। মুসোলিনী কারাবিনিয়েরির কমাণ্ডারের পদে চেরিকাকে নিয়োগ করেছেন। সবটাই করেছেন ক্লারেত্তা পেতাচ্চি। প্রশাসন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও বদলীতেও তাঁর অদৃশ্য হাত কী ভাবে কাজ করতো, চেরিকার নিয়োগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। গুরুত্বপূর্ণ সর্বস্তরে ক্লারেত্তা পেতাচ্চির অনন্যসাধারণ প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত ছিল বোঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু ক্লারেত্তা মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করেন নি, তাঁর প্রচেষ্টায় জেনারেল চেরিকার কমাণ্ডারে পদোন্নতি স্বয়ং মুসোলিনীকে দু'দিন পর কী ভয়াবহ সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে।

ক্ষমতার দখল নিয়ে রাজা ভিত্তোরে এম্মানুএলের সঙ্গে মুসোলিনীর দীর্ঘ দ্বন্দ্ব এবার শেষ হতে চললো। বিশ বছরের

অবিশ্বাস ও তিক্ত সম্পর্কের অবসানও বড় নাটকীয়। ইতালীর সাধারণ মানুষ এ বিরোধের খবর রাখে সামান্যই। বাইরে থেকে বোঝবার কোন উপায় নেই। কাগজে এ সম্পর্কে সামান্যরকম মন্তব্যও নিষিদ্ধ। বৈদেশিক কোন রিপোর্টার এ সম্পর্কে কোন ডেসপ্যাচ পাঠালে রোম থেকে বহিষ্কৃত হন। রাজা আজ জয়ী হতে চলেছেন। কিন্তু অতি বিলম্বে। নিদারুণ এক পরাজয়ের বিনিময়ে রাজার ব্যক্তিগত জয়। ইতালীর সামরিক পতন, জাতীয় বিশৃঙ্খলা ও হারানো সিংহাসনের বিনিময়ে এই জয়।

গত বিশ বছর শুধু হত্যা আর পীড়নের ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীর রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন ঘোরালো হয়ে ওঠে যে, মুসোলিনীকে প্রতিহত করা যায়নি। জনতার হাতে ক্ষমতা চলে যাবার আশঙ্কায় রাজা ফ্যাসিজমকে মেনে নিয়েছেন। রুশ বিপ্লবের পর য়ুরোপের রাজনৈতিক পটভূমিতে নতুন এক রঙ বদলানোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, শ্রমিক ও কৃষক অভ্যুত্থানের ভয়ে ধনবাদী ছুনিয়া ও দেশীয় শিল্পপতিরা আশ্চর্যরকম ঐক্যবদ্ধ। ফ্যাসিস্ট পার্টিকে তাঁদেরই লাখ লাখ লীরা তখন সাহায্য করেছে। এদিকে তুরাতির সোশিয়ালিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে সরিয়ে দিতে সের্‌রাতি গ্রুপ ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় ভুল, ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে আপোষে আসা। ফ্যাসিস্ট পার্টির রোম অভিযানের সময় ফাক্তা ক্যাবিনেট সামরিক বাহিনীর ওপর রোম যখন ছেড়ে দিল, তখন সেই সামরিক চক্র ফ্যাসিস্টদের তথাকথিত রোম অভিযানকে স্বাগত জানালো। শোনা যায়, মুসোলিনী ট্রেনে ঘুমোতে ঘুমোতে রোমে আসেন। সেদিন এ ভাবেই ফ্যাসিস্ট বিপ্লব সফল হয়। রাজার বিরোধ ক্ষমতা নিয়ে। জনসাধারণ ফ্যাসিজমের চরিত্র চেনবার আগেই মুসোলিনী শক্তি সংহত করেছেন। মাঝে-মাঝে সুযোগ অবশ্য এসেছে, কিন্তু রাজা সাহস করেননি।

সোশিয়ালিস্ট ডেপুটি মাত্তেওত্তি যখন ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত হন, দেশব্যাপী প্রচণ্ড সেই বিক্ষোভের দিনে রাজা হয়তো মুসোলিনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু জনতাকে তিনিও ভয় পান। গণঅভ্যুত্থান তাঁকে বিচলিত করে। তাই সাহস করেননি। লিবারেল লেফট্ উইং মেরুদণ্ডহীন। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টরা তখনও জায়গা করতে পারেনি। মদ, সিফিলিস ও জার্নালিজম-এ বুদ্ধিজীবীরা আচ্ছন্ন।

জনশূন্য ভিয়া সালারিয়া অতিক্রম করে ভিল্লা সাভইয়ার গেট পেরিয়ে মুসোলিনী প্রাসাদে এলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। গাড়ি পোর্টিকোর সামনে রেখে সোফার এর্কোলে বোরাত্তো গাড়ি থেকে নেমে থমকে দাঁড়ায়।

স্বয়ং রাজা সিঁড়িতে অপেক্ষারত। পরনে মার্শালের পোষাক। একটু তফাতে জেনারেল পুন্তোনি। মুসোলিনীকে দেখে রাজা নেমে এলেন। সহাস্যে করমর্দন করলেন। রাজকীয় সমারোহের এতটুকু কমতি নেই। এমন ঘটনা বোরাত্তো ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। মুসোলিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। সেক্রেটারী দে-চেজারে জেনারেল পুন্তোনির সঙ্গে পেছনে অনুসরণ করেন।

রাজপ্রাসাদে বোরাত্তো নতুন নন। যথানিয়মে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করছিলেন। এধরনের বৈঠক পনের বিশ মিনিট চলে। বেশ গরম, তবু বোরাত্তো গাড়িতেই বসে থাকেন।

অল্পক্ষণ পরে পরিচিত একজন পুলিশ অফিসারকে গাড়ির দরজার সামনে ব্যস্ততা নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। বলেন,

—বোরাত্তো, আপনাকে টেলিফোনে কে যেন ডাকছেন। তাড়াতাড়ি করুন। লাইন আটকে রাখা যাবে না।

বিনাবাক্যব্যয়ে বোরাত্তো গাড়ি থেকে নেমে আসেন। এ রকম ঘটনা পূর্বেও অনেক হয়েছে। তবু আজ কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করেন। অনেক সময় পালাৎসো ভেনেৎসিয়া বা ভিল্লা তর্লোনিয়া থেকে ফোনে জানতে চাওয়া হয়, রাজপ্রাসাদ থেকে মুসোলিনী কখন বেরুবেন? তাই বোরাত্তো ঘড়ি দেখলেন। সময় দিচ্ছে বেলা পাঁচটা-দশ। টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যান।

স্বল্পপরিসর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটলো। সময়ই পাননি বোরাত্তো। পুলিশ অফিসার ও অপর দু'জন তাঁকে টেনে বের করে। মুহূর্তে পকেট থেকে রিভলভারটি ছিনিয়ে নেয়।

বোরাত্তো অসম্ভব রকম হতচকিত,

—এসব কী হচ্ছে! আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

—বেশি কথা বলবেন না। আপনার দুচে আর নেই। জেনারেল বোদোল্লো ইতালীর শাসনক্ষমতায় এসেছেন। মুসোলিনীর সঙ্গে আপনার আর কোন সম্পর্ক নেই। এখন আপনি আমাদের হেফাজতে। তবে আপনার কোন ভয় নেই।

তৃতীয় কোন প্রাণী উপস্থিত ছিলেন না। রাজার সঙ্গে মুসোলিনীর কী নিয়মে কথা হয় সকলেরই অজ্ঞাত। তবে ঘটনার বহু পরে রাজা, মুসোলিনী, জর্মন দলিল ও জেনারেল বোদোল্লোর বিবৃতি ও লেখা থেকে জানা যায়, মুসোলিনী খুব খোলামনেই প্রাসাদে প্রবেশ করেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন সম্পর্কে মুসোলিনী খুব একটা গুরুত্ব দেখান না। বলেন,

—গ্রাণ্ড কাউন্সিলে কাল রাত্রে যা হয়েছে তার তাৎপর্য সামান্যই। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে অদলবদল দরকার। আপনার অনুমতি নিয়েই সে কাজে হাত দেব।

রাজা নীরব। মুসোলিনী ভরসা পান,

—প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকেই আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে এ মতামত তাঁরা দিতে পারেন।

রাজা চুপচাপ শুনছেন। আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি সঞ্চয় করেছেন মুসোলিনী,

—কিন্তু আমি জানি, কতিপয় চক্রান্তকারীর অভিসন্ধির সঙ্গে কিছু অর্বাচিনের সন্ধি হয়েছে। গতরাত্রে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোটাভুটির আইনগত কোন মূল্যই নেই।

রাজার কথায় বিস্ময় নেই, বিরক্তি,

—এসব আপনি কী বলছেন! দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবের স্বপক্ষে উনিশটি ভোট গেছে, একে আপনি সামান্য তাৎপর্য বলছেন! আমার তো মনে হয়, কাল রাত্রের বৈঠকের অসাধারণ মূল্য তার মূল্যায়ন করবার শক্তি আপনার নেই। গ্রাণ্ড কাউন্সিল আপনারই তৈরি। আজ তাকে উপেক্ষা করবার প্রশ্নই উঠে না। উনিশটি ভোট আপনার বিরুদ্ধে গেছে। শুধু তাই নয়, 'আন্নুন্‌ৎসিয়াতা' পদমর্যাদাসম্পন্ন চারজন আপনার বিরুদ্ধে গেছেন। আমার আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, আপনি কত একা, অথচ সে কথা আপনি নিজেই জানেন না। ইতালী আজ মুমূর্ষু। আর্মি দ্বিধাবিভক্ত, সম্পূর্ণ হতোদ্যম। সেনারা এ নিষ্ফল যুদ্ধ করতে চায় না। এ্যাল্পাইন ব্রিগেড সঙ্গীত রচনা করেছে—'মুসোলিনী আমরা আর যুদ্ধ করবো না।' জর্মনীর সঙ্গে মিতালী করে আপনি দেশটাকে রসাতলে নিয়ে চলেছেন। দেশে আপনি আজ সবচেয়ে বেশি ঘৃণার পাত্র। আমিই আপনার একমাত্র বন্ধু কিনা আমি জানি না।

মুসোলিনী মুহূর্তে যেন নিভে গেলেন।

—আমি মার্শাল বোদোল্লোকে ক্ষমতায় বসাবো ঠিক করেছি।

মুসোলিনী সামনের চেয়ারের হাতল ধবে বসে পড়লেন।

—মার্শাল বোদোল্লো আর্মিব মধ্যে খুবই প্রিয়, পুলিশ দপ্তরেও তিনি জনপ্রিয়।

—আপনি যদি তাই চান তবে আমি পদত্যাগ করবো।

রাজার আশ্চর্য ভদ্রতাবোধ। বিনয়ের সঙ্গে বলেন,

—আপনার পদত্যাগপত্র আমি খোলামনেই গ্রহণ করবো।

অল্পক্ষণের নীরবতা। মুসোলিনী তারপর ঠোঁঠে হাসি টেনে বললেন,

—আমি সরে গেলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে হয়তো,

তবে শান্তি ফিরে আসবে। কারণ যুদ্ধ শুরু করেছিলাম আমি। ইতালীর এই সঙ্কট চার্চিল-স্তালিনের পক্ষে হবে বিরাট জয়। বিশেষ করে মার্শাল স্তালিন খুবই আনন্দিত হবেন। আমি বিশবছর স্তালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। সাম্যবাদ ঠেকাতে চেষ্টা করেছি। তবে, ক্ষমতায় যিনিই আসুন তাঁর মঙ্গল আমি কামনা করি।

বৈঠক হঠাৎ শেষ হ'ল। বড়জোর আধ ঘণ্টা।

মুসোলিনীকে লাউঞ্জে দেখে দে-চেজারে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল তরেল্লা-দি-রোমাঞানোর সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। নিদারুণ কৌতূহল ও উত্তেজনা নিয়ে দু'জনেই প্রতীক্ষায় ছিলেন। বাইরে প্রকাশ ছিল না, রাজা বেশ খুশি। মুসোলিনীর ঠোঁটে ছিল চেষ্টাকৃত হাসি। দে-চেজারেকে বললেন,

—আমি পদত্যাগ করবো।

সেক্রেটারী দে-চেজারে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

রাজা শেষবারের মত করমর্দন করলেন। সহাস্যে মুসোলিনীর কাছে বিদায় নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন।

লাউঞ্জ পেরিয়ে পোর্টিকোর সামনে এসে মুসোলিনী থমকে দাঁড়ান। গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গায় নেই। অনেকটা দূরে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখা, কিন্তু এর্কোলে বোরাত্তো গাড়িতে নেই। বিরক্ত বোধ করেন। নিজের ওপর অসম্ভব আত্মবিশ্বাস। এতটুকু সন্দেহ হয় না। হয়তো ভাবছিলেন যাবেন কোথায়? পালাৎসো ভেনেৎসিয়ায় না ভিল্লা তর্লোনিয়াতে?

সিড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন ভিক্রেরি সেলাম ঠুকে সামনে এগিয়ে এলো,

—দুচে, আমাদের হাতে খবর এসেছে আপনি বিপদাপন্ন! আপনাকে নিরাপদে * নিয়ে যাবার জন্যে আমার ওপর আদেশ আছে।

—প্রয়োজন হবে না। আমার দেহরক্ষীরা বাইরে আছে।

—আমার ওপর যে আদেশ আছে, আমাকে পালন করতে দিন।

শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে গেছেন মুসোলিনী।

—বেশ তো, তাই যদি হয় তুমি আমার গাড়িতে এসো।

—ডুচে, সেটা ঠিক হবে না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

—সেটা আবার কী!

প্রতীক্ষারত এ্যাম্বুলেন্সের দিকে আঙ্গুল্ তুলে ক্যাপ্টেন ভিক্রেরি বলে,

—ঐ গাড়িতে আপনাকে নিরাপদে নিয়ে যাবার আদেশ আছে। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

মুসোলিনী আর প্রতিবাদ করেননি। তবে এ্যাম্বুলেন্সের পেছনের প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে অপেক্ষারত একজন সশস্ত্র সেনাকে দেখে ক্ষণিকের কুণ্ঠা দেখা গেল। ক্যাপ্টেন ভিক্রেরি অতিশয় চতুর। উঁচু সিঁড়িতে উঠতে সে মুসোলিনীকে সাহায্য করে। গাড়িতে উঠে ফেল্ট হ্যাটটি মাথা থেকে খুলে ফেলেন। দে-চেজারে গাড়িতে উঠে আসেন। সাদা পোষাকে দু'জন গোয়েন্দা পুলিশ উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তখনও মুসোলিনী জানেন না তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল! বুঝতেই পারেননি তিনি এখন বন্দী।

মুসোলিনীর অত্যাশ্চর্য আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে কাউন্টেস চিয়ানো বলেছেন,

—এই সময় বাবার রকম-সকম ছিল অদ্ভুত ধরনের। পনের দিন আগে থেকেই তিনি ক্যু ডে-টার ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছিলেন কিন্তু বিশ্বাস করেননি। কয়েকজন মন্ত্রী সরালেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এই রকম তাঁর ধারণা ছিল।

স্ত্রী রাকেলে সাবধান করেছেন বহুবার। রাজপ্রাসাদে যাত্রা

করবার সময়ও তিনি নিদারুণ শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মুসোলিনী পাত্তা দেননি। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি অনুযোগ করেছেন, আমল দেননি। ফ্যাসিস্ট পার্টি-সেক্রেটারী কার্লো স্কোৎর্সা ষড়যন্ত্রের হদিশ পেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছেন, মুসোলিনী উল্টে তিরস্কার করেছেন। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার জেনারেল গাল্‌বিয়াতির সমস্ত অনুরোধ মুসোলিনী গ্রাহ্য করেননি।

সীজারের জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! জুলিয়াস সীজার স্ত্রী কালপূর্নিয়া-র অনুরোধ গ্রাহ্য করেননি। সেনেটে যেতে সেদিন তিনি বারবার সীজারকে বারণ করেছেন। প্যালেস-ভৃত্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ছুটতে ছুটতে এসেছে। গ্রীক ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক আর্তেমিদোরস্‌ ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকা সীজারের হাতে তুলে দিয়েছেন। সীজার দেখেননি। বাইশটি আঘাতের পরেও সীজার সম্বিত হারাননি। কিন্তু ব্রুটাসের উদ্ধত ছুরিকা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট রিক্ত সীজার অস্ফুটস্বরে যখন বললেন, 'কায় সু তেক্‌নন্‌', তখনও তিনি জানেন না, ব্রুটাসের নামটিও ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকায় সংযুক্ত করেছিলেন আর্তেমিদোরস্‌।

রবিবারের বিকেল। তবু প্রচণ্ড গরমের জন্যে পথেঘাটে লোক সামান্যই। বহু লোক শহর ছেড়েছে, বোমাবর্ষণের ভয়ও মানুষের মনে। পথচারীর সংখ্যা সে কারণেও কম। তবে এ্যাম্বুলেন্সটা নজরে পড়েছে। তীব্র গতিতে একটা রেডক্রশের গাড়ি পিয়াৎসা-দেল্‌-পোপোলোর দিকে ছুটে যেতে দেখা গেছে। প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষারত মুসোলিনীর দেহরক্ষীরাও তাদের বুলেটপ্রুফ গাড়ির

জানলা দিয়ে লক্ষ্য করেছে। জেনারেল চেরিকার নিখুঁত পরিকল্পনা। সামরিক পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনই হয়নি। এ্যাম্বুলেন্সটি যখন 'কারাবিনিয়েরি' ব্যারাকে প্রবেশ করে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ইতালীর ডিক্টেটর বেনিতো মুসোলিনী ঐ গাড়িতে আটক আছেন। তিনি বন্দী।

এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান প্রায় আধঘণ্টা পিয়াৎসা-দেল-পোপোলোতে অপেক্ষা করে। ওপর থেকে সংবাদ এসে পৌঁছোয়, ফ্যাসিস্ট পার্টির মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। রোম শহরের মধ্যে মুসোলিনীকে রাখা ঠিক হবে না।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই মুসোলিনী বলেন,

—আবার কোথায় চলেছি ?

—উন্মত্ত জনতার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

মুসোলিনী কাঁধ ঝেঁকে ঘুরে বসলেন। এবার দীর্ঘ পথ। জায়গাটা 'কারাবিনিয়েরি রিক্রুট সেণ্টার'। স্থানীয় কমাণ্ডার কর্নেল তাবেল্লিনি-র সামনে মুসোলিনীকে যখন আনা হয়, তখন তিনি একটু বিব্রত বোধ করেন। অস্বস্তিকর ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন,

—অস্বাভাবিক পরিস্থিতি একটু প্রশমিত হলে সব ব্যবস্থা হবে। আপনার পরিবারের জন্যে কোন চিন্তা নেই। আপনার নিরাপত্তার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

মুসোলিনীর সঙ্গে এখানে দে-চেজারের ছাড়াছাড়ি হ'ল। তখনও মুসোলিনী প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু বাথরুমে যাবার সময় সশস্ত্র পাহারা যখন তাঁর সঙ্গে চললো মুসোলিনী তখন প্রথম বুঝেছেন তিনি বন্দী।

খেতে দেওয়া হ'ল কিন্তু কিছুই মুখে দিতে পারলেন না। শুতে গেলেন। সাধারণ সেনার বিছানা। ঘুম আসে না। পাশের

ঘরে বুটের আওয়াজ। সে ঘরে জোরালো একটা বাতি জ্বলছিল। চারদিকে সশস্ত্র পাহারা। ' ক্রমাগত টেলিফোন আসছে। বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।

রাজপ্রাসাদে যাবার সময় মুসোলিনীর সঙ্গে পার্টি-সেক্রেটারী স্কোৎসার শেষ কথা হয়। মুসোলিনী বলেছিলেন, রাজপ্রাসাদ থেকে তিনি সোজা পালাৎসো ভেনেৎসিয়া বা ভিল্লা তর্লোনিয়াতে ফিরবেন। ফোন করবেন। স্কোৎসা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করেছেন। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রথমে ভিল্লা তর্লোনিয়াতে ফোন করেন। তারপর পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে যোগাযোগ করেন। মুসোলিনী ফেরেননি। কিন্তু সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত যখন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারলেন না, তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম পার্টি হেড-কোয়ার্টার্স পিয়াৎসা কলোন্নাতে আসেন। সহকারী সচিব তারাবিনি ও আরও কেউ কেউ সেখানে ছিলেন। স্কোৎসা ক্রমেই ভীত হয়ে পড়েন। কোন কারণেই মুসোলিনীর এত দেরি হবার পেছনে কোন যুক্তি নেই। আবার ফোন করলেন। কোন খবর নেই। সন্ধ্যে তখন সাতটা। রোবের্তো ফারিনাচ্চিকে ফোন করলেন। ফারিনাচ্চিকে বলেন,

—আপনি শীঘ্রই একবার আসুন।

ফারিনাচ্চি রোমের একপ্রান্তে থাকেন। অনেকটা দূর। ফোনে জানান,

—আমার গাড়ি নেই। যাওয়া মুস্কিল। রওনা হলেও কখন পৌঁছোবো বলা শক্ত।

তারাবিনি পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। স্কোৎসাকে তিনি জানান,

—আমি ফারিনাচ্চিকে নিয়ে আসছি। আপনি জানিয়ে দিন আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

স্কোৎর্সা জানান,

—তারাবিনিকে পাঠাচ্ছি। শীঘ্রই চলে আসুন। জরুরী দরকার।

ফোন রেখে স্কোৎর্সা চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারাবিনি চলে গেলেন। কী ভেবে স্কোৎর্সা আবার পূর্বের দু' জায়গায় ফোন করলেন। অপারেটর এবার জানায়, টেলিফোনের লাইন ট্যাপ্ করা হচ্ছে। উত্তেজনা ক্রমে বাড়তে থাকে। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ফোন করতেই একজন জানালো, পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে এখন যোগাযোগ করা যাবে না। স্কোৎর্সার সন্দেহ হয়েছিল অনেক আগেই। এবার নিশ্চিত বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেলেন। আর অপেক্ষা করলেন না। ফ্যাসিস্টদের একত্রিত হবার নির্দেশ দিলেন। আশ্চর্য, হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও পঞ্চাশ জনের বেশি লোককে আজ একত্রিত করা গেল না। স্কোৎর্সা দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার দিকে রওনা হয়ে যান। কিছু একটা ঘটলে পার্টি অফিসে সংবাদ পাঠানোর জন্যেই স্কোৎর্সা দু'জনকে সঙ্গে নিয়েছেন। পালাৎসো ভেনেৎসিয়ায় রোজ এসেছেন স্কোৎর্সা। কিন্তু আজ এই প্রাসাদে ঢুকতে কেমন যেন ভয় করে। ভেতরে প্রবেশ করতে সাহস হয় না। একটা সন্দেহ হয়। সোজা এলেন কারাবিনিয়েরি সদর দপ্তরে। কমাণ্ডার চেরিকার সঙ্গে এখানে দেখা হয়। স্কোৎর্সা উত্তেজিত,

—পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। আপনার এখান থেকে একটা ফোন করি।

—আপনি কোন খবর রাখেন না দেখছি! মার্শাল বোদোল্ল্যো ক্ষমতায় এসেছেন কিছুক্ষণ আগে।

—ত্রুচে কোথায় ?

স্কোৎর্সার কথাগুলো আর্তনাদের মত শোনালো !

—তিনি এখন রাজার অতিথি।

—যুদ্ধের কি হবে ?

—যুদ্ধ চলবে।

—এ সব কখন হ'ল ? কেন এমন হ'ল ?

—ত্রুচে-র সঙ্গে রাজার খুব তর্ক হয়। ঘোরতর মতবিরোধ। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিরুদ্ধে ত্রুচে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বল্লেন। রাজা তীব্র প্রতিবাদ করেন। ত্রুচে পদত্যাগ করেছেন।

কথা শেষ করে স্কোৎর্সা উঠে আসতে পারেননি। তাঁকে আটক করা হয়। কিন্তু ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতিহিংসা এড়ানোর জন্যে পরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। স্কোৎর্সা অনিবার্য বিপদের সম্ভাবনায় অনেক কষ্টে জর্মন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আবার গ্রেপ্তার হন। শেষ পর্যন্ত জর্মন দূতাবাসের সাহায্যে উত্তর ইতালী পালিয়ে যান।

এদিকে ক্ষমতা হাতে নিয়েই মার্শাল বোদোল্ল্যো একমাত্র সরকারী চ্যানেল ছাড়া সমস্ত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন অকেজো করে দেন। সমস্ত যাত্রীকে রোম ত্যাগের সময় সার্চ করবার নির্দেশ দিলেন।

ফ্যাসিস্ট পার্টি অফিসে ফারিনাচ্চি এসে স্কোৎর্সাকে পান না। ফারিনাচ্চি খুব উত্তেজনা নিয়ে পালাৎসো কিজিতে বাস্তিয়ানিনির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ফারিনাচ্চির সঙ্গে তারাবিনির আর দেখা হয়নি। রাত আটটার সময় ফ্যাসিস্ট চীফ অফ স্টাফ জেনারেল গাল্‌বিয়াতির সঙ্গে তারাবিনি সাক্ষাৎ করেন। জেনারেল গাল্‌বিয়াতি ভয়ানক উত্তেজিত। একটার পর একটা গুজবে দিশেহারা। মুসোলিনী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ তিনি তখনও সংগ্রহ করতে পারেননি।

অসম্ভব উত্তেজনায় সময় কাটে। রাত দশটায় তারাবিনি মুসোলিনীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পান। জেনারেল চেরিকা ফোনে বলেন,

—স্কোৎর্সাকে আমি পেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। আপনি ফ্যাসিস্ট পার্টির ডেপুটি, আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার ব্যবস্থা করুন।

তারাবিনি গাল্‌বিয়াতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি সহযোগীতার কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারাবিনি ভীত হয়ে পড়েন। পার্টি অফিস পিয়াৎসা কলোন্নাতে এসে দেখেন দরজায় তালা ঝুলছে। শুনলেন সার্চ হয়ে গেছে। পার্টি অফিস থেকে সবাইকে বার করে সীল করে দিয়ে গেছে মিলিটারী পুলিশ। দিশেহারা তারাবিনি সোজা পালাৎসো কিজিতে আসেন। বাস্তিয়া-নিনি তখনও তাঁর ঘরে ছিলেন। তারাবিনি এখানে শুনলেন মার্শাল বোদোল্ল্যো ক্ষমতায় এসেছেন। মুসোলিনীর ভাগ্যে যে কী ঘটেছে বাস্তিয়ানিনি তার খবর জানেন না।

অনেক রাত। ফারিনাচ্চি এদিকে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। পালাৎসো কিজি ছেড়ে পথে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিলেন। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে এক আগন্তুক হঠাৎ তাঁর সামনে এসে পড়ে। টুপিটা কপালের দিকে হেলানো। কণ্ঠে নিদারুণ ভীতি,

—বাঁচতে চান তো পালান। আপনাকে ওরা খুঁজছে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় ফারিনাচ্চি আগন্তুককে প্রশ্ন করেন,

—স্কোৎর্সার খোঁজ জানেন ?

—জানি না।

আগন্তুক উধাও হয়ে গেল। গাড়িতে উঠলেন ফারিনাচ্চি। আগন্তুকের সাবধানবাণী তিনি উপেক্ষা করেননি। বাড়ি এলেন। আল্পক্ষণ পরেই আবার পথে নামলেন। গোপনে জর্মন দূতাবাসে

যখন এসে পৌঁছোলেন তখন অনেক রাত। রাতটা দূতাবাসেই কাটান। পরদিন জর্মন সামরিক পাহারায় এয়ারপোর্ট। ২৬শে জুলাই দুপুরে ফারিনাচ্চি পালিয়ে এসেছেন বার্লিন।

গুজব বাতাসের আগে ছোটে। সন্ধ্যে থেকেই টুকরো টুকরো জটলা। ক্রমে কৌতূহলী মানুষের ভিড় রাস্তায় নামে। মোড়ে মোড়ে আলোচনা। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। উড়োখবরে বিশ্বাসী মানুষেব তৈরি হাজারো কাহিনীর প্রত্যেকটি অভ্রান্ত বলে দাবী করা হয়।

সঠিক সংবাদ কিন্তু কেউ রাখে না। মুসোলিনী গ্রেপ্তার হবার অনেক পরেও ফ্যাসিস্ট পার্টির উঁচু মহল, সরকারী হোমড়াচোমড়া, এমন কী সামরিক দপ্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও কোন খবরই সংগ্রহ করতে পারেননি। জনতাকে কিছু জানতেই দেওয়া হয়নি। রাজপ্রাসাদ ট্রুপস-এ ঘিরে রেখেছিল। বিপুল সামরিক বাহিনী সারা রোম টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এত বিপুল সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে জানানো হ'ল, শত্রুপক্ষেব ছত্রী বাহিনী রোমে অবতরণের চেষ্টা করবে বলে গোপন সংবাদ পাওয়া গেছে।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বৈঠকেব ফলাফল সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। শুধু জানা গেছে প্রায় সকাল পর্যন্ত অধিবেশন চলেছে। প্রেস কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। রেডিও কোন সংবাদ দিচ্ছে না।

অন্ধকার রোম। সাজোয়া গাড়ির মিছিল পথচারীকে সচকিত করে ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে। মুসোলিনীকে ঘিরে গুজব ছড়ায়। কেউ বলে মুসোলিনী হঠাৎ দেহত্যাগ করেছেন। আবার খবর আসে, মুসোলিনী বার্লিন পালিয়ে গেছেন। আবার শোনা গেল, পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মুসোলিনী রোম ছেড়ে রোমাঞ্চ চলে গেছেন।

রাত পৌনে এগারোটায় স্থানীয় সংবাদ। নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে মানুষ জড়ো হয়েছে। কোন প্রোগ্রাম না থাকলে অন্তত গ্রামোফোনে লঘু সঙ্গীত বাজানোর নিয়ম আছে। কিন্তু রেডিও আজ সম্পূর্ণ নীরব। একটা বিপ্ বিপ্ আওয়াজ আর যান্ত্রিক একটানা গোঙানী ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। মানুষের উৎকণ্ঠা তখন ধৈর্য হারাতে বসেছে। হঠাৎ রেডিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঘোষণা করা হ'ল, রাজা মুসোলিনীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। মার্শাল পিয়োত্রো বোদোল্লো তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।……

উন্মত্ত জনতার কাছে এই সংবাদটুকুই যথেষ্ট। হাজার মানুষের উল্লাস। সহস্র কণ্ঠের চীৎকার শোনা যায় : মুসোলিনী নিপাত যাক! যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই! ফ্যাসিজম ধ্বংস হোক।

অশান্ত মানুষের মনে আজ যেন শিশুর প্রাণশক্তির অজস্রতা।

সাজোয়া গাড়ির ত্রস্ত আনাগোনা অন্ধকার পথে সজীব অতিকায় জানোয়ারের মত ভীতিপ্রদ। তবু মানুষ আজ থামছে না। কুইরিনাল-এর পথে হাজারো মানুষ দৌড়তে থাকে। ইল্-মেস্সজ্জেরোর ফ্যাসিস্ট অফিসে য়ুনিভারসিটির ছাত্রেরা হানা দেয়। অগণিত মানুষও তাদের পিছু নিয়েছে। ভয়াবহ দৃশ্য। অত্যল্প সময়ের মধ্যে সব তচনচ করে যায়। বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গাচোরা আসবাব, ছিন্নভিন্ন কাগজপত্তর, টেলিফোন ভাঙ্গা। পদদলিত ফ্যাসিস্ট প্রতীক। দেওয়াল থেকে টেনে নামানো মুসোলিনীর দীর্ঘ তৈল-চিত্র আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গা। পালাৎসো ব্রাস্কির ফ্যাসিস্ট দপ্তর জ্বলছে। কমিউনিস্টরা পালাৎসো ভেনেৎসিয়া আক্রমণ করে। বিশবছরের নির্মম শাসনে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে বেশি। এদের এমন একটি পরিবার নেই যেখানে অন্তত তাদের একজন নির্মম শাসনের সামনে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়নি। তাই স্বৈরাচারী নির্মম একনায়কত্বের অন্যতম মন্ত্রণালয় সালা দেল্-মাপ্পমোন্দো তারা

আজ অধিকার করবেই। কিন্তু প্যালেস গার্ডরা বাধা দিল। প্যালেস গার্ড-এর চীফ আক্রমণকারী নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। বলেন, জনতার এই ভাবাবেগে আমার হৃদয়ও চঞ্চল। কিন্তু এ অভিযান আজ অর্থহীন। সালা দেল-মাপ্পমোন্দো এখন আমাদের। আমাদের পবিত্র পালাৎসো ভেনেৎসিয়া এতদিন পর আজ অভিশাপ থেকে মুক্ত। আগুন আর ধোঁয়ায় তাকে আর মলিন করবেন না। আমার অনুরোধ আপনাদের অনুগামী উন্মত্ত জনতাকে আপনারা সংযত করুন। এদের হাত থেকে প্রাসাদ রক্ষা করবার দায়িত্ব নিন।

—কমরেডস্!

উপস্থিত উত্তেজিত মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট যুবনেতার কথায় কাজ হয়। যা ইচ্ছে তাই করবার অত্যুগ্র বাসনা সংযত হতে দেখা যায়। জনতা ফিরে গেল। কিন্তু পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার প্রবেশদ্বারে তারা রক্তপতাকা আজ টাঙ্গিয়ে যায়।

অনেক রাত। রোমের মানুষের চোখে আজ ঘুম নেই। ভিয়া-দেল-ত্রিতোনে, ভিয়া-নাৎসিওনালে ও পিয়াৎসা-দেল্-পোপো-লোর পথে অস্থির মানুষের নাচ-গান-হল্লা আজ রাত্রে যেন থামবে না। তবে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের উৎকণ্ঠা কাটেনি। আজও তাঁরা বিমর্ষ। যুদ্ধ চলবে। জর্মন সেনারা ইতালীর বুকে থাকবেই।

মানুষের ক্রোধের চেয়ে আনন্দের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসই লক্ষ্য করবার। অশান্ত জনতা, তবু একটা লোকও প্রাণ হারায়নি। একজনকে শুধু পরদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। 'মুসোলিনীহীন ইতালীতে আমার জীবনই অর্থহীন'—সেনেটর মান্‌লিও মর্গাগ্রি তাঁর জবানবন্দী রেখে গেছেন। আত্মহত্যাই বেছে নিয়েছেন সবশেষে। গুলি করেছেন কপালে।

কারাবিনিয়ারী হেডকোয়ার্টার্স থেকে ভিল্লা সাভইয়াতে খবর আসে, কমাণ্ডার চেরিকার নেতৃত্বে অতি সুনিপুণভাবে সমস্তরকম বিপদের সম্ভাবনা এড়িয়ে মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কঠোর পাহারায় তিনি আছেন।

রাজা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু রানী খুশি হননি। ভিল্লা সাভইয়ার মধ্যে মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করায় তিনি অপমানিত। তিনি মনে করেন, রাজকীয় আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেকখানি।

ভিল্লা তর্লোনিয়ায় দন্না রাকেলে একাই ছিলেন। ফিরতে দেরি দেখে রাকেলে ভেবেছেন ভিল্লা সাভইয়া থেকে মুসোলিনী পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে চলে গেছেন। স্কোর্ৎসার ফোন তখনও আসেনি। এসে হাজির হন বুফ্‌ফারিনি উইদে।

অনেককিছুই বদলেছে কিন্তু সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা রাকেলের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বিশেষত মুসোলিনীর খাবার রাকেলে প্রতিদিন নিজের হাতেই করতেন। মুসোলিনীর অন্ত্রের পীড়া, তাই তিনি নিরামিষ খেতেন। বাকেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সেদিকে।

প্রথমদিকে মুসোলিনী রাকেলেকে দূরে দূরে রেখেছেন। রাকেলে কখনও মিলান বা কখনও কার্পেনার বাগানবাড়িতে থেকেছেন। কদাচিৎ কখনও রোমে এসেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন মুসোলিনী সবাইকে রোমে নিয়ে আসেন। প্রিন্স জোভান্নি তর্লোনিয়া তাঁর ভিল্লা তর্লোনিয়া আবাসবাটীটি মুসোলিনীকে ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। ভিল্লা তর্লোনিয়া অতি রম্য উদ্যান-বাটী। সে এক বিস্তীর্ণ এলাকা। পুরো একটা লেক। ফুল ও ফলের বাগান। ঘোড়দৌড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার মত জায়গা

আছে। পশুপালনের সুন্দর ব্যবস্থা। রাকেলের ছিল পোলট্রির শখ। কার্পেনার অভ্যাসটি তিনি রোমে এসেও ত্যাগ করতে পারেননি।

বুফ্ফারিনি উইদের সঙ্গে বেশ খোলামনেই কথা চলছিল। সিসিলির যুদ্ধ পরিস্থিতি, গত রাত্রে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিভিন্ন সভ্যদের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা। কাউণ্ট চিয়ানোর বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে কথা চলে কিছুক্ষণ।

রাকেলে বাড়িতে একা। কনিষ্ঠ তুই সন্তান রোমানো ও আন্না-মারিয়া গেছে রিচিওনে-র গ্রীষ্মাবাসে। জ্যেষ্ঠপুত্র ভিত্তোরিও বন্ধুদের নিয়ে রোমের মহার্ঘ কোন হোটেলে সান্ধ্য মজলিসে ব্যস্ত। বলে গেছে, ফিরতে রাত হবে।

সময় অতিবাহিত হয়। বুফ্ফারিনি ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন। এই সময় স্কোৎর্সার প্রথম ফোন আসে। জানা যায় মুসোলিনী পালাৎসো ভেনেৎসিয়াতেও যাননি। উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই আবার ফোন আসে। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া-চীফ এন্‌ৎসো গাল্‌বিয়াতি মুসোলিনী সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। কেউ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফায় ফিরে আসবার পথেই আবার ফোন এলো। উত্তেজনায় বুফ্ফারিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাকেলের দিকে চেয়ে থাকেন। মুহূর্তে রাকেলে নিভে গেলেন। রিসিভারটি যেন হাত থেকে খসে এলো। রিক্ত সর্বশান্ত রাকেলে হাতড়ে হাতড়ে সোফায় ফিরে আসেন। রাকেলের কাছে বুফ্ফারিনি মুসোলিনীর গ্রেপ্তার হবার সংবাদ পেলেন।

কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়। ঘরের সমস্ত নীরবতা ভেঙ্গে রাকেলে উঠে দাঁড়ালেন। বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠেন। বললেন,

—গাল্‌বিয়াতিকে আমি ধরতে চেষ্টা করি। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

বুফ্‌ফারিনি নিজের চিন্তাতে তখন মশগুল। নিজেকে নিয়েই দিশেহারা।

—কারাবিনিয়ারী হেড কোয়ার্টার্স নিশ্চয়ই আরও গ্রেপ্তার করবার আদেশ দেবে। এখানে আমার থাকাটা ঠিক হবে না। আমি আসি।

গাল্‌বিয়াতিকে ফোনে পাওয়া গেল না। রাকেলে অস্থির হয়ে পড়েন। হঠাৎ চোখে পড়ে ভিল্লা তর্লোনিয়ার প্রবেশপথে সন্দেহভাজন কয়েকটি মানুষ অপেক্ষা করছে। ভিত্তোরিওর কথা ভেবে রাকেলে আরও বিচলিত বোধ করেন। ফোন করলেন। কিছু ভাঙ্গলেন না। শুধু ডেকে পাঠালেন। সময় অতিবাহিত হয়। ভিত্তোরিওর দেখা নেই। আবার ফোন করলেন। রেডিও খুলে দিলেন। সমস্ত প্রোগ্রাম বন্ধ। একটানা যান্ত্রিক গোঙানি শূন্য ঘরে আরও গুমোটভাব টেনে আনে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ভিত্তোরিও হুড়মুড় করে এলো,

—বাড়িতে আগুন লেগেছে নাকি ?

—তোমার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—যাঃ

রাকেলে জবাব দিলেন না। অপলক শূন্য দৃষ্টিতে ভিত্তোরিওর দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ভিত্তোরিও ক্রমে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে। বিস্ময়, ভয় ও ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাকেলে বাইরে অপেক্ষারত মানুষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

—তোমারও নিস্তার নেই। পালাও !

যেন সম্বিত ফিরে আসে ভিত্তোরিওর। অল্পক্ষণে সে তৎপর হয়ে ওঠে। রাকেলের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়িতে উঠে কয়েক মুহূর্ত ভাবে। তেলের কাঁটাটা একবার দেখে নেয়। তারপর প্রবেশ পথ পেছনে রেখে ভিল্লাতর্লোনিয়ার অন্য

পারের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামে। সামনে অনির্ণীত যাত্রাপথ। ভিয়া স্পাল্লান্‌ৎসানির নির্জন অঞ্চলে বাঁক নেবার সময় ভিত্তোরিও লক্ষ্য করে পেছনে কোন গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে না।

গভীর রাত। বার্লিনের ইতালিয়ন দূতাবাসে অহরহ ফোনের ঝণঝণানির বিরাম নেই। জর্মন ফরেন অফিসের উৎকণ্ঠা প্রেস ব্যুরোর হাজারো জিজ্ঞাসা ও স্বয়ং গোয়েবলস্‌-এর প্রচার দপ্তরের একটানা ব্যস্ততা চলে অবিরাম। সকলেরই একই প্রশ্ন,

—মুসোলিনী কি পদত্যাগ করেছেন? বোদোল্লো ক্ষমতায় এসেছেন? মুসোলিনী কোথায় আছেন? কেমন আছেন?

একই উত্তর বার বার ফিরে যায়,

—রেডিও সংবাদ ছাড়া আমরা কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। রোমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রদূত বার্লিনে নেই। তিনি রোমে আছেন।

রোমের দুর্ধর্ষ জর্মন গেস্টাপোও আজ মুসোলিনীর কোন হদিশ করতে পারেনি।

বেলা একটা। মুসোলিনী শুয়ে ছিলেন। ঘরে একা। প্রবেশ-দ্বারে সশস্ত্র পাহারা। এমন সময় একজন এসে জানায় জেনারেল ফেরোনে মার্শাল বোদোল্ল্যোর কাছ থেকে জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছেন। বিছানা ছেড়ে মুসোলিনী পাশের ঘরে এসে বসলেন।

ঘরে ঢুকতেই জেনারেল ফেরোনের দিকে একনজর তাকিয়ে বলেন,

—এর আগে আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

অনুমান মিথ্যে নয়। সে আজ অনেক দিন আগের কথা। জেনারেল ফেরোনের আবিসিনিয়া রণাঙ্গনে অল্পক্ষণের জন্যে মুসোলিনীর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। জেনারেল ফেরোনে ভাবতেই পারেননি, মুসোলিনী তাঁকে চিনতে পারবেন। একটু অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেন,

—আবিসিনিয়ার ফ্রণ্টে আপনার সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিল।

খামের মুখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে মুসোলিনী একটুকরো হেসে বলেন,

—তাই চেনা চেনা লাগছে।

সামরিক মন্ত্রণালয়ের শীলমোহর অঙ্কিত পত্র! 'মহামান্য কাভালিয়ের বেনিতো মুসোলিনী' শিরোনামা দিয়ে পত্রের শুরু। মার্শাল বোদোল্ল্যো লিখেছেন, নিরাপত্তার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। আমাদের হাতে খবর এসেছে আপনার জীবন বিপন্ন করবার ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি যেখানে থাকতে চান, উপযুক্ত পাহারা সেখানেই মোতায়েন করা হবে।

চিঠি পাঠ করে মুসোলিনী জেনারেল ফেরোনের দিকে ফিরে তাকালেন। জেনারেল ফেরোনে বলেন,

—আপনি কোন জায়গা পছন্দ করবেন? কোথায় যেতে চান?

মুসোলিনী ভাবছিলেন।

—রোক্কা দেল্লা কামিনাতে আপনার পছন্দ হয়?

চকিতে একবার মুসোলিনী ফিরে তাকান। জেনারেল ফেরোনের কথাটি মনে ধরে। চিঠির জবাবে মুসোলিনী জেনারেল ফেরোনেকে ডিক্‌টেশন নিতে বলেন। মুসোলিনী বললেন, আমার নিরাপত্তার জন্যে মার্শাল বোদোল্ল্যোর সতর্কতায় আমি খুশি হয়েছি। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি রোক্কা দেল্লা কামিনাতে যেতে ইচ্ছুক। মার্শাল বোদোল্ল্যোকে আমি আমার পূর্ণ সহানুভূতি জানাই। যুদ্ধ চলবে জেনে আমি খুবই খুশি।

কাগজটি হাতে নিলেন। সই করবার আগে লিখলেন—ইতালী দীর্ঘজীবী হোক।

জেনারেল ফেরোনে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মুসোলিনী নিজের ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন।

পরদিন শুয়েই ছিলেন। ডাক্তার একবার দেখে গেলেন। টুথপেস্ট ও এক জোড়া চটির কথা জানালেন। রেডিও শুনলেন। আজ দে-চেজারের সঙ্গে বসে চা খেলেন কয়েক কাপ। সোম-মঙ্গল এই ভাবেই কাটে। মুসোলিনী বেশ খোলা মেজাজেই ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যে থেকেই সূচনা। প্রচুর পাহারা ও সহস্র সেনায় গোটা অঞ্চল ভরে উঠলো। একজন অফিসার এসে জানায়,

—এখনই রওনা হতে হবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

রোক্কা দেল্লা কামিনাতে-র কথা মুসোলিনীর মাথায় ছিল। সংবাদে বেশ খুশিই হন। অন্তরীণ থাকতে হবে, তবে সেখানে অনেক বেশি স্বাধীনতা থাকবে। অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে নিলেন।

চীফ অফ পুলিশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পোলিতো এই যাত্রার

নেতৃত্ব করছেন। পাইলট-কার আগে আগে চলে। পথে ফ্যাসিস্ট-দের ব্যারিকেড সরানোর জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চলতে থাকে। হঠাৎ মুসোলিনী লক্ষ্য করেন গাড়ি অন্যপথে চলেছে। বিস্ময় ও বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন,

—আমরা ভিয়া আপ্পিয়ার পথে চলেছি। সান্তো স্পিরিতো হাসপাতালের পথে এলেন কেন? আমরা তো ভিয়া ফ্লামিনিয়ার পথ ধরবো।

—আমরা ঠিক রাস্তাতেই চলেছি।

—কোথায় চলেছি?

—দক্ষিণে।

—রোক্কাতে আমরা যাচ্ছি না?

—নতুন আদেশ হয়েছে। শেষ মুহূর্তে জায়গা বদল হয়েছে।

বিরক্ত বোধ করেন মুসোলিনী। জেনারেল পোলিতোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন,

—পোলিতো নামে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে আমি চিনতাম। অনেক দিন আগের কথা।

—আমি একসময় পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলাম। আমিই হয়তো সেই পোলিতো।

—ব্রিগেডিয়ার কী ভাবে হলেন?

—প্রমোশন হয়েছে।

জেনারেল পোলিতোর দিকে মুসোলিনী ফিরে তাকান। নতুন করে যেন চিনতে পারেন। সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি হত্যা-কাণ্ডের পর দেশব্যাপী ফ্যাসিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, মাত্তিওত্তি হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্ভীক সাংবাদিক চেজারে রস্‌সি যখন তাঁর সাহসী লেখনীতে সমগ্র ইতালীতে প্রবল উত্তেজনা টেনে এনেছিলেন, তখন এই পোলিতো চেজারে রস্‌সিকে কামিওনে-তে গ্রেপ্তার করেন। ফ্যাসিস্ট পার্টি ও

মুসোলিনীকে পোলিতো সেদিন এক প্রবলতর শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন।

জেনারেল পোলিতোর ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনার ভাঙ্গা-গড়া চলছিল। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছেন। সামনে-পেছনে পাহারা নিয়ে গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চলে। দীর্ঘ পথ। এবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে রাস্তা। গাড়ির গতি হ্রাস পায়। মুসোলিনী বলেন,

—কোথায় এলাম।

—গায়তা।

জায়গার নামটা মুসোলিনীকে চমকে দিল। স্মিত হেসে আপন মনে বলেন,

—গায়তা! সুন্দর জায়গা!

মুসোলিনী বিশ্বাস করতেন তিনি অসাধারণ। বিশ্বাস করতেন তিনি অদ্বিতীয়। নিজের সঙ্গে জায়গাটির আশ্চর্য এক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই সেই গায়তা। এই সেই বিখ্যাত স্থান যেখানে মাত্‌জিনিকে অন্তরীণ রাখা হয়। পোলিতোকে প্রশ্ন করেন,

—'রিসরজিমেনতো'-র বিখ্যাত বীরেরা যেখানে ছিলেন, আমাকে কী সেই বন্দীশালায় রাখা হবে?

—জানি না। এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

গাড়িটা এবার সম্পূর্ণ থেমে যায়। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। খুবই অন্ধকার। একটানা ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অল্পক্ষণ পর একটা টর্চের আলোর হাতছানি দেখে জেনারেল পোলিতো গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ান। আগন্তুক এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলেই জেনারেল পোলিতো পরক্ষণেই ফিরে এলেন। গাড়িতে উঠে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলেন,

—কোতে-দি-চিয়ানো!

কথাটা যেন বিদ্রুপের মত শোনায়। মুসোলিনী একটু ছোট্ট করে তাকালেন। জায়গাটা নদীর ধার। কাউণ্ট চিয়ানোর পিতা এ্যাডমিরাল কস্তানৎসো চিয়ানোর নামেই এই জেটির নামকরণ। অনির্ণীত এই যাত্রাপথে ঠেলে দেওয়ায় জামাতা কাউণ্ট চিয়ানোর হাতও আজ অনেকখানি।

জেটিতে এ্যাডমিরাল ফ্রান্‌কো মান্‌জেরী অপেক্ষা করছিলেন। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরীকে দেখে জেনারেল পোলিতো নিশ্চিন্ত হন। সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। ঘাটে 'পেরসেফোনে' জাহাজ মুসোলিনীর জন্যে অনেক আগে থেকেই রাখা ছিল। জাহাজে উঠতে মুসোলিনী আপত্তি করেননি। মোটরলঞ্চে এসে জাহাজে ওঠা নিরাপদেই সম্পন্ন হয়। নিস্তব্ধ অন্ধকারে একমাত্র ভারী বুটের ত্রস্ত আনা-গোনা ও আলোর সাঙ্কেতিক নির্দেশ ছাড়া কিছু লক্ষ্য করা যায় না। চতুর এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী সর্বসময়েই মুসোলিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। মানুষটির মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে নিজের কেবিনে ফিরে আসছিলেন। একে সাবমেরিনের ভয়, তারপর যে কোন সময় বৃটিশ বোমারুর আক্রমণ হতে পারে।

ভেনতোতেনে পৌঁছোনোর বেশ কিছু আগেই ব্যস্ততা দেখা যায়। জেনারেল পোলিতো মোটরলঞ্চে আগে নেমে গেলেন। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী মুসোলিনীর সঙ্গে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গল্প করে চলেন। মুসোলিনী জায়গাটা সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী চার্ট খুলে দেখান। মুসোলিনীর মাথায় তখন এলবা আর সেণ্ট হেলেনা ঘুরছিল। মনে মনে ভাবেন, নেপো-লিয়নের মতই তিনি আজ অদ্বিতীয় বীর, কিন্তু আশ্চর্যরকম নিরুপায়।

জেনারেল পোলিতো অল্পক্ষণ পর ব্যস্তভাবে ফিরে এলেন। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরীকে নিভৃতে ডেকে বললেন,

—এ জায়গায় জর্মন গ্যারিসন অসম্ভব সক্রিয়। স্থানীয় পুলিশ

কমিশনার একেবারেই নির্ভরযোগ্য নন। মুসোলিনীকে এখানে রাখা চলে না। আপনি জাহাজ ছাড়বার আদেশ দিন।

আরও প্রায় মাইল পঁচিশ। জায়গাটার নাম পন্‌ৎজা। অসম্ভব নিরালা। জেলেদের গ্রাম। জেনারেল পোলিতো অল্পক্ষণ পর তদন্ত করে ফিরে এলেন। বললেন,

—সান্তা মারিয়া গ্রামের একটা বাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। এখানে মুসোলিনীকে রাখা নিরাপদ।

মুসোলিনী আপত্তি করেন না। বাড়িটা পছন্দ হয়। সামনে নদী, পেছনে উঁচু পাহাড়ের বেষ্টনী। তিনতলা ধূসর রঙের বাড়ি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মুসোলিনী চারদিক ঘুরে দেখছিলেন। বিপুল সশস্ত্র পাহারার সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ফেলছেন জেনারেল পোলিতো। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা। বড় ক্লান্ত লাগছিল। শুতে গেলেন।

*

পরদিন ২৯শে জুলাই। আজ মুসোলিনীর জন্মদিন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। সম্পূর্ণ একাকী। বাইরে সদাজাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী। খবরকাগজ নেই। রেডিও নিষিদ্ধ। পৃথিবীর সঙ্গে আজ এই অসাধারণ মানুষটির সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন হয়েছে।

বিকেলবেলা কারাবিনিয়েরির সার্জেণ্ট মেজর মারিনি হঠাৎ এসে ঘরে ঢোকেন। মার্শাল বোদোল্যোর একান্ত সচিবের সদর দপ্তর থেকে জরুরী বার্তা এসেছে। সার্জেণ্ট মেজর মারিনি মুসোলিনীর জন্মদিনে রাইখ-মার্শাল গোয়েরিং-এর শুভেচ্ছাপত্র সঙ্গে এনেছেন।

ঝিমিয়ে পড়া মানুষটি মুহূর্তে যেন জ্বলে ওঠেন। ঠোঁটের নরম হাসিতে আত্মপ্রত্যয়ের আভাস ফুটে ওঠে। গোয়েরিং লিখেছেন,

হুচে,

আজ আপনার জন্মদিন। আমার ও আমার স্ত্রী-র আন্তরিক শুভেচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। আমার রোম সফর, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাতিল করতে হয়েছে। আজকের দিনে ফ্রেডারিক দি-গ্রেট-এর একটি আবক্ষ মূর্তি ও আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। আজ অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের কথা আন্তরিক-ভাবে উপলব্ধি করি। আপনার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আপনার কথাই আজ শুধু ভাবছি। আপনার কাছে যে মধুর ব্যবহার ও আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছি তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। অজেয় বিশ্বাস ও অকৃত্রিম সহৃদয়তার কথা আর একবার জানাতে চাই।

—গোয়েরিং

অখণ্ড অবসর। ক্লান্তিকর বন্দী জীবন। মুসোলিনীর অনুরোধে দু'দিন নদীতে স্নান করতে দেওয়া হয়। তবে জলের মধ্যেও সশস্ত্র সেনাব পাহারায় মুসোলিনী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন।

সময় কাটান বই পড়ে। কার্দুচ্চির 'অদি বারবারে'-র জর্মন অনুবাদে হাত দিলেন। রিচ্চোত্তির যীশুর জীবনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। পেন্সিলে মার্জিনে নানা কিছু নোট করেন। মাঝে মাঝে জানলার সামনে এসে দাঁড়ান। পন্‌ৎজার এই বন্দীশালা একরকম ভালই লাগে। মনে পড়ে আউগুস্‌তুস্ তনয়া কুলিয়া এখানে বন্দী ছিলেন। এই পন্‌ৎজায় আটক ছিলেন সুন্দরী আগ্রিপ্পিনা। নিরোর এই মায়ের কথা মুসোলিনীর বার বার মনে হয়। আরও কয়েকটি মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বহু শতাব্দী আগে এই পন্‌ৎজাই ছিল শহীদ সান্ সিল্‌ভেস্‌ত্রো-র অন্তরীণাবাস।

ইতিহাস বড় বিচিত্র! আজ তিনি পন্‌ৎজায় বন্দী। কোথায় যেন 'একটা মিল খুঁজে পান। তিনি যে অদ্বিতীয়, পুরোমাত্রায়

একজন অসাধারণ ব্যক্তি, একথা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। পুরাণ ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পূর্বসূরীদের সঙ্গে আগামী ইতিহাসের পাতায় যে তিনিও অমর হয়ে থাকবেন তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও সামান্য কিছু সুযোগ মুসোলিনীকে দেওয়া হয়। রাকেলের পাঠানো চিঠি, দশ হাজার লীরা ও মৃত পুত্র ব্রুনোর ফোটোগ্রাফ মুসোলিনীকে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সময় কন্যা এড্ডা চিয়ানোর একটা চিঠিও মুসোলিনীর হাতে আসে। কিন্তু অন্য কোন সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত। রাজনৈতিক বন্দীর অধিকারও তাঁকে দেওয়া হয় না।

কিন্তু থাকা গেল না। ক'দিন পর রাত্রে নদীতে রহস্যজনক আলোর সাঙ্কেতিক নির্দেশ পন্‌ৎজা-র সামরিক কর্তৃপক্ষকে খুবই বিচলিত করে। সদরদপ্তরে যোগাযোগ করা হয়। নির্দেশ আসে পন্‌ৎজা থেকে বন্দীকে অবিলম্বেই সরিয়ে দাও।

দ্রুত তৎপরতা শুরু হয়। অতি সামান্য সময়ে মুসোলিনীকে আবার নদীতটে আনা হয়। এবার অন্য জাহাজ। মোটর-বোটে সামান্য জলপথ অতিক্রম করে জাহাজে ওঠবার সময় মুসোলিনী দেখলেন এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কেবিনে বসে অনেক কথা হয়। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী অসম্ভব চতুর। খুবই তড়িঘড়ি। পাহারাও তাঁর কঠোর। কিন্তু ভদ্রতা অসামান্য। প্রয়োজন হলে যে কোন মুহূর্তে রিভলভার টেনে বার করতে পারেন। কিন্তু মুসোলিনীর সামনে নিতান্তই নিম্ন অধস্তন এক কর্মচারীর সঙ্কোচ নিয়ে কথা বলেন। এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী রাগিয়ে দিতে চান না। শুধু বাগিয়ে নিতে জানেন।

এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী বলেন,

—মার্শাল বোদোল্লো ফ্যাসিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করেছেন। কাউন্ট চিয়ানোকে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুসোলিনী শ্লেষের সঙ্গে বলেন,

—ভার্টিকানেও সে কী মেয়েদের সঙ্গে শুধু গল্‌ফ খেলতো ?

এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী নীরব।

মুসোলিনী হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠেন,

—এখন চলেছি কোথায় ?

—মাদ্‌দালেনা।

—ক্রমেই দুর্গম অঞ্চলে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাকে আপনারা দেখছি এখনও খুব ভয় পান।

—হাইকমাণ্ডের আদেশ আমি শুধু বহন করতে জানি। এ সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে পারি না।

হঠাৎ এ্যাডমিরাল বিচলিত হয়ে পড়েন। পরক্ষণেই তীব্র কাঁপা কাঁপা সাইরেনধ্বনি এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মুসোলিনী চীৎকার করে ওঠেন,

পনৃংজা ফিরে চলুন। জাহাজ থামান।

মাদ্‌দালেনার পথে আরও একবার সাইরেনধ্বনি শোনা গেল। কেবিনের জানালা দিয়ে মুসোলিনী লক্ষ্য করলেন, একঝাঁক বৃটিশ বোম্বার উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশে ক্রমশঃ ওপরে উঠছে।

এ্যাডমিরাল মান্‌জেরী ফিরে এসে বললেন,

—মাদ্‌দালেনায় বোমাবর্ষণ করে বৃটিশ বোম্বারগুলো ফিরে গেল।

ক্রোধোন্মত্ত মুসোলিনী কোন কথাই বল্লেন না।

মাদ্‌দালেনা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জায়গাটা আশ্চর্যরকম জনশূন্য। বোমাবর্ষণে অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত। নিরালা একক জীবনে মুসোলিনী যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সকাল-বিকেল বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। বই পড়েও যখন সময় কাটে না, তখন পাহারাওয়ালার সঙ্গেই তাস খেলতে বসেন। একঘেয়েমীর মধ্যে একদিন হঠাৎ একটা প্যাকেট এসে পৌঁছোয়। স্বয়ং ফুয়েরার-এর উপহার মার্শাল বোদোল্যোর হাত দিয়ে এসে পৌঁছোয়। নীট্‌শের গ্রন্থাবলী।

চমৎকার বাঁধাই। নেড়েচেড়ে দেখলেন। সেদিন বিকেলে বেড়াতে যাওয়া আর হ'ল না।

সারদিনিয়ার আর্মড ফোর্সের কমাণ্ডার জেনারেল বাস্‌সো কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মাদ্‌দেলেনার আকাশে ঘন ঘন জর্মন বিমানের আনাগোনায় তিনি নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা করেন। যুদ্ধদপ্তরের* আণ্ডার সেক্রেটারী জেনারেল সোরিচেকে জানালেন, দেড়শো ফিট ওপর দিয়ে জর্মন স্পটার ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুসোলিনীর পক্ষে জায়গাটা নিরাপদ আমি আদৌ মনে করি না। আমার মনে হয় গুরুতর কিছু ঘটতে পারে। মাদ্‌দেলেনা আমি এখন বিপজ্জনকই মনে করি।

জেনারেল সোরিচে আরও ওপরমহলের নির্দেশ পেয়ে জেনারেল বাস্‌সোকে খবর পাঠান ২১শে আগস্ট। সেইদিনই মুসোলিনীকে মাদ্‌দেলেনা ছাড়তে হ'ল। প্রথমে তাঁকে একটা রেডক্রশ চিহ্নিত হাইড্রোপ্লেনে তোলা হয়। বিশ্বস্ত সামরিক পাহারা ছাড়া কোন মানুষের চিহ্ন ছিল না সেখানে। প্রায় দেড়ঘণ্টা পর হইড্রোপ্লেনটি লেক ব্রাচ্চিয়ানোতে অবতরণ করে। জায়গাটা ভিএঞা দি ভাল্লে থেকে কিছুটা তফাতে। এখানে আবার রেডক্রশ চিহ্নিত এক মোটরে মুসোলিনীকে তোলা হয়। গাড়ি চলতে থাকে। রেলের ছোট লাইনের টার্মিনাস স্টেশন। অসম্ভব নির্জন। নিরালা ছোট একটা বাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। বাড়িটার নাম ভিল্লেত্তা। সব দিক দিয়েই জায়গাটা নিরাপদ। নির্জন, পার্বত্য, জনমানবহীন একটা গ্রাম। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উঁচু জায়গা। কারাবিনিয়েরির লেফ্‌টেনাণ্ট ফাইওলি ও পুলিশ ইনস্পেক্টর গুএলি মুসোলিনীর ভার নি.লন।

ঘরে রেডিও থাকায় মুসোলিনী খুশি হন। লেফ্‌টেনাণ্ট ফাইওলি জানালেন, কাগজ আপনি পাবেন। 'গাৎজেত্তা উফ-ফিচাল্‌এ' নিয়মিত আপনি পড়তে পাবেন।

জায়গাটা মুসোলিনীর ভাল লেগে গেল। সশস্ত্র প্রহরীদের সঙ্গেও বেশ একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। কিন্তু থাকা হ'ল না এখানেও। ক'দিন পর ফাইওলি এসে জানায়, নতুন আদেশ এসেছে। আমাদের আরও ওপরে যেতে হবে। গ্রানসাস্‌সো পাহাড়ে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সবচেয়ে উচু জায়গা গ্রান সাস্‌সো। প্রায় ন' হাঁজার ফিট। একের পর এক স্থান পরিবর্তনের বিরক্তি থাকলেও মুসোলিনী বলেন,

—বিশ্রামের পক্ষে জায়গাটা অতুলনীয়। পন্‌ৎজা বা মাদ্‌দা-লেনা থেকে অনেক ভাল। এরকম উচু জায়গায় আমিই হয়তো একমাত্র বন্দী।

ফাইওলি মুসোলিনীকে খুশি রাখতে চেয়েছেন। ঘোড়ায় চড়তে দিয়েছেন। ঘরে রেডিও। নিয়মিত কাগজ এসেছে। অবসর সময় গুএলি এসে তাস খেলতেন! অনেক কথা হতো। বিগত জীবন বর্ণনা করতে করতে মুসোলিনী উত্তেজি হয়ে পড়তেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকটা এভাবেই কাটে। এখানেই তিনি সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা পেয়েছেন। তিনি যে একজন বন্দী এ কথা অনেক সময়ই তাঁর মনে হতো না।

আটই সেপ্টেম্বর থেকে হঠাৎ কড়াকড়ি শুরু হ'ল। বার্লিন রেডিও সংবাদ প্রচার করছে, ইতালী আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। মার্শাল বোদোল্ল্যো সামরিক সর্বরকম প্রস্তুতি শেষ করেছেন। চুক্তির অন্যতম সর্ত বেনিতো মুসোলিনীকে জীবিত অবস্থায় বৃটিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই একই সংবাদ আলজেরিয়া থেকেও প্রচার করা হয়। বার্লিন রেডিও রাত্রের খবরে জানালো, জর্মন ডিভিশন নতুন নতুন আমদানি করা হয়েছে। রাজা ভিত্তোরে এম্মানুএলে রোম ছেড়ে পেস্‌কারা পালিয়ে গেছেন।

গুএলির হাত দিয়ে ফাইওলির কাছে মুসোলিনী পত্র পাঠালেন। ঘৃণা ও আত্মগ্লানিপূর্ণ কয়েকটি কথা :

"রেডিও বার্লিনের প্রচার থেকে জানতে পেরেছি ইতালী আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। চুক্তির অন্যতম সর্ত, ইতালীর সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাকে শত্রুর হাতে জীবিত অবস্থায় তুলে দেবে। আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবিত অবস্থায় বৃটিশের হাতে আমি ধরা দেবো না। এতবড় অপমান আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমি নিরস্ত্র, আপনার রিভলভারটি আমাকে দিলে বাধিত হবো।"

পত্র পেয়ে ছুটে এসেছেন ফাইওলি। বলেন,

—আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। তবে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তোবুর্কে আমি আহত অবস্থায় একবার বৃটিশের হাতে ধরা পড়ি। আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি কখনও একজন ইতালিয়নকে বৃটিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারি না। আমার পুত্রের নামে শপথ করে একথা আমি বললাম। শেষ পর্যন্ত আমি কী করবো আমি জানি না।

ফাইওলি খুবই বিচলিত বোধ করছিলেন। ফিরে এসে নির্দেশ দিলেন মুসোলিনীর ঘরের সন্দেহজনক সবকিছুই সরিয়ে ফেলতে হবে। ব্লেড, ধারালো টিনের টুকরো, পেরেক বা কাঁচের সবরকম জিনিস ঘর থেকে মুক্ত করবার আদেশ দিলেন। ধমনী কেটে আত্মহত্যা করবার সম্ভাবনার কথা ফাইওলির হয়তো মনে হয়েছিল।

মুসোলিনীকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন জর্মন রাষ্ট্রদূত মাকেন্‌সেন রোমে ছিলেন না। একটার পর একটা কেবল্ বার্লিন হেড কোয়ার্টার্সে আসতে থাকে। প্রতিটি কেবল্ পরস্পরবিরোধী অথচ নির্ভুল বলে দাবি করে। বার্লিনের ইতালিয়ন দূতাবাস, রোমের রেডিও প্রচার ছাড়া অন্য সমস্ত খবরই অস্বীকার করে। ইতালিয়ন রাষ্ট্রদূত আল্‌ফিয়েরি বার্লিন না থাকায় তারা অন্য কোন মন্তব্য করে না।

নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে হিটলার পার্শ্বচরদের ডেকে পাঠালেন। বললেন,

—রাজা ভিত্তোরে এম্মানুএলে ও মার্শাল বোদোল্লো যদিও যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না। মনে হয় এ নিতান্তই কালহরণের অপচেষ্টা। শত্রুপক্ষের সঙ্গে রফাতে আসতেও সময় লাগবে, তাই এই চাতুরী। তিন বছর আগে বেলগ্রেডে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, আমি তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবো না। মুসোলিনী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। অকস্মাৎ বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো যাতে জর্মন সেনাবাহিনীকে সিসিলি থেকে ম্যানল্যাণ্ডে সরিয়ে আনবার সিদ্ধান্তে অতি দ্রুত আমাদের পৌঁছোতে হবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে জর্মন ডিভিশন আমি সিসিলিতে রাখবো না।

চীফ অফ জর্মন হাইকমাণ্ড ফিল্ড মার্শাল কাইটেল চুপচাপ শুনছিলেন। হিটলারের কথার উত্তরে বললেন,

—সিসিলিতে দুটো জর্মন ডিভিশন আমাদের আছে। কিন্তু মার্শাল বোদোল্লোর মতিগতির ওপর পুরো ব্যাপারটা নির্ভর

করে। মার্শাল বোদোল্লো যদি বিশ্বাসঘাতকতাই বেছে নেন,. তবে ইতালীতে সমগ্র জর্মন ডিভিশন সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। মার্শাল বোদোল্লোকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত হয়তো আমাদের কিছু করার নেই। সামরিক হঠকারিতার সম্ভাবনার মধ্যে আমি যেতে চাই না। তবে ফিল্ড মার্শাল রোমেল তাঁর প্ল্যান 'আলরিক্' নিয়ে প্রস্তুত। বিপর্যয় যদি ঘটেই, পুরো উত্তর ইতালীতে তিনি জর্মন ট্রুপস্ নামিয়ে দেবেন। রোমেলের আর্মি গ্রুপ 'বি' এখন তৈরি।

এ্যাডমিরাল ডোয়েনিট্‌ৎজ-এর মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন,

—মার্শাল বোদোল্ল্যোর বিরুদ্ধে এখন কিছু করা ঠিক হবে না। বরং তাতে উল্টো ফল হবে। আমরা তাতে ইতালীর জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। তবে জর্মন আর্মি ইতালীতে এখনই বাড়ানোর প্রয়োজন।

ফিল্ড মার্শাল ইয়োডল্, চীফ অফ অপারেশন স্টাফ, এ্যাডমিরাল ডোয়েনিট্‌ৎজ-কে সমর্থন জানিয়ে বলেন,

—মার্শাল বোদোল্ল্যোর বিরুদ্ধে চলে যাওয়া এই মুহূর্তে ঠিক হবে না। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কথা ভেবে এখনই নতুন জর্মন ট্রুপস্ ইতালীতে মুভ্ করা দরকার।

ইতালীতে জর্মন মিলিটারী কমাণ্ডের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

—মার্শাল বোদোল্ল্যোর বিরুদ্ধাচরণ করবার কোন যুক্তি নেই। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় তাঁকে আমরা ওয়ারফ্রণ্টেই চিনতে পারবো।

ধৈর্য ধরে হিটলার সবার কথা শুনলেন। তারপর বললেন,

—আটচল্লিশ ঘণ্টা অনেক সময়। যুদ্ধে তোমরা পারদর্শী কিন্তু রাজনীতির কিছু বোঝ না।

হিটলার আর্মি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তবে মার্শাল বোদোল্লোর বিরুদ্ধে তখনই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন থেকে বিরত রইলেন।

হিটলার বিশ্বাস করেন, ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টি আচমকা আঘাতে বিপর্যস্ত। কিন্তু অতি অল্পসময়েই আবার ইতালীর ক্ষমতা দখল্ করবে। তাদের সাহায্যে জর্মন ট্রুপস্ মুভ্ করতে শুরু করলেই ফ্যাসিস্টরা আবার ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে। মুসোলিনীকে মুক্ত করতে পারলেই সমস্ত রাজনৈতিক পটভূমি বদল যাবে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা অতিক্রম করে গেল, কিন্তু মুসোলিনীকে পাত্তা করা গেল না। জর্মন গেস্টাপো অতিশয় সক্রিয়। ইতালীর সামরিক ও পুলিশ দপ্তরেও তাদের শক্তিশালী গুপ্তচরের জাল বিস্তৃত। তবু দীর্ঘসময় পার হয়ে যায়, বার্লিনে তারা আশানুরূপ কেবল্ পাঠাতে ব্যর্থ হয়।

জর্মন রাষ্ট্রদূত মেকেন্‌সেন ও মার্শাল বোদোল্লোর ব্যবহারিক ভদ্রতাটুকুই বজায় রইলো। রাষ্ট্রদূতের অনুবোধ মার্শাল বোদোল্লো প্রত্যাখ্যান করেছেন স্মিত হেসে,

—মুসোলিনীর নিবাপত্তার জন্যেই আমরা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। তা'ছাড়া তাঁর ক্ষমতায় থাকা না থাকা ইতালীর সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। রোম-বার্লিন সম্পর্ক অটুট আছে। থাকবে। মুসোলিনীকে এখন কোথায় রাখা হয়েছে আমি আপনাকে জানাতে অক্ষম। তবে দু'ঘণ্টা আগেও আমি সংবাদ পেয়েছি তিনি খুব ভাল আছেন।

রাষ্ট্রদূত মেকেন্‌সেন রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। মুসোলিনী সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই রাজা সর্বশেষ টেলিগ্রামটি পড়ে শোনান। মৃদু হেসে বলেন,

—মুসোলিনীকে খুব ভালোভাবে রাখবার আমি নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর সংবাদ আমি নিয়মিত পাই। তিনি ভাল আছেন।

—মুসোলিনী পদত্যাগের সময় ফুয়েরার-এর জন্যে কোন খবর রেখে যাননি কেন?

—উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা হয়তো ওসব কথা চিন্তা করতে দেয়নি। তিনি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। রাইখ্ মার্শাল গোয়েরিং বা ডক্টর গোয়েবলস্ যদি আজ ফুয়েরার-এর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে কী ধরণের সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে একবার ভেবে দেখুন। মুসোলিনী তাঁর একান্ত বিশ্বাসী পার্শ্বচরদের সমর্থন হারিয়েছেন। মুসোলিনী সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত। দেশে উগ্র চরমপন্থীদের আমি বিশ্বাস করি না। তারা সুযোগ পেলেই মুসোলিনীর ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। তাঁর নিরাপত্তার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা, এই গোপনীয়তা।

—২৯শে জুলাই মুসোলিনীর জন্মদিন। মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করে আমি ফুয়েরার-এর শুভেচ্ছা ও উপহার পৌঁছে দিতে চাই। এটুকু সুযোগ আপনি অন্তত আমাকে দিন।

রাজা এতটুকু বিব্রত নন। চতুর এই মানুষটির কণ্ঠে সামান্য-রকম সঙ্কোচ নেই। পূর্বের হাসি ঠোঁটে টেনে একনজর তাকালেন। তারপর বলেন,

এ সম্পর্কে এখনই কিছু বলা আমার ঠিক হবে না। আমি আপনার অনুরোধ আজই মার্শাল বোদোল্যোকে জানাবো।

রাজকীয় শিষ্ঠাচার ও কূটনৈতিক ভদ্রতার শেষ নেই। দু'তরফের প্রবল ঘৃণা ও অবিশ্বাস মুহূর্তের জন্যেও আত্মপ্রকাশ করে না। প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে, চওড়া সোপাণশ্রেণীর পাশে প্রতীক্ষারত রক্ষীদের অভিবাদন ও রাজকর্মচারীদের বিনীত সৌজন্য-বোধে এতটুকু ত্রুটি নেই।

ফিল্ড মার্শাল রোমেলের অপারেশন 'আলরিক্' কিন্তু অপেক্ষা

করে না। পুরো একটা জর্মন ডিভিশন ইতিমধ্যে ব্রেন্নার অতিক্রম করেছে। ওদিকে ছড়ানো জর্মন সেনাবাহিনীকে রোম অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ছুটো প্যারাস্যুট বাহিনী এলো। বিমান ও রেলপথে আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই সাতটা জর্মন ডিভিশন ইতালীতে পৌঁছে গেছে।

রাজা সব লক্ষ্য করেন। জেনারেল পুন্তোনিকে বলেন,

জর্মনদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। তবে, আমি কোন ঝুঁকি নোবো না। বেলজিয়ামের রাজার অবস্থায় আমি পড়তে চাই না।

২৯শে জুলাই ইতালীর নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারোন গুয়ারিল্লিয়া আনকারা থেকে রোমে এসে পৌঁছোলেন। তুরস্কে তিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মার্শাল বোদোল্লো আনকারা থেকে গুয়ারিল্লিয়া রওনা হবার আগেই পশ্চিমী মিত্রশক্তির সঙ্গে শান্তি প্রস্তাব চালানোর জন্যে লোক পাঠিয়েছেন। প্রথমে ভাটিকানে বৃটিশ মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পরে কাউণ্ট চিয়ানোর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব দ' আইয়েটা-কে লিসবনে পাঠানো হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটায় চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

ফিল্ড মার্শাল ইয়োডেল, নৌবহরের বিশেষ অধিবেশনে ঘোষণা করলেন, ইতালী জর্মন নতুন সেনাদলকে খোলামনেই গ্রহণ করছে।

হিটলারের মনোভাব অন্যরকম। তিনি বলেন,

—আমি মনে করি মার্শাল বোদোল্লো শক্তি সংহত করবার জন্যে জর্মনদের সঙ্গে গুরুতর কোন বিভেদের মধ্যে এখনই আসতে চান না।

ইতালীর নতুন সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে ৬ই আগস্ট তারভিসিওতে বৈঠক ডাকা হয়। ইতালিয়ন ডেলিগেশন গুয়ারিল্লিয়া ও আম্‌ব্রোসিও-র নেতৃত্বে রোম ত্যাগ করলো। জর্মনীর পক্ষ থেকে এলেন রিবেনট্রপ ও কাইটেল। চূড়ান্ত নিরাপত্তার ভয়াবহ ব্যবস্থা। আর্মাড ট্রেন। মেশিনগান

আর বিমানধ্বংসী কামানের পাহারায় জর্মন টিম এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে এস্ এস্ ট্রুপস্ তাদের ঘিরে রাখে। বেশ বোঝা যায়, জর্মন টিম সম্পূর্ণ অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে তারাভিসিওতে এসেছে। ইতালীর সততায় তাঁদের এতটুকু বিশ্বাস নেই।

বৈঠকে গুয়ারিল্লিয়া ঘোষণা করলেন, মুসোলিনীর পতন ও মার্শাল বোদোল্লোর ক্ষমতায় আসা ইতালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের ফলাফল এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, পুরো ফ্যাসিস্ট পার্টি আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। পরিবর্তন যা-ই হোক, জর্মনীর সঙ্গে ইতালীর সম্পর্ক যেমন চলছিল তেমনই চলবে। রোম-বার্লিন চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য দেখিয়ে আমরা মরণপণ সংগ্রামে প্রস্তুত।

একটা চূড়ান্ত অবিশ্বাসের মধ্যে বৈঠক শেষ হয়। রিবেনট্রপ পরে বলেছেন, গুয়ারিল্লিয়া ও আম্‌ব্রোসিও তারাভিসিও এসে পৌঁছোনোর পর, দু'চার কথায় আমার ধারণা জন্মায়, ইতালী জর্মনীর সঙ্গে যে কোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

বৈঠকের পর রিবেনট্রপ হিটলারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর মনোভাব তিনি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেন। হিটলার আদেশ দিলেন, অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। জর্মন ট্রুপস্-এ ইতালী এখন ভরে দাও।

আগস্টের শেষ থেকেই জর্মনী ও ইতালীর সামরিক ও রাজ-নৈতিক লুকোচুরি চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যায়। লিসবন থেকে দ'-আইয়েটা ফিরে আসেন। তিনি এসে জানালেন, কূটনৈতিক পর্যায়ে কোন আলোচনাই ব্রিটেন ও আমেরিকা করতে নারাজ। একমাত্র সামরিক শীর্ষ-নেতারা এ আলোচনা চালাতে পারেন। তবে ইতালীকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

উপযুক্ত সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল কাস্তেল্লান্নো মনোনীত হন। সমস্ত ব্যাপারে তাঁকে ওয়াকিবহাল করা হয়।

জেনারেল আম্ব্রোসিও চুক্তির খসড়া তৈরি করলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারোন গুয়ারিল্লিয়া খসড়ালিপি ভালভাবে দেখে দেন। ১২ই আগষ্ট তিনি রোম ত্যাগ করলেন। জেনারেল কাস্তেল্লানোকে বলা হয়, আপনি আমাদের সামরিক পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ পেশ করবেন। মিত্রশক্তির সাহায্য ছাড়া জর্মনীর হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। আমরা জর্মনীর সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি উত্তর রোমে মিত্রশক্তির ফৌজ নামাতে অনুরোধ করবেন। অদরিয়াতিক্ ও রিমিনিতে ছত্রীসেনা নামানো এখন খুবই কাজের হবে। জর্মনরা তখন সেণ্ট্রাল ইতালী থেকে এ্যালপাইন পাস বাঁচানোর জন্যে পিছু হটতে বাধ্য হবে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে পনেরই আগস্ট জর্মন ও ইতালিয়ন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মিটিং বসে বলোঞাায়। জর্মনী সিসিলি থেকে আর্মি গোটাতে চায়। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইতালীর সম্মতি নিয়ে কৌশলে উত্তর ও মধ্য ইতালীতে জর্মন সামরিক প্ল্যান চালু করা। চীফ অফ ইতালিয়ন আর্মি স্টাফ জেনারেল রোয়াত্তা বলোঞাায় উপস্থিত ছিলেন। জর্মন এস্ এস্ গার্ড নিয়ে ইয়োডল ও রোমেল আলোচনায় বসেন। এই বৈঠক রিন্তেলেন্-এর ভাল লাগে না। তিনি প্রথম থেকেই বাধা দিয়েছেন। জর্মন ডিফেন্স লাইন এই বৈঠকে স্থির হ'ল। পূর্ব পিসা থেকে ফ্লোরেন্সের দক্ষিণে, রিমিনি পেরিয়ে অদরিয়াতিক্ তট পর্যন্ত ডিফেন্স লাইন টানা হয়। আরও স্থির হয়, উত্তর ইতালীর সমস্ত রেলপথ ও এ্যালপাইন পাস জর্মন কমাণ্ডের হাতে চলে যাবে। রোমেলের অধীনে উত্তর ও মধ্য ইতালীর সামরিক নেতৃত্ব পুরোপুরি থাকবে। কাগজে-পত্রে ইতালিয়ন হাই কমাণ্ড একটা অবশ্য রাখার ব্যবস্থা রইলো।

এদিকে ডক্টর রুডলফ্ রাণকে হিটলার পঁচিশে জুলাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মেকেন্‌সেনকে সরিয়ে ডক্টর রাণ্‌কে রোমে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করবার কথা তিনি কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন। ডক্টর রাণ্ একজন বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁর কূটনৈতিক কর্মকুশলতা সর্বজনবিদিত। প্যারী থাকাকালীন ফ্রাঙ্কো-জর্মন কোলাবরেশনের তিনি অন্যতম নেতা। দু'বছর আগে সিরিয়াতে পেতঁ্যা সরকার গঠনের অন্যতম রূপকার। সেই বছরই ইরাককে বৃটিশ প্রভাবমুক্ত করবার পেছনে তাঁর দুঃসাহসিক পরিকল্পনা সবাইকে স্তম্ভিত করে। ডক্টর রাণ্ জর্মন মিলিটারী কমাণ্ডের অন্যতম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে তিউনিসে ছিলেন। ভিসি সরকার ও আরব দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রাখতে হতো। উত্তর আফ্রিকায় জর্মন সামরিক বিপর্যয়ের পর ডক্টর রাণ্ তিউনিস ত্যাগ করেন।

হিটলার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

—কোন কারণেই ইতালী হাতছাড়া হতে দিতে পারি না। দরকার হলে আমি বলপ্রয়োগ করবো। লিসবনে গোপন শান্তি বৈঠক হচ্ছে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি। ইতালী যে কোন সময় এ্যালপাইন পাস কেটে দিতে পারে। আমি মুসোলিনীকে মুক্ত করতে চাই।

ডক্টর রাণ্ নতুন কর্মভার গ্রহণ করলেন।

প্রতিদিন দ্রুত ঘটনা বদলাতে থাকে।

আটাশে আগস্ট জেনারেল কাস্তেল্লান্যো লিসবন থেকে ফিরে এলেন। সিসিলিতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। রাজা রেডিও মারফৎ চুক্তির কথা ঘোষণা করবেন। পাঁচদিনের মধ্যে মার্শাল বোদোল্লো চুক্তির সর্ত অনুযায়ী কাজ করবেন।

আটই সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা ডক্টর রাণ্ আমেরিকার কোন রেডিও স্টেশন থেকে প্রথম এই চুক্তির কথা শোনেন। তাতে

ঘোষণা করা হয়, ইতালীর বোদোল্লো সরকার আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডক্টর রাণ্ দুপুরেও রাজার সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করেছেন। অসম্ভব বিচলিত ডক্টর রাণ্ প্রথম জেনারেল রোয়াত্তাকে ফোন করেন। জেনারেল রোয়াত্তা সমস্তই অস্বীকার করে বলেন,

—সবই ব্রিটিশ কারসাজী। ঘৃণ্য রাজনৈতিক মিথ্যে চাল ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধ চলবে।

ডক্টর রাণ্ কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সন্ধ্যেবেলা পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুয়ারিল্লিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন।

গুয়ারিল্লিয়া একটু বিব্রত। তবে মুহূর্তে সে ভাব কটিয়ে উঠে বলেন,

—সবটা মিথ্যে নয়। সামরিক সঙ্গীন অবস্থার কথা বিবেচনা করে মার্শাল বোদোল্লো সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন।

—জোচ্চুরী! ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা !!

মরা সংবাদ বার্লিন পৌছোলো। লণ্ডন ব্রডকাস্টিং-এ ঐ একই সংবাদ সেখানে ধরা পড়েছে। ডক্টর রাণ্ যখন বার্লিনের সঙ্গে কথা বলবার লাইন চাইছেন, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের পর তখন সালেরনো-তে বৃটিশ ছত্রীবাহিনী নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে। বৃটিশ অষ্টমবাহিনী মেস্‌সিনা অতিক্রম করে এসেছে।

পরদিন রোম উপকণ্ঠে জর্মন সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইতালিয়ন ফৌজের তীব্র সংঘর্ষ হ'ল। মার্শাল বোদোল্লো রাজাকে ফোনে জানান, পালানো ছাড়া এখন আর আমাদের উপায় নেই।

দশই সেপ্টেম্বর ইতালিয়ন সেনারা পিছু হটে।

রোম আজ 'ওপেন সিটি'।

ইতালীতে জর্মন চীফ অফ স্টাফ কেসেলিঙ্ ঘোষণা করলেন, সমগ্র ইতালী আজ জর্মন সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বার্লিনের ইডেন হোটেল। দুই যুবা নিভৃতে বসে কফি পান করছেন। দীর্ঘকায় সুদর্শন যুবার নাম অটো স্করৎজেনী। দুর্ধর্ষ ওয়াফেন এস্ এস্ দলের তিনি ক্যাপ্টেন। অপর ব্যক্তি ভিয়েনার পুরোনো বন্ধু। দু'জনে বসে কফির সঙ্গে হাল্কা গল্প করছিলেন।

এমন সময় ফোন এলো। প্রথমটা নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না স্করৎজেনী। হেডকোয়ার্টার্স থেকে জরুরী তলব। স্বয়ং ফুয়েরার স্করৎজেনীকে নাকি ডেকেছেন। আনন্দ আর ভয়। সংশয় ও ত্রাসে স্করৎজেনীর কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। ফোনে আরও জানা গেল, বিকেল পাঁচটায় টেম্পেলহোফ্ বিমানঘাটিতে তাঁর জন্যে একটা বিমান অপেক্ষা করবে। নিতান্তই গোপনীয় ও অসম্ভব জরুরী।

স্করৎজেনী প্রথমে তাঁর সহকারী ওবেরস্টুর্মফুরের কার্ল রাড্ল্-কে ফোন করলেন। বিমানঘাটিতে তাঁর আবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে হাজির থাকতে বলেন। মনের উত্তেজনা কিছুতেই চাপতে পারেন না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকেন।

বিমানঘাটিতে রাড্ল বলে,

—ব্যাপার কী?

—কিছুই আন্দাজ করতে পাচ্ছি না।

ঠিক পাঁচটায় একটা জাঙার্স-৫২ স্করৎজেনীকে নিয়ে টেম্পেল-হোফ্ বিমানঘাটি ত্যাগ করলো। হাতে সোনালী ব্রাণ্ডি নিয়ে জানলার পাশে বসে স্করৎজেনী অনেক কথাই ভাবতে থাকেন।

প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ। পূর্ব প্রুসিয়ার কাছে লার্ৎস্জেন লেকের ধারে বিমান এসে থামলো। মার্সিডিস একটা অপেক্ষারত। অন্ধকার পথ। রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে সামরিক

ব্যারিকেড। কাগজপত্র পরীক্ষা হয়। গাড়ি আবার চলতে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতির বিপুল আয়োজন স্করৎজেনীর দৃষ্টি এড়ায় না।

সামরিক চেকপোস্ট ও ব্যারিকেড কয়েক জায়গায় অতিক্রম করে বেশ রাত্রেই স্করৎজেনী এসে পৌঁছোন। জঙ্গলে ঘেরা কাঠের বাড়ি। বাইরে থেকে কিছুই ভাল করে বোঝা যায় না। স্বরৎজেনীকে একটা ঘরে আনা হ'ল। সাজানো ঘর। ভারী লাল বাউল্লে কার্পেট মেঝেতে। স্করৎজেনী লক্ষ্য করেন তাঁর মত আরও পাঁচজনকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। সবাই অসম্ভব চিন্তিত। উৎকণ্ঠা ও ভয়ে দু'একজন বেশ ঘাবড়ে গেছেন বলে মনে হয়।

উচ্চপদস্থ এস্ এস্ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। বললেন,

—আপনাদের সঙ্গে ফুয়েরার দেখা করবেন। আপনাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। তৈরি থাকবেন।

সবটাই কেমন রহস্যময়। স্করৎজেনী অনেক চিন্তা করেও ফুয়েরার-এর ডেকে পাঠানোর পেছনে সকারণ কোন যুক্তি কিছু খুঁজে পান না।

অল্পক্ষণ পরেই অন্যঘরে ডাক এলো। বেশ সাজানো ঘর। ডুরার্-এর ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো। বিরাট একটা টেবিলে ছড়ানো ম্যাপ্, মেঝের কার্পেট পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভারী পর্দা ঝুলছে। পরক্ষণেই পর্দা সরিয়ে ফুয়েরার ঘরে ঢুকলেন। পরনে সাদা সার্টের সঙ্গে কালো টাই। ওপরে ফিল্ড-গ্রে কোট চাপানো। সশব্দে নাজি-স্যালুট জানান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুয়েরার কথা বলতে শুরু করেন। শুধু স্করৎজেনী নয়, উপস্থিত সবাই বিচলিত। প্রত্যেককেই একটা করে প্রশ্ন করলেন ফুয়েরার। উপস্থিত কয়েকজনের মধ্যে স্করৎজেনী বয়ঃকনিষ্ঠ। ফুয়েরার হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,

—তোমরা ইতালী সম্পর্কে কী জানো?

স্করৎজেনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়,

—আমি নেপলস্-এ দু'বার ছিলাম।

ফুয়েরার একনজর চোখ তুলে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,

—ইতালী সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা ?

উপস্থিত সবাই নিজেদের মধ্যে নীচু পর্দায় আলোচনা করতে থাকে।

স্করৎজেনী খুব সহজভাবে উত্তর দিলো,

—আমি একজন অস্ট্রিয়ান।

আগাপাছতলায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হিটলার পরক্ষণেই ব্যস্তভাবে বলেন,

—ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী ছাড়া আপনারা সবাই যেতে পারেন।

সবটাই যেন এক যান্ত্রিক কায়দা। ঘর থেকে পাঁচজন চলে যেতেই ফুয়েরার দু'পা এগিয়ে এসে বলেন,

—খুব জরুরী ব্যাপারে তোমাকে ডেকেছি। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আমি তোমাকে দেবো বলে ঠিক করেছি। ইতালীর বর্তমান পরিস্থিতি তুমি নিশ্চয়ই জানো। মুসোলিনী আমার বন্ধু। রাজা ও মার্শাল বোদোল্লো জর্মনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুসোলিনী বন্দী। তাঁর কোন সংবাদ আমরা জানতে পারিনি। যেমন করে হোক তাঁকে উদ্ধার করতে হবে। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি আমি তোমাকেই দেবো ঠিক করেছি।

হতচকিত ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীর মনের অবস্থা কল্পনাতীত। একে সামনে ফুয়েরার, তারপর তাঁর অনুরোধও আশ্চর্যরকম অপ্রত্যাশিত। ফুয়েরার-এর সব কথা ভাল করে প্রথমে অনুধাবন করতেই পারেননি।

—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

—আমি বিশ্বাস করি এ কাজ তুমি পারবে।

ঠোঁটে হাসি। জুতোকে শব্দ তুলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত তুলে ফুয়েরার-কে নাজি-স্যালুট্ জানিয়ে যখন চলে আসেন, ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী লক্ষ্য করেন, ফুয়েরার তাঁর দিকে তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীকে তারপর জেনারেল স্টুডেণ্ট ও রাইখস্-ফুয়েরার হিমলার-এর সামনে আনা হয়। পুরু লেন্সের রিমলেস চশমা পরা হিমলারের মুখের দিকে তাকিয়ে অতিবড় নাজিও নাকি কথা বলতে বিব্রত বোধ করেন। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী বেশ একটু ভীত।

হিমলার বলেন,

—ইতালীর রাজা ও মার্শাল বোদোল্লো পর্তুগালে লোক পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে শান্তির চেষ্টা করেছেন। যেমন করে হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসোলিনীকে ইতালীর বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

হিমলার তারপর বর্তমান ইতালীর জর্মন বিরোধী অন্য নেতাদের নাম করছিলেন। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী তাড়াতাড়ি নিজের নোটবুকে হিমলারের কথা যেই নোট করতে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধমক খেয়ে থেমে যান।

—কী লিখছো তুমি নোটবুকে! মাথায় রাখতে চেষ্টা করো। তুমি তোমার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছো বলে মনে হয় না। তোমার জানা থাকা উচিত তুমি যে গোপন কাজের ভার নিয়ে যাচ্ছো, ইতালীতে জর্মন চীফ অফ স্টাফ বা ইতালীর জর্মন রাষ্ট্রদূত সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এসব কী নোটবুকে লিখবার কথা! মাথায় রাখো। তুমি এত সিগারেট খাচ্ছো কেন? মনের উত্তেজনা ঢাকবার চেষ্টা করছো। আশ্চর্য, তোমাকে ফুয়েরার শেষপর্যন্ত বেছে নিলেন! যাক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। জেনারেল স্টুডেণ্ট তোমাকে উপযুক্ত নির্দেশ দেবেন।

রাইখ্‌স্‌ ফুয়েরার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জেনারেল স্টুডেন্ট সরাসরি কাজের কথায় এলেন। পরিকল্পনা আগেই তৈরি ছিল। স্থির হয়, ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী পরদিন সকাল আটটায় জেনারেল স্টুডেন্ট-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে রোমে পৌঁছোবেন। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীর বিশেষ ইউনিট বার্লিন থেকে ফ্রান্সের দক্ষিণে রওনা হয়ে যাবে। তারপর তারা রোমে গোপনে এসে মিলিত হবে। প্রথম প্যারাস্যুট ডিভিশন তারপর মুভ্‌ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ আধা রাজনৈতিক সামরিক অপারেশনের নেতৃত্ব করবেন ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী।

মাঝরাত। কিন্তু বিশ্রাম নেই স্করৎজেনী-র। জিনিসপত্রের পুরো তালিকা প্রস্তুত করলেন। বিস্ফোরক, অস্ত্রশস্ত্র, ওয়েরলেস সেট, ওষুধ ও অসামরিক পোষাক। পাদ্রীর পোষাক। নকল চুল, রঙ ও নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীর খুঁটিনাটি জিনিসপত্র। এস্‌ এস্‌ ঝটিকা বাহিনীর নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা বার্লিনে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়ে যখন বিছানায় শুতে গেলেন, তখন রাত্রি শেষ হতে চলেছে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা প্যারাস্যুট বাহিনীর এক নিয়মিত অফিসারের পুরো পোষাকে ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীকে রোমে ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্‌-এর সদরদপ্তরে দেখা গেছে। কেসেলিঙ্‌ জানান,

—মুসোলিনীর কোন খবর আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। বর্তমান শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করায় যথেষ্ট বাধা আছে। রাষ্ট্রদূত মার্শাল বোদোল্ল্যোর সঙ্গে দেখা করে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেননি। রাজা রাষ্ট্রদূতের অনুরোধ কৌশলে এড়িয়েই গেছেন। মুসোলিনীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। শুধু তাই নয়, অতি উচ্চপদস্থ ইতালিয়নও কোন খবর রাখেন না। প্রিন্স ওমবার্তো পর্যন্ত কোন হদিশ দিতে পারেননি।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীকে তারপর সর্বত্র ঘুরতে দেখা গেছে। পরস্পরবিরোধী নানা গুজবই শুধু কানে আসে। কেউ বলেন, মুসোলিনী আত্মহত্যা করেছেন। আর একজন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, মুসোলিনী স্পেনে পালিয়েছেন। পূর্ব ইতালীর কোন স্যানাটোরিয়ামে মুসোলিনী এখন আটক আছেন, এমন খবরও জানা যায়। মুসোলিনীর জন্ম-সময়, রাশিনক্ষত্র বিচার করে জর্মন জ্যোতির্বিদের গণনাও ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীর হাতে আসে। স্বয়ং রাইখ্‌সফুয়েরার হিমলার হস্তরেখা বিচারে আশ্চর্যরকম বিশ্বাস করেন। কিন্তু কোন দিক দিয়েই সূত্র পাওয়া যায় না।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী প্রথম জর্মন দূতাবাসের এক পুলিশ এ্যাটাচির কাছে খবর পান, পঁচিশে জুলাই ভিল্লা সাভইয়া থেকে কারাবিনিয়েরি ব্যারাকে রেডক্রশ মার্কা একটা এ্যাম্বুলেন্সে মুসোলিনীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কোন অজ্ঞাত অঞ্চলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এ্যাটাচি আর কোন সংবাদ দিতে পারে না।

ক'দিন পর নিতান্ত আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী এক রেস্তোঁরা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করলেন। পাশে বসে একজন লাঞ্চ করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন,

—মুসোলিনী সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যাচ্ছে না। তবে তাঁর স্পেনে পালানোর গুজবের পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আমি নিয়মিত তের্‌রাচিনা যাতায়াত করি। জায়গাটা গায়তার কাছাকাছি। ওখানকার একটা মেয়েকে আমি জানি। কারাবিনিয়েরি-র একজন পুলিশের সঙ্গে প্রেম করে। মেয়েটি আমাকে বলেছে, ক'দিন আগে সেই পুলিশ তাকে যে চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে একজায়গায় লিখেছে পন্‌ৎজায় ইতালীর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আটক আছেন

এই সংবাদ সংগ্রহ করবার পরই স্করৎজেনীকে একজন জর্মন

নৌবিভাগের অফিসার বলেন, মাদ্‌দালেনায় একজন রহস্যজনক বন্দী এসেছেন। তিনি মুসোলিনী বা ফ্যাসিস্ট পার্টি-শীর্ষ কোন নেতা হবেন বলেই মনে হয়।

ক্যাপ্টেন আর সময় নষ্ট করলেন না। লেফটেনাণ্ট ওয়ারগের্-কে সঙ্গে নিয়ে মাদ্‌দালেনায় রওনা হয়ে যান। লেফটেনাণ্ট ওয়ারগের্ ডক অঞ্চলের মাতাল এক জর্মন নাবিকের ছদ্মবেশ নেয়। তাঁর ইতালিয়ন ভাষার ওপর দখলও অসামান্য। মদের ভাঁটি, কাফে ও হাটেবাজারে সর্বত্র মাতলামোর জেশ্চার নিয়ে চলাফেরা শুরু করে। মুসোলিনীর প্রসঙ্গ তুলে সবাইকে জানিয়ে সে চীৎকার করে, মুসোলিনী মারা গেছেন। আমি সব জানি। কারো সাহস থাকলে সে আমার সঙ্গে বাজি ধরতে পারে।

বাজারে একজন ওয়ারগের্-এর সঙ্গে বাজি ধরে। তার সঙ্গে ভিলা ওয়েবার সংলগ্ন একটা বাড়িতে গোপনে আসে। লোকটা উত্তেজিত। দোতলার জানলার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে,

—দেখুন, আপনার কপাল ভাল। স্বয়ং মুসোলিনী জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি এবার বাজির টাকাটা দিন।

এই ঘটনার পর ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী দ্রুত বার্লিন রওনা হয়ে যান। স্বয়ং ফুয়েরার-কে লেফটেনাণ্ট ওয়াবগের্-এর অভিজ্ঞতা জানান। ফুয়েরার অন্যসূত্রে জেনেছেন মুসোলিনীকে অন্য কোথাও আটক রাখা হয়েছে। তিনি প্যারাস্যুট অপারেশন সম্পর্কে ভাবছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

—আপনার খবর পুরোনো, মুসোলিনীকে এখন মাদ্‌দালেনায় সরিয়ে আনা হয়েছে। প্যারাস্যুট্ অপারেশন বন্ধ করাই ঠিক হবে।

হিটলার ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীর কথায় একমত হন। বলেন,

—শেষসূত্র ধরে তুমি তা'হলে এগিয়ে যাও।

ক্যাপ্টেস স্করৎজেনী রোম ফিরে এলেন। ঠিক হয় অভিযান শুরু হবে সাতাশে আগস্ট। সকালে। বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের নিয়ে

তিনি যখন প্ল্যান তৈরি শেষ করেছেন, তাঁর আগেই কিন্তু আবার মুসোলিনীকে ম্যানল্যাণ্ডে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তবে এবার পাত্তা করা সহজ হ'ল। রেডক্রশ সী প্লেন লাগো দি ব্রাচ্চানো অবতরণের খবর ক্যাপ্টেন সহজেই সংগ্রহ করলেন। ক'দিন পর ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে শুনলেন, পুলিশ অফিসার গুএলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে খবর পাঠাচ্ছেন,

—গ্রান সাস্সোর সিকিউরিটি সন্তোষজনক। বন্দী ভালই আছেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী সরেজমিনে তদন্তের জন্যে এক জর্মন স্টাফ সার্জেণ্টকে গ্রান সাস্সোতে পাঠালেন। সমস্ত পরিকল্পনা অবশ্য গোপন রাখা হ'ল। স্টাফ সার্জেণ্টকে শুধু বললেন,

—গ্রান সাস্সো জায়গাটা পরিদর্শন করে, ম্যালেরিয়া রোগীদের অস্থায়ী একটা হাসপাতাল ওখানে খোলা যায় কিনা আপনাকে দেখতে হবে। জায়গাটা শুনেছি স্বাস্থ্যকর।

একুইলা পর্যন্ত কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আলবেরগো রিফিজ্যো উপত্যকার সামনের সড়কে তাঁর গতি রোধ হ'ল। সার্জেণ্ট বলেন, আমি হোটেলে ফোন করবো। কামপো ইম্পেরাতোরে-তে আমি থাকতে চাই। আমার কাজ আছে।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জানান,

—কামপো ইম্পেরাতোরে এখন মিলিটারী ট্রেনিং এরিয়া। বাইরের কারো প্রবেশাধিকার নেই। হোটেলে এখন দুশো পুলিশের থাকবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে অন্য কাউকে উঠতে দেওয়া হবে না।

সার্জেণ্ট ফিরে এসেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী জানতে পারেন নতুন ওয়েরলেস লাইন গ্রান সাস্সো থেকে টানা হয়েছে। কেউ কেউ সার্জেণ্টকে বলেছেন, মুসোলিনী ওখানে বন্দী থাকতেও পারেন।

এই সময় এরিয়াল ফটোগ্রাফ ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীকে দেখানো হয়। একজন বৃদ্ধ লোক জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন। স্করৎজেনী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠেন,

—পেয়েছি। এই মুসোলিনী। এ মুসোলিনীর ছবি।

সরাসরি মাটিতে আক্রমণ অসম্ভব। গুরুতর সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। তা'ছাড়া জীবিত অবস্থায় মুসোলিনীকে বার করে আনা হয়তো সম্ভব হবে না। প্যারাস্যুট আক্রমণও ঐ চড়াই পাহাড়ে অসম্ভব বিপজ্জনক। প্যারাট্রুপারদের নিদারুণ ঝুঁকি, উপরন্তু আসল উদ্দেশ্য সফল হওয়া মুস্কিল। স্করৎজেনী শেষপর্যন্ত গ্লাইডার নিয়ে গ্রান সাস্‌সো অবতরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন।

দ্রুত ঘটনা ঘটে চলে। এদিকে মার্শাল বোদোল্ল্যোর শান্তি প্রস্তাবের উত্তরে মিত্রশক্তির অন্যতম সর্তের কথা রেডিওতে শোনা গেছে। কিন্তু উপযুক্ত গ্লাইডার তখনও স্করৎজেনীর হাতে এসে পৌঁছোয়নি।

অন্যতম পার্শ্বচর কার্ল রাড্‌ল্ এমন সময় এক ফন্দী বাতলালেন। বললেন,

—আমার ভয় হয়, মুসোলিনীকে হয়তো জীবিত অবস্থায় আমরা ধরতে পারবো না। সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে তিনি প্রাণ হারাতেও পারেন। তা'ছাড়া অযথা রক্তপাত ও তীব্র সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে আমরা যদি একজন উচ্চপদস্থ ইতালিয়ন অফিসারকে সঙ্গে রাখি, আমার মনে হয় তাতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হবে।

স্করৎজেনী রাড্‌ল্-এর কথা মেনে নিলেন। জেনারেল সোলেতিকে একরকম ধরে আনা হ'ল। স্করৎজেনী অনুরোধই করেছেন। জেনারেল সোলেতি বুঝেছেন স্করৎজেনীর কথায় সম্মত

না হলে, তিনি ঘর থেকে আর জীবিত অবস্থায় বেরুতে পারবেন না। রাজি হন। স্করৎজেনী বলেন,

—জেনারেল স্টুডেন্ট-এর কাছে ফুয়েরার জানিয়েছেন অযথা রক্তপাত তিনি চান না। মুসোলিনীকে মুক্ত করাই একমাত্র কাজ। গুরুতর সংঘর্ষ আমরাও এড়াতে চাই।

জেনারেল সোলেতি বলেন,

—আমি আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। মুসোলিনীকে মুক্ত করা উচিত।

রবিবার। বারোই সেপ্টেম্বর। বেলা একটায় প্রথম গ্লাইডারটি 'প্রাতিকা দি মারে' বিমানঘাটি ত্যাগ করলো। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী সর্বশেষ নির্দেশ দিয়ে পুরো গ্লাইডার স্কোয়াড্রন নিয়ে গ্রান সাস্‌সোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আকাশ পরিচ্ছন্ন। গ্লাইডার ক্রমশঃ ওপরে উঠতে থাকে।

প্রচণ্ড গর্জন শুনে মুসোলিনী প্রথম জানলায় এসে দাঁড়ান। ওদিকে কারাবিনিয়েরি গার্ড রাইফেল নিয়ে দৌড়তে থাকে। বিপদজ্ঞাপক ধ্বনি শোনা যায়। ফাইওলি চীৎকার করে ঘরে ঢোকে,

—জানলা বন্ধ করুন! জানলা বন্ধ করুন!

মুসোলিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু বললেন,

—গ্লাইডাবে আমি ইতালিয়ন একজন জেনারেলকে দেখছি। অযথা আপনারা ভয় পাচ্ছেন। কারাবিনিয়েরিকে গুলি চালাতে বারণ করুন।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনীর তখন প্রতিটি পদক্ষেপে কেউটে সাপের ক্ষিপ্রতা। হোটেলে ঢুকেই ওয়েরলেস সেটটি চুরমার করে দিলেন। হোটেলটির দু'পাশ দিয়ে জর্মন সেনারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

একটা দল রেলস্টেশন দখল করে। ইতালিয়ন সেনারা বিভ্রান্ত। সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। হাতে উদ্যত অটোমেটিক রিভলবার। অন্যহাতে শানিত ছুরিকা।

সে এক নাটকীয় দৃশ্য। ঘরের মাঝখানে মুসোলিনীকে বিচলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। স্করৎজেনী ঘোষণা করেন,

—দুচে, আমি ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী। ফুয়েরার আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি মুক্ত। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

—আমি জানি ফুয়েরার আমাকে ত্যাগ করবেন না। তিনি আমার প্রকৃত বন্ধু।

মুসোলিনীকে বড় করুণ দেখাচ্ছিল। পালাৎসো ভেনেৎ-সিয়ার ব্যালকনিতে বক্তৃতারত সেই পূর্বের মানুষটির সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। কয়েকদিনের দাড়ি, পোষাকও মলিন। স্করৎজেনী প্রথমটা মুসোলিনীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। বড় বড় চোখ-দুটো ছাড়া মানুষটির মুখশ্রী যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

ফাইওলি নিরুপায়! কারাবিনিয়েরি সশস্ত্র বাহিনী দুর্ধর্ষ জর্মন এস্ এস্ ট্রুপস্-এর সঙ্গে কোন সংঘর্ষে আসতে চাইলো না। মুসোলিনী ফাইওলিকে বলেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

—আমার স্ত্রী ও বাচ্চা আছে। আমাকে আপনি এখানেই থাকতে দিন।

—বেশ।

তারপর ফেরা। অপরিসর জায়গায় অবতরণ সম্ভব হলেও আকাশে ওঠা খুবই বিপজ্জনক। জেনারেল স্টুডেন্ট-এর ব্যক্তিগত পাইলট ক্যাপ্টেন গারলাখ্ অতিশয় দক্ষ। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর 'ফিয়েসেলার স্টর্খ' স্পটার বিমানে মুসোলিনীকে তুলে

নিলেন। গ্রান সাস্‌সোর সঙ্গে সমস্ত বেতার যোগাযোগ ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী নষ্ট করে দিয়েছিলেন। নিরুপায় ফাইওলি সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতক্ষ্য করেন। গ্রান সাস্‌সোর পুলিশ অফিসার গুএলি মুসোলিনীর সঙ্গে যাচ্ছেন। আকাশে ওঠা কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুবই মুস্কিল হ'ল। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ক্যাপ্টেন গারলাখ্‌ হোঁচট খেতে খেতে গ্রান সাস্‌সোর পাথুরে মাটি ত্যাগ করলেন। আকাশে ওঠার সময় ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী দস্তুরমত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

আকাশে ঠিকমত ভেসে ওঠার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কারো ঠোঁটে কোন কথা নেই। ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠা কমে আসে। বিমান তার নির্ধাবিত গমনপথ অতিক্রম করে চলে। মুসোলিনী হাঁফছেড়ে বলেন,

—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি তিনবার কোনরকমে আত্মরক্ষা করি। ১৯২০ সালে আমি ফায়েন্‌জার-এর কাছে ভয়াবহ এক রেল দুর্ঘটনায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। নিজে যখন প্লেন চালানো শিখি তখন আন্‌কোনা বিমানঘাটিতে একবার প্লেন নিয়ে আকাশ থেকে ভেঙ্গে পড়ি। তাতে আমি আহত হই। ১৯৩৫ সালে আমি যেবার কাতিয়া থেকে সালের্‌নো যাচ্ছি তখন এবলির কাছে দুর্যোগের মধ্যে আকাশে আমার রেডিও বিদ্যুতে জ্বলে যায়। তা'ছাড়া আততায়ীর গুলি আর বোমা থেকে আশ্চর্যরকম রক্ষা পেয়েছি বহুবার।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। একুইলা অতিক্রম করে 'প্রাতিকা দি মারে' বিমানঘাটিতে নিরাপদেই পৌঁছোনো গেল। বিমানঘাটি পুরো জর্মন সেনাবাহিনীর হাতে। তবু অসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়।

জেনাবেল সোলেতি বললেন,

—ইতালীতে রাজা ও বোদোল্লো এখন পলাতক। মুসোলিনীর এখনই রোমে ফেরা দরকার।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী হেসে বলেছেন,

—আমি আদেশ বহন করে চলেছি। মুসোলিনীকে ফুয়েরার-এর সামনে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটুকু আমাকে পালন করতে হবে। আপনাকেও সঙ্গে থাকতে হবে।

এয়ারপোর্টে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। মুসোলিনী এখানে কিছু খেলেন। তারপর ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী তিন ইঞ্জিনযুক্ত হাইন্‌কেল বিমানে মুসোলিনীকে সশস্ত্র পাহারায় নিয়ে তোলেন।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। সূর্যের রক্তিম আলোতে আকাশ বড় সুন্দর।

ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী বলেন,

—সনেন্‌উন্টারগাঙ্‌ !

মুসোলিনী স্মিত হেসে স্করৎজেনীর দিকে ফিরে তাকান,

—ত্রামোন্‌তো দেল্‌ সোলে !

বিমান সোজা চলেছে উত্তরে। রোম অনেক পিছনে। মুক্তির আনন্দে অনেক কিছুই মুসোলিনী ভাবছিলেন। কিন্তু রোমে যাবার সুযোগ জীবনে আর যে কখনও আসবে না, একথা নিশ্চয়ই কল্পনাও করেননি মুসোলিনী।

ভিয়েনা যখন পৌঁছোলেন তখন অনেক রাত। তবে সমস্ত কিছুই প্রস্তুত। হোটেলে কন্টিনেণ্টাল আগে থেকেই বুক করা ছিল। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী বলেন,

—অনেক রাত, আপনি বিশ্রাম করুন। একটা খবর শুধু আপনাকে দেবার আছে, আপনার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁরা মিউনিকে ভালই আছেন।

মুসোলিনী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ফোন এলো। ফুয়েরার এতরাত্রে মুসোলিনীর ভিয়েনা পৌঁছোনোর খবর পেয়ে

শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। মুসোলিনী মামুলী ছ'চার কথার পর হাঁপিয়ে পড়েন। বল্লেন,

—আজ আর নয়, কাল কথা হবে। আমি বড়ই ক্লান্ত। আমি এখন ঘুমোবো।

পরদিন সকালটা মুসোলিনী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে পোষাক পরিবর্তন করলেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেননি। ইতালীতে অনেক কিছুই ঘটে গেছে, যার কোন খবরই তাঁর কাছে পৌঁছোয়নি। জেনারেল সোলেতি তখনও মুসোলিনীর সঙ্গে আছেন। তাঁর কাছে পঁচিশে জুলাইয়ের পর ইতালীর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অনেক নতুন সংবাদ মুসোলিনী সংগ্রহ করলেন। পত্র-পত্রিকা দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে।

দুপুরবেলা মুসোলিনী মিউনিক রওনা হয়ে যান।

দন্না রাকেলের মিউনিক আসাটা নিতান্তই আকস্মিক। কিছুই জানতেন না তিনি। ভিল্লা তর্লোনিয়া ছেড়ে সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই রোক্কা দেল্লা কামিনাতে এসেছিলেন। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে একাকী বেশ ভালই ছিলেন। রাজনৈতিক গোলযোগ থেকে দূরে, শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের আশঙ্কাও এখানে কম। মুসোলিনী যেদিন গ্রেপ্তার হন, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিত্তোরিওর সঙ্গে তাঁর সন্ধ্যেতেই শেষ দেখা হয়। তারপর তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এড্ডা চিয়ানোর খোঁজও তিনি জানতেন না।

রোক্কা দেল্লা কামিনাতে বসে ইতালীর বিরাট পরিবর্তন শুধু রেডিওতেই জানা যায়। যুদ্ধ এদিকে মেস্সিনা পৌঁছে গেছে। ক্যাস্সিবিলি-তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। ব্রেন্নার দিয়ে জর্মন ট্রুপস গোটা ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাকেলে কিছুই জানতেন না। ঘরে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

কথা বলছিলেন। এমন সময় একটা ঢাকা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামে। জর্মন সশস্ত্র সেনার একটা ছোট দল। জর্মন সামরিক অফিসার কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন,

—অসম্ভব গোপনীয় ও জরুরী। আপনাকে পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরি হতে হবে। আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় ?

—আমাদের হাতে খবর এসেছে আপনি বিপদে পড়তে পারেন, তাই নিরাপদস্থানে পৌঁছে দেবার আদেশ আছে।

কথায় হেঁয়ালি থাকলেও পুরোপুরি যুক্তিহীন নয়। রাকেলে সময় নষ্ট না করে দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়েছেন। সামান্য সময়ে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে জর্মন সেনাদের পাহারায় গাড়িতে এসে উঠেছেন।

আদেশটি স্বয়ং ফুয়েরার-এর। ক্যাপ্টেন স্করৎজেনী গ্রান সাস্‌সো থেকে মুসোলিনীকে যেদিন মুক্ত করতে যান, হিটলার সঙ্গে সঙ্গে দন্না রাকেলে ও মুসোলিনীর পুত্রকন্যাকে সরিয়ে আনবার আদেশ দেন। হিটলার মনে করেছেন, মুসোলিনী হাতছাড়া হলে মার্শাল বোদোল্লো, দন্না রাকেলে ও মুসোলিনীর পুত্রকন্যার ওপর প্রতিহিংসা নিতে পারে।

ভেরোনার কাছে জর্মন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত বিমানঘাটিতে রাকেলেকে আনা হয়। এখানে একটা জর্মন বোম্বার অপেক্ষা করছিল। বিমানে ওঠবার সময় রাকেলে একবার শুধু প্রশ্ন করেছেন,

—আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

—ভিয়েনায়।

বৃটিশ স্কোয়াড্রনের আনাগোনা লক্ষ্য করে ভেরোনা থেকেই বিমানের গতি পরিবর্তন হয়। প্রচণ্ড ঝড়তুফানের মধ্যে আল্পস অতিক্রম করে বিমান ভিয়েনা না গিয়ে সোজা মিউনিকে আসে।

সংবাদ আগেই দেওয়া ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা রাকেলেকে বিরাট একটা ভিলাতে নিয়ে আসা হয়। মিউনিকে পৌঁছে দন্না রাকেলে জানতে পারেন, মুসোলিনী মুক্ত হয়েছেন। তিনি ভিয়েনায় এসে পৌঁছেছেন।

মুসোলিনীর বিমান যখন মিউনিক এসে পৌঁছোয় রাকেলে পুত্রকন্যা নিয়ে রিম্ বিমানঘাটিতে অপেক্ষা করছিলেন। মুসোলিনীর বিবর্ণ, ফ্যাকাশে চেহারা দেখে রাকেলে অভিভূত হয়ে পড়েন। এস্ এস্ জর্মন গার্ড নিয়ন্ত্রিত কার্ল প্লাট্ৎজ্-এর মহার্ঘ কামরা আগে থেকেই বুক্ করা ছিল। কিন্তু মুসোলিনী রাকেলের ভিলাতেই থাকবেন ঠিক করলেন। গাড়িতে উঠে মানুষটি মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন,

—আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকবো। ইতালীকে আমি রক্ষা করবো।

ইতালী থেকে পলাতক কয়েকজন ফ্যাসিস্ট ইতিমধ্যে জর্মনীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। রোবের্তো ফারিনাচ্চি প্রথম জর্মন দূতাবাসের সাহায্যে বার্লিন আসেন। তারপর এসেছেন পোভোলিনি। বুফ্ফারিনি দু'দিন আগে ব্যাভেরিয়া পালিয়ে আসেন। 'ফিয়ের্-ইয়ারেস্ৎজাইটেন্' হোটেলে তিনি এখন নিরাপদ।

পরদিন এড্ডা এলো দেখা করতে। মুসোলিনী সম্পূর্ণ হতবাক হন। শুনলেন কাউন্ট চিয়ানো এখন মিউনিকে। এড্ডা বলেন, চিয়ানো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে অনুতপ্ত।

কাউন্ট চিয়ানোর জর্মনীতে আসা আশ্চর্যরকম গোলমেলে। ইতালী ত্যাগ করবার সমস্ত আবেদন নিবেদন মার্শাল বোদোল্লো প্রত্যাখ্যান করেন। শেষপর্যন্ত জর্মনদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাউন্ট চিয়ানো বলেন, তিনি স্পেন ও ল্যাতিন আমেরিকায় যেতে চান। জর্মন ভিসার জন্যে তিনি তদ্বির শুরু করেন। ইতালীর জর্মন কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত ভরসা দেন, মিউনিক থেকে জর্মন ভিসা

তারা মঞ্জুর করবেন। কাউন্ট চিয়োনো সেই ভরসায় গোপনে জর্মন দূতাবাসের সাহায্যে মিউনিকে আসেন। কিন্তু জর্মন এস্ এস্ গার্ড রিবেনট্রপের বিশেষ নির্দেশে অসম্ভবরকম সক্রিয়। কাউন্ট চিয়ানো ভাবতেই পারেননি মিথ্যে আশা দিয়ে তাঁকে জর্মনীতে আনা হয়েছে।

কাউন্ট চিয়ানোর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী ফিলিপ্পো অনেফুসো কাউন্ট চিয়ানোকে সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন,

—মিউনিক থেকে আপনাকে ভিসা মঞ্জুর করা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি জর্মনীর পহেলা নম্বর শত্রু। আপনাকে তারা আটক করবে।

কাউন্ট চিয়ানো এই সতর্কবাণীর কোন মূল্যই দেননি। সস্ত্রীক পুত্রকন্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন মিউনিকে। কিন্তু ভিসা সংগ্রহ অসম্ভব। গেস্টাপো তাঁর ওপর নজর রাখছে রাত্রিদিন।

এড্‌ডার অনুরোধ মুসোলিনীর অসম্ভব খারাপ লাগে। কিন্তু বাইরে খুব একটা অসহিষ্ণু হন না। বলেন, ফুয়েরার-এর সঙ্গে দেখা করে এসে চিয়ানোকে ডাকবো। এখন কিছুই সম্ভব নয়।

হিটলারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মুসোলিনী সেই দিনই মিউনিক ত্যাগ করেন। গোয়েবলস্ এই নাটকীয় সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখছেন :

"এই মিলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী। দৃশ্যটি বড়ই মর্মস্পর্শী। ফুয়েরার বাঙ্কারের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। মুসোলিনীর পুত্র ভিত্তোরিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

আবহাওয়া অল্প সময়েই গরম হয়ে ওঠে। কথাপ্রসঙ্গে মুসোলিনী বললেন,

—ভাবছি, রাজনীতি আমি ছেড়ে দেবো। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতালীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমি আবার অবতীর্ণ হলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। গুরুতর পরিস্থিতির কথা ভেবেই একথা আমি বলছি।

দপ্ করে জ্বলে ওঠা হিটলারের স্বভাব। হাত পা ছুঁড়ে বিকার-গ্রস্ত রোগীর মত চীৎকার করায় তিনি অভ্যস্ত। নিতান্ত বিরক্তির সুরে বলেন,

—এই চরম সঙ্কটের মধ্যে আপনি সরে দাঁড়াতে পারেন না। ইতালীর জনসাধারণ ও জর্মন সেনাবাহিনীর মনে প্রশ্ন জাগবে। তারা হয়তো মনে করবে, জর্মনী যুদ্ধে জয়ী হবে না। তা'ছাড়া আপনি গোপনে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন বলে যে গুজব বাজারে চালু আছে, সে কথা প্রমাণিত হবে। রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য আপনি যদি আপনার সিদ্ধান্ত না বদলান, তবে ফারিনাচ্চি ও গ্রাৎসিয়ানি-র হাতে দায়িত্ব দিয়ে আমি উত্তর ইতালীতে আবার ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করবো। তবে, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আমাকে বলতে হবে গ্রান সাস্সো থেকে ভিয়েনা আসবার পথে আপনি বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

—আমি ইতালীর বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবেই একথা বলেছি।

—আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমি আশা করি ইতালীর শাসনভার আপনি আবার গ্রহণ করবেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলে দলত্যাগী ফ্যাসিস্ট ও বিশ্বাসঘাতকদের চরম শাস্তি দেবার জন্যে আপনাকে তৈরি হতে হবে। উত্তর-পূর্ব ইতালী জর্মন অধিকারে ছেড়ে দিন। যুগোশ্লাভার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে আলতো আদিজে, ভেনেৎজা জিউলিয়া ও ত্রেন্তিনো জর্মন সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া দরকার।

রাষ্ট্রদূত ডাঃ রুডল্ফ্ রাণ্ উপস্থিত ছিলেন। হিটলার রাণ্-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—আপনি ইতালীর নয়া সংবিধান রচনা করুন।

নিরুপায় মুসোলিনী চেয়ারের হাতল ধরে নিশ্চল পাথরের মত,

বসে থাকেন। ফুয়েরার তাঁর অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু। ভয়াবহ বন্ধুত্বের নিষ্ঠুর দাবী। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ফারিনাচ্চি ও গ্রাৎসিয়ানিকে নিয়ে উত্তর-ইতালীতে নয়া সরকার গঠনের কথা মুসোলিনীকে আরও নিরুপায় করে তোলে।

হিটলার আবার তাঁর পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এলেন,

—এ যুদ্ধে ভয় পাবার কিছু নেই। পশ্চিম ফ্রণ্টে প্রশান্ত মহাসাগর, মার্কিন ফৌজের বড়রকমের আক্রমণের সম্ভাবনা সেখানে নেই। পূর্ব রণাঙ্গনে নতুন জর্মন ট্রুপস্ নামলে অন্য চেহারা হবে। বল্কান রোখা আদৌ মুস্কিল নয়। বিশ হাজার ইতালিয়ান সেনা নিয়ে হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াকে জর্মন বাহিনী ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তা'ছাড়া আল্পস একটা বিরাট বাধা। ভরসা হারানোর কোন যুক্তিই আমি খুঁজে পাই না।

হিটলার তারপর দু'পা এগিয়ে এসে মুসোলিনীকে কিছুটা অভিমানের সুরে বলেন,

—আপনি আমার প্রস্তুতির অনেক খবরই রাখেন না। অতি দ্রুতগামী বিমান আমি তৈরি করছি। বিমানধ্বংসী ও ট্যাঙ্কধ্বংসী আধুনিক অতি শক্তিশালী কামান আমি তৈরি করেছি। ভি-১, ভি-২ অস্ত্র তৈরি হয়েছে। ঐ অস্ত্র লণ্ডন শহর গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এখন আরও দ্রুতগামী বিমানে মস্কো ও নিউ ইয়র্ক চুরমার করবার প্রচেষ্টা চলেছে। আনবিক বোমা তৈরিতে আমরা অনেক এগিয়েছি। বৃটিশ বোম্বার আমাদের গবেষণা কেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষতি করায় কাজ যথেষ্ট পিছিয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু বছর-খানেকের মধ্যেই আমি আনবিক শক্তির অধিকারী হবো। সে ভয়াবহ অস্ত্র। শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের চলবে। স্তালিনকে চরম আঘাত না হানা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।

বৈঠক শেষ হয়। হিটলার মুসোলিনীকে ভেবে দেখবার সময়

দেন। কিন্তু আর একবার বিকল্প ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না।

মুসোলিনী তখনও মনস্থির করতে পারেননি। নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তা যেন ফুয়েরার-এর সামনে দেউলে হয়ে যেতে বসেছে। এত ঔদ্ধত্য নিয়ে তিনি ফুয়েরার-কে কথা বলতে পূর্বে কখনও দেখেননি। কিন্তু নিষ্ঠুর আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। বাইরে এসে বলেন,

—ফুয়েরার-এর সঙ্গে আমার খোলামনে কথা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা একমত হতে চলেছি।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিরোধীদল সম্পর্কে হিটলারের চরম আদেশ মুসোলিনী মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। হয়তো সাহস পাননি। গোয়েবলস্ তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন :

"গ্রাণ্ড কাউন্সিলের দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে মুসোলিনী দ্বিধাগ্রস্ত। মিশ্রিত অনুভূতি ও সংশয় তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মিউনিকে কন্যা এড্ডা কাউন্ট চিয়ানো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। এড্ডা কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে মুসোলিনীর মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় আসবার অনুকূল আব-হাওয়া তৈরি করেছেন। কাউন্ট চিয়ানোকে যদি শাস্তি দেওয়া না হয়, তবে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের দলত্যাগী সভ্যদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা সম্ভব নয়। ফ্যাসিজমের বিশ্বাসঘাতকদের চরম শাস্তি না দিয়ে নিজের জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর কথাই মুসোলিনী বেশি করে ভাবছেন।"

গোয়েবলস্ আরও লিখছেন :

"পারিবারিক পরিস্থিতি মুসোলিনীর বিরাট বাধা। দন্না রাকেলে কন্যা এড্ডাকে ঘৃণা করেন। মুসোলিনী কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে কন্যাকেই বেশি বিশ্বাস করেন। এড্ডা অপরিণামদর্শী, খল কিন্তু বুদ্ধিহীন। কাউন্ট চিয়ানো স্পেন অথবা উত্তর আমেরিকায় চলে

যেতে ইচ্ছুক। ইতালী ত্যাগ করবার সময় তিনি ছয় মিলিয়ন লীরা সঙ্গে এনেছেন। এড্ডা ফুয়েরার-এর সঙ্গে দেখা করেন। ছয় মিলিয়ন লীরার এক্সচেঞ্জ রেট্ নিয়েও কথা বলেন। এড্ডা এতবড় অর্বাচিন, ফুয়েরার-কে জানান, কাউণ্ট চিয়ানো তাঁর আত্মজীবনী লিখবেন। কিন্তু ফুয়েরার ও নাৎসীবাদকে ধিক্কার না দিয়ে যে কাউণ্ট চিয়ানোর জীবনস্মৃতি হবে না, একথা সবাই বুঝতে পারেন।"

হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনী আবার সাক্ষাৎ করেন। হিটলার প্রথমেই ফারিনাচ্চিকে নিয়ে নয়া ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনার কথা একবার জানান দিলেন। নিষ্ঠুর বন্ধুর আরও নিষ্ঠুর বন্ধুত্বের দাবী। মুসোলিনী বললেন,

—আমি কর্মভার গ্রহণ করবো ঠিক করেছি।

হিটলাব খুব একটা উৎসাহ দেখান না। নিজের কথা বলে চলেন,

—ইতালীর জন্যে ইতালীর কোন দায়িত্ববোধ নেই। আমরাই সব করছি। বোলোৎসানো জায়গাটা জর্মন অধিকারে ছেড়ে দিতে হবে। আমি নতুন করে অস্ট্রিয়ার সীমানা নির্ধারণ করবো—আপনাদের ত্রেন্তো আর বেল্লুনো অঞ্চল আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। চেক, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের গঠন যেভাবে হয়েছে, আমি অনেকটা সেইভাবেই অস্ট্রিয়া গড়তে চাই। শেষপর্যন্ত হয়তো আপনাকে দাল্মাতিয়া, ত্রিয়েস্তে ও ইস্ত্রিয়া আমার অধিকারে ছেড়ে দিতে হবে। ইতালীর বর্তমান যা অবস্থা দেখছি তাতে শিল্প ও ভারী কারখানা ম্যানল্যাণ্ড থেকে আল্পস-এর উত্তরে সরিয়ে আনতে হবে। আমি আপনাকে জর্মনীতে ইতালিয়ন শ্রমিক পাঠাতে বলবো। ফ্যাক্টরী ও ফার্মে আমার লোক দরকার। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিদ্রোহী সভ্যদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের সরাসরি ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থা করুন। ফ্যাসিজম যে আজও অপরাজেয় ইতালীর জনসাধারণের কাছে তার প্রমাণ দিন।

দেশদ্রোহীতার উপযুক্ত শিক্ষা ও সতর্কবাণী হিসাবে এই দৃষ্টান্ত নতুন করে শক্তি সংহত করতে আপনাকে সাহায্য করবে। ফারিনাচ্চি বলেছেন, আপনি প্রাক্তন সিফিলিস রোগী, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ডাক্তার প্রোফেসর মোরেল একথা অস্বীকার করছেন। আমি আপনাকে দেখাশোনা করবার জন্যে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার সঙ্গে দেবো। হিমলারকে একথা আমি বলেছি।

মুসোলিনী ফিরে এসেছেন। দন্না রাকেলের কাছে সমস্ত কথাই খুলে বলেছেন। রাকেলে বলেন,

—আমার কোন কথাই তুমি শুনলে না। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর তোমাকে প্রথম আমি দায়িত্বমুক্ত হতে বলেছি, শোনোনি। আজও তুমি আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করবে না জানি। তুমি কোথায় চলেছো, ইতালীকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

—পিছু হাঁটা আমার পক্ষে অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত ইতালীর দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে। এখন আর কোন উপায় নেই।

মুসোলিনী জর্মনীতে দিন দশেক রইলেন। প্রথমে মিউনিক, তারপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ভয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে ব্যাভেরিয়ান আল্পস্-এর গারমিশ অঞ্চলে স্লস্ হিরস্‌বের্গ-এ তাঁর থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

ফ্যাসিস্ট পার্টি নতুন করে গঠিত হয়েছে। নতুন নাম পারতিতো ফ্যাসিস্তা রেপুব্লিকানো। চরমপন্থী আলেস্‌সান্দ্রো পোভোলিনি, মুসোলিনীর প্রাক্তন সেক্রেটারী, নতুন পার্টি সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। রেনাতো রিক্কি হলেন ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার সর্বময় কর্তা।

সাতাশে সেপ্টেম্বর ইতালীর চীফ অফ জর্মন এস্ এস্ জেনারেল কার্ল ভোল্ফ-কে সঙ্গে নিয়ে মুসোলিনী রোক্কা দেল্লা কামিনাতে এলেন। অতি সুরক্ষিত জর্মন ট্রুপস্ মুসোলিনীকে ঘিরে নিয়ে চলে।

উইদ্মো বুফ্ফারিনি উইদে হয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ফের্নান্দো মেৎজাসোমার-এর দপ্তর হ'ল পপুলার কালচার। আন্তেনিও ত্রিঙ্গালি কাসানোভা বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। দোমেনিকো পেল্লেগ্রিনি পেলেন অর্থদপ্তর। সিলভিও গাই-এর হাতে এলো অর্থনীতি। এদোরাদো মোরোনি কৃষিবিভাগ, শিক্ষা দপ্তরের ভার পেলেন কার্লো আলবেরতো বিদ্জিনি। যোগাযোগ ও পরিবহনের মন্ত্রী হন জুসেপ্পে পেভেরেল্লি। মুসোলিনী পররাষ্ট্র দপ্তর নিজে রাখলেন। প্রাক্তন যক্ষ্মারোগী ও বহুমূত্রে কাতর কাউন্ট সেরাফিনো মাৎজোলিনি পেলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ। মন্ত্রীসভার বৈঠকে পঁচিশে জুলাইয়ের গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিদ্রোহী সভ্যদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়। কাউন্ট চিয়ানোর কথা উঠতেই সবাই বিব্রত বোধ করেন। হাজার হলেও কাউন্ট চিয়ানো মুসোলিনীর জামাই। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বিচার কী ভাবে হবে, স্থির হয় না।

মুসোলিনী অবশ্য বলেন,

—ফুয়েরার কাউন্ট চিয়ানো সম্পর্কে অতিশয় অনমনীয়। রিবেনট্রপ অসম্ভব খ্যাপা। হিমলার ক্ষমা করবেন না।

জর্মন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নয়া সরকারের সদর দপ্তর স্থির হয় লেক গার্দা-র ধারে সালো-তে। সরকারী দপ্তর ও মন্ত্রীরা এই মনোরম হ্রদের চারপাশে ছড়িয়ে রইলেন।

রাকেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে কিছুদিন রইলেন। কিন্তু তারপর তাঁরাও গার্ঞানো এলেন। গার্ঞানোয় ভিল্লা ফেলত্রিনেল্লি মুসোলিনীর নতুন আবাসবাটী। ভিত্তোরিও জর্মনীতে। জর্মনীতে

বিস্তর ইতালিয়ন শ্রমিক ও সামরিক বাহিনী নিযুক্ত আছে। ভিত্তোরিও তাঁদেরই সর্বময় কর্তা হিসাবে থেকে গেছেন।

নয়া সরকার পুরোপুরি জর্মন নিয়ন্ত্রণাধীনে রইলো। জর্মন গেস্টাপো সর্বত্র ছড়ানো। মুসোলিনী বেরুলেই জর্মন ফৌজ তাঁকে ঘিরে রাখে। জানলায় এসে দাঁড়ালে লক্ষ্য করা যায়, জর্মন গেস্টাপো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। টেলিফোনে ইচ্ছেমত কথা বলা অসম্ভব। জর্মন আর্মি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে টেলিফোন করতে হয়। জেনারেল ভোল্‌ফ্, রাষ্ট্রদূত রাণ্, জর্মন ডাক্তার ৎজ্‌খারিয়া ও কর্নেল ডোলমান সর্বসময় ঘিরে রেখেছেন। তুচেকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন রাইখ্‌স্‌ফুয়েরার হিমলার।

সামরিক পরিস্থিতির ওপরও বড় হাত নেই। সমস্ত উত্তর ও মধ্য ইতালী জর্মন ডিভিশনের হাতে চলে গেছে। মার্শাল কেসেলিঙ্ এখন সমর দপ্তরের সর্বেসর্বা। ইতালীর প্রকৃত মালিক এখন রাষ্ট্রদূত রাণ্। মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করতে হলে জর্মন গেস্টাপোর অনুমতির প্রয়োজন। একমাত্র পার্টি ও ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া গঠন করা ছাড়া বিশেষ কাজ হাতে নেই। কিন্তু তাতেও বড় সাড়া পাওয়া যায় না। প্রথমটা মুসোলিনী উৎসাহ পেয়েছেন। ক্রমশঃই এখন ভরসা হারাচ্ছেন। নতুন জর্মন অস্ত্রই তাঁর একমাত্র ভরসা। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে এখন তিনিই ভেসে চলেছেন।

বার্লিন থেকে এড্‌ডা আসে। প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত। মুসোলিনীর সামনে ভেঙ্গে পড়েন,

—আপনি চিয়ানোকে বাঁচান। জর্মনদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

—তোমার শরীরটা অসম্ভব ভেঙ্গে গেছে। তোমার অস্থিরতার কারণ আমি বুঝতে পারি। নার্সিং হোমে কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

এড্‌ডা চলে যায়। মুসোলিনী চুপচাপ বসে থাকেন। এড্‌ডার জন্যে মনটা হয়তো খারাপ লাগে। কিন্তু কাউন্ট চিয়ানোকে রক্ষা

করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। শুধু গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অবাধ্যতা নয়, ভাটিকানে থাকাকালীন কাউণ্ট চিয়ানো বৃটিশের সঙ্গে যে রফাতে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, তার মূল দলিল নাকি রিবেনট্রপ্ হাত করেছেন।

ইতালীতে ফেরার আগে মিউনিকে মুসোলিনী কাউণ্ট চিয়ানোকে অল্প সময়ের সুযোগ দিয়েছেন। চিয়ানো পঁচিশে জুলাই গ্রাণ্ড কাউন্সিলে তাঁর বিরোধীদলের সঙ্গে যোগ দেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মুসোলিনী শোনেননি। তারপর চিয়ানো একবার স্পেনে পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। জর্মন গেস্টাপো চিয়ানোকে ধরে ফেলে।

নিজের খাস কামরাতেই বসেছিলেন মুসোলিনী। এমন সময় একটা ফোন আসে। একজন ক্লারেত্তা পেতাচ্চি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। চমকে উঠেছেন মুসোলিনী। মুহূর্তে সে ভাব গোপন করে বলেছেন,

—কথা বলবো, লাইন দিন।

সেই সুরেলা কণ্ঠ। সেই সম্মোহনী মধুর স্বর। প্রিয়তমের বিয়োগব্যথায় উদ্বেলিত হৃদয়,

—আমি ক্লারা কথা বলছি। চিনতে পারো?

—তুমি কোথায়?

—তোমারই কাছাকাছি। আমি গার্ঞানো এসেছি।

—কেমন আছো?

—জানি না! তোমাকে একবার শুধু দেখতে চাই।

ক্লারেত্তার সঙ্গে মুসোলিনীর দেখা হয় না অনেকদিন। মুসোলিনী যেদিন গ্রেপ্তার হন সেদিনই ক্লারেত্তা পরিবারের সবাইকে মার্শাল বোদোল্লো গ্রেপ্তার করেন। উত্তর ইতালীর নোভারায় এই পরিবারটিকে আটক রাখা হয়। গ্রান সাস্‌সো থেকে মুসোলিনী মুক্ত হবার পর জর্মনরা ক্লারেত্তা পরিবারকে ছেড়ে দেয়।

ক্লারেত্তার কথাগুলো মুসোলিনীকে অভিভূত করে। জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোন লাইন হঠাৎ কেটে গেল। পরক্ষণেই মিলিটারী চ্যানেলে জরুরী বার্তা এসে পৌঁছোয়,

—আমি জেনারেল হারস্টের কথা বলছি। বার্লিন হেড কোয়ার্টার্স এইমাত্র সংবাদ দিচ্ছে কাউন্ট চিয়ানোকে নিয়ে একটা বিমান ভেরোনায় আসছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভেরোনা এয়ারপোর্টে কাউন্ট চিয়ানোকে গ্রেপ্তার করা হবে। জর্মন ট্রুপস্ ছাড়াও ইতালিয়ন সিকিউরটি পুলিশ এয়ারপোর্টে এই কাজে অংশ গ্রহণ করবে। আপনাকে এ সংবাদ জানানোর জন্যেও আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

—চিয়ানোকে কোথায় রাখা হচ্ছে ?

—স্কাল্‌ৎজি জেলে !

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে মুসোলিনী বিরোধী সভ্যদের শাস্তি দানই হ'ল নয়া ফ্যাসিস্ট সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৯শে অক্টোবর কাউণ্ট চিয়ানোকে নিয়ে জর্মন এস্ এস্ গার্ড মিউনিক থেকে ভেরোনায় আসে। এই দলে জর্মন সিকিউরিটি সার্ভিসের ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ নামে একজন অসাধারণ চতুর রমণীকে চিয়ানোর সঙ্গে পাঠানো হয়। ব্যাভেরিয়ায় অন্তরীণ থাকাকালীন অবস্থায় ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ কাউণ্ট চিয়ানোর দোভাষীর কাজ করছিলেন। জর্মন সিকিউরিটি সার্ভিসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্-কে দিয়ে কাউণ্ট চিয়ানোর ডায়েরী ও তাঁর ব্যক্তিগত হেফাজতের ইতালীর বহু রাজনৈতিক দলিল উদ্ধার করা। পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন কাউণ্ট চিয়ানো বহু মূল্যবান জর্মন দলিল হস্তগত করেছেন বলে স্বয়ং রিবেনট্রপ মনে করতেন। জর্মন গোয়েন্দা বিভাগ এই বিশেষ কারণেই ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্-কে ভেরোনায় পাঠান সে কথা অনস্বীকার্য। ইতালীতে ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ নতুন নন। জর্মন, স্প্যানিশ ও ফরাসীতে হুড় হুড় করে কথা বলতে পারেন। কিছুকাল আগে রোমের জর্মন পুলিশ চীফ কর্নেল কাপলের-এর তিনি সেক্রেটারী ছিলেন।

ভেরোনা এয়ারপোর্টে কাউণ্ট চিয়ানোকে গ্রেপ্তার করে স্কাল্‌ৎজি দেল্লি জেলে রাখা হয়। জর্মন সিকিউরিটি চীফ জেনারেল হারস্‌টের-এর অধীনে ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ কাজ করবেন। কিন্তু রিবেন-ট্রপের দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে শুধুমাত্র কাউণ্ট চিয়ানোকে কভার করাই তাঁর একমাত্র কাজ।

অনেকেই পলাতক। কাউণ্ট চিয়ানো ছাড়া আর মাত্র পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। হাজারো চেষ্টা করেও বাকি তেরোজনের কোন পাত্তা করা গেল না। সেপ্টেম্বরের শেষে লুচিয়ানো গোত্তারদি রোমে গ্রেপ্তার হন। দে বোনো, পারেচ্চি ও মারেনেল্লি ধরা পড়েন অক্টোবরের গোড়াতেই। সর্বশেষে তুল্লিও জানেস্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নতুন প্রেরণায় ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া ও সিকিউরিটি পুলিশ সারা দেশে তোলপাড় শুরু করলেও কোন কাজ হ'ল না। কেউ দেশ ছেড়েছেন, কেউ গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন, আবার কেউ নিরাপদস্থানে আত্মগোপন করে আছেন। পলাতক তেরোজনের নাম—জুসেপ্পে বোত্তাই, জুসেপ্পে বাস্তিয়ানিনি, উম্‌বের্তো আলবিনি, এদ্‌মোনদো রোস্‌সোনি, আলবের্তো দে স্তেফানি, আন্‌নিও বিঞারদি, দে মার্সিকো, গোভান্নি বালেল্লা, দিনো গ্রান্দে, দিনো আল্‌ফিয়েরি, জাকোমো আচের্‌বো, চেজারে মারিও দে ভিক্কি ও লুইজে ফেদেরাৎসিত্তান।

একমাত্র দিনো গ্রান্দে ছাড়া কেউই অবস্থার গুরুত্ব আগে উপলব্ধি করতে পারেননি। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাব ভোটে জয়লাভ করলেও তিনি অনিবার্য বিপদের পদধ্বনি শুনেছিলেন। মার্শাল বোদোল্ল্যোকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। চতুর এই মানুষটি গ্রাণ্ড কাউন্সিলের একমাত্র সদস্য যিনি জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। মুসোলিনী গ্রান সাস্‌সোতে থাকাকালীন অবস্থাতেই রোম ত্যাগ করে স্পেনে ও পরে পর্তুগালে পালিয়ে যান। জর্মনীর চাপ ও মুসোলিনীর প্রতিহিংসা যে কী ভয়াবহভাবে আত্মপ্রকাশ করবে অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

অবস্থার যখন দ্রুত অবনতি ঘটে, রাজা ও মার্শাল বোদোল্ল্যো সরকার যখন পেস্কারা পালিয়ে যান, তখনও মার্শাল দে বোনো অবস্থার খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ফ্যাসিস্ট পার্টির রোম

অভিযানের অন্যতম নেতা, মুসোলিনীর বহুদিনের পার্শ্বচর, বৃদ্ধ দে বোনো কোন পরামর্শ কানেই তোলেননি। পোভোলিনি নিও ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী নিযুক্ত হলে শুভানুধ্যায়ী এক বন্ধু এসে বলেন,

—মার্শাল, অবস্থা গুরুতর। আপনি আত্মগোপন করুন। চেহারা বদলানোর জন্য আপনার দাড়িও কামানো দরকার।

কথা গায়েই মাখেননি দে বোনো। উল্টে একটু উত্তেজিত হয়ে বলেছেন,

—আত্মগোপন করবো আমি! দাড়ি কামিয়ে ফেললে আমার আর থাকবে কী?

বৃদ্ধ এই মানুষটিকে কেউ কিছু বোঝাতে পারেননি। এমন কী গ্রেপ্তার হবার পর তাঁকে যখন রোমের বিজিনা চোয়েলি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি মন্তব্য করেছেন,

—এসব কিছু নয়। নিতান্তই ভুল বোঝাবুঝি থেকে এরা আমাকে ধরেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।

কার্লো পারেচ্চি রোমের নিজ বাটীতেই ধরা দেন।

কাউন্ট চিয়ানো কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোটাভুটি ছাড়াও, মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মুসোলিনী যখন তাঁকে আলবানিয়ার ভাইস রিজেণ্টের পদ দিতে চান, কাউণ্ট চিয়ানো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ক্ষোভের সুরে বলেছিলেন,

—যাদের আমরা সমান অধিকার ও ভ্রাতৃত্বের মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাদের ওপর গুলি চালনা ও ফাঁসিতে লটকানোর কাজে আমি ব্যস্ত থাকতে চাই না।

মুসোলিনী সেদিন থেকেই কাউণ্ট চিানোকে সহ্য করতে পারেন না। চিয়ানোর সবচেয়ে বড় দোষ তিনি বেশি কথা বলতেন। মুসোলিনী-ক্লারেত্তা পেতাচ্চি ঘটিত কেলেঙ্কারী নিয়ে হাস্যপরিহাস

অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। চিয়ানোর প্রতি ফারেন্তা পেতাচ্চির ছিল জাতক্রোধ। জর্মনদের প্রতি চিয়ানোর তীব্র ঘৃণা হামেশাই প্রকাশ হয়ে পড়তো। রিবেনট্রপের আক্রোশও তার অন্যতম কারণ।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনে চীফ অফ স্টাফ জেনারেল আম্‌ব্রোসিও-র যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। চিয়ানো আম্‌ব্রোসিও মারফত স্পেনে যাবার পাসপোর্টের জন্তে মার্শাল বোদোল্লোর কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন। ব্যাপারটা রাজার কানে ওঠে। রাজা অভয় দিয়ে বলেন, আমি আছি, কোন ভয় নেই। চিয়ানো তারপর কাজে ইস্তাফা দেন। রাজা ও বোদোল্লো সরকার যখন রোম থেকে পালিয়ে যান, সে সময় চিয়ানোর পক্ষে রোম ত্যাগ করা খুব সহজই ছিল।

তারপরেব ঘটনা কিছুটা অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে। চিয়ানো আর্জেন্টিনার পাশপোর্ট যোগাড় করেন। তিনি স্পেন হয়ে যেতে চান। কিন্তু শেষপর্যন্ত জর্মনদের কথায় বিশ্বাস করে কেন যে জর্মনী আসেন, তার সকারণ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে, রাজা যে শেষপর্যন্ত চিয়ানোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিরোধী সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়: শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবার ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ। গোপন ষড়যন্ত্রসভা বসানোর অপরাধ। পার্টি বিরোধীতা, ইতালীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করার অপরাধ।

পোভোলিনির নেতৃত্বে পার্টির ওপর চাপ থাকা সত্ত্বেও বিচার শুরু হতে দেরি হয়। আন্তেনিও ত্রিঙ্গালি কাসানোভা হঠাৎ মারা গেলেন। নতুন বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী হন পিয়েরো পিসেন্‌তি। তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টির এই রাজনৈতিক প্রতিশোধের বিরোধী

ছিলেন। মুসোলিনী শেষ মুহূর্তে চরম চাতুরীর আশ্রয় নেন। পোভোলিনির ওপর পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন।

আলদো ভেক্কিনি ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে ভেক্কিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। পক্ষপাতদুষ্ট একতরফা অভিযোগ, আইনের চোখে দুর্বল মনে হয়। মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাপ্রসঙ্গে বলেন,

—আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা মুস্কিল। রাষ্ট্র-দ্রোহীতার অপরাধ শেষপর্যন্ত হওতো টিকবে না।

মুসোলিনীর ঠোঁটে ঠাণ্ডা মরা হাসি ফুটে ওঠে,

—আপনি আদেশ মেনে চলুন। নইলে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে আপনিও অভিযুক্ত হবেন।

বিচারসভায় মনোনীত ব্যক্তিদের দেখেই বোঝা যায় বিচার কোন দিকে যাবে। জর্মন রাষ্ট্রদূতের গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী বিশেষ এই বিচারসভার সকলেই পোভোলিনি মনোনীত। উৎকট জর্মন ভক্ত, চরমপন্থী ফ্যাসিস্টদের নিয়ে এই বিচারসভা গঠিত হয়। পোভোলিনি জর্মনদের ভরসা দেন, কাউণ্ট চিয়ানোর মৃত্যুদণ্ড কেউ ঠেকাতে পারে না।

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট স্কাল্ৎজি দুর্গে কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। জর্মন এস্ এস্ গার্ড তাঁকে প্রথমে ঢুকতে দেয় না। শেষপর্যন্ত ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ ওপরমহলের নির্দেশ আনলেন।

যদিও এই বিচারসভা পুরোপুরি বার্লিন হাইকমাণ্ডের চাপে, বিশেষ করে ফুয়েরারের ব্যক্তিগত নির্দেশেই বসেছে; তবু আসন্ন সময়ে জর্মনদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। রিবেনট্রপ্ রাষ্ট্রদূত রাণ্‌কে জরুরী নির্দেশ পাঠান,

—কাউণ্ট চিয়ানোর শাস্তিদানের ব্যাপারে আপনি প্রকাশ্যে কোন তদ্বির করবেন না। আমরা চাই না ইতালীর সাধারণ মানুষ জানুক এই ব্যাপারে আমাদের কোন হাত আছে।

—আমি কূটনৈতিক অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবো না। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকছি। বিচার শুরু হচ্ছে ৮ই জানুয়ারী। পোভোলিনি বলেছেন মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এমন কী বিচার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসামীরা দণ্ডিত হবেন।

আটই জানুয়ারী, ১৯৪৪ সাল। কাস্তেলভেক্কো-র বিরাট হলঘরে বিচার শুরু হয়। গত নভেম্বরে এইখানেই ফ্যাসিস্ট পার্টি-কংগ্রেস হয়ে গেছে। নিতান্ত অনুগত ফ্যাসিস্ট গার্ড ও পুলিশ বাহিনীর হাতে গোটা অঞ্চল চলে গেছে।

জেল থেকে বন্দীদের সকাল ন'টায় কাস্তেলভেক্কোতে আনা হয়। আসামীরা উকিল দিতে পারবেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী খাড়া করতে পারবেন না। রাষ্ট্রদূত রাণ্ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করবার জন্যে সকালেই ইতালীর বাইরে চলে যান।

দে বোনো-কে প্রথম প্রশ্ন করা হয়। তিনি আজ সামরিক পোষাকে এসেছেন। ফ্যাসিস্ট পার্টির মার্চ অভিযানের পর থেকে সারা জীবন তিনি যে সমস্ত তারকা ও পদক অর্জন করেছেন, সবই আজ কাঁধে ঝুলিয়েছেন। এতটুকু বিচলিত নন। ব্রোঙ্কাইটিসে ভুগছিলেন, তাই প্যারেলে ছাড়া পান। বিচারসভায় প্রবেশের আগে ড্রাইভারকে বলেছেন, অপেক্ষা করবে। আমি এসে পড়বো।

একটার পর একটা অভিযোগের সামনে দে বোনো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আভাস তিনি হয়তো এই প্রথম উপলব্ধি করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেন,

—আমি কোনসময়ই মনে করিনি গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোট মুসোলিনীর বিরুদ্ধে যাবে। ইতালীর ক্ষমতা থেকে মুসোলিনীকে সরিয়ে ফেলবার কোন বাসনাই আমার ছিল না। আমি চিরদিনই মুসোলিনীর অনুগত।

একতরফা বিচার চলতে থাকে। শেষ দিকে দে বোনো নানা প্রশ্নবানের মধ্যে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন,

—এ বিচার প্রহসন, অর্থহীন। আমি দেখতে পাচ্ছি কেউ স্থির করেছেন আমাকে মরতে হবে। আমি বৃদ্ধ, আমার দিন এমনিতে ফুরিয়েই এসেছে। হারানোর মত কিছুই আমার নেই।

উত্তেজিত মার্শাল দে বোনো আর দাঁড়াতে পারলেন না। নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়েন। যদিও জেরা তখনও শেষ হয়নি তবু তাঁকে আর বিরক্ত করা হয় না।

তারপর কার্লো পারেচ্চিকে ডাকা হ'ল।

মুসোলিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সরকারের পতন ঘটানোর অভিযোগের জবাবে বললেন,

—আমি মনে করেছি গ্রান্দের প্রস্তাবে সামরিক অচলাবস্থাই অগ্রাধীকার পেয়েছে। দুচে-র সমালোচনা গঠনমূলক কাজের জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল। দুচে-র পতন ঘটানোর সঙ্গে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের ভোটাভুটির কোন সম্পর্ক নেই। তবে তিনি ইতালীতে আজ অপ্রিয়। দেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায়নি। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সদস্যরা ষড়যন্ত্র সভা বসিয়েছিল, একথা সত্যি নয়। দেশব্যাপী যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তীব্র ছিল। গ্রান্দের প্রস্তাবে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে কিছুই ছিল না।

তুল্লিও জানেত্তিকে তারপর তোলা হয়। গোত্তারদি ও মারেনেল্লি জবানবন্দী দেন তারপর।

জানেত্তি গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের পরদিন তাঁর ভোট প্রত্যাহার করে মুসোলিনীকে পত্র লেখেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানেত্তি বললেন,

—উদ্দেশ্য যাই থাক, তবে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ আমি করিনি। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে। হ্যাঁ, যুদ্ধের চূড়ান্ত দায়িত্বভার থেকে আমি মুসোলিনীকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম।

দেশের সঙ্কটে ইতালীর রাজা তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এ আশা আমি করেছি। মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার আদৌ কোন বাসনা আমার ছিল না। তা'ছাড়া অধিবেশনের শেষে আমি আমার ভোট প্রত্যাহার করে মুসোলিনীকে পত্র লিখেছি। পদত্যাগপত্রও পেশ করেছি। স্বয়ং মুসোলিনী একথা জানেন।

গোত্তারদি অনেকটা জানেত্তির ঢঙেই তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

মারেনেল্লি প্রাক্তন ফ্যাসিস্ট পার্টির কোষাধ্যক্ষ, ডাক ও তার বিভাগের তিনি ছিলেন আণ্ডার সেক্রেটারী। ভদ্রলোকের শ্রবণ-শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল। মারেনেল্লি বললেন,

—গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন চলার সময় আমার মনেই হয়নি দুচে-র বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র চলেছে। আমি দু'চার কথা শুনেছি। আমি আমার শ্রবণশক্তি হারিয়েছি, তাই পার্শ্ববর্তী সদস্যের কাছে অধিবেশনের আলোচনা জেনে নিচ্ছিলাম। কোন বক্তৃতাই আমি বুঝতে পারিনি। গ্রান্দের প্রস্তাব অবশ্য আমি পাঠ করেছি। দেশের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হতে বসেছিল। সর্বত্র হতাশা, যুদ্ধে আমরা পরাজিত হবো, সর্বস্তরে এই ধারণাই প্রকট হতে দেখেছি। দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবে আমি ভোট দিয়েছি মুসোলিনীকে ছোট করবার ইচ্ছে নিয়ে নয়। রাজা যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করলে এই হতাশার অবসান হবে বলে মনে করেছি। ১৯১৫-১৮ যুদ্ধের নজীর টানলে আমার যুক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে।

সবার শেষে কাউন্ট চিয়ানোকে জেরা করা শুরু হয়।

কাউন্ট চিয়ানো এতটুকু বিচলিত নন। উপস্থিত সবার দিকে একনজর ঘুরে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলে চললেন,

—পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীত্ব ছেড়ে ভাটিকানের রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করার পর কাজের চাপ আমার অনেক কমে আসে। আমি লেগহর্নে ছুটিতে ছিলাম। ১৫ই জুলাই হঠাৎ খবর পাই মুসোলিনী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি সেইদিনই রওনা হয়ে

রোমে আসি। রোমে এসে শুনলাম পূর্বের খবরে ভুল ছিল। মুসোলিনী শুধু আমি রোমে আছি কিনা জানতে চেয়েছিলেন। মুসোলিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। এই সময় আমার কান ফুলেছিল। বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করাচ্ছিলাম। একদিন মুসোলিনী আমাকে ফোন করেন। জানালেন, আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কথা আছে। আমার কানের চিকিৎসা সম্পর্কেও তিনি দু'চার কথা বললেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মিটিং যে ডাকা হবে এই সময় আমি সংবাদ পাই। সংবাদটি পার্টি সেক্রেটারী কার্লো-স্কোৎসা না বুফ্ফারিনি প্রথম আমাকে দেন, ঠিক মনে করতে পারি না। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের তিন দিন আগে গ্রান্দের সঙ্গে আমার দেখা হয়। গ্রান্দে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেন। ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টির এই যুদ্ধ থেকে একটা জাতীয় সংগ্রামে উত্তরণের পথে রাজাকে সঙ্গে নেওয়া খুবই দরকার। জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ না করলে এ নিষ্ফল যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়। কোন সময়ই আমার মনে হয়নি, গ্রান্দের পরিকল্পনায় ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের কোন ইঙ্গিত ছিল। মুসোলিনী বিরোধী কোনরকম ষড়যন্ত্রের হদিশ আমি করতে পারি না।

কাউন্ট চিয়ানোর বক্তৃতায় কোন উত্তেজনা ছিল না। অনুত্তেজিত কণ্ঠ কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাচ্ছিল।

—গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের আগেই আপনি দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবে সই করেছিলেন।

কাউন্ট চিয়ানো স্মিত হেসে বলেন,

—গ্রান্দের পরিকল্পনা আমি সমর্থন করেছি। সই আমি করেছি। অধিবেশনের আগে বা পরে সই করা না করা অর্থহীন। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে এলো, পার্টি সেক্রেটারী স্কোৎসা আমাকে জানিয়েছিলেন গ্রান্দের প্রস্তাবের একটি

প্রতিলিপি মুসোলিনীকে অনেক আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন শুরু হবার অনেক আগেই স্বয়ং ডুচে দিনো গ্রান্দের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যদি ফ্যাসিস্ট সরকারের উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রদ্রোহীতাই দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাব পূর্বাহ্নেই মূল দলিল তিনি ডুচের হাতে পৌঁছে দেবেন কেন? দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

—আপনি মুসোলিনীর কাছে গ্রান্দের মনোভাব সম্পর্কে কিছু বলেননি কেন? তিনি আপনার পরম আত্মীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। ডুচের কাছে আগেই সর্বরকমের সমালোচনার খবর আপনার পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। আপনি তা করেননি।

কাউন্ট চিয়ানো একটুকরো হেসে বলেন,

—রাজনীতিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক টানা অর্থহীন। বিচার সভায় এ যুক্তি নিতান্তই বেমানান। মুসোলিনীর সঙ্গে আমার দেখা করা অসম্ভব ছিল। আমার মনে পড়ে না গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের আগের ছ'মাসের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও একা দেখা হয়েছে। তিনি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

—গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের পর আপনার কোন হদিশ করা যায়নি। আপনি আত্মগোপন করেছিলেন!

—এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের পর আমি সোজা বাড়ি ফিরি। আমার বেশ মনে পড়ে ২৫শে জুলাই রবিবার, আমার ডাক্তার প্রোফেসার ফেরারি সকালে আমার কান পরীক্ষা করতে আসেন। আমি অবাক হ'লাম, গত রাত্রের গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের ফলাফল তাঁর ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে। তারপর আমি গুজব শুনি মুসোলিনী আমার গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন। আমি বিকেল ছ'টায় দূতাবাসে ছিলাম। টেলিফোন যোগাযোগ আমার নষ্ট হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পর গ্রান্দের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি ফ্রাসকাতি

ছিলাম, সেই কারণেই হয়তো পুলিশ আমার পাত্তা করতে পারেনি। গ্রান্দের সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন প্রাক্তন পার্টি সেক্রেটারী মুতির কাছে জানতে পারি মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সারাদিন ধরে জেরা চলে। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীতার চক্রান্তের অভিযোগে কাউকেই অভিযুক্ত করা যায় না। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের ষড়যন্ত্রে যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল করা গেল না।

গ্রাণ্ড কাউন্সিলে দিনো গ্রান্দের প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোটদানের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে মুসোলিনীর গ্রেপ্তার হওয়া ও মার্শাল বোদোল্ল্যোর ক্ষমতাদখলের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কোন যোগসূত্র টানতে বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রী ব্যর্থ হন।

একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে প্রথমদিনের শুনানী শেষ হ'ল। কিন্তু পরদিন মার্শাল কাভাল্যেরো-র সই করা একটি দলিল বিচার সভায় পেশ করায় মামলা নাটকীয়ভাবে মোড় নিল।

২৫শে জুলাইয়ের পর মার্শাল বোদোল্ল্যো ক্ষমতা হস্তগত করবার পর, ইতালিয়ন সামরিক গোয়েন্দাদপ্তরের চীফ জেনারেল কারবোনির প্রশ্নের উত্তরে মার্শাল কাভাল্যেরো এই বিবৃত দেন। ব্যক্তিগত বহু কথা অবান্তর মনে হলেও মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ মার্শাল কাভাল্যেরো এই দলিলে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

কাভাল্যেরোকে ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে বাগানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু নিতান্তই রহস্যজনক। আগের দিন রাত্রে ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্-এর ভিলায় তাঁর ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। মৃতদেহের পাশে একটি পিস্তল পাওয়া যায়। মার্শাল কাভাল্যেরো মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।

অনেকের কাছেই ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হয়। বিশেষ করে মাথার বাঁ দিকের ক্ষতস্থান দেখে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন মন্তব্য করেন, আত্মহত্যার যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

মার্শাল কাভাল্যেরোকে সরিয়ে মুসোলিনী আম্‌ব্রোসিওকে চীফ অফ স্টাফ মনোনীত করেন। ক্ষমতা দখল করার পর মার্শাল বোদোল্যোর হাতে হতভাগ্য এই মানুষটি গ্রেপ্তার হন। তিনি কোন পক্ষের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্‌ মনে করেন, মুসোলিনী পুনরায় ক্ষমতায় আসায় তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বিচার সভায় মার্শাল কাভাল্যেরোর দলিলের বিশেষ বিশেষ জায়গা খুব কাজের হয়। মার্শাল কাভাল্যেরো বলেছেন, ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকেই। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশনের ন'মাস আগেই রাজার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিদ্রোহী সামরিক অধিনায়ক ও দলত্যাগী ফ্যাসিস্ট নেতাদের ষড়যন্ত্র তীব্র ও ভয়াবহ রূপ নেয়। একদিকে আম্‌ব্রোসিও ও বোদোল্যো অনিবার্য জঙ্গী তৎপরতার জন্যে তৈরি হন, অন্যদিকে গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সংবিধান ও আইনগত অধিকারের মাধ্যমে মুসোলিনীকে সরিয়ে দেবার নিখুঁত ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন ইতালীর রাজা নিজে।

বিচার সভার চেহারা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। মার্শাল কাভাল্যেরো ফ্যাসিস্ট পার্টির আদৌ বিশ্বাসভাজন নন, কিন্তু একতরফা অভিযোগ প্রমাণ করতে তাঁর জবানবন্দীকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। যেহেতু মার্শাল কাভাল্যেরো কোন পক্ষেরই আস্থাভাজন নন সুতরাং তাঁর বক্তব্যকে নিরপেক্ষ, অকপট সত্যভাষণ হিসাবে প্রমাণ করা সহজ হ'ল।

পাবলিক প্রসিকিউটার ফোরতুনাতো আনদ্রেয়া শেষপর্যন্ত ঘোষণা করলেন,

—রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আমি আসামীদের মৃত্যুদণ্ড দাবী করি।

চারঘণ্টা অতিক্রম করে গেল, তবু ট্রাইবুনাল আসামীদের শাস্তি সম্পর্কে একমত হতে পারেন না। আলদো ভেক্কিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই হতভাগ্য আসামীদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি গার্ঞানোতে গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন। মুসোলিনীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুসোলিনী অনমনীয়। সম্পূর্ণ অবিচল। আলোচনা কী হয় জানা যায়নি। তবে গার্ঞানো থেকে ভেরোনায় ভেক্কিনি এক রিক্ত মানুষের মত ফিরে এলেন। আর একবার ভোট নেওয়া হয়। নিষ্ঠুর আদালত। প্রাণদণ্ডের স্বপক্ষে এবার বিচার সভার সদস্যেরা জয়ী হন।

বেলা তখন দুটো। প্রেসিডেন্ট তাঁর রায় পাঠ করলেন। ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের আঠারোজন সদস্যকে বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে গুলি করে হত্যা করা হবে। তুল্লিও জানেত্তি শুধু রক্ষা পেয়েছেন। তিনি ত্রিশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করবেন।

মার্শাল দে বোনো প্রথমে দণ্ডাদেশ ঠিক শুনতে পাননি। কাউণ্ট চিয়ানো পাশেই ছিলেন। দে বোনো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকালে চিয়ানো জানেত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন,

—একমাত্র জানেত্তি রক্ষা পেয়েছেন। আমরা খতম!

—ষাট বছর আগে এই কাস্তেলভেক্কোতে বের্সাল্লিএরি-র সাব লেফটেনাণ্ট হিসাবে আমি সামরিক জীবন শুরু করি। আজ একজন ইতালীর মার্শাল হয়ে দেশদ্রোহীতার অপরাধে জীবন শেষ করছি।

হতভাগ্য বধির মারেনেল্লি-র উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন,

—আমি! আমি!

কাউন্ট চিয়ানোর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। মারেনেল্লিকে আশ্চর্যরকম অসহায় মনে হয়। মারেনেল্লি চিৎকার করে ওঠেন,

—চিয়ানো! আমার কী হবে?

অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে চিয়ানো বলেন,

—প্রাণদণ্ড!

পড়ে যাচ্ছিলেন। চিয়ানো মারেনেল্লিকে ধরে ফেলেন।

ভেরোনার সর্বত্র গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। কাস্তেলভেক্কোর চারপাশে জনতা ক্রমশঃ বাড়ছে। যে কোন পরিস্থিতির আশঙ্কা করা গিয়েছিল। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া প্রস্তুত। জর্মন এস্ এস্ ট্রুপস্ শুধু হারস্টের-এর আদেশের অপেক্ষা করছে।

শেষটুকু শুধু বাকি ছিল। মুসোলিনীর কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদনপত্র সই করবার জন্যে আনা হ'ল। দরখাস্তে সবাই সই করেন। কিন্তু চিয়ানো কিছুতেই রাজি হন না। উকিল শেষ পর্যন্ত বোঝাতে চেষ্টা করেন,

—আপনি আবেদনে সই না দিলে অন্যেরাও হয়তো সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবেন।

বিনাবাক্যব্যয়ে চিয়ানো এবার সই করলেন।

কাউন্টেস এড্ডা চিয়ানোর পাশে আজ কেউ নেই। ভাগ্য-বিড়ম্বিত অসহায় এই রমণীর কিন্তু বিশ্রাম নেই। এড্ডার বুদ্ধি ছিল প্রখর। কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। এক সময় মুসোলিনীর ওপর তাঁর প্রভাবও ছিল অনন্যসাধারণ। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ নির্বান্ধব। সম্পূর্ণ একাকী।

অজুহাত ও সাজানো-বানানো কথায় মুসোলিনী তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। সমস্ত দায়িত্ব বার্লিন হাই কমাণ্ডের ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি ভেরোনা বিচার সভার দায়িত্ব থেকে

মুক্ত থাকতে চেয়েছেন। ফ্যাসিস্ট পার্টির পূর্বের যে কোন উল্লেখ-যোগ্য হত্যাকাণ্ড থেকে সুনিপুণ অজুহাতে বরাবর দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন। আগামী ইতিহাসের পাতায় তাঁর কোথায় জায়গা হবে, মুহূর্তের জন্যেও মুসোলিনী সে কথা ভুলতে পারেন না। প্রাচীন রোমের ইতিহাস তাঁর আত্মপরায়ণতাকে আরও বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। কথাপ্রসঙ্গে এড্ডাকে বলেন,

—আমি রোমের ইতিহাস মেনে চলি। রোমান পিতারা প্রয়োজনে নিজের সন্তান বলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। আমার জীবনে পিতা বা প্রপিতার কোন ভূমিকাই নেই। আমাকে তুমি মহান ফ্যাসিজমের ছুচে হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করো।

সাশ্রুনয়নে এড্ডা আবেদন করে,

—আপনি ইচ্ছে করলেই কাউণ্ট চিয়ানোকে রক্ষা করতে পারেন। সে অনুতপ্ত। ষড়যন্ত্রের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়েছিল। আপনি আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।

—কাউণ্ট চিয়ানোর ব্যাঁপারে আমার কোন হাত নেই। জর্মনরা তার ভবিষ্যত ঠিক করে রেখেছে। আমি নিরুপায়। আজ আমি যদি চিয়ানোকে মুক্ত করি, তোমার তিন পুত্রকন্যাকে নাজি-রা নিশ্চয়ই গুলি করে হত্যা করবে। ভুলে যেও না, তোমার পুত্রকন্যারা এখনও জর্মনীতে তাদের হেফাজতে আছে।

কাউণ্টেস চিয়ানো ভিল্লা ফেলত্রিনেল্লি থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছেন। প্রাণশক্তি যেন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। আবার এসেছেন বার্লিন। ফুয়েরার-এর কাছে স্বামীর জীবনভিক্ষা করেছেন। কিন্তু নিষ্ফল আবেদন। ফুয়েরার তাঁর অভ্যস্ত ক্ষিপ্র জেশ্চার নিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখা করলেন। তিনি আরও অবাধ্য। আরও নিষ্ঠুর। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত চীৎকার করে বলেন,

—আমার কাছে এসব কথা বলার অর্থ কী ?

—আপনি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

—তোমার স্বামীকে আমি ধরে রাখিনি।

—আপনি আদেশ দিলে সে মুক্ত হতে পারে।

ফুয়েরার কর্ণপাত করেন না। মেজাজ তাঁর সর্বসময়ই চড়া পর্দায় বাঁধা থাকে। চেঁচাতে থাকেন। বলেন,

—এসবের মধ্যে আমি নেই। মুসোলিনী ও তাঁর জামাতার ঝগড়া। কাউণ্ট চিয়ানোর শাস্তি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তোমাদের পারিবারিক ঝগড়া মেটানো ছাড়াও আমার হাতে কাজ আছে।

চরম হতাশা ও নৈরাশ্য নিয়ে এড্ডা গার্গ্রানো ফিরে আসেন। অসম্ভব পরিস্থিতিতে তাঁর মনের পরিবর্তন হয় কল্পনাতীত। এড্ডার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। মনের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে বেশ ব্যবধান রচনা হয়েছিল। কেউ ভাবতেই পারেনি স্বামীর জন্যে এড্ডা শেষপর্যন্ত সব হারাতে প্রস্তুত হবে।

তার পরের ঘটনা অবিশ্বাস্য। রোমাঞ্চকর এক ধোঁয়াটে গোয়েন্দা কাহিনীর মত অসম্ভব। বহুদিন পর সে আসল কাহিনীর গ্রন্থি উন্মোচন হয়েছে। জর্মন দলিল, ফ্যাসিস্ট পার্টির গোপন নথি ও বিশেষ করে মারকুইস এমিলিও পুচ্চি-র ডায়েরী থেকে কাউণ্টেস এড্ডা চিয়ানোর সে নাটকীয় জীবন-কাহিনী জানা যায়।

শীতকাল। ফ্লোরেন্সে ক'দিন ধরে তুষারপাত চলছে। পুচ্চি বাড়িতেই ছিলেন। মারাত্মক জণ্ডিস্ রোগ থেকে সবে সেরে উঠেছেন। শরীর দুর্বল। বিছানায় শুয়ে রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনছিলেন। এমন সময় এক ভৃত্য এসে জানায়, এক তরুণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রথমে পুচ্চি আগন্তুক মহিলার সাক্ষাৎ এড়াতে চান। কিন্তু তরুণীর বিশেষ প্রয়োজন। ফ্লোরেন্সের বাইরে থেকে তিনি আসছেন। দেখা নাকি তাঁকে করতেই হবে।

পুচ্চি তরুণীকে ডেকে পাঠান। অনেকের কথাই মনে এসেছে কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তাঁর কাউন্টেস চিয়ানোর কথা মনে হয়নি। এড্ডাকে দেখে অসম্ভব চমকে ওঠেন। ভাবতেই পারেননি কাউন্টেস চিয়ানো এই দুর্দিনে, এমন অসময়ে তাঁর ফ্লোরেন্সের বাড়িতে জানান না দিয়ে আসবেন। দু'জনের পরিচয় দীর্ঘদিনের। তবে দেখা হয়নি অনেকদিন।

—এড্ডা, তুমি!

—অবাক হয়েছো?

—আমার জানা ছিল তুমি বার্লিনে। কাউন্ট চিয়ানোর খবর আমি অবশ্য রেডিওতে পেয়েছি।

এড্ডার হাত থেকে ওভারকোটটি হাতে নিয়ে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে পুচ্চি ফিরে আসে। দু'চার কথার পর কাউন্টেস চিয়ানো তাঁর রোম ত্যাগের পর একটার পর একটা ঘটনা বলে চলেন। মিউনিকে জর্মন গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়া, বর্তমানে ফ্যাসিস্ট পার্টি ও জর্মন গেস্টাপোর হাতে কাউন্ট চিয়ানোর ভেরোনায় আটক থাকার কাহিনী বর্ণনা করলেন।

পুচ্চি বলে,

—আমার ধারণা ছিল তুমি বার্লিনে। রিবেনট্রপ্ তোমাকেও ছাড়বে না ঠিক করেছেন।

—আমি অনশন শুরু করবার ভয় দেখিয়েছিলাম।

—ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—বার্লিনে।

পুচ্চি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন:

"কাউন্ট চিয়ানো জর্মনদের মতিগতি সম্পর্কে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। গ্রেপ্তার হবার আগে স্ত্রীকে কিছু গোপন নির্দেশ দেন।-পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিগত গোপন ডায়েরীগুলির দায়িত্ব নিতে বলেন। ইতালীতে ফেরার পর যদিও কাউন্টেস

চিয়ানোকে জর্মন গেস্টাপো সর্বসময়ই ছায়ার মত অনুসরণ করে, তবু তিনি স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী সে গোপন ডায়েরীর সন্ধান করেছিলেন। কাউণ্টেস চিয়ানোকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব মনে হয়। এড্ডার সাহায্যে ইতালীতে অনেকেই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর দুর্দিনে কেউ তাঁর সঙ্গে নেই। পাশে দাঁড়ানোর মত একজনও তাঁর পেছনে নেই।"

পুচ্চি একটি দুর্লভ চরিত্র। নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাউণ্টেস চিয়ানোকে তিনি ফিরিয়ে দেননি। সর্বরকমে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন,

—আমার ক্ষমতা সামান্যই। জানি না, তোমার কতখানি আমি সাহায্যে লাগবো, কিন্তু তুমি আমাকে সঙ্গে পাবে।

প্রাণশক্তির অজস্রতা যেন ঝলমল করে ওঠে। কাউণ্টেস চিয়ানো তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার কথা পুচ্চিকে জানান,

—নাজি শাসনের বহু অপকীর্তির দলিল চিয়ানোর হেফাজতে আছে। জর্মনরাও একথা জানে। রিবেনট্রপ্ সেগুলো বেহাত হতে নিশ্চয়ই দেবেন না। রিবেনট্রপ্ সম্মত হলে ফুয়েরার বাধা দেবেন না। ফুয়েরার রাজি থাকলে আমার বাবার ইচ্ছা অনিচ্ছা অর্থহীন। অবশ্য চিয়ানোর প্রতি বাবার আক্রোশ আজ কল্পনাতীত। কিন্তু আমার মনে হয় না চিয়ানোকে বাঁচানো অসম্ভব হবে।

—তুমি কী করতে চাও?

—কাউণ্ট চিয়ানোর মুক্তির বিনিময়ে আমি ঐ গুরুত্বপূর্ণ দলিল জর্মনদের হাতে দিতে রাজি আছি। আমি বলবো মুক্তির পর নিরপেক্ষ কোন দেশে আমরা চলে যাবো। চিয়ানোকে যদি না ছাড়া হয়, তবে আমি ঐ নাজি-দলিল বৃটিশের হাতে তুলে দেবো।

—মারাত্মক ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

—জানি, বিপদ তাতে কম নয়। জর্মনদের আমি চিনি। যে

কোন সময় তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তারা চিয়ানোকে আটকে রেখেই দলিলগুলো উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। জর্মন গেস্টাপো আমাকে অনুসরণ করছে।

পুচ্চিকে সঙ্গে নিয়েই এড্ডা ফ্লোরেন্স থেকে ফিরে আসে। এড্ডা এই সময় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মানসিক দুশ্চিন্তায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি রামিওলার নার্সিং হোমে ভর্তি হন। অসুস্থ এড্ডা এই সময় তাঁর পুত্রকন্যাকে জর্মনী থেকে ফেরত আনানোর জন্যে মুসোলিনীকে বারবার অনুরোধ করেন। এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব।

তিন ছেলেমেয়ে জর্মনী থেকে ফিরে আসে। এড্ডা তখনও নার্সিং হোমে। ইতালীতে ছেলেমেয়েকে ফিরে পেয়ে এড্ডা অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। এড্ডা বলেন,

আমি মনে করি কাজ শুরু কববার আগেই এদের নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নেবার দরকার।

—আমার মিলানের এক বন্ধু আমাকে কথা দিয়েছেন তিনি তোমার ছেলেমেয়েদের নিরাপদে সুইট্জারল্যাণ্ডে পৌছে দিতে পারবেন।

এড্ডা সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সবাই মিলানে এলেন একদিন। পুচ্চি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে এড্ডার ছেলেমেয়েদের ভার দেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বন্ধু এসে জানান পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। তারা সুইস্ বর্ডার অতিক্রম করে গেছে। ছেলেমেয়েদের জন্যে এড্ডার কোন চিন্তা নেই।

পুচ্চি এড্ডাকেও সুইট্জারল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এড্ডা বলেন,

—কাউণ্ট চিয়ানোকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা আমাকে করতে হবে। নিজের কথা আমি আর এখন ভাবছি না।

কাউন্টেস চিয়ানোর পরিকল্পনার প্রথম ধাপ নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। এড্ডা মনে মনে ভাবেন, কাউন্ট চিয়ানোকে মুক্ত না করার স্বপক্ষে মুসোলিনীর মস্ত বড় অজুহাত এড়ানো গেছে। অভিমানের কোন মূল্যই নেই। অপমানও তুচ্ছ। স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে যে কোন ঝুঁকি নিতে হবে। রাকেলে কাউন্ট চিয়ানোকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ক্লারেত্তা পেতাচ্চির দস্তুর-মত প্রতিহিংসা। বার্লিন হাইকমাণ্ড ছাড়াও গার্ঞানোতে মুসোলিনীর কাছে কাউন্ট চিয়ানোর অনুকূলে তদ্বির করার মত একজনও নেই।

মুসোলিনী আরও ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এড্ডার কথায় কর্ণপাত করেন না। একটার পর একটা অজুহাত খাড়া করেন। কখনও জর্মন এস্ এস্ গার্ডের ভয় দেখান, কখনও বা জর্মন রাষ্ট্রদূতের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপান। আবার কখনও স্বয়ং রিবেনট্রপ্ ও ফুয়েরার-এর কাউন্ট চিয়ানোর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্রোধের কথা তোলেন। সমস্ত কিছু উড়িয়ে দিয়ে বলেন,

—কাউন্ট চিয়ানোর ব্যাপার আমার হাতের বাইরে। অনেক ব্যাপারেই বার্লিনের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে আমাকে সে সব মেনে নিতে হচ্ছে। ফ্যাসিস্ট পার্টির মধ্যে আমার বিরুদ্ধবাদীরা শক্তি সংহত করবার চেষ্টা করছে। ফারিনাচ্চি ও উইদো বুফ্ফারিনি উইদে জর্মন রাষ্ট্রদূতের সবচেয়ে প্রিয়। আমি দেশের স্বার্থে জর্মনীকে আর চটাতে পারি না।

নিরুপায় এড্ডা বলে,

—সেলে তিনি বন্দী-জীবন যাপন করছেন। আপনি অন্তত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ দিন। জেলের মধ্যে সেলের বাইরে অন্তত তিনি যেন একটু বেড়াতে পারেন সে অনুমতি আপনি নিশ্চয়ই দেবেন।

—দেখা করবার অধিকার তোমার আছে। আমার অনুমতি জানিয়ে দেবো। সেলের বাইরে বেড়ানোর অধিকারও তাকে দেওয়া হবে। জেনারেল হারস্টের-কে একথা আমি নিশ্চয়ই জানাবো।

পুচ্চির ডায়েরী থেকে দেখা যায়, এই সময় রহস্যজনক এক জর্মন গেস্টাপোর আবির্ভাব হয়। তিনি পুচ্চি ও কাউণ্টেস চিয়ানোকে সাহায্য করতে রাজি হন। পুচ্চি বলছেন, তিনি নিজে একজন অতি ক্ষমতাসম্পন্ন গেস্টাপো প্রতিনিধি। কাউন্ট চিয়ানোকে রক্ষার জন্যে পর পর কয়েকবার তিনি যে মারাত্মক ঝুঁকি নেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। পুচ্চি সর্বসময়ই এই ক্ষমতাবান গেস্টাপোর নামধাম গোপন করেছেন। কাউণ্টেস চিয়ানোও কোন অসতর্ক মুহূর্তে রহস্যজনক এই মানুষটির প্রকৃত পরিচয় রাখেননি। সেল থেকে যে চিঠি চালাচালি হয়, তাতে কাউন্ট চিয়ানো কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পুচ্চি ডায়েরীতে এই ব্যক্তিকে মিঃ এক্স্ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী-কালে বিভিন্ন দলিল ও কাগজপত্র থেকে মনে হয়, অসাধারণ এই জর্মন গেস্টাপো একজন মহিলা। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ স্বয়ং কাউন্ট চিয়ানোর সাহায্যে কাজ করছিলেন।

তিনি কথা দেন, কাউন্ট চিয়ানোর কাছে তিনি এড্ডার দেওয়া চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করবেন। কাউন্ট চিয়ানো সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই তিনি সরবরাহ করতে রাজি।

মুসোলিনীর আশ্বাস পেয়ে বড়দিনে এড্ডা পুচ্চিকে সঙ্গে নিয়ে রামিওলা থেকে ভেরোনায় আসেন। কিন্তু গেস্টাপো এড্ডাকে ফিরিয়ে দেয়। কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ গেস্টাপো প্রত্যাখ্যান করে। বলেন, ওপর থেকে কোন নির্দেশই তাঁরা পাননি।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্-এর সঙ্গে এড্ডার এখানে দেখা হয়। নিজের কামরায় ডেকে এনে বললেন,

—কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব। আমি দেখছি আপনার কোন সাহায্যে লাগছি না।

—তুচে অনুমতি দিয়েছেন। জেনারেল হারস্টার-কে তিনি ফোনে আমার কথা জানিয়েছেন। আপনি তাঁদের ফোনে ধরবার চেষ্টা করুন।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ হেসে বলেন,

—সিকিউরিটি চীফকে তুচে ফোন করেছিলেন সে কথা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু তিনিই আদেশ দিয়েছেন কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে যেন আপনার দেখা করবাব অনুমতি কোন কারণেই দেওয়া না হয়। দেখা করবার সুযোগ কেউই পাবেন না।

—জেলের মধ্যে বেড়ানোর অধিকার?

—সেলের বাইরে কাউণ্ট চিয়ানোর বেরোনো বারণ। মুসোলিনী একথাও জানিয়েছেন।

এড্‌ডা সম্পূর্ণ নিভে যান। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

—আমার সঙ্গে আজই আবার দেখা হবে। আপনার কথা জানাবো।

—তিনি কেমন আছেন?

—কাউণ্ট চিয়ানোর আশ্চর্য প্রাণশক্তি। তিনি খুব ভাল আছেন। বন্দীদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই কোন ভাবান্তর হয়নি। তাঁর দৃঢ় চরিত্র আমাকে বিস্মিত করেছে।

কাউণ্ট চিয়ানো সম্পর্কে এড্‌ডার আরও অনেক কথা শুনতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ বললেন,

—আগে ২৮শে ডিসেম্বর স্থির ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঐ দিন বাতিল হয়েছে। কাউণ্ট চিয়ানো সহ গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিদ্রোহী সদস্যদের বিচার ৮ই জানুয়ারী শুরু হবে বলে স্থির হয়েছে।

এড্‌ডা তছনছ হতে হতে রামিওলা ফিরে আসেন। মুসোলিনীর

হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁকে আরও বেশি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কিছুই ভাবতে পারেন না। পুচ্চির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কাউণ্ট চিয়ানোর মূল্যবান দলিলসংগ্রহ নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া স্থির হয়। গেস্টাপোর অতর্কিত হানার সম্ভাবনা সর্বসময়ই উপস্থিত। এড্ডার স্যুইট্জারল্যাণ্ডে পালানোই হয়তো শেষপর্যন্ত বানচাল হয়ে যাবে।

২৬শে ডিসেম্বর এড্ডা পুচ্চিকে সঙ্গে নিয়ে আবার স্যুইস্ ফ্রন্টিয়ারে আসেন। এখানে পুচ্চির বন্ধুর হাতে কাউণ্ট চিয়ানোর কিছু দলিল দেওয়া হয়। বলা হয়, পুচ্চি বা এড্ডার যদি কোন বিপদ হয়, তবে সমস্ত দলিল যেন মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে এক ভয়ঙ্কর দিন। জনশূন্য স্যুইস্ ফ্রন্টিয়ারে এক ভাঙ্গা গীর্জার আড়ালে বসে এড্ডা দু'টি পত্র লিখলেন। মুসোলিনীকে ও হিটলারকে পৃথকভাবে জানালেন, যদি কাউণ্ট চিয়ানোকে মুক্ত করা না হয়, তবে তিনি সমস্ত দলিল মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে নাজি জর্মনীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু তিনি যদি মুক্ত হন ও দেশত্যাগ করবার অনুমতি পান, তবে নিরপেক্ষ কোন দেশে তাঁরা চলে যাবেন। সমস্ত দলিল গেস্টাপোর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এড্ডা ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলা স্যুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবেন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ফ্রাউ বিট্ৎজ্ কাউণ্ট চিয়ানোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'দিন আগে এড্ডা যখন রামিওলা থেকে ভেরোনায় আসেন, তখন দেখেন ফ্রাউ বিট্ৎজ্ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। ফ্রাউ বিট্ৎজ্ বলেন,

—ঘটনা অনেক দূর এগিয়েছে। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাউ বিট্ৎজ্ আরও জানালেন,

—নাজি-রা কাউণ্ট চিয়ানোকে মুক্ত করতে রাজি হয়েছে। তবে,

কয়েকটি সর্ত পালন করতে হবে। ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টি বা স্বয়ং মুসোলিনীও যদি বাধা দেন, তা'হলেও জর্মনরা কাউণ্ট চিয়ানোকে মুক্ত করবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় এড্‌ডা সম্পূর্ণ নির্বাক।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ বলে চলেন,

—হয়তো শেষপর্যন্ত জর্মন গেস্টাপো কাউণ্ট চিয়ানোকে স্কাল্‌ৎজি থেকে ইলোপ করতে পারে। এ প্রস্তাব আমিই জর্মন হাই কমাণ্ডকে দিয়েছি। হিমলার ও কামটেনব্রুনের আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ আর বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। তাঁর নিজের মধ্যেও একটা দুরন্ত ভাঙ্গাগড়া চলছিল। কাউণ্টেস চিয়ানোকে জানান,

—আপনি নির্দ্বিধায় রামিওলা ফিরে যান। আমি আরও খবর আনবো। কীভাবে, কবে কাউণ্ট চিয়ানোকে মুক্ত করা হবে, সে সংবাদ আপনাকে জানাবো।

কাউণ্টেস চিয়ানো রামিওলা ফিরে আসেন। চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে কয়েকটি দিন অতিবাহিত হয়। তিন দিন পর ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ রামিওলা এলেন। কাউণ্ট চিয়ানোর দু'টি পত্র ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ সঙ্গে এনেছেন। একটি জর্মন কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে, অপরটি গোপনীয়।

চিয়ানো প্রথম চিঠিতে জানিয়েছেন, জর্মনরা তাঁকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক। তবে কয়েকটি সর্ত পালন করতে হবে। পত্রে চিয়ানো এড্‌ডাকে জর্মন গেস্টাপো গাড়িতে রোম যেতে বলেছেন। চিয়ানো আরও জানিয়েছেন, ৭ই জানুয়ারী রাত ন'টায় ব্রেশ্যা-ভেরোনা রোডে, ঠিক ভেরোনা থেকে দশ কিলোমিটার পোস্টের সামনে সে তার সঙ্গে দেখা করবে। এড্‌ডা যেন ঠিক সময়ে যথাস্থানে অপেক্ষা করে। তারপর এড্‌ডা সুইট্‌জারল্যাণ্ড পাড়ি দেবেন। ক'দিন পর চিয়ানো ফ্রন্টিয়ারের ওপারে এড্‌ডার সঙ্গে মিলিত হবেন।

দ্বিতীয় পত্রে চিয়ানো জানিয়েছেন, রোমের গোপন আস্তানা থেকে 'কোল্‌লোকি' নামে দলিল সঙ্গে নিতে হবে। তা'ছাড়া 'জার্মনিয়া' নামে পৃথক দলিলসংগ্রহ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

জেনারেল হারস্‌টের-এর সঙ্গে ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর গোপন বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিচারে কাউণ্ট চিয়ানোর ভাগ্যে যে চূড়ান্ত শাস্তি আছে, জর্মন কর্তৃপক্ষের এ কথা জানা ছিল। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের হাতে চিয়ানোর গোপন দলিল চলে যাবার আশঙ্কায় শেষপর্যন্ত জর্মনরা এই সিদ্ধান্তে আসে। জেনারেল হারস্‌টের টেলিফোনে হিমলারের নির্দেশ পান। কাউণ্ট চিয়ানোকে জেল থেকে ইলোপ করাই স্থির হয়। দলিলের বিনিময়ে তারা ব্রেশ্চা-ভেরোনা সড়কে ৭ই জানুয়ারী রাত ন'টায় চিয়ানোকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ এই তথ্যই রামিওলা এসে কাউণ্টেস চিয়ানোকে জানান।

যেন প্রাণ ফিরে পান কাউণ্টেস চিয়ানো। তবু সন্দেহ ও অজানা আঁতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেন না। পুচ্চিকে বলেন,

—নাজিদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এদের শয়তানী বোঝা অসম্ভব। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। ঘটনার সঙ্গে এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে।

শরীর ও মনে এড্‌ডা এত নিঃস্ব হয়ে এসেছেন যে, নির্ধারিত সময়ে রোম যাত্রা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত পুচ্চি ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর সঙ্গে গেস্টাপোর গাড়িতে রোম রওনা হয়ে যান। পুচ্চি এখানে চিয়ানোর বন্ধুর কাছে লুকোনো দলিল উদ্ধার করেন। 'কোল্‌লোকি' দলিলসংগ্রহ তিনি ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর হাতে দেন। কিন্তু 'জার্মনিয়া' দলিলপত্র হাতছাড়া করলেন না।

কাজ শেষ করে পুচ্চি একাই ফিরছিলেন। পথে একটার পর একটা বাধা। শীতকাল। রাস্তাঘাট তুষারে ঢাকা। দু'একবার গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ভিন্ন গাড়িতে তিনি ৭ই জানুয়ারী সকালে

রামিওলা পৌঁছোলেন। আগের দিন সন্ধ্যেতে পুচ্চির পৌঁছোনোর কথা। নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে এড্ডা অপেক্ষা করছিলেন। বার বার সন্দেহ হচ্ছিল, পুচ্চি নিশ্চয়ই শেষপর্যন্ত গেস্টাপোর ষড়যন্ত্রে আটকা পড়েছেন।

হাতে সময় যথেষ্ট নয়। ভেরোনা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে সেইদিনই রাত ন'টায় এড্ডার কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে মিলিত হবার কথা। কিন্তু তার আগে সুইস্ ফ্রন্টিয়ারে পুচ্চির বন্ধুর কাছে রাখা দলিলগুলো সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়। এড্ডা পুচ্চিকে সঙ্গে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে যান। কিন্তু কাজ শেষ করে সন্ধ্যে সাতটার আগে তাঁরা কিছুতেই মিলান-ব্রেশ্যা সড়ক ধরে ভেরোনা ফিরতে পারেন না। পথে গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে যায়। সময় ক্রমেই অতিবাহিত হচ্ছে। নিরুপায় পুচ্চি শেষ-পর্যন্ত এড্ডাকে অন্য একটি গাড়িতে তুলে দেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। গাড়িটির গন্তব্যস্থল ব্রেশ্যা। ইতিমধ্যে সাতটা পৃথক প্যাকেটে ভাগ করে চিয়ানোর দলিল এড্ডা তাঁর জামার নিচে কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নেন। পুচ্চি ভাঙ্গা গাড়ি নিয়ে পথে থেকে যেতে বাধ্য হন।

ব্রেশ্যায় এসে এড্ডা নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছোনোর উপায় খুঁজতে থাকেন। একটি গাড়িও পথে চোখে পড়ে না। প্রধান সড়ক ধরে এড্ডা হাঁটতে থাকেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা যথা-সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছোনো। শীতের রাত। জনশূন্য হাইওয়ে। বড় নিষ্ঠুর যাত্রাপথ।

ক্রমশঃ রাত হচ্ছে। একজন সাইকেল আরোহী এড্ডাকে কিছুটা পথ সঙ্গে নেন। কিন্তু তখনও সামনে অনেকটা পথ। ব্রেশ্যা-ভেরোনার দশ কিলোমিটার পোস্টের সামনে পৌঁছোতে বেশ কিছু দেরি হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন দশটা। অন্ধকার, জনশূন্য হা হা করা মুক্ত পথ। উল্টোমুখো দু'একটা গাড়ি লক্ষ্য করা যায়,

কিন্তু কেউ থামে না। জর্মন গাড়ির কোন পাত্তা নেই। কাউণ্ট চিয়ানোর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

দুর্যোগের রাত। তুষারপাত শুরু হয়। তীব্র কনকনে হীমেল হাওয়া। খোলা জায়গায় অপেক্ষা করা অসম্ভব। নিজেকেই প্রবোধ দিতে হয়, কোন কারণে হয়তো দেরি হচ্ছে। মনগড়া যুক্তি খুঁজে অশান্ত মনকে সংযত করতে চেষ্টা করেন। পথের ধারে এড্‌ডা অপেক্ষা করতে থাকেন।

নিদারুণ প্রতীক্ষা। ক্রমে সমস্ত আশা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ভয়, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চূড়ান্ত রিক্ততা এড্‌ডাকে তছনছ করে ফেলে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর এড্‌ডা সমস্ত আশা ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ভেরোনায় ফিরে আসা এড্‌ডার যেন ভাল করে মনে নেই। প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। মাথাটা শূন্য। মন নেই।

ফ্রাউ বিট্‌ংজ্-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও বিচলিত,

—আপনি এখনই আসুন। গেস্টাপো জেনারেল আপনাকে ডাকছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এড্‌ডা চিয়ানো একরকম টলতে টলতে গেস্টাপো জেনারেলের ঘরে আসেন।

গেস্টাপো জেনারেল বলেন,

—কাউণ্ট চিয়ানোকে মুক্তি দেওয়া হবে না। ওপরমহল শেষ-পর্যন্ত পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। এখন আর উপায় নেই। কয়েক ঘণ্টা পর কাউণ্ট চিয়ানো ও অন্যদের বিচার শুরু হবে।

হয়তো জ্ঞানই হারাতেন। কিন্তু জামার তলায় লুকোনো চিয়ানোর দলিলের কথা মনে পড়তেই এড্‌ডা নিজেকে সামলে নিলেন। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

পথে ফ্রাউ বিট্‌ংজ্ বলেন,

—ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত অনেক দূর গড়ায়। কাউন্ট চিয়ানোকে ইলোপ করবার ষড়যন্ত্র রিবেনট্রপ্ জানতে পারেন। স্বয়ং ফুয়েরার জেনারেল হারস্টের-কে ফোন করে কাউন্ট চিয়ানোকে ইলোপ করবার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন।

ভেরোনা-ত্রেশ্চা হাইওয়ের দশ কিলোমিটার পোস্টের সামনে ছুর্যোগের রাত্রে এড্ডা যখন নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কাউন্ট চিয়ানোর অপেক্ষা করছিলেন, পুচ্চি সেই সময় ভাঙ্গা গাড়ি নিয়ে বহু দূরে নিরুপায়ভাবে প্রতীক্ষারত। কিন্তু ক্রমেই তাঁর সন্দেহ হতে থাকে। গোটাটাই জর্মন গেস্টাপোর ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়েছে। এড্ডার জন্যে আরও ভয় হতে থাকে। ভয় হচ্ছিল, যে কোন সময় জর্মন গেস্টাপো এসে হাজির হতে পারে। কাউন্ট চিয়ানোর 'জার্মনিয়া' দলিলটি সঙ্গে থাকায় আরও দিশেহারা হয়ে পড়ছিলেন। পুচ্চি আর সাহস করেননি। গাড়ি থেকে নেমে পথের ধারে এক গর্তের পাশে সারারাত ঐ দলিলসংগ্রহ তিনি গাড়ি থেকে সরিয়ে রাখেন। অজানা ভীতি ও নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সারাটা পথ আসেন। চেনাই যায় না। একরাত্রে এড্ডা যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

পুচ্চির সঙ্গে এড্ডা সেই রাত্রেই ভেরোনা থেকে রামিওলা ফিরে আসেন।

আটই জানুয়ারী। ভেরোনা ট্রায়ালের একদিন অতিবাহিত হয়েছে।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ পরদিন কাউন্ট চিয়ানোর একখানি পত্র নিয়ে রামিওলা আসেন। কাউন্ট চিয়ানো লিখেছেন ঃ

"এড্ডা, আমি মুক্ত হবো, আমরা দু'জনে আবার মিলিত হবো, এই ধারণা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা আগেও যখন আনন্দ ও সংশয়ের মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, তখন আমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে,······"

চিঠিটা আর শেষ হয়নি। এড্ডা জ্ঞান হারান। দ্রুত তাঁকে নার্সিং হোমে সরিয়ে ফেলা হয়। জ্ঞান ফিরে এলে পুচ্চি এড্ডাকে নতুন করে ভরসা দেন। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন,

—শেষপর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। এখনও আশা আছে। জর্মন গেস্টাপোর চোখে ধুলো দিয়ে আমরা রামিওলা থেকে পালাবো। সমস্ত দলিলপত্র নিয়ে তুমি সুইট্জারল্যাণ্ড পালিয়ে যাও। সেখান থেকে হিটলার ও মুসোলিনীকে ছ'টি চরমপত্র দাও। আমার মনে হয় কাউন্ট চিয়ানোকে জর্মনরা অন্তত প্রাণদণ্ড দেবার পরিকল্পনা ত্যাগ করবে। এমন কী দলিল প্রকাশিত হবার ভয়ে শেষপর্যন্ত তারা কাউন্ট চিয়ানোকে মুক্ত করতেও পারে।

মানসিক সুস্থতা অনেকটা ফিরে আসে। পুচ্চির কথা অনুযায়ী এড্ডা নার্সিং হোমে শুয়ে শুয়ে ছ্'টো পত্র লিখলেন। একটি হিটলারকে। অপরটি মুসোলিনীকে লিখলেন। একই ধরনের কথা। পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি ঃ

ফুয়েরার,

আমি দ্বিতীয়বার আপনার কথা বিশ্বাস করেছিলাম, দ্বিতীয়বার আমি প্রতারিত হয়েছি। আমাদেব দেশের সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার হয়ে যুদ্ধ করছে। তাই শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে এতদিন আমার মন আমাকে বাধা দিয়েছে। যে সর্ত আমি আপনার জেনারেলের কাছে রাখছি, সেই সর্ত মেনে যদি আমার স্বামীকে মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আর কোন কারণেই আমাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সমস্ত দলিল এমন একজনের কাছে রইলো যিনি আমার স্বামীর, পুত্রকন্যার বা পরিবারের কারোর কোন ক্ষতি হলে সেই দলিল কাজে লাগাবেন। কিন্তু আমি আশা করি আমার সর্ত মেনে নিয়ে আপনি আমাদের সুখশান্তি ফিরিয়ে দেবেন। আমরাও আপনার পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যাবো।

এ কথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন, এই পথ গ্রহণ করতে আমি বাধ্য হয়েছি।

—এড্ডা চিয়ানো

দ্বিতীয় পত্রে এড্ডা মুসোলিনীকে লিখলেন :

দুচে,

আজ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করেছি কিন্তু মানবতা ও বন্ধুত্বের সামান্যরকম পরিচয় আপনি দেখান নি। যথেষ্ট হয়েছে। জর্মনদের কাছে যে সর্ত আমি রাখছি, সেই সর্ত অনুযায়ী যদি কাউণ্ট চিয়ানো তিন দিনেব মধ্যে সুইট্জারল্যাণ্ডে না ফেরে, তবে, আমি আমার সমস্ত দলিল ও নথিপত্রের চূড়ান্ত ব্যবহার করবো। যদি আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে, ভবিষ্যতে আমাদের কোন কথাই আপনি শুনতে পাবেন না।

—এড্ডা চিয়ানো

যদিও পত্রে কাউণ্ট চিয়ানোর সমস্ত দলিল ও নথিপত্র সুইট্-জারল্যাণ্ডে সরিয়ে নেবাব ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এড্ডা শুধু পাঁচ খণ্ড ডায়েরীই নিজের সঙ্গে নিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা-কালীন কাউণ্ট চিয়ানোব ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত ডায়েরীগুলো এড্ডা সঙ্গে বাখেন।

নার্সিং হোমের ডাক্তার এড্ডার অতিশয় বিশ্বাসভাজন। তিনি কিছু দলিল গোপন করবার ভার নিলেন। কিন্তু 'জার্মনিয়া' দলিল সংগ্রহের শেষ পর্যন্ত কী হ'ল সেটা পুচ্চির লেখা থেকে পরিষ্কার হয় না। এই দলিলের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পরবর্তী-কালে ইতালীয়ন কর্তৃপক্ষ দাবী করে, এ দলিল নষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুচ্চি নিজে একজন অতিশয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাহসী পুরুষ। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দলিল কী ভাবে নষ্ট হয় বোঝা মুস্কিল। 'জার্মনিয়া' সম্পর্কে কিছু শোনাই যায়নি তারপর।

এদিকে রোমাঞ্চকর নাটক শেষ দৃশ্যে পৌঁছে যায়। ভেরোনার

বিচারসভা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এড্ডাকে ছায়ার মত গেস্টাপো রাত্রিদিন অনুসরণ করে। নার্সিং হোমের ডাক্তারের হাতে কিছু দলিলের ভার দিয়ে রামিওলা ছেড়ে পালানো ছাড়া এড্ডার হাতে আর কোন কাজ নেই। কিন্তু গেস্টাপো সর্বক্ষণই পাহারায় থাকায় গুরুতর কিছু ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিল।

পুচ্চি এক চাতুরীর আশ্রয় নেন। এড্ডাকে বলেন,

—তুমিই গেস্টাপোর প্রধান লক্ষ্য। তাদের মতলব আমি জানি না। আমার মনে হয় দু'জনে একসঙ্গে নার্সিং হোম থেকে রামিওলা ছাড়া ঠিক হবে না। তুমি ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবার চেষ্টা করবে এ ধারণা করবার তাদের যথেষ্ট কারণ আছে। আমি আগে যাবো, রামিওলার বাইরে দু'জনের কোথাও দেখা হবে। সেখান থেকে আমরা রওনা হবো।

পুচ্চি তারপর গেস্টাপোর সঙ্গে কথা বলেন। অসুস্থতার ভান করেন। কথাপ্রসঙ্গে নার্সিং হোমের ডাক্তারের এক ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে বলেন,

—ফেরার্রা-য় আমি একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করাবো।

গেস্টাপো জানায়, চিকিৎসার খাতিরে ফেরার্রা গেলে তাদের কোন আপত্তি নেই।

জানুয়ারীর নয় তারিখ। পুচ্চি নার্সিং হোম একাই ত্যাগ করলেন। বলা বাহুল্য, ফেরর্রা-র পথে তিনি যাননি। নিতান্ত সতর্কতা নিয়ে পূর্বনির্ধারিত জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। কাউন্টেস চিয়ানো নার্সিং হোমের পেছনের গেট দিয়ে গোপনে সরে পড়েন। নার্সিং হোম ত্যাগ করবার আগে তাঁর শোবার ঘরের দরজায় একটি কার্ড লটকে রেখে যান:

"ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। অনুগ্রহ করে কোন কারণেই আমাকে জাগাবেন না।"

ঠিক জায়গায় পুচ্চির সঙ্গে দেখা হয়। দু'জনে আসেন মিলান। সেখান থেকে গাড়ি পাল্টে কোমো পৌঁছে যান। গেস্টাপো পিছু নিতে পারেনি। সুইস্ ফ্রন্টিয়ারের ছোট শহর ভিৎজিউতে কিছুক্ষণের যাত্রাবিরতি।

পুচ্চি এড্ডাকে বলেন,

—তোমার তৃতীয় চিঠিটা এখনও লেখা বাকি।

ইতালীর জর্মন মিলিটারী কমাণ্ডারকে কাউণ্টেস চিয়ানো এখানে বসে তৃতীয় চরমপত্র লিখলেন ঃ

জেনারেল,

দ্বিতীয়বার আমি জর্মনদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফলাফল কী হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অবহিত। এখন আমি আমার শেষ অনুরোধ সামনে রাখছি। আমাকে যা কথা দেওয়া হয়েছিল, তা' যদি কার্যে পরিণত না হয়, তবে আমি আমার স্বামীর সঞ্চিত সমস্ত দলিল প্রকাশ করে দেবো! আমার সর্ততি আমি সামনে রাখছি। এই চিঠি আপনার হাতে যাবার তিন দিনের মধ্যে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে সামরিক বের্নে স্টেশনে কাউন্ট চিয়ানোকে পৌঁছে দিতে হবে। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ শুধু কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে থাকবেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যদি কাজ হয় তবে আমি আপনার কোন ক্ষতিসাধন করবো না। আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে চাই।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্-এর হাতে আমার স্বামীর ডায়েরীগুলো সেইদিনই দিয়ে দেওয়া হবে। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ এই চিঠি আপনাকে পৌঁছে দেবেন। ফুয়েরার ও ডুচের কাছে লেখা পৃথক দু'টি পত্রও আমি তাঁর হাতে পৌঁছে দিলাম। এই চিঠির প্রতিলিপিসহ পত্র দু'টি আপনি অবিলম্বেই যথাস্থানে প্রেরণ করবেন।

—এড্ডা চিয়ানো

চিঠি শেষ করে কাউন্টেস চিয়ানো পুচ্চির কাছে বিদায় নেন।

পুচ্চি বলেন,

—ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর কাছে আমি আজই এই তিনটি পত্র পৌঁছে দেবো।

কাউন্টেস চিয়ানো পুচ্চি সম্পর্কেও ভীত হয়ে পড়েন। বলেন,

—জেনারেলের হাতে এই চিঠিগুলো পৌঁছোনোর আগেই তোমার নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাওয়া দরকার।

—আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমি আসছি।

বিশ্বাসী গাইড অপেক্ষায় ছিল। পুচ্চির নির্দেশ নিয়ে কাউন্টেস চিয়ানো তাঁর সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন। জনশূন্য পাহাড়ী পথ। হু হু করা ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ায় একটানা গোঙানী। পুচ্চি দাঁড়িয়ে রইলেন। সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবার চোরারাস্তা গাইড কাউন্টেস চিয়ানোকে দেখিয়ে নিয়ে চলে।

সুইস্ সীমান্তেই পুচ্চির অনেকটা সময় গেল। গাইডের ফিরে আসতে বেশ কিছু দেরিও হ'ল। গাইড এসে পুচ্চিকে জানায়, কাউন্টেস চিয়ানো নিরাপদে ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে গেছেন। অপর পারে তিনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এবার ফেরা। নিজের কথা পুচ্চির একবারও মনে হয়নি এতক্ষণ। ভাবতেই পারেননি কী ভয়াবহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ফিরে চলেছেন। ক্রমেই ভয় বাড়তে থাকে। জর্মনদের হাতে এই চিঠি তুলে দিলে তাঁরও প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা। কাউন্টেস চিয়ানোর এই চরমপত্রের যদি কোন মূল্যই না থাকে, তা'হলে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি।

ভেরোনায় যখন ফিরে এলেন তখন অনেক রাত। তবু হাতের কাজটুকু সেরে ফেলাই স্থির করেন। সোজা এলেন ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর হোটেলে। কাউন্টেস চিয়ানোর সর্বশেষ সংবাদ জানালেন। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ পুচ্চিকে বললেন, সকালেই ভেরোনার

গেস্টাপো চীফের হাতে এ চিঠি তিনি পৌঁছে দেবেন। কাউণ্ট চিয়ানোকে বাঁচানোর সর্বশেষ চেষ্টা করতেই হবে।

পুচ্চি মনে মনে ঠিক করেছিলেন, ফ্রাউ বিট্ৎজ্-এর হাতে চিঠিগুলো দিয়ে ভেরোনায় আর সময় নষ্ট করবেন না। চিঠি পড়ে জর্মনদের প্রতিক্রিয়া কী রূপ ধারণ করে বলা দুষ্কর। স্থির করেছিলেন, রাত্রেই বা সকালেই তিনি ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবেন।

পুচ্চি হোটেল ছেড়ে চলে আসছিলেন। গেটে একজন গেস্টাপো তাঁর গতি রোধ করে। এত রাত্রে কার ঘরে এসেছিলেন জানতে চাইলে পুচ্চি খুব স্বাভাবিক সহজ উত্তর দেন। ফ্রাউ বিট্ৎজ্ নাম শুনে পুচ্চিকে গেস্টাপো ছেড়ে দেয়।

কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। কয়েক ঘণ্টা পর ঐ গেস্টাপোই রাস্তায় পুচ্চিকে গ্রেপ্তার করে। যদিও পুচ্চিকে গেস্টাপো হোটেল ত্যাগ করতে দেয় কিন্তু কোন কারণে সন্দেহ হওয়ায় ফ্রাউ বিট্ৎজ্-এর ঘরে অনুসন্ধানে আসে। ফ্রাউ বিট্ৎজ্ তখনও পুচ্চির দেওয়া চিঠিগুলোর সামনে চুপচাপ বসেছিলেন। ভাবছিলেন। গেস্টাপো অনুসন্ধান শেষ করে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ চিঠিগুলো দেখে থমকে দাঁড়ায়। স্থানীয় গেস্টাপো চীফের কাছে লেখা এড্‌ডা চিয়ানোর পত্রটি সে ভালভাবেই লক্ষ্য করে। বড় বড় হরফে খামের একপাশে 'জরুরী' কথাটা লেখা ছিল।

গেস্টাপো চলে যেতেই ফ্রাউ বিট্ৎজ্ প্রমাদ গোণেন। গেস্টাপো রীতিনীতিতে তিনি অভ্যস্ত। জানেন, জরুরী চিঠি এখনই যদি চীফের হাতে পৌঁছে না দেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁকে সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই হয়তো বিপদাপন্ন হবেন। ফ্রাউ বিট্ৎজ্ আর অপেক্ষা করলেন না। সোজা জেনারেলের ঘরে আসেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকালের আগেই মাঝরাতে জেনারেলের হাতে চিঠিগুলো তুলে দিতে হয়।

পুচ্চির হিসেব ছিল সকালের আগেই তিনি ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম

করবেন। গেস্টাপোর হাত তিনি নিশ্চিত এড়াতে পারবেন। নিরুপায় ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্ একথা তাঁর জানা ছিল না। গেস্টাপো জেনারেল এড্‌ডা চিয়ানোর চিঠি পড়ে লাফিয়ে ওঠেন। ফুয়েরার ও মুসোলিনীকে লেখা পৃথক দু'টি পত্র দেখে এস্ এস্ সহকারীকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খবর পাঠালেন, পুচ্চি ও কাউণ্টেস চিয়ানোকে এখনই গ্রেপ্তার করো।

গেস্টাপো নেটওয়ার্ক কল্পনাতীত। গভীর রাত্রের মৃত ভেরোনা যেন প্রাণ ফিরে পায়। দ্রুতগামী জিপ, ওয়ারলেস্ ভ্যান ছাড়াও আর্মার্ড কার ছুটতে শুরু করে।

নিরস্ত্র পুচ্চিকে হাইওয়ের ওপর ঘটা করেই গ্রেপ্তার করা হয়। গেস্টাপোর ভয়াবহ তালাশ যে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই তিনি জানতেন না। সঙ্গে কাউণ্টেস চিয়ানো না থাকায় গেস্টাপো পথেই পুচ্চিকে জেরা শুরু করে। সন্তোষজনক কোন উত্তর না পেয়ে গেস্টাপো ক্ষেপে ওঠে। সামনের একটা গাছের সঙ্গে পুচ্চিকে বাঁধা হয়। কাউণ্টেস চিয়ানোর পাত্তা চেয়ে এক মিনিট সময় দেওয়া হয়। গেস্টাপো জানায়, এক মিনিট পর পুচ্চিকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

পুচ্চি জর্মন গেস্টাপোকে ভাল করেই জানেন। বন্য, হিংস্র নেকড়ের স্বভাবের এই অদ্ভুত জীবের প্রতিহিংসা যে কী ভয়াবহ পুচ্চি জানতেন।

মিনিট ক্রমশঃ কমে আসে। ষাট থেকে জিরো সেকেণ্ড একজন গেস্টাপো গুণে চলে। উদ্যত রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তবু পুচ্চি আশ্চর্যরকম অবিচল। কাউণ্টেস চিয়ানোর কথা তিনি প্রকাশ করবেন না।

জিরো সেকেণ্ড। গুলি করে হত্যাকরা কিন্তু হ'ল না। গেস্টপোর কাছে কাউণ্টেস চিয়ানোর খবরটিই বেশি দরকাব। তার জন্যে পুচ্চিকে এখন বাঁচিয়ে রাখা দরকার। পুচ্চিকে গ্রেপ্তার

করে সোনদ্রিওতে আনা হয়। সেখান থেকে ভেরোনা। তারপর মিলানের জেলে পুচ্চিকে আটক রাখা হয়।

বন্দী অবস্থায় ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌-এর সঙ্গে পুচ্চির একবার শুধু দেখা হয়। সামান্য কয়েকটা দিনের ব্যবধান। তবু অনেক কিছু অদল-বদল হয়েছে। ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ বলেন,

—কাউণ্টেস চিয়ানোর চিঠিপত্রের এখন আর কোন মূল্যই নেই। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিদ্রোহী সদস্যদের বিচার শেষ হয়েছে। আরও চারজনের সঙ্গে কাউণ্ট চিয়ানোকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ আরও বললেন,

—আমি কাউণ্টেস চিয়ানোর সর্বশেষ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। কিছু দলিলসংগ্রহ নিয়ে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে নিরাপদে পৌঁছোনোর খবর পেয়ে কাউণ্ট চিয়ানো মৃত্যুর আগে তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন।

মিলানে পুচ্চির ওপর অত্যাচার চলে বর্ণনাতীত। কী ভাবে কাউণ্টেস চিয়ানো সুইট্‌জারল্যাণ্ড পালিয়ে যান, তাই নিয়ে বার বার জেরা করা হয়। কী ধরনের দলিল এড্‌ডা চিয়ানো সঙ্গে নিয়ে গেছেন ও বাকি দলিল ইতালীর কোথায় কোথায় লুকানো আছে, তার সূত্র বার করবার হাজারো প্রচেষ্টা চলতে থাকে। প্রতিদিন অজ্ঞান হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পুচ্চির ওপর নির্মম অত্যাচাব চলতে থাকে। কিন্তু বৃথা। একটা কথাও বার করা যায়নি পুচ্চির ঠোঁট থেকে।

ফ্রাউ বিট্‌ৎজ্‌ পুচ্চিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ওপর-মহলে তাঁর হাতও ছিল। তাঁর চেষ্টাতেই পরে পুচ্চি মুক্ত হন। সর্ত ছিল সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পৌঁছে কাউণ্ট চিয়ানোর দলিল প্রকাশে তিনি বাধা দেবেন।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড পৌঁছে পুচ্চি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বেল্লিংজেনার ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, পুচ্চির মাথায় খুলির কয়েক জায়গায় চিড় ধরেছে। পুচ্চি সুইট্জারল্যাণ্ডে অন্তরীণ থাকেন। কাউণ্টেস চিয়ানোর সঙ্গে পরে দেখা হয়। জানা যায় কাউণ্ট চিয়ানো ভেরোনা জেল থেকে ফ্রাউ বিট্ৎজ্ মারফৎ চার্চিলকে লেখা তাঁর যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সে চিঠি তিনি সুইট্জারল্যাণ্ড এসেই যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

ফ্রাউ বিট্ৎজ্-এর কথা আর শোনা যায়নি। ভেরোনা ট্রায়ালের কিছুদিন পর তিনি উধাও হন। কেউ বলেন, হিমলার ফ্রাউ বিট্ৎজ্-কে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি উল্টে জর্মনদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তিতে বহাল ছিলেন। ফ্রাউ বিট্ৎজ্ ছিলেন পুরোপুরি একজন ডবল্-ক্রস্।

স্কালৎজি জেলের সে ভয়ঙ্কর শেষরাত্রেব কথা চ্যাপলিন ডন খিওট্ ও লুইজি ফেদারৎজোনির জবানবন্দী থেকে জানা যায়। ফেদারৎজোনি একই অপরাধে অপবাধী। তাঁর গুপ্ত আস্তানা থেকে ফ্যাসিস্ট পুলিশ বা জর্মন গেস্টাপো যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারতো, তবে তাঁর একই অবস্থা হতো।

ডন খিওট্-এর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, কাউণ্ট চিয়ানো তাঁর মাতা ও স্ত্রীকে পত্র লেখেন। এড্ডা আগেই সুইট্জারল্যাণ্ড চলে যান, তাই ভারেসে তে কাউণ্ট চিয়ানোর মায়ের হাতেই সে পত্র দেওয়া হয়। দে-বোনো ছয়টি পত্র লেখেন।

ডন খিওট্ রাত দশটায় স্কালৎজি জেলে আসেন। চিয়ানোর ২৭ নম্বর সেলের সামনে জর্মন গার্ড তাঁর পথ আটকায়। গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাউণ্ট চিয়ানো তাঁর শেষ ইচ্ছা জানাচ্ছিলেন।

জর্মন গার্ড ডন খিওট্-কে বাধা দেয়। কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে।

ডন্ পিওট্ টেলিফোন করেন। গেস্টাপো[৪] কমাণ্ডার শেষপর্যন্ত রাজি হন। আদেশ দিলেন শেষরাতটা বন্দীরা একসঙ্গে কাট্টানোর সুযোগ পাবেন।

দে-বোনো ও কাউন্ট চিয়ানোকে আশ্চর্যরকম অবিচল দেখা যায়। দে-বোনোর ঘরেই একে একে সবাই আসেন। মারিনেল্লি হৃদ্‌রোগে কাতর। দে-বোনোর বিছানায় তিনি শুয়ে থাকেন। পারাশ্চি প্লেটো থেকে পাঠ শুরু করেন। কথাপ্রসঙ্গে গাত্তারদি মন্তব্য করেন,

—আমরা দেশদ্রোহী! আমাদের পিঠে গুলি করা হবে।

দে-বোনো ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন,

—বয়স আমাব আটাত্তর, বাষট্টি বছর এই সামরকি পোষাক পরছি। আজ পর্যন্ত কোন কলঙ্কের ছাপ লাগেনি! এ বিচার অসহ্য। এ অসহনীয়!

কাউন্ট চিয়ানো আবাব তাঁর নিজের সেলে ফিরে আসেন। শেষ কয়েক ঘণ্টা তিনি একা থাকতে চান। কিন্তু পাদ্রী তাঁকে আবার দে-বোনোব ঘরে নিয়ে আসেন।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটে। মারিনেল্লিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

মারিনেল্লি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন,

—আমিই সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তিকে ইলোপ করবার আদেশ দিয়েছিলাম। মুসোলিনী সবই জানতেন। কিন্তু কোনদিন তিনি স্বীকার করলেন না।

এই সময় জানেত্তি সেলে ছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, যদিও তিনি কোন আবেদন করেননি, তবু তিনদিনের মাথায় জানেত্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মনে হয় মারিনেল্লির মৃত্যুকালীন এই জবানবন্দী মুসোলিনীর কানে যায়। এই ধরনের স্বীকারোক্তির মূল্য অসীম। মুসোলিনী দেখলেন মাত্তেওত্তির হত্যার আসল রহস্য একমাত্র জানেত্তি ছাড়া আর কারো জানা থাকলো না। ভবিষ্যতে জানেত্তি যাতে মাত্তেওত্তি হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কাহিনী প্রকাশ না করেন, সেই কারণেই মুক্তি দিয়ে জানেত্তিকে জয় করবার চেষ্টা করেছেন।

নিজের ধ্যান-ধারণায় গড়া ইতিহাসের পাতায় তিনি অদ্বিতীয়, নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ হিসাবে থাকতে চান। সেই খাতিরে তুল্লিও জানেত্তি-র ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড মকুব করতে তিনি দ্বিধা করেননি।

সময় অতিবাহিত হয়। সকাল হয়। খবর আসে ফোর্ট-এ যেতে দেরি হবে। বিশেষ কারণে সময় লাগবে। কারো কারো মনে ক্ষীণ আশার আলো দেখা যায়। ভাবেন, শেষপর্যন্ত প্রাণদণ্ড হয়তো মকুব হবে। চিয়ানো ম্লান এক টুকরো হেসে বলেন,

—তাই কী কখনও হয়!

বেলা আটটায় মৃত্যুদূত এসে পৌঁছোয়। জর্মন ক্যাপ্টেন এসে জানায়, মুসোলিনী পাঁচজনের আবেদনই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দে-বোনো ও কাউণ্ট চিয়ানোর এতটুকু ভাবান্তর হয় না। মারিনেল্লিকে সবচেয়ে বেশি কাতর দেখা যায়। কাউণ্ট চিয়ানো একে একে বিদায় নিলেন। গার্ডদের সঙ্গে করমর্দন করেন। স্মিত হাসি ঠোঁটে ফুটে ওঠে। বলেন,

—ঘৃণা ও অভিযোগ না রেখেই আমি মৃত্যুবরণ করবো। আমার পুত্রকন্যা একথা যেন জানতে পারে।

গাড়ি তৈরি। একে একে পাঁচজনকে গাড়িতে তোলা হয়। ফোর্ট প্রোকোলো তখন জর্মন এস্ এস্ গার্ডে ঘিরে রেখেছে। কালোকুর্তার ফায়ারিং স্কোয়াড হাজির হয়েছে অনেক আগেই। সময় ঠিক ছিল কাঁটায় কাঁটায় ন'টায়।

গুপ্তচরবৃত্তি ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

আসামীদের চেয়ারে বসিয়ে পেছন থেকে গুলি করে মারার রীতি চালু করেছিলেন মুসোলিনী। সাজানো পাঁচটি চেয়ারের ডান দিকের কোণের আসনটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাউণ্ট চিয়ানো স্মিত হেসে বলেন,

—আপনি আমাদের নেতা। আপনাকে ওখানে বসতে হবে।

দে-বোনো তখনও অবিচল,

—আমরা একই পথে চলেছি। এ অগ্রাধিকার অর্থহীন।

কাউণ্ট চিয়ানো ফায়ারিং স্কোয়াডের দিকে সুমুখ করে বসবার অনুরোধ জানান। কমাণ্ডার রাজি হলেন না। পেছন করে হাত বাঁধা হয়। দে-বোনো অসম্মত হলেও পরে রাজি হন। জোর করে মারিনেল্লি-র হাত বাঁধতে হয়। ফায়ারিং স্কোয়াড দু' সারিতে পজিশন নেয়। সামনের সারি হাঁটু ভেঙ্গে, পেছনে দাঁড়িয়ে অপর সারি। মোট ত্রিশজন। দে-বোনো চীৎকার করে ওঠেন,

—ইতালী দীর্ঘজীবী হোক! রাজা দীর্ঘজীবী হউন।

কাউণ্ট চিয়ানোর কণ্ঠ শোনা যায়,

—ইতালী দীর্ঘজীবী হোক!

লক্ষ্যভেদে ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড আনাড়ী। দে-বোনো, মারিনেল্লি ও গোত্তারদি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান। কিন্তু কাউণ্ট চিয়ানো ও পারেশ্চি আঘাত আদৌ পেয়েছেন কিনা বোঝা গেল না। কমাণ্ডার ছুটে এলেন। কাউণ্ট চিয়ানো ও পারেশ্চির ওপর তিনি কয়েকবার গুলি বর্ষণ করলেন।

কমাণ্ডার বধ্যভূমি ত্যাগ করে প্রথমে ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট আলদো ভেক্কিনিকে ফোন করলেন। ফোন পেয়েই ভেক্কিনি ভিল্লা ফেলত্রিনেল্লি-তে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেন। বললেন,

—হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

মুসোলিনীর খুব একটা ভাবান্তর হয় না। খবরটা তাঁর কাছে যেন জরুরী তারের পোস্ট-কপি। মন্তব্য করলেন,

—ধন্যবাদ ! আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন।

সবটাই নিষ্ঠুর নারকীয় এক প্রহসন। পুরোপুরি রাজনৈতিক জালিয়াতি। পরবর্তীকালে যে সমস্ত সাক্ষীপ্রমাণ হাতে আসে, তাতে জানা যায়, বিচার শুরু হবার আগেই সমস্ত কিছু প্রস্তুতই ছিল। এমন কী প্রাণদণ্ডের চূড়ান্ত আদেশটিও টাইপ করা ছিল অনেক আগেই। তারিখের জায়গাটা ফাঁক রেখে জানুয়ারী, ১৯৪৪ লেখা ছিল। কালি দিয়ে '১১' তারিখটা শুধু পরে বসিয়ে নেওয়া হয়।

মুসোলিনী কী সত্যিই নিরুপায় ছিলেন? তিনি কী কাউণ্ট চিয়ানো ও অন্যদের জীবন বাঁচাতে পারতেন না? জর্মন হাই-কমাণ্ডের চাপ তিনি কী প্রতিরোধ করবার আদৌ কোন চেষ্টা করেছিলেন? হিটলারের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ ও কূটনৈতিক অচলাবস্থার ঝুঁকি নিয়েও একসময় তিনি সোশিয়ালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নির জীবন রক্ষা করেছিলেন। আজও তিনি কাউণ্ট চিয়ানো ও অন্যদের রক্ষা করতে পারতেন। মুসোলিনী করেননি। তিনি চাননি।

ফ্যাসিজম যে কী জিনিস মুসোলিনীর নিজের কাছেই যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। এক এক সময় তিনি তার এক এক ব্যাখ্যা করতেন। অসাধারণ আত্মপরায়ণতায় ম্যাগালোম্যানিয়ার উদ্ভট আনন্দে ফ্যাসিজমকে মুসোলিনীইজম আখ্যা দিতেন। আপাত-দৃশ্য সুস্থতার মধ্যে দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে তিনি আচ্ছন্ন। ইতিহাসের পাতায় তাঁকে কেমন দেখতে হবে এই চিন্তায় তিনি পাগল হয়ে উঠতেন। প্রাচীন রোম তাঁকে আকর্ষণ করতো সবচেয়ে বেশি। রোম সভ্যতার আলো তাঁর নজরে পড়ে না। হারেমের স্বেদসিক্ত অন্ধকার জীবন, আর সিংহের ধারালো দংষ্ট্রায় নিরীহ মানুষের ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়াই তাঁর চোখে ভাসতো। নিষ্ঠুর এই মনোবিকার একজন সাধারণ মানুষকে খুনী তৈরি করে।

মুসোলিনীর অসাধারণ জীবনেতিহাস, ব্যক্তিত্ব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইতালীর সংশয়াকুল রাজনৈতিক পটভূমিতে তাঁর জোরালো নেতৃত্ব ফ্যাসিস্ট পার্টির 'ডুচে'-তে গড়ন দিয়েছে।

এদিকে নয়া ফ্যাসিস্ট সরকার গঠিত হবার বহু আগেই ইতালীর সর্বত্র প্রতিরোধবাহিনী গঠিত হয়েছে। বোদোল্লো সরকারেব পতন, রাজা এম্মানুএলে পালিয়ে যাবার পর কয়েকটি নতুন জর্মন ডিভিশন যখন উত্তরে ঢুকে পড়েছে ; দেশব্যাপী হতাশা, নিদারুণ অনিশ্চয়তায় ইতালীর সাধারণ মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত, আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টরা তখন সক্রিয় হয়েছে। দলত্যাগী ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া, পলাতক সেনা, রাজপ্রাসাদের প্রাক্তন ফৌজ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী অকমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরাও তাতে যোগ দেয়। জর্মন শ্রমশিবির ও ওয়ারফ্রণ্টে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ পরিকল্পনা যারা এড়াতে চায়, তারাও পালিয়ে এসে প্রতিরোধবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রথমে ছিল বিক্ষিপ্ত। ফ্যাসিস্ট ও নাজি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইতালীর সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছু নয়। ইতালীর প্রাক্তন কমাণ্ডার-ইন-চিফ মার্শাল কাউন্ট লুইজি কাদোর্নার পুত্র জেনারেল রাফাইল্ কাদোর্না তখন নেতা। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে প্রথমে কোন রাজনৈতিক দৃঢ় পরিকল্পনা ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনের এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগাযোগ কেথোও ক্ষীণ, কোথাও বা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী লুইজি লঙ্গো এই দ্বিধাবিভক্ত প্রতিরোধ সংগ্রামের রাজনৈতিক চরিত্র দিলেন। লিবারেশন ফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী 'ভলেন্টিয়ার ফ্রিডম কোর'

সর্বস্তরের মানুষের মনে নতুন সাড়া নিয়ে আসে। লুইজি লঙ্‌গো বললেন, ইতালীর এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে ফ্যাসিস্ট-নাজি দুশমনদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের সঙ্গে আমরা কাজ করবো। ইতালীর দেশপ্রেমিক সর্বস্তরের মানুষের সংহত প্রচেষ্টায় ভয়াবহ নাজি ফৌজ ও দেশের ফ্যাসিস্ট শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কিছুই করতে পারবো না। অত্যাচারের বদলে চূড়ান্ত অত্যাচার চালাতে হবে। খুনের বদলে খুনই আমরা বেছে নেবো। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা ধ্বংস করবার সমস্তরকম নীতি নির্ধারণ করা হবে। ব্রীজ, রেল, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি আমরা নষ্ট করে দেবো। মিত্রপক্ষের সাহায্য আমরা পাবো। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্যরক্ষীবাহিনী আমাদের আন্দোলনের হবে অন্যতম প্রত্যঙ্গ।

বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ ক্রমে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌঁছে যায়। সোশিয়ালিস্টরা পৃথক মাত্তেওত্তি ব্রিগেড তৈরি করে বটে কিন্তু কমিউনিস্টদের নেতৃত্বই তারা মেনে নেয়।

জর্মন রাষ্ট্রদূত রুডল্‌ফ্ রাণ্ ও জেনারেল ভোল্‌ফ্ প্রথমে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি। ফ্যাসিস্ট পার্টির অন্যতম কর্ণধার পোভোলিনি ও চীফ-অব-স্টাফ্ গ্রাৎসিয়ানী ভাবতেই পারেননি কমিউনিস্টরা কী নিদারুণ শক্তি সংহত করেছে।

তেইশে মার্চ ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা দিবস। রোম লিবারেশন ফ্রন্ট সেদিন বড় রকমের এক আক্রমণের পরিকল্পনা করে। উত্তর ও দক্ষিণে নিয়মিত বিক্ষিপ্ত আক্রমণও চলতে থাকে। রোমের প্রস্তুতি ভয়াবহ। প্রধান প্রাধান সড়কে জর্মন ট্যাঙ্ক সর্বসময়ই প্রস্তুত। মার্শাল ল নেই, তবু বেসামরিক জীবনযাত্রা একরকম অচল। নাজি ফৌজের ব্যস্ত আনাগোনা, সরু রাস্তা ও অসামরিক

অঞ্চলেও রেহাই নেই। ভিয়া রাসেল্লে সামরিক ব্যারাকের সামনে সাজোয়া গাড়িতে টপস্ মুভমেন্ট হচ্ছে। হঠাৎ কোথা থেকে বেমওকা এক ময়লার গাড়ি পাশে এসে থামে। সামান্য রকম সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায়নি। লুকোনো বিস্ফোরক হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। বেশ কিছুক্ষণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আগুন ছড়াতে থাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন জর্মন সেনা প্রাণ হারায়। এ্যাম্বুলেন্সে আহতদের বহন করা চললো অনেকক্ষণ।

গেরিলাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি। সশস্ত্র পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে ময়লার গাড়িটার হঠাৎ কী ভাবে যে আবির্ভাব হ'ল, কেউ তার হদিশ করতে পারে না। জর্মনরা প্রতিশোধ নিল অন্যভাবে। আরদিয়া-তে ৩৩৫জন নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে তারা তাড়া করে হত্যা করলো। পুরো একদিন পর মৃতদেহগুলো তারা ফোস্‌সি আরদিয়াতাইন্ গুহায় ফেলে দেয়। নিদারুণ প্রতিক্রিয়া উত্তরে আরও তীব্রভাবে দেখা দেয়। ফ্যাসিস্ট সরকারের সক্রিয় সাহায্যে জর্মন ফৌজ আরও ভয়াবহ অত্যাচার চালাতে থাকে। মে মাসের শুরুতেই প্রায় শতাধিক খনি শ্রমিক জর্মনদের হাতে নিহত হয়। পিয়েদ্-মণ্ড্ ব্রীজ ধ্বংস করবার অপরাধে চারশো মানুষের ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। জর্মন কনসেন-ট্রেশন ক্যাম্পে প্রায় দু'হাজার মানুষকে আটক করা হয়। কিন্তু গুস্তভ লাইন ও চ্যাসিয়ানো-র পতনের পর অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন রোধ করা যায় না।

পিয়েদ্-মণ্ড্ ও এ্যালপাইন ভ্যালী সবচেয়ে উপদ্রুত অঞ্চল। উত্তরের বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অসন্তোষ আছড়ে পড়ে। কমিউনিস্ট নেট-ওয়ার্ক অসম্ভব রকম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ এই দল সমস্ত শিল্পাঞ্চলে তীব্র শক্তি সংহত করেছে।

ফিয়াট্ কারখানায় পঞ্চাশ হাজার মেহনতী শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। কলকারখানা সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। জর্মন

জেনারেল জিমারমান এ অঞ্চলের সর্বময় কর্তা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত জর্মন মনোনীত। কিন্তু সামান্য পুলিশ দিয়ে দু'লক্ষ শ্রমিকের এই আন্দোলন দমন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

জর্মন রাষ্ট্রদূত রুডলফ্ রাণ্ বার্লিনে জরুরী বার্তা পাঠান— কলকারখানা সামরিক প্রয়োজনে সরিয়ে নেওয়া দরকার। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে।

রিবেনট্রপ্ রাষ্ট্রদূত রাণ্-কে জানালেন,

—দৃক্‌পাতহীনভাবে গ্রেপ্তার করুন ও জর্মনীতে চালান করুন। কিছুমাত্র সন্দেহ হলে গুলি করে হত্যা করুন। কমিউনিস্টদের হত্যা করবার জন্যে বিচারের কোর প্রয়োজন নেই। সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা জর্মনীতে গুটিয়ে আনবার যে প্রস্তাব আপনি করেছেন, সে পরিকল্পনা চালু করায় অসুবিধে আছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, সময়। সে সময় এখন নেই।

মুসোলিনী পার্টি বৈঠকে বলেন,

—ফ্যাসিস্ট পার্টি এখন আর শুধু রাজনৈতিক দল নয়। প্রতিটি সভ্য নিজেকে একজন সামরিক সেনা হিসাবে মনে করুন। উনিশ থেকে ষাটের মধ্যের অসামরিক সমস্ত ব্যক্তিকে ব্ল্যাক-সার্ট গ্রুপের মেম্বার হতে হবে। কমিউনিস্ট পরিচালিত এই লিবারেশন ফ্রন্টকে নিশ্চিহ্ন করবার পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতালীর স্বার্থে এখন দৃক্‌পাতহীন দমননীতি চালাতে হবে। হত্যা করতে আপনারা দ্বিধা করবেন না।

মুসোলিনী হঠাৎ জ্বলে ওঠেন। আবার নিভে যেতেও বিলম্ব হয় না। জর্মন সেনাদের অকথ্য অত্যাচার তিনি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ভিল্লা ফেলত্রিনেল্লিতে জর্মন গার্ড তাঁর ভাল লাগে না। উঠতে বসতে জর্মন সশস্ত্র পাহারা মানুষটিকে মনে মনে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

শান্তি নেই। জর্মন ডাক্তার প্রোফেসার ৎজাখারিয়া ও

লেফটেনান্ট বিরৎজের তাঁর ওপর সর্বসময়ই নজর রাখেন। ভিল্লা ফেলট্রিনেল্লি থেকে মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে আসেন। সন্ধ্যের পর লেকের ধারে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। সেখানেও শান্তি নেই। দূরে দাঁড়িয়ে জর্মন গার্ড।

মাঝে মাঝে অসম্ভব কর্মব্যস্ত দেখা যায়। দলত্যাগী ফ্যাসিস্টদের তালিকা তৈরী করে চীফ অফ পুলিশ তামবুরিনিকে বললেন,

—নাম দেখে ভয় পাবেন না। সবাইকেই গ্রেপ্তার করবেন। তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগই যথেষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমি রিপোর্ট চাই। একটাও যেন পালাতে না পারে। দরকার হলে হত্যা করুন।

ঘণ্টাকয়েক পর হঠাৎ মুসোলিনী ফোন করলেন,

—দলত্যাগী ফ্যাসিস্টদের তালিকা এখন রেখে দিন। গ্রেপ্তার করবার দরকার নেই।

মুসোলিনী ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। রোমের চিন্তায় অনেকদিন ঘুম হয় না। কথাপ্রসঙ্গে কর্নেল ডোলমানকে বলেন,

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রোমে আমি যেদিন গ্রেপ্তার হই, সেদিনের কথা আপনাব মনে পড়ে?

—খুব! আমাদের রাষ্ট্রদূত রোমে সেদিন না থাকায় আমরাও খুব মুস্কিলে পড়েছিলাম।

—আমার গ্রেপ্তারের খববে রোমের সাধারণ মানুষ খুব খুশি হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু আমার সমর্থনে রোমে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবেছেন?

কর্নেল ডোলমান তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করতে পারেননি। মুসোলিনী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলেন,

—দেশের লোকগুলোই অকৃতজ্ঞ। অথচ রোমের জন্যে আমি কী না করেছি। জুলিয়াস সীজারের পর আর দ্বিতীয় কোন মানুষ রোমের উন্নতির জন্যে এত করেনি।

মুসোলিনী সব সময়ই মনে করতেন তিনি ইতিহাসের। কখনও ভাবতেন তিনি ফ্রেডারিক দি গ্রেট। নেপোলিয়েনর সঙ্গে যে তাঁর কোথায় কোথায় আশ্চর্য মিল, একথা অনেকের সামনে প্রকাশ করে নিজেই আশ্চর্য হন। কখনও মনে হয়, তিনি ওয়াশিংটন। আবার কখনও বিশমার্ককে তিনি যে ছাড়িয়ে গেছেন একথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েন।

মাঝে মাঝে একান্ত পার্শ্বচরদেরও তিনি এড়াতে চান। বেহালা বাজানোর শখ ছিল পূর্বে। বিটোফেন, ভাগনার, সুবার্ট তাঁর ভাল লাগতো। অবসর পেলে ইদানীং বেহালা নিয়ে বসেন। একবার বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গেলে জর্মন অফিসারদের বেহালা বাজিয়ে শোনান। প্রবল করতালি তাঁকে অন্যমনস্ক করে দেয়। মনে পড়ে, তিনি যেন পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরক্ষণেই বাস্তবজীবনে ফিরে এসে অসম্ভব বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

অশান্ত মন নিয়ে ছুটে আসেন ভিত্তোরিয়েলি। ক্লারেত্তার কাছে। মেজর ফ্রাৎজ্ স্পোগলের-এর কমাণ্ডে এখানেও সশস্ত্র জর্মন পাহারা। মুসোলিনী একরকম পালিয়ে আসেন। ভিল্লা দেল অর্সোলাইনের অফিসের সামনে তাঁব আলফা রোমিও রেখে ছোট ফিয়াট্ গাড়িতে গোপনে চোরাই প্রেমের সন্ধানে আসেন। উদগ্র কামনা চরিতার্থ হয়। মুসোলিনীর জীবনে এই রমণী আজও অনন্যা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকেন। রাজনীতিব কথা, হিটলারের গল্প শুনতে ক্লাবেত্তার আগ্রহ বেশি। তীব্র বোমাবর্ষণে দেশের সাধারণ মানুষের সংসার যখন জ্বলছে, কাতারে কাতারে সেনারা যখন প্রাণ হারাচ্ছে, লিবারেশন ফ্রণ্টের তীব্র প্রতিরোধ যখন শুরু হয়েছে, আর জর্মনরা ফালাসী পর্যন্ত যখন হটে এসেছে, তখনও মুসোলিনী ক্লারেত্তার সঙ্গে ডিভানে শুয়ে। শোলোকভের 'ধীরে বহে ডন' পড়ছেন। আশ্চর্য মানুষ, ইতালীর

সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় রক্তস্রোতের কথা একবারও মনে পড়ে না।

ভেরোনায় স্কাল্ৎজি কারাগারে মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে বন্দীরা প্লেটো পড়েছিলেন, মুসোলিনী ডন খিওট্-এর মুখে শুনেছিলেন। হঠাৎ একদিন প্লেটোর বই আনিয়ে নিলেন। কিন্তু ভাল লাগলো না। নীট্‌শে নিয়ে কিছুদিন কাটে। এমিল লড্ উইগ্-এর 'নেপোলিয়ন' কিন্তু আগের মতই ভাল লাগে। সেণ্ট হেলেনার বন্দী জীবন সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে।

একান্ত পার্শ্বচর এখন ফের্নান্দো মেজাৎসোমা, নিকোলা বোমবাচ্চি, উইদো বুফ্ফারিনি উইদে, পোভোলিনি, তাস্সিনারি আর কাউণ্ট সেরাফিনো মাৎজোলিনি।

ফের্নান্দো মেৎজাসোমার ওপর প্রচার বিভাগের ভার। উৎকট ফ্যাসিস্ট। নাতিদীর্ঘ মানুষটির চোখে পুরো লেন্সের চশমা। ক্ষয়া মুখশ্রী, নির্দয়তা কল্পনাতীত। তিনি গোয়েবলস্-এর অতি বড় সমর্থক। কাউণ্ট মাৎজোলিনি মুসোলিনীকে সর্বসময় ঘিরে রাখেন। রোগা শরীর। ইতালীর ফ্যাসিস্ট রিপাবলিকের পতনের পর ইনি পোর্তশি-তে নিজের ক্যাসেলে আত্মহত্যা করেন।

নিকোলা বোমবাচ্চি অসম্ভব চতুর। প্রিয়দর্শন। ছুঁচোলো দাড়ি ছিল তারিফ করবার। সবাই বিশ্বাস করেন শেষপর্যন্ত ঐন্দ্রজালিক কিছু ঘটবে, যাতে ফ্যাসিস্ট ও নাজি বাহিনীর সমগ্র পৃথিবী অধিকার করা সম্ভব হবে। মুসোলিনীর সেক্রেটারী তাস্সিনারি আর ফের্নানদো মেৎজাসোমা মুসোলিনীকে সর্বসময় চোখে চোখে রাখেন। রাত্রে ডিনারের পরও অনেক রাত পর্যন্ত এই দু'টি মানুষ সঙ্গ দান করেন। ভাটিকানের ওপর মুসোলিনী কোনদিন ক্রোধে ফেটে পড়েন। ইতালীর ফ্যাসিস্ট রিপাবলিক ভাটিকানের অনুমোদন পায় না। মুসোলিনী বলেন, আমি ইতালিয়ন ন্যাশনাল চার্চ তৈরি করবো। কিন্তু বার্লিনের চাপ

আসতেই মুসোলিনী সে ইচ্ছা গুটিয়ে নেন। স্বয়ং হিমলার বলে পাঠান, পাদ্রীদের ফাঁসিতে লটকানোর আমার অনেকদিনের ইচ্ছে, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাটিকানকে চটাতে চাই না।

নয়া ফ্যাসিস্ট পার্টিতেও শান্তি নেই। পোভোলিনি আর মেৎজাসোমা যতট ফ্যাসিস্ট তার চেয়ে তনেক বেশি মুসোলিনীর অনুগত। রোবের্তো ফারিনাচ্চি একজন উৎকট ফ্যাসিস্ট, জর্মন কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসভাজন। মুসোলিনী এই মানুষটিকে দেখতে পারেন না। মন্তব্য করেন, আমার অবর্তমানে ফারিনাচ্চি ইতালীর মালিক হতে চায়। ফারিনাচ্চি আবার মুসোলিনীর সমালোচনা করেন, পূর্বের মুসোলিনী আর নেই। ক্রমেই দুবল হয়ে পড়েছেন। জর্মনীকে তিনি আগের মত যোলআনা বিশ্বাস করেন না। ওদিকে মিলানে ফ্যাসিস্ট উপদল সৃষ্টি হয়েছে। পোভোলিনি উপদল নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করেন। ফ্রান্‌চেসকো বার্রাকু-র নেতৃত্বে এই উপদল মনে করে, মুসোলিনী শুধু জর্মনীর দিকেই তাকিয়ে-আছেন। ইতিহাসে তিনি কোথায় জায়গা পাবেন এই চিন্তাতেই অস্থির। মুসোলিনী কিন্তু নিরুপায়, জর্মন রাষ্ট্রদূত রাণ্‌-এর হস্তক্ষেপে ফ্রান্‌ চেসকো বার্রাকু-কে গ্রেপ্তার করা যায় না। ফ্যাসিস্ট পার্টিতে আরও একটা উপদল সৃষ্টি হয়েছিল। তারা আরও ভয়াবহ। রাষ্ট্রদূতকে তারা প্রস্তাব করে, মুসোলিনীকে সরিয়ে মারিয়া গ্রে-কে শাসন ক্ষমতায় বসানো উচিত। উগ্র এই নিও ফ্যাসিস্টদের প্রস্তাব কিন্তু গ্রাহ্য হয় না।

লিবারেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র আন্দোলন কিন্তু বন্ধ হয় না। ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েও কমিউনিস্ট এ্যাকশন স্কোয়াডের গেরিলা আক্রমণ রোধ করা যায় না। ভেবোনা কংগ্রেসের আগেই আটাশজন ফ্যাসিস্ট নেতা নিহত হয়েছেন। পোভোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট পার্টির মিলিশিয়া ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ে। জর্মন রাষ্ট্রদূত রাণ্‌ পোভোলিনিকে বলেন,

—আপনাদের ফ্যাসিস্ট পার্টি যে অঞ্চলে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় বলে দাবী করে, সেখানেও লিবারেশন ফ্রন্ট আপনাদের চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে।

পোলভোলিনি উইদো বুফ্ফারিনি-র ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে বলেন,

—স্বরাষ্ট্র বিভাগই মূলত দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্যে দায়ী। আর্মি বা ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া তাঁকে সাহায্য করবে শুধু।

পার্টি মিলিশিয়ার অন্যতম কর্ণধার রিচ্চি বলেন,

—বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের অসামরিক এক বিরাট অংশ এখন জর্মনীতে। আমার হাতে দেড় লাখ মিলিশিয়া থাকলেও তারা খুবই অনভিজ্ঞ। বয়সও তাদের পনের থেকে সতের-র মধ্যে।

মুসোলিনী ইতালীর মুক্তিফৌজ দমনের ভার পুরোপুরি সামরিক শক্তির হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দেন।

জর্মন রাষ্ট্রদূত রাণ্ সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করেছেন। মার্চের শেষে রিবেন্ট্রপ্‌কে ইতালীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শেষে জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতে আমার মনে হয় ফুয়েরার-এর সঙ্গে দুচে-র একবার দেখা হওয়া দরকার। ফুয়েরার রাজি হন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিনিও বিচলিত। স্তালিনের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে নাৎসী বাহিনী ইউক্রেনে নাজেহাল হচ্ছে। লাল ফৌজ রুমানিয়া ঢুকে পড়েছে। ক্রিমিয়ার মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে।

ক্লেস্‌হাইম্-এ বৈঠক শুরু হয় ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৪। অস্থির হিটলারকে আরও বিচলিত বলে মনে হয়। ডাঃ মোরেলের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রমাগত একটার পর একটা উত্তেজক পিল খেয়ে চলেছেন। প্রকৃত অবস্থা বিবৃত না করে মুসোলিনী আত্মপক্ষ সমর্থন করে চলেন,

—সাত মাস আগে নতুন করে শাসনভার গ্রহণ করার সময়

একটা চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাকে ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন করতে হয়।

সালো রিপাবলিক প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ শুরু করে। শত্রুপক্ষের ক্রমাগত প্রচার ইতালীর সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আমি উপলব্ধি করি। জর্মনরা ইতালীর মানুষকে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্যে রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, জর্মনীর কলেকারখানায় ইতালিয়ন শ্রমিক বর্ণনাতীত অত্যাচার সহ্য করেছে। শত্রুপক্ষের এই প্রচার ইতালীর সাধারণ মানুষের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই মিথ্যা প্রচারের জবাবে আমাদের পাল্টা প্রচার চালানো দরকার। ইতালী ও জর্মনী যে একসূত্রে গাঁথা একথা প্রতিটি ইতালীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুদ্ধে হেরে যাবে, রাশিয়া শীতের আগেই ধরাশায়ী হবে—এ ধরনের বিশ্বাস মানুষের মনে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি। কমিউনিস্ট সন্ত্রাস ও শ্রমিক ধর্মঘট সম্পর্কে অযথা বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কয়েক মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে দু'লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট খুব বড় কথা নয়। তবে কোন জায়গাতেই ধর্মঘট এক সপ্তাহের বেশি টিকতে পারেনি। খাদ্য সরবরাহ একটা সমস্যা। উপযুক্ত যানবাহনই তার বড় কারণ। আমি এক হাজার লরী অবিলম্বেই ইতালীতে পাঠাতে অনুরোধ করি। রাইখ মার্শাল গোয়েরিং বিমানধ্বংসী কামান বাহিনীতে আরও লোক চেয়েছেন, কেসেলিঙ্ ৬২,০০০ ইতালিয়ন নতুন সেনা চেয়েছেন। এসব আমি দেবো।

মুসোলিনী তারপর জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীকে বলতে অনুরোধ করেন। ফুয়েরার-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রাৎসিয়ানী একটু দ্বিধা নিয়ে বলতে শুরু করেন,

—সেনাবাহিনী আমাদের নতুন করে গড়তে হয়েছে। প্রথম

দিকে সেনাদল ছেড়ে পালিয়ে মুক্তি ফৌজদের সঙ্গে যোগ দেবার ঘটনা ঘটতে থাকে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পরিবর্তে সরাসরি গুলি করে মারার নিয়ম চালু করবার পর দলত্যাগীদের সংখ্যা কমে আসে। এখন দলভুক্তির পর ষাট থেকে সত্তর ভাগ সেনা টিকে যাচ্ছে। শুধু শত্রুপক্ষ নয়, কমিউনিস্টরাও প্রচার করছে, জর্মনী যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ে ও জঙ্গলে কমিউনিস্টরা শক্ত ঘাটি তৈরি করেছে। গ্রামাঞ্চল ছাড়াও শহরেও তারা নিয়মিত ইস্তাহার ও প্রচারপুস্তিকা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। জর্মন জেনারেল ভোল্ফ্-এর সহযোগীতায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান ক্রমেই জয়লাভ করছে। দশ থেকে বারো ব্যাটেলিয়ন সেনা এখন লিবারেশন ফ্রন্টকে ঘায়েল করবার দায়িত্ব বহন করছে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার, লিবারেশন ফ্রন্ট শত্রুপক্ষের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। এই কারণে তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। এখন লিবারেশন ফ্রন্টে মোটামুটি ষাট হাজার বিপ্লবী কাজ করছে বলে আমার মনে হয়। পিয়েদ্-মণ্ড্ এলাকা তাদের শক্ত ঘাটি। জেনারেল ভোল্ফ্ ঐ অঞ্চলের সামরিক বয়সের পুরুষদের সরিয়ে দেওয়াতে অনেক সুফল পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমি এপেন্নিনিস অঞ্চল সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে করি। কারণ, ওখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে চারটে প্রধান সড়কের প্রবেশপথ। আমি পারমা-তে বারো হাজার ফৌজ নামানোর ব্যবস্থা করেছি। ফ্যাসিস্ট পার্টির তিন হাজার মিলিশিয়ার সঙ্গে আর্মির ন'হাজার সেনা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে।

গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিটলার এই সভায় সম্পূর্ণ নীরব। অধিবেশনের মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক জরুরী মন্ত্রণাসভায় যোগ দিতে যান। বিকেলের আগে তিনি আর ফিরলেন না।

ইতালিয়ন টিমের সঙ্গে কাইটেল লাঞ্চে যোগ দেন। মুসোলিনী বিরক্ত বোধ করেন।

বিকেলের বৈঠকে হিটলার মুসোলিনীকে জানান,

—গত সাত মাস নানারকম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আপনি কাজ করছেন, আমিও খুব অনুকূল পরিস্থিতিতে নেই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এখন আমরাই একমাত্র লড়াই করছি। নর্মাণ্ডিতে আমাদের একটা রণাঙ্গন রয়েছে। পুরো ইতালীকে দেখতে হচ্ছে আমাদের। তা'ছাড়া চারটে ডিভিশন হাঙ্গেরীতে রাখতে হয়েছে। গত দু'তিন বছরে ১৩৫টি নতুন জর্মন ডিভিশন তৈরি করতে বাধ্য হয়েছি। আমরাও শক্তি ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছি। ইতালীতে হঠাৎ রাজার আবির্ভাব ও বোদোল্লো সরকারের সামনে আমরা বিরাট দায়িত্বের মধ্যে পড়ি। ইতালী ছেড়ে চলে আসা অথবা জর্মন আর্মিতে গোটা ইতালী ছেয়ে ফেলা ছাড়া পথ ছিল না। ইতালীর কাছে আমি আরও শ্রমিক চাই। কলে কারখানায় আমার আরও লোক দরকার। তাতে জর্মন শ্রমিকদের আমি সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে ফ্রণ্টে পাঠাতে পারি। ইতালীর জনসাধারণকে আমি বিশ্বাস করি না। ইতালীর মানুষ ভীরু, যুদ্ধে বিমুখ। তারা 'ইণ্টার ন্যাশনাল' সঙ্গীতপ্রিয়। জর্মন ও ইতালিয়ন শ্রমিকে কোন পার্থক্য নেই, তবু নানারকম অপ্রীতির ঘটনা ঘটছে। লিন্‌জ্‌-এ দু'পক্ষে গুলি চালাচালিও হয়েছে। জর্মনীতে ইতালিয়ন শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ কমিউনিস্ট কাজ করছে। এখন দেখছি, ফ্রান্সে আমরা অনেক ভাল ব্যবহার পেয়েছি। আমার নির্দেশ, সমস্ত জর্মন রাইফেল ফ্রণ্টে যাবে। কিন্তু নতুন করে ইতালীকে অস্ত্র দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি একথা বার বার বলি, এ্যালপাইন রোড মুক্ত রাখতে হবেই। এপেন্‌নিনিস-এর পথ কমিউনিস্ট গেরিলারা কেটে দেবার চেষ্টা করবে। ইতালীর সামরিক প্রধান ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটার

তাৎপর্য উপলব্ধি করুন। নেতুন্নো ব্রীজ-হেড শত্রুপক্ষ যে কোন সময় আক্রমণ করবে বলে আমার সন্দেহ হয়। রণাঙ্গনের পেছনে কোন সঙ্কট রেখে আসা বিপজ্জনক। আমার প্রিয় ছুচে আবার তাঁর পূর্বের শক্তি ফিরে পেয়েছেন দেখে আমি আনন্দিত। মার্শাল বোদোল্ল্যো প্রচার করেছিলেন, মুসোলিনী হু'মাসের বেশি বাঁচবেন না। তিনি গুরুতর ক্যান্সার বোগে কাতর। ডাঃ মোরেলের কাছে আমি জেনেছি, গোটাটাই মার্শাল বোদোল্ল্যোর মিথ্যা প্রচার।

বৈঠকের পরদিন মুসোলিনী গ্রাফেনভোর ক্যাম্প দর্শন করলেন। এখানে ইতালীয়ন শিক্ষার্থীরা জর্মন এস্ এস্ কায়দায় উচ্চতর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করছেন। শিক্ষা সমাপ্তপ্রায়। ছশো সামরিক অফিসার ও বারো হাজার দক্ষ সেনা নিয়ে মুসোলিনীর এই সান-মার্কো ডিভিশন। গ্রাফেনভোর ক্যাম্পে ইতালিয়ন এই সামরিক শিক্ষার্থীরা মুসোলিনীকে মুগ্ধ করে।

ঝিমিয়ে পড়া মানুষটি আবার জ্বলে ওঠেন। ফিরে এসে ফ্যাসিস্ট পার্টির বৈঠকে মুসোলিনী ঘোষণা করেন,

—যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে চলেছি। জর্মন শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণে শীঘ্রই অবস্থার আশ্চর্যরকম পরিবর্তন হবে।

ফের্নান্দো মেৎজাসোমা মুসোলিনীর একান্ত বিশ্বাসভাজন। মুসোলিনীর এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

—অলীক কল্পনা, সুন্দর ভাবরাজ্যে ও স্বপ্নেগড়া আশ্চর্য এক পৃথিবীতে মুসোলিনী আছন্ন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কল্পনায় গড়া মিথ্যে পৃথিবীতে তিনি ভেসে চলেছেন। তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, চূড়ান্ত হতাশার কোনটার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন যোগ নেই। কথাবার্তায় মনে হয় মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, কার্যক্ষেত্রে তিনি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেন। কেতাবী সুন্দর কথায় তিনি শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন, সেই মুহূর্তে সে কথা বিশ্বাসও করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অন্য মানুষ। এক কথা থেকে অন্য কথায়, যোগসূত্রহীন ক্লান্তিকর স্মৃতিচিত্রণে ডুবে যান।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হিটলার ফিল্ড মার্শাল কেসেলিঙ্-কে নির্দেশ পাঠালেন, আর্মি গ্রুপ 'সি' মধ্যইতালী বাঁচানোর চেষ্টা করবে। নিগুরিয়া ও আরদিয়াতিক্ কোনক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ সম্পূর্ণ হাতে রাখতে হবে। এপিন্নিনিস অঞ্চল শক্তি সংহত করে পো উপত্যকায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ জোরদার করতে হবে। এইভাবে বল্কানের পশ্চিম দিক আটকে রাখতে হবেই।

৪ঠা জুন বিকেলে রোমের পতন হয়। মুসোলিনীর খুব একটা

ভাবান্তর হয় না। রোম যেন খরচের খাতায় ছিল। সেপ্টেম্বর থেকে রোম জর্মন সামরিক শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রিপাবলিকের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। অনেকে আশঙ্কা করছেন, কেসেলিঙ্ শেষ-পর্যন্ত বড় রকমের যুদ্ধে এখানে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি উত্তর ইতালী ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় অনেক বেশি আগ্রহী। রোমের পতন গোটা ইতালীর মানুষের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামরিক বাহিনীতে নিদারুণ হতাশার সঞ্চার হয়।

মুসোলিনী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

—এই বছরেই রোম আমরা আবার দখল করবো। শত্রুপক্ষকে আমরা চরম আঘাত হানবো।

পার্টি সেক্রেটারী পোভোলিনি রোম পতনের পর ফ্লোরেন্স রওনা হয়ে যান। আঠারোই জুন মুসোলিনীকে পত্রে জানালেন,

—জর্মনদের মতিগতি আমি বুঝতে পাচ্ছি না। জর্মনরা তাসক্যানি রাখতে চায় কী না বোঝা মুস্কিল!

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষ বল্‌সেনা পর্যন্ত এগিয়েছে। গ্রস্‌সেত্‌তো ও সাইনা অঞ্চল লিবারেশন ফ্রন্টের অধিকারে চলে গেছে। বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা তৈরি হয়েছে। ফ্যাসিস্ট পার্টিতে উপদল ক্রমেই কেন্দ্রীয় পবিষদের সঙ্গে অসহযোগী-তায় নেমেছে। মধ্যইতালীর ছয়টা প্রদেশে ফ্যাসিস্ট শাসন পুরোপুরি বহাল থাকলেও এলবা শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার পর গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেয়। ইতালিয়ন গ্যারিসন আত্ম-সমর্পণের পর সরাসরি ফ্যাসিস্ট বিবোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

মুসোলিনী এ্যাকশন স্কোয়াডকে অবস্থা আয়ত্তে আনতে আদেশ দেন। ফাঁসিতে লটকানো শুরু হ'ল গ্রামে গ্রামে কিন্তু নিরীহ সাধারণ মানুষই শুধু প্রাণ হারায়; অবস্থাব কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যায় না।

ফার্নান্‌দো মেৎজাসোমা মুসোলিনী সম্পর্কে লিখছেন:

"বাস্তব জীবনের সঙ্গে মুসোলিনীর সম্পর্ক হয়ে এসেছিল অতি ক্ষীণ। তিনি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কতটা আকর্ষণীয়ভাবে রাজনৈতিক পাদপ্রদীপের সামনে জায়গা পাবেন, এই চিন্তাতেই অস্থির। তিনি একজন পিতা, দেশের একজন মানুষ, অনেকের বন্ধু—এই স্বাভাবিক বোধটুকুও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ফ্যাসিজমও সেখানে মিথ্যে হয়ে গেছে। ভবিষ্যত ইতিহাস তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ইতিহাসে তিনি কোথায়, কী ভাবে জায়গা পাবেন এই চিন্তায় অস্থির। এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।"

ক্ষমতা দখলের পর কী ভাবে তিনি শক্তি সংহত করবার তাগিদে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার পথে চলেছিলেন, সেই বিগত জীবনের অন্ধকার দিন-পঞ্জিকা মাঝে মাঝে খুলে বসতেন। কলঙ্কময় সেই রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে কতটা রক্তিম করে তুলবে, এই দুর্ভাবনায় মনগড়া অজুহাতের আশ্রয় নিতেন। স্মৃতি মন্থন করে বহু অপরাধের মধ্যে একটি মরামুখ তাঁকে সবচেয়ে বিচলিত করে। দশই জুন, ১৯২৪ সালে সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি জানেন, ইতালীর, এই জনপ্রিয় বিশিষ্ট নেতা নিহত হবার পেছনে যে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল, দেশবাসী সে কথা কোনদিনই ভুলবে না। পূর্বেও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। চরমপন্থী ফ্যাসিস্টদের হাতে মাত্তেওত্তি নিহত হবার কাহিনী ঘোষণা করে নিজে কলঙ্কমুক্ত হতে চেয়েছেন। ইদানীং তিনি বহু পুরাতন সেই ইতিহাস টেনে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন।

ভেরোনায় গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিদ্রোহী সভ্যদের বিচার-প্রহসন ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্যে তিনি এতটুকু চিন্তিত নন। মনে করেন, সে সব দায়িত্ব ফুয়েরার-এর। রিবেনট্রপ্-ই কাউণ্ট চিয়ানোকে হত্যা করবার জন্যে দায়ী। মাত্তেওত্তির কথা তিনি বার বার

তুলতেন। প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, তিনি কিছুই জানতেন না। কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, দশই জুন তারিখটাই অশুভ। মাত্তেওত্তি ঐ দিন নিহত হয়, ইতালী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দশই জুন।

মুসোলিনী বিকারগ্রস্ত রোগীর মত চীৎকার করেন,

—আমি মাত্তেওত্তিকে মারিনি। মাত্তেওত্তি-র স্ত্রী ও সন্তানেরা একথা বিশ্বাস করে না। তাদেরকে আমি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছি। আমি যদি প্রকৃত অপরাধী হ'তাম, এ সাহায্য তারা নিশ্চয়ই নিত না।

মুসোলিনী নিজেই প্রশ্ন তোলেন। উত্তরও নিজেই দেন। অপ্রাসঙ্গিক নানা আলোচনার মধ্যে তিনি সর্বসময়ই প্রতিপন্ন করতে চান তিনি মহান। কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করেনি জীবনে। এক অদ্ভুত ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজেই বলে চলেন,

—হিটলার অধিকৃত ফ্রান্সে গেস্টাপোর হাতে ইতালীর ফ্যাসি-বিরোধী অনেক নেতা ধরা পড়েন। কিন্তু আমি হিটলারের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। ব্রুনো বুয়োজ্জি আর পিয়াত্রো নেন্নি-কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে একমাত্র আমিই রক্ষা করেছি। জর্মনরা পিয়েত্রো নেন্নিকে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিল। হিটলারের সঙ্গে আমার তিক্ত পত্র বিনিময় হয়। হিটলার শেষপর্যন্ত নেন্নি-কে আমার হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হন। তবে ইতালীতে এনে তাঁকে হত্যা করতেই হবে। আমি কী করেছি? ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে আমাদের হাতে নেন্নি-কে যখন দেওয়া হয়, আমি তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে দিইনি। নেন্নি-কে অন্তরীণ রেখেছি শুধু। পিয়েত্রো নেন্নি-কে হিটলার বলেছে, মস্কোর চর। হিমলার দলিলও কিছু সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁকে ইতালীতে হত্যা করা হবে, হিটলার এই সর্তে পিয়েত্রো নেন্নি-কে ফিরিয়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু নেন্নি-কে কী আমি হত্যা করেছি? নেন্নি-র জন্যে জর্মনীর সঙ্গে

আমার কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি-কে আমি হত্যা করিনি। জোভান্নি মারিনেল্লির নেতৃত্বে উগ্র ফ্যাসিস্টরা এ কাজ আমার অজ্ঞাতেই করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাত্তেওত্তিকে হত্যা করবার ইচ্ছা কারো ছিল না। ফ্যাসিস্ট উগ্রপন্থীদের হাতে তিনি আহত হন সত্যি, কিন্তু হৃদ্‌রোগেই তিনি মারা যান।

সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি হত্যাকাণ্ডের রহস্য মুসোলিনী রহস্যই রাখতে চান। নির্ভরযোগ্য মহল মনে করেন আলবিনো ভল্‌পি নামে অতি উগ্র ফ্যাসিস্ট চর মাত্তেওত্তিকে হত্যা করে। ক্যাবিনেটে দু'জন সোশিয়ালিস্টকে স্থান দেবার কথা ঘোষণা করলেও মুসোলিনী মাত্তেওত্তিকে সরিয়ে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মুসোলিনীব অসংযম স্ত্রী রাকেলেকে অস্থির করে তুলেছিল। নতুন করে ক্লারেত্তা পেতাচ্চি যেন মুসোলিনীকে গ্রাস করেছে। খোদ বার্লিন মুসোলিনীর সঙ্গে এই রমণীর সম্পর্ক ভাল চোখে দেখেনি। সর্বদা গেস্টাপো ক্লাবেত্তা পেতাচ্চিকে চোখে চোখে রাখে। প্রতি সপ্তাহে মেজর ফ্রাৎজ স্পোগলের ভিয়েনা গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট পাঠান। ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে হিমলার বৃটিশ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতেন।

ভিত্তোরিয়েলিতে ক্লারেত্তা পেতাচ্চির কাছে মুসোলিনী চোরের মত আসতেন। অনেকের চোখ এড়ানো সম্ভব, কিন্তু জর্মন গেস্টাপোর দৃষ্টি এড়ানো কঠিন।

রাকেলে সব জানেন। ইদানীং সহ্যের সীমা তিনিও অতিক্রম করতে চলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদেকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ক্লারেত্তা পেতাচ্চির সঙ্গে হেস্তনেস্ত করতে আসেন।

রাকেলে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। দস্তুরমত কাঁপছিলেন। কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করতে হয়। ক্লারেত্তা এলেন। পরনে ড্রেসিং গাউন। সোফার হাতলে বসে ড্রেসিং গাউনের ফিতে আঙুলে জড়াচ্ছিলেন।

রাকেলে বলেন,

—আমার স্বামীকে আপনি ছেড়ে দিন!

ক্লারেত্তা নীরব। বিচিত্রবর্ণের ড্রেসিং গাউনের সূচের কাজ দেখতে অতিশয় মনোযোগী হয়ে পড়েন।

—আপনি আমার জীবন থেকে সরে যান!

ক্লারেত্তার কণ্ঠে কোন কথা নেই।

রাকেলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। একরকম ছুটে এসে ক্লারেত্তার ড্রেসিং গাউন চেপে ধরেন। ক্ষোভে, দুঃখে আর অপমানে ভেঙ্গে পড়েন।

ক্লারেত্তা কিন্তু আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত। মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষের দিকে ডাক্তার যে ভাবে ফিরে তাকান, ক্লারেত্তার চোখেও যেন সেই দৃষ্টি।

—আপনি গার্এ্যানো ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

ক্লারেত্তা সুরেলা কণ্ঠে বলেন,

—তুচে আপনাকে ভালবাসেন। আপনাব বিরুদ্ধে কোনদিন আমি কিছু বলিনি।

রাকেলে থেমে যান। চিত্রার্পিতের মত এই আশ্চর্য মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ক্লারেত্তা বলেন,

—তুচের চিঠি আমি কাল পেয়েছি। এই চিঠি থেকে আপনি সবই জানতে পাবেন। আপনার পথ আমি আটকাইনি।

ক্লারেত্তা টাইপ করা একটি চিঠি রাকেলের দিকে তুলে ধরেন। রাকেলের চোখেমুখে কঠিন এক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে,

—টাইপ করা চিঠি আমি দেখতে চাই না। সে জন্যে আমি আসিনি।

—আপনি কী জন্যে এসেছেন?

ক্লারেত্তার আশ্চর্য অনুত্তেজিত কণ্ঠ।

—আপনি আমার সর্বস্বান্ত করেছেন। আপনার মত সুযোগ-সন্ধানী ইতর শ্রেণীর নারী আমার স্বামীকে রসাতলে নিয়ে চলেছে। আপনি···আপনি···

ক্লারেত্তা সোফার হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়ান,

—আপনি নাটক করতে এসেছেন! যদি এভাবে কথা বলেন, আমি দুচে-কে ডাকতে বাধ্য হবো।

রাকেলের জবাবের অপেক্ষা না করেই ক্লারেত্তা রিসিভার হাতে তুলে নেন। পরমুহূর্তে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য রাকেলে ছুটে এসে রিসিভার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন,

—আপনি আজ দেশে সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র। শুধু মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ঘৃণা করে না, ফ্যাসিস্ট মহলে আপনাকে সবাই নীচু শ্রেণীর ভ্রষ্টা চরিত্রের অদ্ভুত এক জীব বলে জানে। সমস্ত সর্বনাশের মূলে আজ আপনি। দেশকে রিক্ত করেছেন, আমাকে নিঃস্ব করছেন। কিন্তু আর নয়। অভিশাপ থেকে আমি সব কিছু মুক্ত করবো। আপনাব মত নির্লজ্জ বেহায়া স্ত্রীলোক ·

রাকেলে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। অনর্গল একটানা বলে চলেন। কখনও ড্রেসিং গাউন চেপে ধরে, কখনও ভাবাবেগে নিজের শরীর চাপড়ে চাপড়ে সে এক অদ্ভুত পরিস্থির সৃষ্টি করেন।

হঠাৎ বুফ্‌ফারিনি উইদে ছুটে আসেন। ক্ষমতালোভী চতুর এই মানুষটি ক্লারেত্তার অন্যতম বিশ্বাসভাজন। ক্লারেত্তার অনুগ্রহেই একটার পর একটা উচ্চপদ তিনি আজ অধিকার করেছেন।

রাকেলের হাত থেকে ক্লারেত্তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোফায় এনে বসান। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

—ক্লারেত্তা জ্ঞান হারিয়েছেন। আপনি একটু থামুন।

মেজর স্পোগলের্ এই সময় এসে ঘরে ঢোকেন। বললেন,

—ঘাবড়াবার কারণ নেই। উত্তেজিত হলে ইদানীং ইনি অজ্ঞান হয়ে যান। আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।

মেজর স্পোগলের পরক্ষণেই স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে আসেন। বুফ্‌ফারিনি উইদে ক্লারেত্তার নাকের কাছে নীল শিশি ধরে ঘামতে থাকেন।

রাকেলে আর অপেক্ষা করেন না। পরাজয়, অপমান ও আত্মগ্লানিতে তছনছ হতে হতে ভিল্লা ভিত্তোরিয়েলি ছেড়ে চলে আসেন।

মুসোলিনী সমস্ত কিছুই জেনেছেন। কিন্তু ব্যবহারে তাঁর মনোভাব বোঝা মুস্কিল। এইটাই তাঁর বিলাস। এখানেও তিনি নিজেকে অদ্বিতীয় প্রমাণ করে আনন্দ পান। রাকেলে স্ত্রীর পুরোপুরি মর্যাদা কোনদিন পাননি। ক্লারেত্তা পেতাচ্চিব প্রতি তাঁর গভীর প্রেমেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আত্মপ্রেম ও আত্মপরায়ণতায় অধীর এই মানুষটি নিজেব পছন্দমত শুধু ব্যবহারই করেছেন। মানসিক রোগগ্রস্ত, অবাধ্য একটা জৈবিক ক্ষুধা এক নারীদেহ থেকে অন্য দেহে পাশব আনন্দের চাঞ্চল্য নিয়ে ফিরেছে। যৌবনে পতিতালয় থেকে তিনি পেয়েছিলেন সিফিলিস। বোবের্তো ফারিনাচ্চি হিমলারকে বলেছিলেন, রোগটি মুসোলিনী পুবোপুরি কোনদিনই সারাননি। হয়তো এটাও তাঁর এক আনন্দ।

প্রেম নয়, এক অসুস্থ ক্ষুধা মানুষটির প্রথম থেকেই। গুয়েলতিয়েরি থাকাকালীন এক সৈনিকের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। মহিলাকে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। প্রেমের চেয়ে আদিম আনন্দসুখে চরিতার্থ মানুষটি নিজেই স্বীকার করেন, 'আমাদের প্রেম ছিল বন্য ও নির্দয়'। একদিন ছুরিই বসিয়ে দিয়েছিলেন অনেকখানি।

বিগত জীবনের অবাধ্য যৌবন নিয়ে ভয়াবহ প্রমত্ততার কাহিনী তিনি বর্ণনা করে আনন্দ পেতেন। "গুণ্ডাপ্রকৃতির উশৃঙ্খল সাথীদের

নিয়ে নাচঘর আক্রমণ করতেন। মেয়েদের সর্বনাশ করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুসোলিনীর পরিশোধিত স্মৃতিচিত্রণে উল্লেখ নেই, কিন্তু আত্মস্মৃতির পহেলা সংস্করণে অত্যাশ্চর্য পৌরুষের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ভার্জিনিয়া নামে একটি মেয়েকে প্রথম তিনি আক্রমণ করেন, যিনি বেশ্যা ছিলেন না। মুসোলিনী লিখছেন :

"মেয়েটি গরীব, কিন্তু ঠাটঠমক সুন্দর। দেখতেও মন্দ নয়। একদিন তাকে আমি সিঁড়িতে নিয়ে গেলাম। দরজার পেছনে মেঝেতে নিয়ে ফেললাম। মেয়েটা কাঁদছিল। আমাকে অপমান করছিল। আমি নাকি তার শ্লীলতাহানি করেছি। হয়তো করেছিলাম। কিন্তু শ্লীলতা জিনিসটা আবার কী?"

ভার্জিনিয়ার কান্নার কারণ মুসোলিনী কোনদিনই বুঝতে পারেননি।

দিন অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষমতা যত বেড়েছে অসুস্থ চরিত্রটি আরও অবাধ্য হয়েছে। যৌবনে তবু কিছুটা পছন্দ অপছন্দ ছিল, কিন্তু ক্রমে সে রুচিও তাঁর নষ্ট হয়। যে নারীর দেহে উগ্র সেণ্টের গন্ধ, মুসোলিনী তাঁকেই পছন্দ করেন। নিজের আনন্দের জন্যে যখন যতটুকু দরকার। বিবাহিত বা কুমারী, ফ্যাসিস্ট কর্মীদের স্ত্রী, কাউণ্টেস, ঝি, অভিনেত্রী সবারই সেখানে একদর।

ফ্যাসিস্ট প্রেস অতিশয় সক্রিয়। ইতালীর জনসাধারণ এই অদ্বিতীয় জননায়কের চরিত্রের অন্ধগলির খোঁজ রাখে না। বিদেশী প্রেসে অবশ্য এ নিয়ে রসালো সচিত্র ফিচার, একশ্রেণীর পাঠক ক্ষুধার আগ্রহে গেলে।

ইদা দাল্‌সার নামে মানসিক রোগগ্রস্ত এক রমণীকে নিয়ে কেচ্ছা চলে অনেকদিন। বিকলাঙ্গ শিশুও একটা ভূমিষ্ঠ হয়। ইদা দাল্‌সার নিজেকে মুসোলিনীর স্ত্রী বলে দাবী করতেন। শেষ-পর্যন্ত মহিলাকে উন্মাদআশ্রমে পাঠানো হয়। ইদা ছেলে কোলে

নিয়ে মুসোলিনীর মিলানের বাড়িতে এসে উদ্যত পিস্তল হাতে চীৎকার করতেন, সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো।

মুসোলিনী বেরিয়ে আসেননি। ইদাকেই বার করে দেওয়া হয়। ইদা পরে ভেনিসের মানসিক হাসপাতালে মারা যান।

ফরাসী অভিনেত্রী মাগ্দা কোরাব্যেফ প্যারী থেকে রোম সফরে এসেছিলেন। ফঁ তাঁজ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর আর ফেরা হয় না। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমন পর্যায়ে ওঠে, ফরাসী দূতাবাস শেষপর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বিকৃত ক্ষুধার আকর্ষণে মাগ্দা কোরাব্যেফ তখন উন্মত্তপ্রায়। প্রথমে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁর গুলিতে আহত হন। মাগ্দা কোরাব্যেফ-এর অভিযোগ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রেম থেকে রাষ্ট্রদূত তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। কোরা-ব্যেফ গ্রেপ্তার হন। প্রায় তিনশো ফটোগ্রাফ তাঁর হোটেল কামরা থেকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীকালে ফরাসী সরকার কোরা-ব্যেফকে ফ্যাসিস্ট গুপ্তচর হিসাবে গ্রেপ্তার করেন। শেষপর্যন্ত মাগ্দা কোরাব্যেফ জেনিভায় আত্মহত্যা করেছেন।

ক্লারেত্তা পেতাচ্চির সঙ্গে মুসোলিনীর দেখা নাটকীয় ভাবে। আবিসিনিয়া বিজয়ের পর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তিনি অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক। ফ্যাসিজম তখন পুরোপুরি ইতালীকে গ্রাস করেছে। মুসোলিনীকে দেখবার জন্যেই পালাৎসো ভেনেৎসিয়ার প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে।

ক্লারেত্তার সঙ্গে তাঁর রাস্তায় দেখা। উল্টো দিক থেকে মুসোলিনী আসছিলেন। সুরেলা, উত্তেজিত ক্লারেত্তা পেতাচ্চির চীৎকার শুনে ফিরে তাকান। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ।

দীঘল গড়ন। সবুজ চোখ। কালো একমাথা চুল। উদ্ভিন্ন যৌবনা অতি সুন্দর দেহশ্রী মুসোলিনীকে মুগ্ধ করে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন মুসোলিনী।

দীর্ঘদিন পার হয়ে গেছে তারপর। মুসোলিনীর কৌতূহল আজও মেটেনি। অনেকেই তাঁর জীবনে এসেছেন। কিন্তু ক্লারেত্তার মর্যাদা কেউ পাননি। ক্লারেত্তার স্বামী ছিলেন বিমান-বহরের লেফটেনাণ্ট। হাঙ্গেরীতে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। চেষ্টা করেছেন অনেকেই। মুখ কিছু বলেননি। কাউণ্ট চিয়ানো এক সময় ক্লারেত্তা পেতাচ্চির হাত থেকে মুসোলিনীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। কাউণ্ট চিয়ানোকে গুলি করে হত্যা করায় সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন রিবেনট্রপ্। তারপরেই হয়তো ক্লারেত্তা পেতাচ্চির নাম করা যেতে পারে।

ক্লারেত্তা এখন প্রৌঢ়া। ভগ্নস্বাস্থ্য মুসোলিনীকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। তবু কী দুরন্ত আকর্ষণ। পালিয়ে পালিয়ে আজও আসেন। কখনও ঝগড়া করেন। কখনও মারেন। তারপর গভীর প্রেমে ডুবে যান। সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। উৎকোচ, পদমর্যাদা, নিজের স্বার্থ চরিতার্থে বুফ্‌ফারিনি-র মত কিছু স্তাবকবৃন্দ ছাড়া ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে কেউ পছন্দ করেন না। ফ্যাসিস্ট পার্টিও চটা। জর্মন গেস্টাপো ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি মনে করেন, কমিউনিস্টরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করবে।

চব্বিশে জুন লুক্কার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। সামরিক পুলিশ বাহিনী বন্দীদের মুক্ত করে আত্মগোপন করে। ফ্লোরেন্সে ফ্যাসি-বিরোধী দল প্রায় শহর দখল করে বসেছে। মিত্রশক্তি বড় রকমের সংঘর্ষের আগেই ফ্লোরেন্স দখল করে। মুসোলিনী বলেন, আমরা এবার তুরিন-এ শক্তি সংহত করবো।

সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও হতাশায় ফ্যাসিস্ট পার্টি নাজেহাল হতে থাকে। জর্মন ফৌজ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। পো উপত্যকা পর্যন্ত তারা গুটিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রোম হাতছাড়া হওয়ায় ফ্যাসিস্ট পার্টির অবশিষ্ট নৈতিক বল ফুরিয়ে এসেছিল। নর্মাণ্ডিতে শত্রুপক্ষের অবতরণ আরও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। পূর্ব রণাঙ্গনেও অবস্থা বড় সঙ্গীন। স্তালিন ফিনল্যাণ্ডের দিকে সামরিক অভিযান শুরু করেছেন। মুসোলিনী হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলেন। মধ্যইতালীর শানর চারটি পৃথক কমাণ্ডে ভাগ করলেন—এমিলিয়া, রোমাগ্‌নো, ভেনেতো লিগুরিয়া ও পিয়েদ্-মণ্ড্। কিন্তু লিবারেশন ফ্রণ্টের তীব্র প্রতিরোধসংগ্রাম গার্গ্‌নো শাসনব্যবস্থা অচল করে দেয়। এ্যালপাইন পাস বিপন্ন হয়ে ওঠে। তুরিন জর্মনদের অন্যতম আকষণ। শিল্পাঞ্চল ও কাঁচামালের তাগিদে জর্মনরা এখানে অন্য অঞ্চল অরক্ষিত রেখেও সরে আসে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ্যাল-পাইন পাস। স্বয়ং হিটলার ট্রুপস্ মুভমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ এই পথ সর্বসময়ই মুক্ত রাখতে বলেছেন। ইতালিয়ন আর্মি না পাওয়ায় জেনারেল মিশ্‌চি পারমা-তে সদরদপ্তর সরিয়ে আনেন। ইতালিয়ন গেরিলাদের পর্যুদস্ত করবার অভিযানে তিনি হিংস্র জর্মন ট্রুপস্ গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দেন। জেনারেল মিশ্‌চি যোগ্য ব্যক্তি। বল্কানে

এই কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন। বোদোল্লো সরকারের পতনের পর তিনি রোম মিলিটারী পুলিশের ছিলেন অধিকর্তা। কমিউনিস্ট ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমনের বিরুদ্ধে বাছাইকরা নির্দয় এস্ এস্ সেনা নিয়ে 'কগো' বা কাউন্টার-গেরিলা ব্রিগেড গ্রামাঞ্চল জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। সামরিক বয়সের নিরীহ মানুষকে ফাঁসিতে লটকানো শুরু হয়। শিশুহত্যা ও নারী ধর্ষণের ভয়াবহ নাজি অভিযান চলতে থাকে রাত্রিদিন।

পঁচিশে জুন মুসোলিনী গ্রাৎসিয়ানী-কে বলেন,

—আমাদের ব্ল্যাক-ব্রিগেড মুক্তিবাহিনী দমন করবার কাজে জর্মন ট্রুপসের সঙ্গে থাকবে।

গ্রাৎসিয়ানী তাঁর অনেক বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন। বেশ একটু উত্তেজিতভাবে বলেন,

—আপনার আদেশ আমি আজই কার্যকরী করবো। কিন্তু আমার কিছু কথা আছে।

—বলুন।

—অবস্থা খারাপের দিকে অনেক আগেই গেছে, কিন্তু নর্মাণ্ডিতে শত্রুপক্ষের অবতরণ সেনাবাহিনীর নৈতিক বল ভেঙ্গে দিয়েছে। ইতালীর সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না জর্মনরা যুদ্ধে জয়ী হবে। জর্মনীর গোপন অস্ত্র আজ সামরিক বাহিনীতেও হাসির খোরাক। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ অবস্থা আরও অচল করে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি পোভোলিনি, উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদে, আর রিচ্চি ফ্যাসিস্ট পার্টিকে দুর্বলই করেছেন। এক একজন বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, এমন সমালোচনা সর্বত্র হচ্ছে। আপনি গ্রেপ্তার হবার পর বোদোল্লো সরকারকে আর্মি খোলামনে গ্রহণ করেনি আমি জানি, কিন্তু আপনি আবার ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন করার পর পুরোপুরি জর্মন অধীনে আমাদের মহান সেনাবাহিনী চলে

শাওয়ায় সাধারণ সেনাদের মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অধিকৃত দেশে জর্মন ফৌজ যে মনোভাব ও উশৃঙ্খলতা নিয়ে চলে, ইতালীতেও তাই হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, জর্মনীতে শ্রমিক রপ্তানি। জনগণ কমিউনিস্টদের ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছে। জর্মনীতে ক্রীতদাসের জীবনের চেয়ে ইতালীর জঙ্গলের অনিশ্চিত জীবন তাদের কাছে প্রিয়। গোয়েরিং-সাকেল পরিকল্পনা ইতালীর জনমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এই মুহূর্তে জনমতই আমাদের একমাত্র ভরসা। ইতালীর জনগণের মানসিক এই প্রতিক্রিয়া আজ ভেবে দেখা দরকার। তাই আমি মনে করি, অবিলম্বেই গোয়েরিং-সাকেল পরিকল্পনা বাতিল করে ইতালীর মানুষকে জর্মনীতে পাঠানো বন্ধ করা হোক। জর্মন অধীনে ইতালীর বাইরে ইতালিয়ন সেনাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের দেশবাসীকে অবহিত করা দরকার। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছা তখন নিশ্চয়ই বাড়বে। দেশের জরুরী পরিস্থিতি যতই হোক, মানুষের ন্যূনতম অধিকার নিশ্চয়ই দিতে হবে। জর্মনী নতুন অস্ত্র না দিলে আমাদের আর্মি অচল হয়ে পড়বে। একথা বার্লিনের বিশ্বাস করবার সময় এসেছে।

মুসোলিনী চুপচাপ শুনছিলেন। জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীর কথায় তাঁর খুব একটা ভাবান্তর হয় না। তবে বোঝা যায় মানুষটি চিন্তা করছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করেন,

—ইতালিয়ন শ্রমিক জর্মনীতে পাঠানো নিয়ে আগামী পার্টি অধিবেশনে আলোচনা হবে।

ফিরে এসেছেন গ্রাৎসিয়ানী। মনে মনে হিসেব কষে দেখেন গোয়েরিং এক লাখের মধ্যে আশী হাজার ইতালিয়ন শ্রমিক ইতিমধ্যে তাঁর মেন ল্যাণ্ডে নিয়ে গেছেন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলে। উত্তর ইতালীতে গৃহযুদ্ধ ক্রমেই ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। পো উপত্যকায় জর্মন ও ইতালিয়ন প্রতিরক্ষা ব্যূহ রাখতে পুরো সীমান্ত বরাবর যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখা দরকার। অতি শক্তিশালী সেনাবাহিনী এখানে নিযুক্ত না থাকলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা।

মুসোলিনী জর্মনীতে শিক্ষারত চারটি ডিভিশন পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। গ্রাৎসিয়ানী বলেন, সুশিক্ষিত এই সেনাবাহিনী এখন ইতালীতে নিয়ে আসা দরকার। জর্মনীতে এই সৈনিক শিবির পরিদর্শনের সঙ্গে হিটলারের সঙ্গে পূর্ব প্রুশিয়ায় সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাৎসিয়ানী-র সঙ্গে কথা শেষ করে বার্লিনের নতুন ইতালিয়ন রাষ্ট্রদূত ফিলিপ্পো আনফুসো-র সঙ্গে মুসোলিনী আলোচনা করলেন। জর্মন রাষ্ট্রদূত রাণ্-কে জানানো হ'ল, মুসোলিনী হিটলারের সঙ্গে পূর্ব প্রুশিয়ার রাস্টেনবুর্গ হেডকোয়ার্টার্সে এক বৈঠকে বসতে ইচ্ছুক।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খবর এলো, হিটলার বৈঠকে বসতে রাজি আছেন।

মুসোলিনী গ্রার্ঞানো ছেড়ে গেলেন পনেরই জুলাই। সঙ্গে গ্রাৎসিয়ানী, আনফুসো, ভিত্তোরিও মুসোলিনী, মাৎজোলিনী ও রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাণ্। এই তাৎপর্যপূর্ণ সফরে অসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। বিমান আক্রমণের ভয় তো আছেই, তা'ছাড়া আততায়ীর ভয় সর্বসময়ই উপস্থিত। হিটলার তাঁর চীফ অফ প্রোটোকল বারন্ ডোয়েরনবের্গ-কে এই ইতালিয়ন টিমকে তাঁর রাসটেনবুর্গ হেডকোয়ার্টার্স পর্যন্ত সঙ্গে থাকতে আদেশ দেন।

মিউনিকে যখন স্পেশাল ট্রেন এসে থামে, তখন বিমানধ্বংসী কামানের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন। বৃটিশ বোম্বার কয়েক দফা বোমা বর্ষণের পর ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু বারন্ ডোয়েরন্-বের্গ ব্যাপারটা গোপন করতে চেষ্টা করেন। মুসোলিনীকে জানালেন, ওসব আওয়াজে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মিলিটারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

রেল স্টেশনে তরুণ ইতালিয়ন সেনাদের মধ্যে মুসোলিনীকে বেশ খুশি খুশি দেখা যায়। শিক্ষার্থী তরুণ সেনারা মুসোলিনীকে স্টেশনে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে যেন প্রাণ ফিরে পান মুসোলিনী।

আঠারোই জুলাই হাইডেলবার্গ-এর সেন্এলাগের ক্যাম্পে সামরিক অনুষ্ঠান ডাকা হ'ল। জায়গাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। এখানেই বহু শতাব্দী আগে টিউটনিক-দের হাতে ইতালীর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়। জর্মনীর জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির প্রতীকচিহ্ন আজও এখানে অটুট আছে। জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী জর্মন রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাণ্-এর উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক স্থানের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে অসম্ভব বিব্রত বোধ করেন।

মুসোলিনী এই অনুষ্ঠানে ইতালিয়ন সেনাদের নতুন করে ভরসা দেন। বক্তৃতায় জাদু সৃষ্টি করবার তাঁর অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় জর্মন ট্রুপস্-ও অভিভূত হয়ে পড়ে।

রাস্টেনবুর্গ-এর হেডকোয়ার্টার্স-এ হিটলারের সঙ্গে বৈঠকের দিন ঠিক ছিল বিশে জুলাই। এপ্রিলে ক্লেস্হাইম কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচনার খসড়াসূচী তৈরিতে গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীকে সাহায্য করেন।

মিউনিক থেকে সারাটা পথ নির্বিঘ্নেই আসা গেল। কিন্তু হিটলারের হেড কোয়ার্টার্স সংলগ্ন গোপন সামরিক রেল স্টেশন গোয়েরলিট্ৎজ-এর কাছে আটক থাকতে হ'ল অনেকক্ষণ। সময়

অতিবাহিত হয়। বিমান আক্রমণের চিহ্ন ছিল না, কিন্তু সুরক্ষিত এই সদর দপ্তরের কাছাকাছি এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন কেন যে লাইন পাচ্ছে না, একথা ভেবে সবাই বিচলিত বোধ করেন। জানালা-দরজা সব বন্ধ। আলো নেভানো। সে এক অসম্ভব পরিস্থিতি।

দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ট্রেন অবশেষে চলতে থাকে। গোয়েরলিট্‌ৎজ থেকে রাস্‌টেনবুর্গ সামান্য পথের ব্যবধান। স্টেশনে এসে ট্রেন থামতেই চীফ অফ প্রোটোকল, ডোয়েরন্‌বের্গ জানালা তুলে দেন। মুসোলিনী অপেক্ষারত জর্মন হাইকমাণ্ডকে দেখে খুশি হন। হিটলার, রিবেনট্রপ্‌, হিমলার, বোর্গমান, কাইটেল, ডোয়েনিট্‌ৎজ ও অন্যান্য নাজি নেতারা সবাই স্টেশনে এসেছেন। সামরিক পাহারা কল্পনাতীত। চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

কামরা থেকে নেমে দাঁড়াতেই হিটলার এগিয়ে এলেন। চেষ্টা-কৃত হাসি ঠোঁটে টেনে বললেন,

—ডুচে, আমি একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিলাম। কিন্তু ডান হাতটায় সামান্য আঘাত ছাড়া আমি আশ্চর্যরকম রক্ষা পেয়েছি।

হিটলারের ডান হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা। মুখটা মলিন। মাথার চুলও খানিকটা পোড়া। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শরীরটাও থেকে থেকে কাঁপছে।

মুসোলিনী সহাস্যে হিটলারের বাহু স্পর্শ করে বলেন,

—ফুয়েরার, আপনি মহাপুরুষ। হাজার বছর রাইখ্‌ থাকবে। আপনারও মৃত্যু নেই।

দুর্ঘটনা ঠিক নয়। কথাপ্রসঙ্গে হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স-এ বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের কথা জানা গেল।

ফুয়েরার তাঁর হেডকোয়ার্টার্স সংলগ্ন গেস্টেবারাকে-তে সামরিক

কনফারেন্সে ব্যস্ত ছিলেন। গেস্টেবারাকে একটা বড় কাঠের ঘর। হালকা ছাদ। ঘরে তিনটে জানালা, আসবাবও সামান্য। বড় ভারী টেবিলের ওপর সিচুয়েশন ম্যাপ ছড়ানো ছিল।

ফুয়েরার-এর মুখোমুখি বসেছিলেন স্টেনোগ্রাফার বেরগের। সেই সময় ঘরে হিমলার, গোয়েরিং বা রিবেনট্রপ্ কেউই ছিলেন না। মিলিটারী অপারেশন ব্রাঞ্চ-এর ডিরেক্টর ও জেনারেল স্টাফের ডেপুটি চীফ জেনারেল হয়সিংগের তাঁর পূর্ব রণাঙ্গনের রিপোর্ট পেশ করছিলেন। রিপোর্ট শুনতে শুনতে ফুয়েরার মাঝে মাঝে উঠে সিচুয়েশন ম্যাপ দেখছিলেন।

এমন সময় কাইটেল ভন স্টাউফেন্‌বের্গ-কে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। কাইটেল হিটলারকে জানালেন, ফ্রম্-এর নেতৃত্বে যে স্পেরডিভিসিয়োনেন্ হচ্ছে সে সম্পর্কে স্টাউফেন্‌বের্গ তাঁর প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবেন। হিটলার বলেন, হয়সিংগের-এর বক্তব্য শেষ হলে তিনি স্টাউফেন্‌বের্গ-এর রিপোর্ট শুনবেন।

কনফারেন্স চলতে থাকে। ঠিক এই সময় টেবিলের ডান দিকের কোণে গিয়ে স্টাউফেন্‌বের্গ কর্নেল হাইন্‌ৎজ ব্রান্‌ড্‌ট-এর পাশে তাঁর ব্রিফ-কেসটি রেখে বলেন, আমি আসছি। বার্লিনে জরুরী একটা টেলিফোন তাঁকে করতে হবে।

ব্রিফ-কেসটি রেখে স্টাউফেন্‌বের্গ পরক্ষণেই গেস্টেবারাকে থেকে বেরিয়ে যান। কর্নেল ব্রান্‌ড্‌ট হঠাৎ কী মনে করে স্টাউফেন্‌বের্গ-এর ব্রিফ-কেসটি টেবিল থেকে কিছুটা তফাতে নিচু চেয়ারে সরিয়ে রাখেন।

জেনারেল হয়সিংগের তাঁর রিপোর্ট শেষ করে এনেছেন। হিটলারের বাঁ দিকে ইয়োডল্ ও ডান দিকে হয়সিংগের দাঁড়িয়ে ছিলেন। হয়সিংগের-এর রিপোর্টিং যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে, তখন কাইটেল ভন স্টাউফেন্‌বের্গ-এর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আলোচনায় ছেদ পড়া হিটলার একদম বরদাস্ত করতে পারেন না।

তিনি জানেন। পাশেই ছিলেন লেফটেনান্ট জেনারেল ওয়ালথের বুহ্লে। কাইটেল বললেন, স্টাউফেন্‌বের্গ-কে আসতে বলুন। তাঁকে এখনই দরকার। বুহ্লে দ্রুত গেস্টেবারাকে ত্যাগ করেন। পরক্ষণেই ফিরে এসে বললেন, স্টাউফেন্‌বের্গ-কে পাত্তা করতে পাচ্ছি না। জরুরী একটা ফোন করতে গেলেন এটুকু জানি।

হয়সিংগের তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। বেলা তখন প্রায় একটা।

এমন সময় বিস্ফোরণ। পর পর তিনটে ভয়াবহ শব্দ। আগুন আর ধোঁয়া। ছাদ ধ্বসে পড়লো। সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। আর্ত চীৎকার হতে থাকে একটানা।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রথমে কাইটেলের সম্বিত ফিরে আসে। ধোঁয়ায় কিছু দেখা যায় না। ফুয়েরার-এর জন্যে তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা যায়, ভো ইস্ট্‌ ডিয়ের ফুয়েরার !!

হিটলার আছেন। ভালই আছেন।

কর্নেল ব্রান্‌ডেট স্টাউফেন্‌বের্গ-এর ব্রিফ-কেসটি টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে না রাখলে হিটলারের জীবন কিছুতেই রক্ষা পেত না। বিস্ফোরণের সময় সিচুয়েশন ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি হয়সিংগের-এর বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। আর্মি গ্রুপ নর্থ -এর তীরচিহ্নের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। ভারী বড় টেবিলটি বিস্ফোরণের তীব্রতা থেকে হিটলারকে রক্ষা করে। ডান হাতটা পুড়ে যায় অনেকটা। মাথার চুলেও আগুন ধরে যায়। ট্রাউজার্স ছিঁড়ে গেছে। কানে তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না।

হিটলার প্রথমে ভেবেছেন আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ হয়েছে। তারপর ভেবেছেন, ঘাতক জানালা দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করে বা চোরা মাইনের সাহায্যে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্টাউফেন্‌বের্গ-এর ব্রিফ-কেসই যে মৃত্যু বহন করে এনেছিল সে কথা জানা যায়। কাইটেল বলেছেন,

গেস্টেবারাকে-তে আসার পথে স্টাউফেন্‌বের্গ দু'এক মিনিটের জন্যে কোথায় যেন যায়। মনে হয় বিস্ফোরকের ফায়ারিং পিন সে সরিয়ে দিতেই গিয়েছিল।

কামরার মধ্যে চব্বিশজন উপস্থিত ছিলেন। স্টেনোগ্রাফার বের্‌গের্‌ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান। জেনারেল স্মুণ্ট্, জেনারেল কোর্‌টেন ও কর্নেল ব্রান্‌ড্‌ট অল্পক্ষণ পর মারা যান। অন্য সবার মধ্যে জেনারেল বোডেন্‌সাট্‌ৎজ ও কর্নেল বোর্গমান-কে গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় সরিয়ে নেওয়া হয়। হিটলার, কর্নেল জেনারেল ইয়োডল, জেনারেল বুহ্‌লে, জেনারেল সের্‌ফ্‌ ও জেনারেল হয়সিংগের অপেক্ষাকৃত কম আঘাত পান।

ভন স্টাউফেন্‌বের্গ-কে রাস্‌টেনবুর্গ-এ পাওয়া যায় না। তিনি বিমানযোগে বার্লিন রওনা হয়ে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে হিটলার যে আশ্চর্যরকম রক্ষা পেয়েছেন, ভন স্টাউফেন্‌বের্গ মুহূর্তের জন্যে কল্পনাও করতে পারেননি।

বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ নয়। খবর আসে, বার্লিনে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। হিটলার হিমলারকে বার্লিন পাঠান। বলেন, সামান্য সন্দেহ হলেই আপনি বিনা দ্বিধায় হত্যা করুন। বার্লিন থেকে ফুয়েরার-এর হেড কোয়ার্টার্স বাঙ্কার ভোল্‌ফ্‌সানৎজে-তে একটানা টেলিফোন আসতে থাকে।

এই অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে মুসোলিনী রাস্‌টেনবুর্গ এলেন। হিটলারের ভোল্‌ফ্‌সান্‌ৎজে তখন জমজমাট। বোর্গমান হিটলারকে ছায়াব মত অনুসরণ করছেন। ডোয়েনিট্‌ৎজ বার্লিন থেকে খবর পেয়েই এসে পৌঁছেছেন। রিবেনট্রপ্‌ তাঁর স্লস্‌স্টাইনর্ট থেকে এসেছেন। গোয়েরিং এসেছেন গোলদাপ থেকে। আলোচনা উত্তপ্ত। রিবেনট্রপ্‌ ও ডোয়েনিট্‌ৎজ আর্মিকে দোষারোপ করেন। কাইটেল ক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ করেন। গোয়েরিং ও রিবেনট্রপ্‌ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেন।

হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মন বিক্ষিপ্ত। অধৈর্য মানুষটি একটানা চকচকে উত্তেজক চকোলেট খেয়ে চলেছেন। মুসোলিনীর সঙ্গে বৈঠক মুলতবী রাখবার পরামর্শ তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতা ও অসুস্থ জেশ্চার আজ হিটলারের প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর নতুন অস্ত্র সম্পর্কেই মুসোলিনীকে জ্ঞান দিলেন। ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর সঙ্কট সম্পর্কে মুসোলিনী কিছু বলতেই পারেন না।

হিটলার বলে চলেন,

—ট্যাঙ্ক আমার প্রচুর মজুত আছে। বিমান তৈরি চলেছে, কিন্তু দ্রুতগামী বিমান তৈরিতে কিছু কারিগরী অসুবিধে দেখা দিয়েছে। আমার ভি-১ চমৎকার। কিন্তু আরও নিখুঁত করা দরকার। ৫৩ মাইল উঁচু থেকে সেকেণ্ডে ৫৫০০ ফিট গতিতে এই অস্ত্র মাটির দিকে চলতে থাকে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে আসবার পর এই গতি ২৬০০ ফিটে দাঁড়ায়। এতে ক্ষেপণাস্ত্র এত তেতে ওঠে যে আকাশেই ফেটে যায়। তবে ফাইবার ব্যবহারের পর ও ঢালাইয়ের দিকে আরও নজর দেওয়ায়, প্রায় সত্তর ভাগ অসুবিধে এড়ানো গেছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে ক্ষেপণাস্ত্র আরও নিখুঁত করা যাবে। এই ক্ষেপণাস্ত্র অতি কম ৩২ গজ জায়গা নিয়ে ১০ থেকে ১২ গজ গভীর খাল তৈরি করে। এই অস্ত্রের আরও মজা, কোন সময়ই এ জানান দিয়ে আসে না। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব। লণ্ডন ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ভি-১ এখন চলবে।

হিটলার একটু কুঁজো হয়ে কথা বলছেন। উত্তেজনায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাতটাও নাড়ছিলেন,

—পূর্ব রণাঙ্গনের ব্যর্থতার জন্যে আমি সামরিক নেতৃত্বকে দোষ দেবো। সামরিক হঠকারিতার জন্যে অতি অল্প সময়ে আমাকে

২৫টি ডিভিশন ও দশটা ট্যাঙ্ক ব্রিগেড পাঠাতে হয়েছে। আমি ইতালীর কাছে আরও লোক চাই। আমার ফ্যাক্টরীতে আরও লোকের দরকার। কারখানা সব ইতালিয়ন শ্রমিকে ভরে দিতে হবে।

গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীর দিকে ফিরে তাকান। লক্ষ্য করেন মুসোলিনী তন্ময় হয়ে ফুয়েরার-এর আস্ফালন শুনছেন।

হিটলার বলে চলেন,

—সামরিক দিক থেকে ইতালীর ভূমিকা অরেও গুরুত্বপূর্ণ। ইস্ত্রিয়া, আলবানিয়া ও বল্কানে প্রতিরক্ষাব্যূহ দৃঢ় করা দরকার। কেসেলিঙ্‌কে বলেছি ফ্লোরেন্সের দক্ষিণে পজিশন নিতে।

হিটলার অনর্গল বলে চলেন। মুসোলিনী কথা বলবার কোন সুযোগই পান না। আশু কর্তব্য হিটলারই ঠিক করে দেন। জর্মনীতে শিক্ষারত ইতালিয়ন দু'টি ডিভিশন ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই আর সুবিধে করতে পারেন না। হিটলার অতিশয় ব্যস্ত। হঠাৎ চীৎকার করে কাইটেলকে বলেন,

—হিমলার এখনও ফোন করছে না কেন? বার্লিনের ষড়যন্ত্র নির্মূল হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই। জর্মন জাতটা আমার মর্যাদা দিতে পারবে না আমি জানতাম।

হিটলার সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। কাইটেলকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওদিকে গোয়েরিং-এর সঙ্গে রিবেনট্রপের ঝগড়া চরমে উঠছে। গোয়েরিং তাঁর ব্যাটন নিয়ে তেড়ে আসেন। রিবেনট্রপ্ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

—ভুলে যাবেন না, আমি ভন রিবেনট্রপ্।

মুসোলিনী ও গ্রাৎসিয়ানীর সামনে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটি অনেকেরই ভাল লাগে না। ডলমান্ এগিয়ে এসে মুসোলিনীকে বললেন,

—চলুন, ফুয়েরার ওঘরে আছেন।

হিটলার মুসোলিনীকে তারপর দুর্ঘটনাস্থলে নিয়ে এলেন। গেস্টেবারাকে যেন সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপ। বিস্ফোরক যে কত তীব্র ও ভয়াবহ ছিল বিধ্বস্ত গেস্টেবারাকে দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

মুসোলিনী অভিভূত। সজীব এই মহাপুরুষের দিকে অব্যক্ত বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন,

—আপনি মহামানব। আপনার মত মহাপুরুষ ছাড়া এ দুর্ঘটনা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না।

জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীর সঙ্গে কর্নেল হেগেন্‌রাইনের-এর শেষ পর্যন্ত লেগে গেল। কর্নেল হেগেন্‌রাইনের বললেন,

—পূর্ব রণাঙ্গনের তীব্রতা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্তালিনের পাল্টা আক্রমণ সামলাতে আমরা অস্থির। কাইটেল বলেছেন, ইতালিয়ন ডিভিশন আমরা এখন ফেরত দিতে পারবো না। অবস্থার একটু উন্নতি হলেই ফুয়েরার-এর কথামত আপনার দুটো ডিভিশন ফেরত দেওয়া হবে।

জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন,

—আমি চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে পদত্যাগ করবো।

আলোচনা ক্রমে তিক্ত ঝগড়ায় পৌঁছোতে যায়। শেষপর্যন্ত কর্নেল হেগেন্‌রাইনের গ্রাৎসিয়ানীর কথাই মেনে নেন।

হঠাৎ সমস্ত কথা থেমে যায়। পাশের ঘরে হিটলার টেলিফোনে চীৎকার করছেন,

—হিমলার কখন ফিরবে? সে আমাকে টেলিফোন করছে না কেন? একটাও যেন পালাতে না পারে। ষড়যন্ত্রকারীদের খুন করো। সামান্য সন্দেহ হলে হত্যা করো।

বিকারগ্রস্ত উন্মাদের মত ভাঙ্গা গলায় হিটলার একটানা চীৎকার করে চলেছেন।

রেল স্টেশনে কিন্তু যথাসময়েই এলেন। ডাঃ মোরেল-এর উত্তেজক চকোলেট একটার পর একটা খেয়ে চলেছেন। ছুর্দিনের অন্যতম সাথীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন,

—আমি জানি, আপনাকেই শুধু ভরসা করা চলে। এ পৃথিবীতে আপনিই আমার একমাত্র ছুর্দিনের বন্ধু। ছুচে, আপনিই আমার সম্বল।

দশ বছর আগে হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনীর ভেনিসে প্রথম দেখা। আর আজ এই রেল স্টেশনেই শেষ সাক্ষাৎ।

সন্ধ্যে সাতটায় ট্রেন ছাড়ে। সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ। মুসোলিনী ক্লান্ত। চুপচাপ বসে রইলেন। অসম্ভব একটা থমথমে ভাব। অল্পক্ষণ পর বার্লিন বেডিও-র ঘোষণা শোনা যায় :

'আজ শক্তিশালী একটি বিস্ফোরকের সাহায্যে ফুয়েরার-এর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। ছুর্ঘটনায় কয়েকজন গুরুতর আহত হন। কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ডান হাতে সামান্য আঘাত ছাড়া ফুয়েরার আশ্চর্যরকম রক্ষা পান। যথারীতি আজ তিনি কাজ করেছেন। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে।'

রেডিও ঘোষণায় মুসোলিনী যেন খুশি হন। মনে মনে হয়তো ভাবেন তিনিই শুধু একা নন। চক্রান্ত শুধু ইতালীতে নয়, ফুয়েরার-এর হেড কোয়ার্টার্স-এও বিশ্বাসঘাতকেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

গার্গ্যানো ফিরে এসে মুসোলিনী যেন কিছুদিন তাঁর পূর্ব জীবনে ফিরে গেলেন। নতুন এক উদ্দীপনা দেখা গেল। মিলানের সম্বর্ধনায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন সেনা-শিবিরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। ইতালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেন। পৃথিবীর কোন কোন মহাপুরুষ রণনীতির কৌশলগত দিক থেকে বিচার করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখে পিছু হটেছেন, ফ্যাসিজমের মহান ঐতিহ্য ও ইতালীর পুরাতন বিজয়ী পুরুষসিংহের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের নজীর টেনে রোম হাতছাড়া হওয়া ও ক্রমাগত সামরিক বিপর্যয়ের স্বপক্ষে কষ্টকল্পিত যুক্তির আশ্রয় নেন। জর্মনী যে অতি শীঘ্রই করাল মারণাস্ত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকা ধ্বংস করবে, স্তালিনের লাল ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করবে, সে সম্পর্কে সেনাপতিদের অবহিত করেন।

কিন্তু এ আত্মপ্রত্যয় সাময়িক। আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। শরীরও দুর্বল হয়ে গেছে অনেকখানি। কোন কিছুতেই আর উৎসাহ পান না। অপছন্দের হলেও আগের মত প্রতিবাদ করেন না। সুখবর পূর্বের মত খুশি করে না। দুঃসংবাদও বিচলিত করে সামান্যই।

নিও ফ্যাসিস্ট সরকার গঠনের পরও বেশ কিছুদিন খাড়া মেজাজের ঝাঁজালো স্বভাবটির পরিচয় পাওয়া গেছে। জর্মন কূটনৈতিক ও সামরিক প্রতিনিধির দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সালো রিপাবলিকের মুদ্রা লীরা থেকে মার্কে নিয়ে যাবার জর্মন পরিকল্পনা তিনি নাকচ করেছেন। পূর্ব ইতালীর কিছু কলকারখানা আল্পসের ওপাশে

সরিয়ে নেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতালিয়ন ট্রুপস্ মুভমেণ্ট সম্পর্কে অনেক সময় জর্মন রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাণ্ ও জেনারেল ভোল্ফ্-এর সঙ্গে উত্তেজিত বৈঠক হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃই এখন হাল ছেড়ে দিচ্ছেন। সমস্ত কিছুতেই একটা নিশ্চেষ্ট ভাব। চীফ অফ পুলিশ, তাম্বুরিনি-র জর্মন বিরোধীতায়, গুরুত্বপূর্ণ ঐ পদ থেকে তিনি তাম্বুরিনি-কে সরিয়ে দেবার জর্মন প্রস্তাব নাকচ করলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা বুফ্‌ফারিনি উইদে-র হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। পার্টির মধ্যে বিদ্রোহী সভ্যদের নানা কথা তাঁর কানে আসে। জর্মনদের সাহায্যে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় একটা উপদল যে অতিশয় সক্রিয় একথা জানেন। কিন্তু পূর্বের উৎসাহ যেন নিভে গেছে। মুসোলিনী খুব ভালভাবেই জানেন, রোবের্তো ফারিনাচ্চি ও বুফ্‌ফারিনি উইদে জর্মনদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচনার অন্যতম দুই পাণ্ডা। ফারিনাচ্চি তাঁর 'রিজিমি ফ্যাসিস্তা'-য় হেড লাইন ছাপেন, 'জানিবোনি-র প্রতি মুসোলিনী খুবই সদয়'। ফারিনাচ্চি আরও লিখেছেন, 'এই জানিবোনি ১৯২৫ সালে মুসোলিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়া ভীরুতা ছাড়া কিছু নয়। ফ্যাসিস্ট পার্টির দুর্বলতাই তাতে প্রকাশ পায়।'

মুসোলিনী নিরুদ্বিগ্ন। আশ্চর্য নিশ্চেতনা অনেককে অবাক করে।

দিনে দিনে মুসোলিনী দূরে সরে যান। বই পড়েন। দর্শনের কথা। পূর্বস্মৃতি টেনে ক্লান্তিকর হাজারো প্রসঙ্গে ডুবে যান। বিদেশে ভবঘুরে জীবন, বেকারী, আধামজুর, মাস্টারীর চাকরী, সাংবাদিক জীবনও পরিপূর্ণ চড়াপর্দার রাজনৈতিক দিনগুলোর কথা বলতে ভাল লাগে। ইতালীর বর্তমান অচল পরিস্থিতির জন্যে জর্মনীর সামরিক হঠকারিতার কথা তোলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা কৌশলগত দিক থেকে শুরু করা হিটলারের অন্যায় হয়েছে। মুসোলিনী ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সরাসরি বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেন। ইতালীর রাজা তাঁর চোখে এক অদ্ভুত জীব। দেশের শিল্পপতিরা ফ্যাসিজমের ওপর অবিচল আস্থা রাখেনি। সামরিক জেনারেলরা ভীরু, কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জনগণের মধ্যে উচ্চাভিলাষ নেই, তারা কাব্য করতে ভালবাসে। যুদ্ধে ভয় পায়।

চূড়ান্ত হতাশা ও অনিবার্য অমঙ্গলের পদধ্বনি নিয়ে বছর শুরু হয়। রাশিয়ান ফৌজ ওডার অতিক্রম করে পূর্ব জর্মনীতে ঢুকে পড়েছে। জর্মনীর কয়লা রপ্তানির অন্যতম কেন্দ্রস্থল আপার সিলেশিয়া হাতছাড়া হয়েছে। দুর্ভেদ্য সিগ্ ফ্রিড লাইন ভেঙ্গে পশ্চিম দিকে এ্যাঙ্ লো-আমেরিকান আর্মি এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ান ফৌজের বুডাপেস্ট দখলে, মধ্য ইয়োরোপের অবস্থা সঙ্গিন। এ্যাঙ্ লো-আমেরিকান অভিযান ইতালী রণাঙ্গনে আবার তীব্র হতে শুরু করে। মিত্রপক্ষ দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণে ব্যস্ত থাকায় বলোঞা-র দশ কিলোমিটার দূরে এ্যাঙ্ লো-আমেরিকান আর্মি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। যে কোন মুহূর্তে ইতালিয়ন মেন-ল্যাণ্ড ওভার রান হবার আশঙ্কা।

ইতালীর জর্মন সামরিক মন্ত্রণালয়ে একটা থমথমে ভাব। উত্তর ইতালীতে মোট কুড়ি ডিভিশন জর্মন সেনার ভবিষ্যত নিতান্তই অনিশ্চিত। অবিরাম বোমাবর্ষণে সমস্ত রেলপথ বিধ্বস্ত, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন। পিছু হটার পথও বিপদসঙ্কুল। অগণিত এই সেনাবাহিনী গুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব। দক্ষিণ ফ্রান্স চলে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বল্কানের রাস্তা বন্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সমস্ত রাস্তাই রুদ্ধ হতে চলেছে। ভরসা শুধু এ্যালপাইন পাস। একমাত্র ইতালিয়ন নিও ফ্যাসিস্টদের সাহায্য ছাড়া জর্মন-ইতালিয়ন ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করা অসম্ভব।

জুলিয়ান পাস ও স্লোভোনী বর্ডার দিয়ে পিছু হটা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইতালী রণাঙ্গনে নতুন করে এ্যাঙ্‌লো-আমেরিকান চাপ সৃষ্টি হওয়ায় জর্মন নেতাদের গোপন বৈঠক চলতে থাকে। সবাই জানেন, পরাজয় ছাড়া উপায় নেই। তবু সরাসরি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ভয় পান। নিরপেক্ষ কোন দেশে অতীব গোপনে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা চলছিল। রিবেনট্রপ্‌ ও হিমলারও তার মধ্যে ছিলেন। মিত্রপক্ষ কোন সর্তসাপেক্ষ প্রস্তাব মানতে রাজি হবে না, এমন সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। জেনারেল কেসেলিঙ্‌, জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ ও রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাণ্‌ ইতিপূর্বে বার্লিনের সঙ্গে রণাঙ্গনের অচল পরিস্থিতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার পুরো রিপোর্ট মিত্রপক্ষের স্ট্রাটেজিক সার্ভিস হস্তগত করেছে। জর্মনরা যে নিরুপায় তার সঠিক তথ্য গোয়েন্দা দপ্তর বার করে নিয়ে যায়।

বার্লিনের অগোচরে কোন আলোচনা চালানোর ঝুঁকি যে কত ভয়াবহ সে কথা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেন। ফুয়েরার-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে অভিযুক্ত অতি উচ্চবর্ণের নাজি-দেরও যে কী হাল হয়, সে রক্তাক্ত ভয়াবহ দৃশ্য সবারই চোখে ভাসছিল। ১৯৩৪ সালের জুন মাসের ব্লার্ড-পার্জ-ও তার কাছে কিছু নয়। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। সামরিক ও অসামরিক প্রথম শ্রেণীর হতভাগ্য মানুষের সংখ্যা প্রায় দুশো জন। অনেকের কথাই মনে পড়ে। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-এর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে অতিপরিচিত কয়েকটি মুখ। বেন্‌ড্‌লেরস্ট্রসে-তে কর্নেল জেনারেল বেক্‌ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। এ্যাডমিরাল কানারিস্‌-এর ওপর ফ্লোসেন্‌বুইরস্‌ ক্যাম্পে মধ্যযুগীয় অত্যাচার করে হত্যা করা হয়। ব্রিফ-কেস রেখে রাস্‌টেনবুর্গ থেকে স্টাউফেন্‌বের্গ নিরাপদেই বার্লিন ফিরেছেন।

কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, বিস্ফোরণ থেকে হিটলার রক্ষা পেয়েছেন। ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা ফ্রোম গেস্টাপোর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে স্টাউফেন্‌বের্গ সহ আরও তিনজনকে হত্যা করলেন। কিন্তু নিষ্কৃতি তিনিও পাননি। ব্রাডেনবুর্গ জেলে ফ্রোমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হ'ল। ফিল্ড মার্শাল ক্লুজ্‌ আত্মহত্যা করেছেন। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-এর ফিল্ড মার্শাল উইট্‌ৎজলেবেন্‌-এর কথা বার বার মনে পড়ে। পাঁচ মিনিট ধরে নরম দড়িতে ছটফট করতে করতে উইট্‌ৎজলেবেন্‌ ফাঁসির দড়িতে প্রাণ হারান, সে দৃশ্য চোখে ভাসছিল। পুরোটাই মুভিতে তুলে নেওয়া হয়। হিটলার পার্শ্বচরদের নিয়ে দলিল চিত্রটি দেখেছিলেন। জেনারেল ভোল্‌ফ-এর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ফিল্ড মার্শাল রোমেল। একান্ত বিশ্বস্ত ও জর্মনীর অদ্বিতীয় রণনেতাকেও হিটলার ক্ষমা করেননি। বিষ ও রিভলভার পাঠিয়ে শুধু একটা বেছে নেবার স্বাধীনতা রোমেলকে দেওয়া হয়েছিল। ফিল্ড মার্শাল বিষটুকুই বেছে নেন।

কোন কূটনৈতিক পর্যায়ে ভিন্ন দেশের মাধ্যমে আলোচনা অগ্রসর হতে পারে না। উত্তর ইতালীর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জর্মন প্রতিনিধির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন। বার্লিন শান্তি প্রস্তাব একবার অগ্রাহ্য করলে, পৃথকভাবে সে আলোচনা চলতেই পারে না।

উত্তর ইতালীর জর্মন উঁচু মহল প্রথমে বড় বিব্রত বোধ করে। জেনারেল কেসেলিঙ্‌ ও জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ একমত হলেও উপযুক্ত পথ খুঁজে পান না। এমন সময় কর্নেল ডলমান্‌ এক পথ বাতলালেন। বললেন,

—আমি একজন ইতালিয়নকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাতে চাই।

জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন,

—মুসোলিনী পরদিনই খবরটা ফুয়েরার-এর হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেবেন। ইতালিয়নকে বিশ্বাস করা চলে না।

কর্নেল ডলমান্ বললেন,

—আপনি বারন পেরিল্লি-কে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন। ব্যবসার খাতিরে ইতালী ও সুইট্জারল্যাণ্ড তিনি হামেশাই যাতায়াত করেন। তাঁকে সন্দেহ করা অসম্ভব। সুইস্ ইনটেলিজেন্সের মাধ্যমে আমেরিকানদের কাছে জর্মন প্রস্তাব পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বারন পেরিল্লি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে তাঁর অভিযোগ আমরা সরাসরি অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু বারন পেরিল্লি এ হঠকারিতার মধ্যে যাবেন না। তিনি যশস্বী একজন ব্যবসায়ী। বোকামী করে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন কেন?

জেনারেল ভোল্ফ্ রাজি হন। বলেন,

—রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এ ধরনের ব্যবসায়ী একজন ইতালিয়নকে পাঠানো হয়তো কাজেরই হবে। সন্দেহ হবে না।

শেষপর্যন্ত জেনারেল কেসেলিঙ্ এ প্রস্তাবে একমত হন।

বারন পেরিল্লি অতিশয় চতুর। কর্নেল ডলমান্-এর নির্দেশ পেয়ে তিনি লুচার্নি আসেন। আমেরিকান প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পেরিল্লি জানান, জেনারেল ভোল্ফ্ আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। নিষ্ফল যুদ্ধে প্রচুর প্রাণহানি তিনি এড়াতে চান। আমেরিকান প্রতিনিধি পেরিল্লি-র সঙ্গে কোন আলোচনাই করতে চান না। তিনি জানান, কর্নেল ডলমান্ ও জেনারেল ভোল্ফ্-এর সহকারী লেফটেনাণ্ট ৎজিমার সুইট্জার-ল্যাণ্ডে এসে এ সম্পর্কে আলোচনা চালাতে পারেন।

বারন পেরিল্লি অতিশয় তৎপর। ফিরে এসে জর্মন হাই কমাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। লুচার্নি-তে আমেরিকান প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা জানান। জেনারেল ভোল্ফ্ আটাশে ফেব্রুয়ারী লেক গার্দা-র ধারে তাঁর দেশেনজনো-তে আলোচনা সভা ডাকলেন। জেনারেল ভোল্ফ্, রাষ্ট্রদূত রাণ্, ৎজিমার ও

ভেরোনার জর্মন পুলিশ চীফ জেনারেল হারস্টের এই আলোচনা-সভায় যোগ দেন। আলোচনায় স্থির হয় কর্নেল ডলমান্ ও লেফটেনাণ্ট ৎজিমার অবিলম্বেই সুইট্জারল্যাণ্ডে যাবেন। আলোচনা দ্রুত হওয়া দরকার।

মার্চের তিন তারিখ। কর্নেল ডলমান্ ও ৎজিমার লুজানো-তে পৌঁছে যান। অতিশয় সতর্কতা, প্রতি পদক্ষেপে গোপনীয়তা রাখতে হয়। আলোচনা অনেকটা হ'ল একতরফা। আমেরিকান প্রতিনিধি সরাসরি জানান,

—এখন আলোচনার খুব একটা সুযোগ নেই। সর্তসাপেক্ষ কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। আপনারা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করুন। ট্রুপস্ মুভমেণ্টের সুবিধে অসুবিধে নিশ্চয়ই আমরা দেখবো। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে, তবে এই মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ অর্থহীন।

কর্নেল ডলমান্ বলেন,

—পরবর্তী আলোচনা কী ভাবে অগ্রসর হবে?

—আমরা জেনারেল ভোল্ফ্-এর সঙ্গে বসতে রাজি আছি। তবে জেনারেল ভোল্ফ্-এর সঙ্গে আলোচনায় বসবার সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করবার নিদর্শন হিসাবে আমরা ইতালীর লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম নেতা ফের্রুচিয়ো পার্রি ও আমাদের একজন ইতালিয়ন এজেণ্টকে মুক্ত কবে তাঁদের সুইস্ ফ্রন্টিয়ারে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে অনুবোধ করবো।

কর্নেল ডলমান্ বলেন,

—ফের্রুচিয়ো পার্রি-র মুক্তির ব্যাপারে জেনারেল ভোল্ফ্-এর আলোচনার সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে?

—আপনাদের সততার নজির হিসাবে পার্রি-কে এখন মুক্ত করুন। জেনারেল ভোল্ফ্-এর সঙ্গে আমাদের আলোচনা চালাবার আগেই পরস্পারের মধ্যে একটা বিশ্বাসের আবহাওয়া তৈরি হোক।

কর্নেল ডলম্যান্ ফিরে এসে জেনারেল ভোল্ফ্-এর কাস্নানো ভিলায় দেখা করলেন। রাষ্ট্রদূত রাণ্-কে কর্নেল ডলমান্ বলেন,

—আপনার সঙ্গে তাঁরা কোন আলোচনা করতে চান না। কূটনৈতিক পর্যায়ে কোন আলোচনা তাঁরা চালাতে ইচ্ছুক নন।

রাষ্ট্রদূত রাণ্ মন্তব্য করেন,

—আমরা নিজস্ব সুইস্ এজেণ্টও এই একই সংবাদ জানিয়েছে। সামরিক প্রধান ছাড়া তাঁরা আলোচনা চালাতে ইচ্ছুক নন।

ঠিক হয় জেনারেল ভোল্ফ্ আমেরিকান প্রতিনিধির কথামত আলোচনায় অগ্রসর হবেন। লিবারেশন ফ্রণ্টের অন্যতম কর্মী ফের্‌রুচিয়ো পার্‌রি-কে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেইদিনই জেনারেল ভোল্ফ্ পেরিল্লি-র সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনায় বসেন।

এই বৈঠকের পর জেনারেল ভোল্ফ্-কে অতিশয় সক্রিয় দেখা যায়। আটই মার্চ সন্ধ্যেতে এই মানুষটিকে ভিন্ন পরিচয়ে, অন্য পোষাকে জুরিখে আসতে দেখা যায়। আমেরিকান স্ট্রাটেজিক সার্ভিসের অন্যতম কর্ণধার মিঃ এ্যালেন ডালেসের খাস কামরায় নির্ধারিত সময়ে ঠিক পৌঁছে যান।

মিঃ এ্যালেন ডালেস তখন সবে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সারিতে পা দিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁব অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তখনও প্রকাশ হয়নি। কিন্তু সিক্রেট সার্ভিসে এত বড় অদ্বিতীয় ব্যক্তি আমেরিকায় আব দেখা যায়নি। এ্যালেন ডালেসের অন্যতম ভয় রাশিয়া। উত্তর ইতালীতে লিবারেশন ফ্রণ্টের ভয়াবহ শক্তিতে আরও বিচলিত হন। উত্তর ইতালী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ইতালীর শিল্পসমৃদ্ধ এই সমগ্র উত্তরাঞ্চল যদি লিবারেশন ফ্রণ্টের হাতে চলে যায়, সোভিয়েট ট্রুপস্ বল্কান ও জর্মন মেন-ল্যাণ্ড দিয়ে উত্তর ইতালী যদি ওভার রান করে দেয়, তবে যুদ্ধোত্তর ইতালীর চেহারা পাল্টে যাবে। শক্তিশালী ইতালিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট ট্রুপসের সাহায্যে ইতালীতে পৃথক

অঞ্চল-সৃষ্টি করবে। এ্যাঙ্‌লো-আমেরিকান প্রচণ্ড শক্তির সামরিক বিজয় হলেও, রাজনৈতিক পরাজয় হয়তো এড়ানো যাবে না।

বৈঠকে এ্যালেন ডালেসের জর্মনী সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা মিঃ গায়েভেরনিট্‌ৎজ্‌ উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-এর সততায় কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ জানালেন,

—আমি খুব ঝুঁকি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। আমি যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এসেছি, রাইখফুয়েরার হিমলার একথার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

এ্যালেন ডালেস এক টুকরো চতুর হেসে মন্তব্য করেন,

—আপনি নিজের দাযিত্ব বোঝেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আপনাকে আরও চিন্তিত করেছে বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি একা। শুধু এস্ এস্ চীফের সঙ্গে কথা হতে পারে না। ইতালীর জর্মন আর্মির কমাণ্ডার জেনাবেল কেসেলিঙ্-এর সম্মতি ছাড়া পাকাপাকি কিছুই স্থির করা সম্ভব নয়।

—তিনি আমার সঙ্গে একমত। জুরিখে আসবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

—কিন্তু তাঁর দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে আমরা আলোচনায় চাই।

—সময় লাগবে।

—কত সময়? এক সপ্তাহ?

—আমাকে আপনি পাঁচ-ছয়দিন সময় দিন। আমি ব্যবস্থা করবো।

—আমি অপেক্ষা করবো।

জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ খোলামনেই ফিরে এসেছেন। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত সংবাদ অপেক্ষায় ছিল। জেনারেল কেসেলিঙ্‌ জরুরী বার্তা পেয়ে বার্লিন রওনা হয়ে গেছেন। হিটলারের ব্যক্তিগত বিমান জেনারেল কেসেলিঙ্‌কে নিতে এসেছিল। রাষ্ট্রদূত রাণ্‌

টেলিফোনে জানান, জেনারেল কেসেলিঙ্ আর ফিরছেন না। ফুয়েরার তাঁকে পশ্চিম রণাঙ্গনের জর্মন আর্মি কমাণ্ডের ভার দিয়েছেন। অনেকটা এগিয়েছিল, হঠাৎ জেনারেল কেসেলিঙ্-এর বদলী সমস্তকিছু গোলমাল করে দিল। এই পরিবর্তিত অবস্থায় জেনারেল ভোল্ফ্ আবার সুইট্জারল্যাণ্ড এলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল আলেকজাণ্ডার তাঁর ইনটেলিজেন্স দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল এয়ারী ও তাঁর আমেরিকান ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ জেনারেল লেম্নিটৎজের-কে সুইট্জারল্যাণ্ড পাঠিয়েছেন।

মিত্রপক্ষের এই ছুঁদে টিমের সামনে জেনারেল ভোল্ফ্ কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জেনারেল এয়ারী বললেন,

—আমাদের গোপন আলোচনার কথা আপনি মুসোলিনীকে জানিয়েছেন।

জেনারেল ভোল্ফ্ একরকম লাফিয়ে ওঠেন,

—মিথ্যে কথা। এসব রটনা। আমার সততায় আপনারা বিশ্বাস করতে পারেননি। মুসোলিনীর সঙ্গে আমার কোন আলোচনাই হয়নি।

—জেনারেল ভিয়েটিঙ্হোফ্, জেনারেল কেসেলিঙ্-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনার পরিকল্পনা কী?

—আমি বিশ্বাস করি জেনারেল ভিয়েটিঙ্হোফ্-কে আমি বোঝাতে পারবো। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। বর্তমান অবস্থা আমাকে একটু অপ্রস্তুত করেছে, কিন্তু এই অচলাবস্থা আমি শীঘ্রই কাটিয়ে উঠতে পারবো। জেনারেল কেসেলিঙ্ সরে যাওয়ায় আমাদের একটু দেরি হচ্ছে।

তারপর জেনারেল ভোল্ফ্ সোজা এসেছেন বাড্নাউহাইম। জেনারেল কেসেলিঙ্-এর নতুন হেড কোয়ার্টার্স। সুইট্জারল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর একটু উত্তেজিতভাবে বলেন,

—মার্চের শেষ থেকে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হবে আমি সংবাদ পেয়েছি। তাই তাড়াতাড়ি রফাতে আসা দরকার। আপনি জেনারেল ভিয়েটিঙ্‌হোফ-কে বোঝান। আপনার পরামর্শ ও উপদেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে।

—আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমি আর জড়িত নই। সুতরাং আমার সমর্থন থাকলেও সক্রিয় ভূমিকা আমি নেবো না।

অসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মিলিটারী গেস্টাপো জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-এর অভিসন্ধির কথা বার্লিনে পৌঁছে দেয়। রাষ্ট্রদূত রাণ্‌-কে জরুরী তলব করা হয়। হিমলার জেনারেল ভোল্‌ফ্‌কে ফোনে বলেন,

—আপনি সর্বদা হেড কোয়ার্টার্সে থাকুন। যে কোন মুহূর্তে আপনাকে ফোনে আমার দরকার হতে পারে।

জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ তারপর জেনারেল ভিয়েটিঙ্‌হোফ্‌-এর সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনার মাঝখানেই জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ বুঝতে পারেন তিনি এই মানুষটির সমর্থন পাবেন। জেনারেল ভিয়েটিঙ্‌হোফ্‌ শেষে মন্তব্য করেন,

—পনেরো দিন অপেক্ষা করলে বার্লিনও আপনার কথায় সায় দেবে। আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই।

সেইদিন সন্ধ্যেতে বারন পেরিল্লি এসে জানান, উত্তর ইতালীর কলকারখানা যদি জর্মনরা নষ্ট করে, তবে আলোচনা বন্ধ করে দিতে আমেরিকানরা বাধ্য হবে। জেনারেল আলেকজাণ্ডারের দুই প্রতিনিধি সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে ক্যাসারৃতা ফিরে গেছেন। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ আদেশ দেন, কোন কারণেই উত্তর ইতালীর কলকারখানা নষ্ট করা যাবে না।

সময় সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘটনা ঘটছে অনেক। হিমলার জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-কে ডেকে পাঠান। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ এখন বিদ্রোহী

হয়ে উঠেছেন। সহকারী গুজিমার-কে সুইট্জারল্যাণ্ডে পাঠালেন। অনেক ভেবে চারদিন পর বার্লিন নিজে রওনা হন।

একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ার মুখে হঠাৎ ওয়াশিংটন থেকে জরুরী বার্তা আসে,—কোন রকম সর্তেই জর্মনদের সঙ্গে আলোচনা চলতে পারে না। যুদ্ধ চলবে।

হয়তো স্তালিন সব জানতে পেরেছিলেন। মধ্য ইয়োরোপে রুশ অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্যে আমেরিকান টিম যে জর্মন জেনারেলদের সঙ্গে দ্রুত রফাতে আসতে চাইছেন, একথা হয়তো তিনি জানতে পেরে ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পুরো ক্ষমতা হাতে নিয়ে জেনারেল ভোল্ফ্ তখন লুচার্নি-তে আসছেন। এ্যালেন ডালেস মন্তব্য করেন, এখন আমরা ফিরতে পারি না। আমাদের 'অপারেশন সানরাইজ' নিজ দায়িত্বে এগিয়ে চলবে। জেনারেল ভোল্ফ্ জর্মন আর্মি গ্রুপ 'সি'-র পক্ষ থেকে জেনারেল ভিয়েটিঙ্-হোফ্-এর প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে লুচার্নি এলেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ফেরা কিন্তু অসম্ভব হয়ে ওঠে। গেরিলারা পথ কেটে দিয়েছে। এ্যাঙ্লো-আমেরিকান ফৌজ পো নদী অতিক্রম করছে। ঠিক সেই সময় ইতালী থেকে লুচার্নি-তে জেনারেল ভোল্ফ্-এর কাছে ফোন আসে,—হিমলার আলোচনা বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনরকম সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজন নেই।

জেনারেল ভোল্ফ্ অনেক চেষ্টা করেও ফিরতে পারেননি। চারনোব্বিও-তে জর্মন সিকিউরিটি হেড কোয়ার্টার্সে থেকে যান। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারাও ভয়াবহ। পথ নিতান্তই বিপদসঙ্কুল।

দু'দিন পর জেনারেল ভোল্ফ্-কে মুক্তিবাহিনীর দূতই লুজানো-তে আমেরিকান স্ট্রাটেজিক সার্ভিস হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে

আসে। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্টের সঙ্গে আমেরিকান প্রতিনিধি-দলের তখন পৃথক আলোচনা চলেছে। এ্যালেন ডালেস প্রতি-নিধির সঙ্গে লুজানো-র হোটেলে জেনারেল ভোল্ফ্-এর সর্বশেষ আলোচনা চলে। স্থির হয়, ইতালীর সুপ্রীম কম্যাণ্ড যদি হিমলার নিতে আসেন, তবে জেনারেল ভোল্ফ্ তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন। অন্যান্য বিদ্রোহী জেনারেলদের তিনি আটক করবেন। জেনারেল ভোল্ফ্ তাঁর বলোঞা-র নতুন হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাবেন ও জেনারেল ভিয়েটিঙ্হোফ্-এর প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাসার্তা আসবেন।

সুইট্জারল্যাণ্ড ত্যাগ করবার পূর্ব মুহূর্তে ওয়াশিংটনের জরুরী নির্দেশ এসে পৌঁছোয়। শেষপর্যন্ত আমেরিকা মত বদলেছে। এ্যালেন ডালেসকে ইতালীর জর্মন জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কৃতিত্ব সম্পূর্ণ এ্যালেন ডালেসের। স্ট্রাটেজিক সার্ভিসে হাত পাকানো দুর্ধর্ষ এই মানুষটির ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে অনিবার্য সোভিয়েট প্রভাব সম্পর্কে ওয়াশিংটনকে সাবধান করেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন, যুগোশ্লাভার কমিউনিস্ট আর্মি ত্রিয়েস্তে পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে এসেছে। ইতালীর কমিউনিস্ট পরিচালিত লিবারেশন ফ্রণ্ট উত্তর ইতালীতে কল্পনাতীত শক্তি সংহত করেছে। মুসোলিনীর বিরুদ্ধে তারা পঁচিশে এপ্রিল দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়েছে। ওদিকে বার্লিনের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে। সোভিয়েট ট্রুপস্ একবার যদি শিল্পসমৃদ্ধ উত্তর ইতালী ওভার রান করে দেয়, তবে সাম্যবাদের বিস্তার ঠেকানো অসম্ভব হবে। সোভিয়েট প্রভাব থেকে ইতালীকে রক্ষা করা যাবে না।

মুসোলিনী এসব কিছুই জানেন না। জর্মন ভক্ত বুফ্ফারিনি উইদে-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীপদ থেকে অপসারণের পর জর্মনদের সঙ্গে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। একবার অবশ্য বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে শুনেছিলেন মিলান ও তুরিনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল স্কুস্টের-এর মাধ্যমে জর্মন জেনারেল আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু রোম হাতছাড়া হয়ে যাবার পর গোটা ব্যাপারটা হঠাৎ ধামাচাপা পড়ে যায়।

এ্যালেন ডালেস প্রতিনিধির কথামত পার্‌রি-কে মুক্ত কবার সময় জেনারেল ভোল্‌ফ্ অসম্ভব বেকায়দায় পড়েছিলেন। পার্‌রি জর্মনদের হাতেই গ্রেপ্তার হন। ভেরোনার পুলিশ চীফ হারস্টের-এর হাতে তিনি বন্দী। তাঁকে ছেড়ে দেবার পেছনে কোন যুক্তিই নেই। শুধু মুসোলিনী নয়, বার্লিনও ব্যাপারটা খোলাচোখে দেখবে না জেনারেল ভোল্‌ফ্ জানতেন। তাই অজুহাত হিসাবে প্রচার করলেন, লিবারেশন ফ্রণ্ট পার্‌রি-র বিনিময়ে আমাদেব একজনকে মুক্ত করছে। তা'ছাড়া ফুয়েবারের জন্মদিন বিশে এপ্রিল। পার্‌রি-কে মুক্ত করার সেটাও একটা বড় কারণ।

মুসোলিনী নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করেন,

—পার্‌রি লিবারেশন ফ্রণ্টের একজন শীর্ষ নেতা। তাঁর মুক্তি অসম্ভব মনে হলেও পরিপূর্ণ যুক্তিহীন হয়তো নয়। বৃহত্তর গৃহযুদ্ধ ও ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা করেছিলাম। সেদিক দিয়ে গোটা ব্যাপারটা আমার অপছন্দের নয়। কিন্তু কিছুদিন দেখছি রাষ্ট্রদূত রাণ্ আমাকে এড়াতে চান। জেনারেল ভোল্‌ফ্ আমাকে কিছুই বলেন না। বিশ্বস্তসূত্রে আমি জেনেছি জেনারেল ভোল্‌ফ্

মিলানের আর্চবিশপ-এর মাধ্যমে আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু খবরটা কতটা খাঁটি আমি জানি না।

ভিল্লা ফেলত্রিনেল্লিতে মুসোলিনী চুপচাপ বসে থাকেন। জর্মনদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। যুদ্ধের অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। জর্মনী যেন দু' টুকরো হয়ে গেছে। ড্রেসডেন ও বার্লিন বিপন্ন। উত্তরে বৃটিশ ফৌজ ব্রিমেন ও হামবুর্গের কাছাকাছি, দক্ষিণে ফরাসীরা আপার দানাউ ও রাশিয়ান ফৌজ ভিয়েনা পৌঁছে গেছে। আমেরিকান অভিযান মাগদেবুর্গ ধাক্কা মারছে। ওডার রাশিয়ানদের হাতে চলে গেছে।

মুসোলিনী চুপচাপ বসে ছিলেন। রয়টারের সর্বশেষ প্রেস নিউজ তাঁর টেবিলে পড়েছিল। নিকোলা বম্‌বাচ্চি ঘরে ঢুকতেই খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসোলিনী বলেন,

—একমাস পর আমরা কোথায় থাকবো বলতে পারো ?

বম্‌বাচ্চি মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়েন,

—কোন উপায় নেই। আমরা নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে চলেছি।

চোখেমুখে হতাশার কয়েকটি রেখা ভেঙ্গে পড়ে। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়। তারপর বললেন,

—আবিসিনিয়া যুদ্ধের পর আমরা দুটো পথের সামনে এলাম। হয় ল্যাতিন ব্লকে যোগ দাও, নয়তো হিটলারের সঙ্গে থাকো। হিটলারকে আমরা পছন্দ করেছি। আদর্শগত দিক থেকে আমরা ছিলাম অভিন্ন। ভুল ? ভুল আমি করিনি। আমি ইতালীকে ফ্যাসিজম দিয়েছি কিন্তু দেশের জনসাধারণ অন্তরের সঙ্গে তা' কোন দিনই গ্রহণ করেনি।

স্মৃতিমন্থনে ডুবে যান মুসোলিনী। ক্লান্তিকর একটানা অসংলগ্ন হাজারো প্রসঙ্গ তুলে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিষ্ফল চেষ্টা করেন।

পরদিনই মুসোলিনীকে গার্ঞানো ছাড়তে হয়। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ টেলিফোনে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে মিলানে আসতে

অনুরোধ করেন। গাড়িতে যখন উঠতে যাচ্ছেন তখন একজন প্রশ্ন করেন,

—অবস্থা শেষপর্যন্ত কী রূপ ধারণ করে বলা যায় না। আপনার বাড়ির সবাইকে আপনি কী নির্দেশ দিয়ে গেলেন?

মুসোলিনী ছোট্ট করে তাকান। তারপর ধীর কণ্ঠে বলেন,

—বাড়ি! আমার কোন সাংসারিক বন্ধন নেই। আমি ফ্যাসিজমের জনক। আমি ইতিহাসের।

জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ শুধু একা নন। রাষ্ট্রদূত রাণ্‌ উপস্থিত। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ একটু বিচলিত। হয়তো মুসোলিনীর মনের অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। বললেন,

—যুদ্ধের অবস্থা আমাদের হাতেব বাইরে চলে যাচ্ছে। ইতালী থেকে আমরা ট্রুপস্‌ গুটিয়ে নিয়ে আল্পসে প্রতিরক্ষা ব্যূহ জোরদার করবার কথা ভাবছি।

মুসোলিনী বলেন,

—জর্মন পশ্চাদপসরণের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। আমরা ইতালীর মাটিতে মরণপণ সংগ্রাম করবো।

রাষ্ট্রদূত রাণ্‌ একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন,

—ফুয়েরার আপনাকেও বর্তমান ইতালী সরকার বার্লিনে সরিয়ে নেবার আদেশ দিয়েছেন।

বৈঠকে পোভোলিনি উপস্থিত। মুসোলিনীকে তিনি উত্তেজিত করেন,

—আমরা ফ্যাসিস্টরা মরণপণ সংগ্রাম করবো। ফ্যাসিজম রক্ষার জন্যে আমরাও এক দ্বিতীয় স্ট্যালিনগ্রাড রচনা করবো।

মুসোলিনীকে জর্মনী পাঠানোর পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হ'ল।

মুসোলিনীর মনের অবস্থা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি যে কী স্থির করেছেন বোঝা মুস্কিল। হয়তো আগামী ভবিষ্যত সম্পর্কে নির্ধারিত কোন পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। ফ্যাসিজম রক্ষার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে দ্বিতীয় স্ট্যালিনগ্রাড রচনা করবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোন যোগ নেই। সবটাই কষ্টকল্পিত স্বপ্নসৌধ।

সময় অতিবাহিত হয়। গার্গ্নানোতে জেনারেল মিস্‌চি মুসোলিনীর টেলিফোন পান,

—অবস্থা যত খারাপই হোক, আপনি সুইট্জারল্যাণ্ডের পথ খোলা রাখবেন। প্রধান সড়ক নষ্ট হতে দেবেন না।

গুজব ছড়াতে থাকে। নিচু মহলে নয়, ফ্যাসিস্ট পার্টি দপ্তরে আলোচনা হয়, মিলানের একশো কিলোমিটারের মধ্যে আমেরিকান আর্মি পৌঁছে গেছে। সংবাদের উৎস সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে না। দুঃসংবাদ শোনবার মানসিক প্রস্তুতি সবার তৈরিই ছিল। সে এক বিশৃঙ্খল আবহাওয়া। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মন্ত্রীদেব কোন পাত্তা নেই। লুটপাটের ভয়ে দোকানপাট দিনের বেলাতে বন্ধ।

দু'দিন পর সকাল থেকে নতুন গুজব ছড়াতে থাকে। জর্মনরা মিলান ছেড়ে উত্তরে চলে যাচ্ছে। ফ্যাসিস্ট নেতারা মিলান থেকেও পরিবার সরিয়ে দিচ্ছে। দলিল পোড়ানো হচ্ছে। সমস্ত রকম যানবাহন ও পেট্রোল দখল করা শুরু হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মিলানে বিদ্রোহ শুরু হতে পারে।

জর্মনরা তখনও পো উপত্যকা রক্ষার ভান করে চলেছে। বাইরে থেকে খুব একটা বিচলিত হবার কারণ ছিল না। এমন সময় বিশ্বস্ত এক অনুচর বম্‌বাচ্চি-কে মাদেরনো-তে ফোনে জানান, নাজি-রা ইতালী ছেড়ে যাচ্ছে। সর্বত্র জর্মন ট্রুপস্ গুটিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। বম্‌বাচ্চি সঙ্গে সঙ্গে মান্‌তুয়াতে ফোন করলেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত একজনকে অনেক কষ্টে

ফোনে পাওয়া যায়। তিনি স্বীকার করলেন, জর্মনরা পালাচ্ছে। আমেরিকান আর্মার্ড কার বিনাবাধায় এগিয়ে আসছে।

বম্‌বাচ্চি মুসোলিনীকে ফোন করলেন। সংবাদ বিশ্বাস করেননি মুসোলিনী। মুসোলিনীর, তখনও স্থির বিশ্বাস, জর্মনরা পালাবে না। মনে করেছেন, পূর্বে আমেরিকানদের সঙ্গে যদি কোন আলোচনা হয়েও থাকে, তু' সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধ চলবে।

বম্‌বাচ্চি ফোনে চীৎকরে করেন,

—আমার খবরে কোন ভুল নেই। জর্মনরা পালাচ্ছে। মান্‌তুয়া থেকে ফোনে খবর পেয়েছি। অবস্থা সঙ্গীন।

মুসোলিনী বললেন,

—আমি গার্গ্নানো না আসা পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করুন।

—রাস্তাঘাট খুবই বিপজ্জনক। বিদ্রোহীরা হাইওয়ে নষ্ট করছে। আপনি মিলানে থাকুন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মিলানে আসছি।

ইতালীর জনতা আজ জাগ্রত। বিদ্রোহীদের হাতে পিয়েদ্‌মণ্ড্ চলে গেছে। লেক গার্দা ছেড়ে মুসোলিনী যেদিন মিলান যান, সেদিন তুরিনের সমস্ত কলকারখানায় ধর্মঘটের মহড়া চলেছে নতুন করে। উত্তর ইতালীর রেলকর্মীরা যানবাহন অচল করে দেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ফ্যাসিস্টদের রোম অভিযানের মত এতদিনে ইতালীর বিপ্লবী মেহনতি মানুষ মিলান অবরোধের শপথ নিয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় নিজেকে কেমন দেখতে হবে মুসোলিনী হয়তো ভাবছিলেন। কিন্তু সংসারের কথাও তিনি চিন্তা করছিলেন। রাকেলেকে উৎকণ্ঠা নিয়ে ফোন করেন,

—মান্‌তুয়া-র পতন হয়েছে। ব্রেশ্যা-র অবস্থা সঙ্গীন। তুমি এখনই রওনা হও। আমি তোমার জন্যে মিলানে অপেক্ষা করছি।

—মিলান থেকে আমরা কোথায় যাবো ?

—জানি না। তুমি এখনই রওনা হও।

মিলানে অন্যতম ফ্যাসিস্ট নেতাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। সবাই অপ্রকৃতিস্থ। তবে পোভোলিনি-র আস্ফালন, সে মরণ কামড় দেবেই। অদৃষ্টবাদে মেৎজাসোমা-র আশ্চর্যরকম বিশ্বাস জন্মায়। শেষ মুহূর্তে ঐন্দ্রজালিক কিছু একটা ঘটবে। মুসোলিনী কিছুই ভাবতে পারছেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিত্তোরিওকে ডেকে বলেন,

—তুমি লুজানো-তে এখনই রওনা হও। আমেরিকান কন্সালের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাঁকে আমার কথা বলো। আমার নিরাপত্তার আবেদন জানাও। এখন আমি আর কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।

রাকেলে ভোররাত্রে মিলান এলেন। মুসোলিনীর চোখে ঘুম নেই। পায়চারী করছিলেন। বড় নিষ্ঠুর এই সাক্ষাৎ। মুসোলিনী বিচলিত কণ্ঠে বলেন,

—তুমি মোন্‌ৎসা রওনা হয়ে যাও। আমার জন্যে ভেবো না। ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি নিরাপদ অঞ্চলে সরে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হবো।

—এ জায়গাবদল শেষ হবে কোথায় ? আমি মিলানেই থাকতে চাই।

—অসম্ভব ! এখানে থাকা হতে পারে না। যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। শত্রুসৈন্যের চেয়ে লিবারেশন ফ্রন্টের হাতে মিলান আজ বিপন্ন।

মিলানে সামান্য সময়ের বিরতি। রাকেলে সকালেই মোন্‌ৎসা-র উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

মুসোলিনী কিন্তু সম্পূর্ণ অনমনীয়। প্রত্যেকের পরামর্শই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদে মুসোলিনীকে স্পেনে পালাতে বলেন। মুসোলিনীর প্রাক্তন প্রেয়সী ফ্রান্‌চেস্‌কা

লাভাগ্রিনি আর্জেন্টিনায় তাঁর আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ জানায়। মুসোলিনী সব অনুরোধই ফিরিয়ে দেন। বলেন,

—আমি ভাল্‌তেল্লিনা-য় লড়াই করে মরবো। আমার শেষ হবে জানি, কিন্তু ফ্যাসিজমের মৃত্যু নেই।

ক্লারেত্তা পেতাচ্চির পরামর্শে মৌলিকতা ছিল। মেজর স্পোগ্‌লের-এর পাহারায় তিনিও এসেছেন মিলানে। ক্লারেত্তা বলেন,

—মোটর দুর্ঘটনায় তুমি নিহত হয়েছো, এমন সংবাদ রাষ্ট্র করে তুমি আত্মগোপন কবো।

—তা' হয় না ক্লারা!

—তুমি জীবিত না মৃত তার সঠিক কিনারা হবার আগে তুমি অনেক সময় পাবে।

—আমি কাপুরুষ নই। বেনিতো মুসোলিনীর একবারই মৃত্যু হবে।

পরদিন মিলানের চীফ অফ পুলিশ জেনারেল মন্‌তাগ্‌না ও চীফ অফ স্টাফ জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী এসে জানালেন,

—আমাদের এখনই মিলানের উত্তরে সরে যাওয়া দরকার।

কোন কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে হঠাৎ মুসোলিনী বলেন,

—আমি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাই। ইতালীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমি রফাতে আসবো ঠিক করেছি। সকালে ক্যাবিনেটের মিটিং-এ একথা আলোচনা হয়েছে। আপনি আর্চবিশপ সুস্‌টের-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুসোলিনীর প্রস্তাবে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীকে খুব তৎপর দেখা যায়। আমেরিকান ফৌজ তখন মিলান থেকে পঞ্চাশ মাইল। আত্মরক্ষার জন্যে লিবারেশন ফ্রন্টের সাহায্য হয়তো কাজের হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

এমন সময় ভিত্তোরিও ফিরে আসে। মুসোলিনী প্রশ্ন করলেন,

—সুজানোর আমেরিকান কন্সালের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করেছো ?

ভিক্তোরিও বিচলিত কণ্ঠে বলে,

—ডোনাল্ড জোনস্ আপনার নিরাপত্তার কোন দায়িত্ব নেবেন না।

মুসোলিনী ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন,

—আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে যাবো। ফ্রন্টিয়ার আমার দুর্দিনে বন্ধ করতে পারে না। হয়তো অন্তরীণ রাখবে। তাতে ক্ষতি নেই। আমি সময় পাবো। সময়ই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

হঠাৎ বেসুরো গলায় চীৎকার করে বলেন,

—সুইট্জারল্যাণ্ড জানে জর্মনদেন হাত থেকে আমি তাঁদের রক্ষা করেছি। ফুয়েরারের সে চিঠিও প্রয়োজন হলে আমি দেখাতে পারি।

কার্ডিনাল সুস্টের রাজি হয়েছেন। তিনি সময় দিয়েছেন বিকেল পাঁচটা। জানিয়েছেন, আলোচনায় লিবারেশন ফ্রন্টের তরফ থেকে জেনারেল কাদোর্না ও আরও দু' একজন বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

মুসোলিনী অধৈর্য হয়ে পড়েন,

—আমি আর্চবিশপের সঙ্গে দেখা করবো। জেনারেল কাদোর্না-র সঙ্গে আমি এক টেবিলে বসবো না।

জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী জানান,

—আর্চবিশপ সুস্টের একজন তৃতীয় ব্যক্তি। আলোচনা যদি চালাতে হয়, তবে জেনারেল কাদোর্না-র সঙ্গে আপনাকে বসতেই হবে।

মুসোলিনী আর আপত্তি তোলেননি।

আজ পঁচিশে এপ্রিল। লিবারেশন ফ্রন্ট দেশব্যাপী আজ অভ্যুত্থানের আহ্বান* জানিয়েছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য। প্রতিটি

বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণ আগে ধর্মঘট শুরু করবার সাইরেন ধ্বনি শোনা গেছে। পথে পুলিশ অনুপস্থিত। কালো কুর্তার ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া একজনও চোখে পড়ে না। জর্মন ট্রুপস্ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ব্যারাকে ব্যারাকে নিজেদের মধ্যে জটলা। বার্লিন্ রেডিও শোনার জন্যে উদগ্রীব।

আর্চবিশপ সুস্‌টের অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে এলেন পাওলো ৎস্যার্বিনো। প্রেসিডিয়ামের সদস্য ফ্রানচেস্‌কো বার্তাকু এলেন ঠিক পাঁচটায়। তারপর জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী আর্চবিশপের সঙ্গে দেখা করলেন।

মুসোলিনী পৌঁছোলেন সওয়া পাঁচটায়। মুসোলিনীকে দেখে সুস্‌টের দস্তুরমত চমকে ওঠেন। রিক্ত, সর্বস্বান্ত একটা মানুষ চেষ্টাকৃত তৎপরতার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মুখটা ফ্যাকাসে। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর। ভারী চোয়াল শুকিয়ে গেছে। প্রশস্ত ললাটের নিচে জ্বলন্ত চোখদুটো সম্পূর্ণ যেন নিভে গেছে।

কার্ডিনাল সুস্‌টের সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসেন,

—বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে আপনি সত্বর একটা রফাতে আসুন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি আমরা এড়াতে পারবো। সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দিয়ে জর্মনদের পিছু হটবার পদ্ধতি হয়তো তাতে রোধ করা যাবে।

মুসোলিনী বলেন,

—ভাল্‌তেল্লিনা-য় গিয়ে তিন হাজার ব্ল্যাক সার্ট বাহিনী নিয়ে আমি যুদ্ধ করবো।

স্মিত হেসেছেন সুস্‌টের,

—তিনশো জন লোকও আপনি আজ পাবেন কিনা সন্দেহ।

কার্ডিনাল সুস্‌টের-এর সেক্রেটারী দন জুসেপ্পে বিকৃকি-আয়ী-র সঙ্গে অল্পক্ষণ পরে জেনারেল কাদোর্না এসে পৌঁছোলেন। লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম দুই নেতা আকিল্লে মারাৎসা ও রিকার্দো লম্বার্দি জেনারেল কাদোর্না-র সঙ্গে আছেন।

মুসোলিনী প্রথমদিকে বেশ একটু উপেক্ষার ভাব দেখান। বিপ্লবী নেতাদের চোখেমুখে দৃঢ়তার ছাপ। ইতিমধ্যে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী অপর তুই ফ্যাসিস্ট নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। পরিচয় করিয়ে দেন সুস্টের। মুসোলিনী দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। হঠাৎ জেনারেল কাদোর্না-র দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন,

—আপনাদের প্রস্তাব আমি শুনতে চাই। আপনারা কী ঠিক করেছেন ?

স্মিত হাসেন জেনারেল কাদোর্না। জবাব না দিয়ে মারাৎসা-র দিকে একবার ফিরে তাকান। প্রশ্নের উত্তর দিলেন মারাৎসা। অনুত্তেজিত কণ্ঠ,

—বিপ্লবী পরিষদের যে নির্দেশ আমরা সঙ্গে এনেছি, সে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। আপনি আত্মসমর্পণ করুন।

কথাটা শুনেই মুসোলিনী যেন ক্ষেপে উঠলেন,

—একথা শোনবার জন্যে আমি আসিনি। আমি আলোচনা চালাতে এসেছি। আমার লোকজনের নিরাপত্তার দিকটা আমাকে দেখতে হবে। তাদের পরিবারের কী হবে ? ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়াদেরই বা কী ভবিষ্যত !

রিকার্দো লম্বার্দি বলেন,

—এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে সে খুব একটা কাজের কথা নয়। পরস্পরে আমরা শত্রু কিন্তু ইতালীরই মানুষ। আপনার লোকজনের নিরাপত্তা আমরা দেখবো। ফ্যাসিস্ট সেনা ও মিলিশিয়াদের ভবিষ্যত হেগ কনভেনশন অনুয়ায়ী হবে। আন্তর্জাতিক আইন আমবা লঙ্ঘন করবো না।

ক্রমে আলোচনা সহজ হয়ে ওঠে। মুসোলিনীর উত্তেজিত ভাবটা কমে আসে। জেনারেল কাদোর্না বলেন,

—আজ দেশব্যাপী হরতাল ও সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই সফল সিদ্ধান্তে পৌঁছোলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি আমরা এড়াতে পারবো।

—আপনাদের আশু প্রস্তাবটি কী?

—দু'ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে ও বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ফ্রানচেস্‌কো বার্তাকু ঠিক এই সময় মন্তব্য করেন,

—যুদ্ধাপরাধীদের কী হবে?

মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী লাফিয়ে উঠলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলেন,

—অসম্ভব। দুচে, এ আলোচনায় আপনি অগ্রসর হতে পারেন না। আমাদের জর্মন সাথীদের আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। জর্মনদের না জানিয়ে আত্মাসমর্পণের পক্ষে আমরা স্বাধীনভাবে কোন চুক্তি করতে পারি না। আমরা বিশ্বাসঘাতক নই।

জেনারেল কাদোর্না বলেন,

—জর্মন মিলিটারী হাইকমাণ্ডের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক এখন কী রকম আমি জানি না। তবে আপনাদের হয়তো জানা নেই, গত চারদিন আমরা নিয়মিত বৈঠকে বসেছি। আমেরিকানদের কাছে তাঁরাও আত্মসমর্পণ করছেন।

মুসোলিনী শুকিয়ে যান। তারপর চীৎকার করে প্রতিবাদ করেন,

—অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

এই সময় মুসোলিনীর অন্যতম সহচর পাওলো ৎস্যার্বিনো বলেন,

—অসম্ভব এখন আর কিছুই নয়। আমি আর্চবিশপ সুস্‌টের-এর সেক্রেটারী জুসেপ্পে বিক্‌কিআয়ী-র কাছে কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি, জর্মনরা আত্মসমর্পণ করছে। আমেরিকানদের সঙ্গে জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ শেষপর্যন্ত রফাতে এসেছেন।

মুসোলিনী সম্পূর্ণ নিভে যান। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর থেকে ঘৃণা ও অনুতাপেভরা কতগুলো কথা ঝরে পড়ে,

—পেছন থেকে ওরা আমাকে ছুরি মারলো!

চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিবেশ। মুসোলিনী স্থুস্টের-এর দিকে ফিরে তাকান। আর্চবিশপ খুবই বিব্রত বোধ করেন। তারপর বলেন,

—এ সবই সত্যি। জর্মনরা আত্মসমর্পণ করছে। জেনারেল ভোল্ফ্ সব করছেন। রাষ্ট্রদূত রাণ্ সবই জানেন। নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন।

মুসোলিনী অশান্ত। অপ্রত্যাশিত সংবাদে সম্পূর্ণ দিশেহারা। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। খবরটা হয়তো সামলে নিয়েছেন এতক্ষণে,

—অবস্থা যাই হোক, আমি আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি না। জর্মন কন্সালের সঙ্গে একবার কথা না বলে আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারি না। সেটা নীতিবিরুদ্ধ হবে। আমি সময় চাই।

জেনারেল কাদোর্না-র আশ্চর্যরকম দৃঢ় কণ্ঠ,

—এক ঘণ্টা। আমরা অপেক্ষা করছি।

গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীর চেয়েও উত্তেজিত। সিঁড়ির সামনে এসে বলেন,

—জর্মন বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমি মিলান রেডিও থেকে প্রচার করবো। এ প্রতারণা অসহ্য।

আর্চবিশপ স্থুস্টের বলেন,

—এখন মাথা ঠিক রাখার সময়। রেডিও ঘোষণা বা জর্মনদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর সুযোগ আপনি অনেক পাবেন। মুসোলিনীকে আপনি বোঝাতে চেষ্টা করুন। প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই।

গ্রাৎসিয়ানী স্মিত হেসেছেন,

—দেখি, কী করতে পারি। সবার ওপর দেশ। মহান ইতালীর স্বার্থই আজ বড় কথা।

—আপনি তাড়াতাড়ি করবেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আজ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করবার ডাক দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্যে আজই লিবা-রেশন ফ্রন্টের সঙ্গে এই রফাতে আসুন। আপনি দুচে-কে বুঝিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসুন। ভগবান আমাদের মঙ্গল করবেন।

মুসোলিনী ফিরে এসেছেন। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এক রকম দৌড়ে নিজের কামরায় এসে ঢোকেন। একবার শুধু অপেক্ষারত জর্মন গেস্টাপোর দিকে ফিরে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

—জর্মনী আমাদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

সামান্য একজন জর্মন গেস্টাপোর এত কথা জানবার কথা নয়। মুসোলিনীর কথা বোধগম্য হয় না। অসম্ভব বিব্রত বোধ করে।

গ্রাৎসিয়ানীকে মুসোলিনী বলেন,

—জেনারেল কাদোর্না আমাদের গ্রেপ্তার করবে।

—আপনি সুস্‌টের-এর ওখানে যাবেন না?

—না! পালানোর সময় ও সুযোগ করে নেওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য আমার নেই। ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করবে।

সম্পূর্ণ দিশেহারা মানুষটি একপ্রান্তের টেবিলে ছড়ানো ম্যাপের দিকে ছুটে যান। আঙ্গুল দিয়ে গ্রাৎসিয়ানী-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

—এখনই আমি কোমো রওনা হবো। ভাল্‌তেল্লিনা-র রাস্তায় এখন নয়। আমেরিকানরা ব্রাঞ্চামো-র রাস্তা ধরেছে। লিবারেশন ফ্রন্টের গেরিলারা লেক্কো-র পথ কেটে দিয়েছে। সে ব্যারিকেড সরানো অসম্ভব।

একে একে সবাই এসে মিলিত হন। পোভোলিনি-র সঙ্গে কথা হয়। আশ্চর্য এই মানুষটি এখনও মুসোলিনীর উৎকট সমর্থক। কিন্তু মুসোলিনী কোমো যাত্রা করবেন কেন, অনেকেই বুঝতে পারেন না। কেউ কেউ ভাবেন, দঙ্গো দিয়ে তিনি সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবেন।

মুসোলিনী পোভোলিনিকে বলেন,

—আমি ভাবতেই পারিনি জেনারেল ভোল্ফ্ গোপনে গোপনে এতটা এগিয়ে গেছেন। এ বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই।

পোভোলিনি নিষ্ফল আক্রোশে ফেটে পড়েন,

—এ ষড়যন্ত্র চলেছে বহুদিন থেকেই। রোম তখনও আমাদের হাতছাড়া হয়নি। মিলানের আর্চবিশপ কার্ডিনাল সুস্টের-কে দিয়ে তিনি আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ফ্রাঙ্কো মারিনোত্তি-কে আপনি গ্রেপ্তার করেছিলেন। শেষে জর্মন হাইকমাণ্ডের অনুরোধে আপনি ছেড়ে দেন। জেনারেল ভোল্ফ্ ও জেনারেল কেসেলিঙ্ জুরিখে এই মারিনোত্তি-কে বৃটিশ কূটনৈতিকমহলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে পাঠিয়েছিলেন সে খবর এখন বিশ্বাস করা চলে।

মুসোলিনী হাত উল্টে বলেন,

—একটার পর একটা জেনারেলের বিশ্বাসঘাতকতা ফুয়েরার-কে ক্রমেই দুর্দিনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

মুসোলিনী তৈরি হয়েছেন। ভিত্তোরিও কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে,

—আপনি এভাবে অনিশ্চিত পথে যাত্রা করতে পারেন না। এখনও সময় আছে। গেদি বিমানঘাটিতে আপনার জন্যে একটা বিমান এখনও রাখা আছে। আপনি স্পেনে পালিয়ে যেতে পারতেন।

—পথ আমার জানা আছে। আমার অদৃষ্ট আমিই নির্ধারণ করবো।

বুফ্ফারিনি উইদে ও রেনেতো রিক্কি মুসোলিনীকে বার বার স্পেনে পালানোর অনুরোধ করেন।

মুসোলিনী অনমনীয়। পোভোলিনি বলেন,

—শেষপর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাবো। দুচে ইতালীকে ফ্যাসিজম দিয়েছেন, কিন্তু দেশবাসী আজ বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

শেষ মুহূর্তে মুসোলিনীকে অসম্ভব ব্যস্ত দেখা যায়। জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী ইতিমধ্যে যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। মুসোলিনী পার্শ্বচর গেত্তি-কে বলেন,

—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না। এখনই তুমি মোন্ৎসা রওনা হও। রাকেলে-কে সঙ্গে নিয়ে কোমো-তে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। রাকেলে হয়তো আপত্তি করবে কিন্তু তুমি শুনবে না। আমার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে কোমো পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তোমার।

মুসোলিনী প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল সঙ্গে সঙ্গে রাখছিলেন। বহু দলিল তিনি গার্ঞানো-তে নষ্ট করেও এসেছেন। দলিলে ভর্তি ঠাসা দু'টি স্যুটকেস কার্রাদোরি-র হাতে তুলে দিয়ে বলেন,

—তুমি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বহন করছো। ভবিষ্যতে এই দলিলগুলোতেই ইতালীর ইতিহাস রচিত হবে।

সবাই একে একে গাড়িতে ওঠেন। উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা প্রত্যেকের চোখেমুখে।

পোভোলিনি মুসোলিনীকে বলেন,

—আমি আমার কথা রাখবো। তিন হাজার কালো কুর্তা মিলিশিয়া ও দক্ষ ফ্যাসিস্ট সেনা নিয়ে আমি কোমো-তে আসছি। আপনি চিন্তা করবেন না।

ফের্নান্দো মেৎজাসোমা ও ফ্রান্‌চেস্‌কো বার্রাকু গাড়িতে আগেই চড়ে বসেন। প্রত্যেকেই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে অস্থির।

জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীকে এসে বলেন,

—দুচে, আর অপেক্ষা করবেন না। কাদোর্না আমাদের এক ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। এখনই মিলান ত্যাগ না করতে পারলে আমরা বিপদে পড়তে পারি।

হঠাৎ মুসোলিনী জ্বলে উঠলেন,

—ওরা পারবে না! ওরা পারবে না। পঁচিশে জুলাই আবার আমাদের ফিরে আসবে।

মুসোলিনী তার সুদৃশ্য আলফা রোমিও চেপে বসলেন। যাত্রা শুরু হয়। নানা ঢঙের প্রায় ত্রিশখানা গাড়ি। এস্ এস্ গার্ডের জর্মন গাড়িটি মুসোলিনীকে অনুসরণ করে। লেফটেনাণ্ট বিরৎজের মুসোলিনীর দেহরক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সর্বশেষে ভিত্তোরিও মুসোলিনী একা গাড়ির মিছিলকে অনুসরণ করেন।

আর্চবিশপ কার্ডিনাল সুস্টের-এর প্রাসাদ থেকে টেলিফোন আসে। এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। জেনারেল কাদোর্না নিজে মুসোলিনীর সঙ্গে কথা বলতে চান। একজন টেলিফোনে জানায়,

—দুচে রওনা হয়ে গেছেন। এখন আত্মসমর্পণের আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারে না।

মুসোলিনী রওনা হবার পর অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ফ্যাসিস্ট নেতাদের তৎপরতা শুরু হয়। অবস্থা ক্রমেই আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুসোলিনীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে কেউই ভরসা রাখেন না।

খবর বাতাসের আগে ছোটে। সশস্ত্র মুক্তিফৌজ পথে নেমেছে। রাস্তাঘাট বিপজ্জনক। একটার পর একটা বিপর্যয়ের সংবাদ রেডিও জানান দিচ্ছে। গীর্জায় গীর্জায় একটানা ঘণ্টাধ্বনি যেন থামবে না। নিতান্তই সঙ্কেতধ্বনি। মুক্তি বাহিনীকে প্রস্তুত হবার আহ্বান।

রাত্রের আগেই আজ বিপ্লবী বাহিনীর হাতে মিলান চলে গেল।

পথে বৃষ্টি শুরু হল। খাদ আর সামনে চড়াই, বিসর্পিল ভয়ঙ্কর পথ। নির্জনতা আরও বেশি যেন ভীতিপ্রদ। যে কোন সময় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ শুরু হতে পারে। গাছ কেটে বা পাথর ফেলে রাস্তা আটকানোর ভয় সর্বসময়ই উপস্থিত।

চুপচাপ অনেকটা পথ আসা গেল। মুসোলিনী ভাল্‌তেল্লিনা-র কথা ভাবছিলেন। পোভোলিনি উত্তরে হটে যেতে চায়। মুসোলিনীও তাতে রাজি। কিন্তু ফ্যাসিস্ট পার্টির মহান পতাকা তুলে ধরে সর্বশেষ আঘাত হানবার বাসনা থাকলেও, মুসোলিনী মন থেকে আজ আর উৎসাহ পান না। পোভোলিনি একজন উৎকট ফ্যাসিস্ট। মুসোলিনীর একনিষ্ঠ সমর্থক। নতুন করে মুসোলিনী ক্ষমতা দখলের পর, নিও ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী হিসেবে পোভোলিনি যে ভয়াবহ যোগ্যতা দেখিয়েছেন, সে সম্পর্কে পোভোলিনি নিজেই যথেষ্ট সচেতন। নিরীহ মানুষের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, সামান্য সন্দেহে শত শত মানুষকে তিনি বন্দী করেছেন। কমিউনিস্টদের গাছের সঙ্গে ফাঁসিতে লটকে লটকে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সে নজীর কেউ ভুলবে না তিনি জানতেন। পোভোলিনি ধরেই নিয়েছিলেন ফ্যাসিস্ট পার্টির পহেলা নম্বর হিসেবে তিনি ইতালীর মানুষের কাছে চিহ্নিত। শত্রুসেনার হাতে ধরা পড়লে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁর বিচার হবেই। মৌখিক সমর্থন থাকলেও মুসোলিনী কিন্তু পালানোর কথাই চিন্তা করেছেন। মুসোলিনী আশা করেন সুইট্‌জারল্যাণ্ড তাঁকে জায়গা দেবে। তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার হাজারো যুক্তি ভাবেন। নাটকীয় ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ভাবীকালের অন্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে দাবী করলেও তিনি ব্যক্তিগত জীবন, পুত্রকন্যার কথাই সবচেয়ে বেশি ভাবছেন। বিপদ যত পিছু নিয়েছে, নিরাপদ স্থানের চিন্তাই মনে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। সেখানে আজ ফ্যাসিজম মিথ্যা, ইতালীর ভবিষ্যতও তাঁর কাছে সামান্যই।

গ্রাৎসিয়ানী কার্ডিনাল সুস্টের-এর কথা তোলেন। মুসোলিনী বলেন,

—সুস্টের গৃহযুদ্ধ এড়াতে চেয়েছেন তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনারেল কাদোর্না-কে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। লিবারেশন ফ্রন্ট আমাদের সবাইকেই একসঙ্গে গ্রেপ্তার করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ঐ বন্য লোকটার সঙ্গে আলোচনায় বসতেই আমি চাইনি। তবে জর্মনদের এমন ব্যবহার আশা করিনি। একথা আমি স্বীকার করি, জেনারেল ভোল্ফ্ যে আত্মসমর্পণের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করেছেন গোপনে গোপনে, একথা আমি ভাবতেই পারিনি। জর্মনরা আমাদের পেছন থেকে ছুরি মেরেছে। ফুয়েরার এই অসভ্য জাতটাকে হাজারো চেষ্টা করেও মানুষ করতে পারেননি। একজন ইতালিয়ন হিসেবে জর্মনদের আমি নিশ্চয়ই ঘৃণা করি। রোমের যখন স্বর্ণযুগ, জর্মনরা তখন অশিক্ষিত জিপ্সী ছাড়া কিছু নয়।

কোমো নিরাপদে পৌঁছোনো গেল। পথে সামান্যরকম বাধা না পাওয়ায় মুসোলিনীকে বেশ খুশি খুশি দেখা যায়। স্থানীয় জেলাশাসকের অফিসঘরে সবাইকে অভ্যস্ত বাকচাতুর্যে আর একবার উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেন,

—সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। পরিস্থিতির যত অবনতিই হোক, আমরা বীরের মত সংগ্রাম করবো। পোভোলিনি বিরাট বাহিনী নিয়ে আমাদের সঙ্গে আজই মিলিত হবে। আপনারা হতাশ হবেন না। পার্টির ওপর অবিচল আস্থা রাখুন।

কিন্তু এ উত্তেজনা সাময়িক। গ্রাৎসিয়ানীকে জিজ্ঞেস করেন,

—আমেরিকানরা কতদূর?

গ্রাৎসিয়ানী বেশ মুষড়ে পড়েছেন। পোভোলিনির বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিকল্পনা তিনি বিশ্বাস করেন না। চতুর হেসে বলেন,

—আমেরিকানদের খবর আমি জানি না। তবে তারা খুব দূরে নেই।

মেৎজাসোমা বলেন,

—আমরা ঠিক সময়ে মিলান ত্যাগ করেছি। রেডিও মিলান এখন লিবারেশন ফ্রন্টের অধিকারে। আমেরিকান আর্মির ভয় আমার নেই, কমিউনিস্ট পরিচালিত এই লিবারেশন ফ্রন্টই আমাদের বড় শত্রু।

মুসোলিনী মেৎজাসোমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। একটা শূন্যদৃষ্টি। বুফ্‌ফারিনি উইদেকে প্রশ্ন করলেন,

—মিলান থেকে কোমো-র দূরত্ব কত?

—পঁচিশ মাইল। জর্মনরা অতি দ্রুত পিছু হটায় লিবারেশন ফ্রন্টকে আরও বেশি দুর্মদ করে তুলেছে। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ আমাদের সঙ্গে বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

আলোচনার মাঝখানে একজন ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া অফিসার এসে জানায়,

—মেলেঞানো-ত্রিভিল্‌লিও সড়ক গেরিলারা কেটে দিয়েছে। আমাদের অতি বিশ্বস্ত ইতালিয়ন আর্মি ব্যারিকেডের ওপারে আটকা পড়েছে।

মেৎজাসোমা-র বিচলিত কণ্ঠ,

—মিলান! মিলানের খবর জানো?

—মিলান এখন পুরোপুরি বিপ্লবীদের দখলে। তারা সরকারী ভবন দখল করেছে।

একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে। মুসোলিনী অসম্ভব চিন্তিত। আপনমনে বল্লেন,

—মিলান থেকে কোমো পঁচিশ মাইল। আমরা এখানেও বেশি সময় থাকতে পারবো না। পোভোলিনি-র এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

লম্বার্দি-র ফ্যাসিস্ট পার্টির ইন্সপেক্টর পাউলো পোর্তা বলেন,

—পোভোলিনি-র জন্যে আপনি অপেক্ষা না করলেই ভাল করবেন। আমার ইচ্ছে কোমো ত্যাগ করে আপনি কাদেনাব্যা যান।

মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণের পর বুফ্‌ফারিনি উইদে-র সঙ্গে মুসোলিনীর সম্পর্ক অতীব তিক্ত। কিন্তু তিনিও আজ সঙ্গে আছেন।

শেষ সংগ্রামে তাঁর এতটুকু বিশ্বাস নেই। অতিরিক্ত জর্মনভক্ত বুফ্‌ফারিনি এতদিনে বার্লিনের ওপর ভরসা হারিয়েছেন। তাঁর মাথাতেও একমাত্র চিন্তা পলায়ন। মুসোলিনীকে বললেন,

—লম্বার্দি-র পথ আমি নিরাপদ মনে করি না। সময় থাকতে আমি আপনাকে কিয়াস্‌সো দিয়ে সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করতে বলবো। সুইট্‌জারল্যাণ্ড আপনাকে নিশ্চয়ই জায়গা দেবে।

গ্রাৎসিয়ানী কিন্তু একমত হতে পারেন না। সামরিক প্রধান তিনি নিজে। পাঁচজনের চেয়ে খবর নিশ্চয়ই একটু বেশি রাখেন। বুফ্‌ফারিনি উইদে-র সুইট্‌জারল্যাণ্ড পালানোর পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়ে বলেন,

—সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করা এখন বিপজ্জনক। বিপ্লবীরা সীমান্ত পর্যন্ত নজর রাখছে। তা'ছাড়া বর্তমান অবস্থায় ফ্রন্টিয়ার গার্ড হয়তো আপনাকে প্রবেশ করতে দেবে না। মারাত্মক ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

মুসোলিনীর মনোভাব ঠিক বোঝা গেল না। নিজের ফাইলের কাগজপত্র ও বিবিধ দলিল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মিলান ছাড়বার সময় কার্রাদোরি-র হাতে তিনি দু'টি ব্যাগ দেন। তা'ছাড়া আরও দলিল ও কাগজপত্রে ঠাসা কয়েকটি ব্যাগ তিনি ভিন্ন লরীতে তুলে দিয়েছেন। সময় যত অতিবাহিত হয় ক্রমেই তিনি সেই লরীর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কর্নেল ক্যাজালিনুয়োভো-

কে ডেকে সেই গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে ঠাসা লরীর পাত্তা করবার আদেশ দিয়ে আরও ছুটো চামড়ার স্যুটকেসের কাগজপত্র টেনে বার করেন। কার্লো সিলভেস্ত্রি মুসোলিনীর সঙ্গে দলিল বাছাইয়ে হাত লাগান। গার্গ্নানো ত্যাগ করবার সময় বিপুল কাগজপত্র তিনি লেক গার্দা-র জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় মুসোলিনী আত্মপক্ষ সমর্থনের নানা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালাশ করছিলেন। অতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাছাই করে নিজের কাছে রাখাই স্থির করেছিলেন।

মুসোলিনী নিজের কাগজপত্র নিয়ে তখনও ব্যস্ত। এমন সময় কর্নেল ক্যাজালিনুয়োভো ফিরে এলেন। মুসোলিনী ব্যস্তভাবে ঘুরে তাকান,

—কী হল! লরী এসেছে?

কর্নেল ক্যাজালিনুয়োভো অপরাধীর মত বলেন,

—লরী বিপ্লবীর হাতে পড়েছে। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা গাড়ি তাদের হাতে গেছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত মুসোলিনী বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। কার্লো সিলভেস্ত্রি-র দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—শুধু দলিল নয়, ঐ লরীতে প্রচুর সোনার বার ছিল। সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ বিদেশী মুদ্রা ও কয়েক সহস্র মিলিয়ন লীরা আমি সঙ্গে দিয়েছিলাম। প্রায় পুরো মিলান ট্রেজারী ঐ লরীতে ছিল।

নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রাকেলে ওদিকে প্রতীক্ষায় আছেন। যোগাযোগ নষ্ট হয়নি, কিন্তু টেলিফোনে মুসোলিনীকে ধরতে তিনি বার বার ব্যর্থ হন। মোন্‌ৎসা ছেড়ে চার্নোব্বিও এসে ভিল্লা মান্‌তেরো-তে অপেক্ষা করছেন। কোমো থেকে দূরত্ব সামান্যই।

একটার পর একটা বিপর্যয় ও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনে তিনি ক্লান্ত। এ অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা তিনি অনুমান করেছেন অনেক আগেই। মনের থেকে জর্মনদের তিনি কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। মুসোলিনীকে সতর্ক করেছেন বার বার। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু রাকেলের অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। মুসোলিনী গ্রাহ্য করেননি। রাকেলে বুঝতে পেরেছিলেন ভিল্লা সাভইয়া-তে রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন। অসামরিক পোষাকে ডেকে পাঠানোর তাৎপর্য একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করেছেন। গ্রান সাস্‌সো থেকে মুক্ত হয়ে মুসোলিনী যেদিন জর্মনীতে আসেন, সেদিনও তিনি মুসোলিনীকে নতুন করে ইতালীর শাসনভার গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। মুসোলিনীর আগামী ভবিষ্যত সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান। পোভোলিনির শেষ প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিকল্পনাও তিনি শুনেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করেন না।

দুপুরবেলা একজন কালো কুর্তা গাড অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে। সে মুসোলিনীর চিঠি বহন করছে। চিঠিটি লাল-নীল পেন্সিলে লেখা। একদিকের সীস ক্ষয়ে যাওয়ায় উল্টো দিক দিয়ে চিঠিটা শেষ করা। মুসোলিনী লিখেছেন :

"আমি আমার জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছি। এই হয়তো আমার শেষ চিঠি। তোমার প্রতি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা কোরো। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবার চেষ্টা কোরো। সেখানে তুমি নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। আমার বিশ্বাস সেখানে তুমি জায়গা পাবে, সুইট্জারল্যাণ্ড তোমাকে ফেরাবে না। রাজনীতির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই কোনদিন। কোন কারণে যদি তুমি অনুমতি না পাও, তবে মিত্রশক্তির হাতে আত্মসমর্পণ কোরো। তারা ইতালিয়নের চেয়ে ভদ্র হবে। রোমানো ও আন্না মারিয়াকে দেখো। আমি চললাম……"

চিঠি পাঠ করে রাকেলে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। কালো

কুর্তার ফ্যাসিস্ট গার্ডকে টেলিফোনে একবার মুসোলিনীকে ধরতে বলেন। আশ্চর্য, এবার লাইন পাওয়া গেল। উৎকণ্ঠিত মুসোলিনী বলেন,

—আমিও তোমাকে কয়েকবার ফোনে পেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

—নতুন কিছু এখন আমার আব বলার নেই। তুমি ভাল থাকতে চেষ্টা করো।

—চিঠিতে আমি সব কথাই জানিয়েছি। তুমি সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করার চেষ্টা করো এখনই।

—তুমি ভরসা হারিও না। এখনও তোমার অনুগামীদের সংখ্যা কম নয়।

রাকেলে মুসোলিনীকে ভরসা দেবার চেষ্টা করেন। মুসোলিনীর কণ্ঠে বিষাদ,

—আমি আজ বড় একা রাকেলে। ভরসা করার মত একজনও আমার পাশে নেই।

রাকেলের হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বোমানো ও আন্না বাবার সঙ্গে কথা বলে। রাকেলে শেষে রিসিভার হাতে নিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানান। মুসোলিনী বার বার বলেন,

—তুমি সময় নষ্ট না করে সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করার চেষ্টা কবো।

কথা রাখেননি রাকেলে। মান্তেরো ত্যাগ করবার পর মুসোলিনীর সঙ্গে শেষ দেখায় তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সোজা কোমো-র দিকে চললেন।

মুসোলিনী রাকেলেকে দেখে অবাক হন। নিভৃতে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। সঙ্গের দু'একটি ব্যাগ রাকেলের সঙ্গে দিলেন। বললেন,

—এসেই যখন পড়েছো তখন মূল্যবান দু'একটি দলিল তোমার

সঙ্গে দেবো। এই ব্যাগে চার্চিলের লেখা অনেক চিঠি তুমি পাবে। সীমান্তে যদি তুমি মুস্কিলে পড়, মনে হয় এই চিঠিগুলো তোমার কিছুটা কাজে আসবে।

মুসোলিনী অসম্ভব বিচলিত। রাকেলের কাছে বিদায় নেবার সময় খুবই মুষড়ে পড়েন। ছেলেমেয়েদের দিকে অপরাধীর মত তাকিয়ে থাকেন। ভাবীকালের অসাধারণ, অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই। বিপদাপন্ন, অসহায় এক অপরাধী যেন নিজের নিরাপত্তার সন্ধানে আজ ব্যাকুল। প্রাণমন অস্থির।

কিছু সময় পর রাকেলে কোমো ত্যাগ করেন।

তখন ভোর চারটে। মুসোলিনীর জর্মন গার্ড লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের পাজামা পরে ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় এক জর্মন রক্ষী এসে জানায়,

—শীঘ্রই আস্থন, মুসোলিনী কোমো ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

চোখে তখনও ঘুম ছিল। লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের দ্রুত পোষাক বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, বাইরে অনেকগুলো গাড়ি তৈরি হয়েছে। মুসোলিনী আর ঝুঁকি নিতে চান না। পোভোলিনি ফ্যাসিস্ট সেনাদের নিয়ে আদৌ এসে পৌঁছোবে কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পোভোলিনির জন্যে আর অপেক্ষা করা বৃথা।

মুসোলিনী মেনাজ্জো রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েছেন। মিলানের মুক্তিবাহিনীর খবর তাঁকে আরও বেশি বিচলিত করেছে। মালপত্র কমিয়ে, অল্প গাড়ি নিয়ে তিনি রওনা হতে চান।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের বলেন,

—তুচে, আপনি একা যেতে পারেন না। আমাকে সঙ্গে থাকতে হবে।

মুসোলিনী ঘুরে দাঁড়ান। ঠোঁটে চাপা তাচ্ছিল্যের হাসি,

—আমি একাই যাচ্ছি।

—আমার আদেশ আমাকে পালন করতে দিন। আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমাকে সঙ্গে থাকতেই হবে।

গ্রাৎসিয়ানী ক্রুদ্ধভাবে বলেন,

—তোমার সাহায্যের আর দরকার নেই। আমরাই পথ চিনে যাবো।

—তুচে-কে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।

গ্রাৎসিয়ানী এবার বিরক্ত বোধ করেন। জেনারেল ভোল্‌ফ্‌-এর ওপর যত ক্রোধ জমা হয়েছিল তার কিছু চাপা অভিব্যক্তি তাঁর কথাবার্তায় ফুটে ওঠে,

—আপনাদের আর দরকার নেই। আপনার কর্তব্য শেষ হয়েছে। আপনি নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করুন।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের কিন্তু আশ্চর্যরমক অবিচল। নিজের কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বির্‌ৎজের সৈনিক। সে আদেশ বহন করতে জানে। অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে,

—আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো। আপনি দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না। যতক্ষণ আমি পারবো, ততক্ষণ আমি তুচে-র সঙ্গে থাকবো।

হাত উল্টে মুসোলিনী বললেন,

—বেশ, সঙ্গে থাকুন।

মেনাজ্জো যখন পৌঁছোনো গেল তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। পথে কোন ঘটনা ঘটেনি। গাছ বা পাথর ফেলে রাস্তা আটকানোর কোন চেষ্টাই করে না কেউ।

স্থানীয় স্কুল বাড়িটি এখন ফ্যাসিস্ট ব্ল্যাক সার্ট গ্রুপের ব্যারাক।

মুসোলিনী এখানে কিছুক্ষণ কাটালেন। স্থানীয় ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী এমিলিও কাস্তেল্লি মুসোলিনীকে তাঁর ভিলাতে নিয়ে আসেন। মুসোলিনীকে বলেন,

—আপনি ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করুন। সারারাত আপনার ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে।

মুসোলিনী আপত্তি করেন না। শুয়ে পড়লেন। এপাশ ওপাশ করেন। ঘুম কিন্তু আসে না।

বেশ কিছু সময় শুয়ে কাটালেন। এমন সময় কর্নেল বির্‌ৎজের এসে জানায়,

—ক্লারেত্তা পেতাচ্চি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মুসোলিনী চমকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত পর একটু বিরক্তির স্বরে বলেন,

—ক্লারা এখানে কীভাবে এলো! তার জন্যে আমি একটা বিমান তৈরি রেখেছিলাম। মেনাজ্জোতে এসে সে কী করতে চায়? সে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুসোলিনী অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। কয়েক মুহূর্ত পর বির্‌ৎজের-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলেন,

—ক্লারা কোথায়?

—তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।

নিরুপায় মুসোলিনী বলেন,

—আসতে বলো।

ক্লারেত্তা একা নন। গাড়ি ড্রাইভ করছেন ভাই মার্চেল্লো পেতাচ্চি। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে। করিতকর্মা লোক মার্চেল্লো। ছদ্মনাম ও জাল পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করবার পরিকল্পনা করেছেন। সালো রিপাবলিকে স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের মিথ্যা পরিচয় তিনি নিরাপদ মনে করেন।

স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে ঐ একই নিয়মে কভার করেন। ক্লারেত্তা পেতাচ্চির পৃথক পাসপোর্ট। স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের ভগিনীর পরিচয়ে তিনি সঙ্গে আছেন। পাসপোর্ট নিখুঁতভাবে জাল করা। আলফা রোমিও গাড়ির রেডিয়েটারের ওপর স্প্যানিশ পতাকাটি গুঁজতেও তাঁর এতটুকু ভুল হয়নি।

ক্লারেত্তা খুব ভাল করেই জানেন মুসোলিনী মার্চেল্লোকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তাই একাই মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করতে যান। চতুর, বেহায়া এই মানুষটি নিজের স্বার্থে যে কোন পথ বেছে নিতে পারেন। মার্চেল্লো পেতাচ্চির গাড়ি প্রভূত ধনদৌলত বহন করছিল।

মুসোলিনীর সমস্ত বিরক্তি, মিথ্যে আস্ফালন ক্লারেত্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ নিভে যায়। আশ্চর্য এই মহিলা। দুরন্ত সম্মোহনী শক্তি। সমস্ত পরিবেশ ভুলে যান। আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। কাস্তেল্লি ভিলার বাগানে চলে গেলেন।

সময় কিন্তু অপেক্ষা করে না। লুইজে গেত্তি এসে জানায়, অতিরিক্ত গাড়ি সঙ্গে থাকলে বিপ্লবীদের সন্দেহ বাড়বে। মিলান রেডিও সংবাদ প্রচাব করছে, মুসোলিনী পলাতক। এত গাড়ি ও লোক সঙ্গে থাকলে বিপ্লবীদের সন্দেহের উদ্রেক কববে। মুসোলিনী তাঁর বিরাট বাহিনীর কিছুটা কাদেনাব্যাতে সরিয়ে নেবার আদেশ দিলেন।

প্রায় ঘণ্টাতিনেক পর মুসোলিনী কাস্তেল্লি ভিলার বাইরে এসে জানালেন, তিনি এখনই গ্রানদোলা রওনা হবেন। পোভোলিনিকে সেখানে মিলিত হবার নির্দেশ তিনি রেখে যাবেন। রাত্রের চেয়ে দিনে দিনে পৌঁছোনো নিরাপদ। গ্রান্‌দোলা সুইস্ ফ্রন্টিয়ার থেকে মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার।

মুসোলিনীর একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে এমিলিও কাস্তেল্লি প্রথম গাড়িতে উঠলেন। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি দ্বিতীয় গাড়িতে।

তারপর মুসোলিনী। জর্মন গার্ড লেফটেনান্ট বির্‌ৎজের তাঁর পেছনে অনুসরণ করেন। অন্যান্য গাড়িগুলো তারপর।

বেলা হচ্ছে। কিছুটা পথ এসে মুসোলিনী এক পথচারীকে প্রশ্ন করেন,

—এদিকে বিপ্লবী বাহিনীর গতিবিধি কেমন ?

দেহাতি মানুষ। প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর একগাল হেসে বলে,

—এ পাহাড়ী পথের দু'পাশেই এখন বিপ্লবীরা সক্রিয়। সাধারণ গ্রামবাসী তাদের সাহায্য করছে।

মুসোলিনী গাড়ি আস্তে চালাতে বলেন। এমিলিও কাস্তেল্লিকে নির্দেশ দেন, সামনের পথে কোথাও ব্যারিকেড আছে কী না আপনি এগিয়ে দেখুন। আমরা পেছনে আসছি। আপনি ফিরে এসে আমাদের জানাবেন।

মুসোলিনীকে সামনে রেখে গাড়িব মিছিল শম্বুক গতিতে চলতে থাকে। নির্দেশ পেয়ে কাস্তেল্লি দ্রুত গাড়ি নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। হা হা করা মুক্ত পথ। পথচারী সামান্যই।

এমিলিও কাস্তেল্লি আর ফেরেননি। প্রায় মিনিট দশেক পব প্রথম গাড়ির অপব দু'জন আরোহীকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখা গেল। মুসোলিনী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। জর্মন গার্ড বির্‌ৎজের বলে,

—নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে !

প্রথম জন মুসোলিনীকে এসে জানান,

—কাস্তেল্লি ধরা পড়েছেন। গ্রান্‌দোলা-র উপকণ্ঠে বিপ্লবীবা গাড়ি আটক করেছে। আমাদের এখনই পালানো দরকার।

বিপ্লবীরা কী জানতে পেরেছে আমি এ পথে যাচ্ছি ?

—জানি না। তবে প্রাণ থাকতে কাস্তেল্লি আপনার কথা প্রকাশ করবে না। তাঁকে আমরা বিশ্বাস করঁতে পারি।

মুসোলিনী লেফটেনাণ্ট বিরৎজেরকে বলেন,

—অপেক্ষা নয়, আমি মেনাজ্জো ফিরে যেতে চাই। পোভো-লিনি না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই ঠিক করতে পারবো না। বিপদের নিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে আমরা এভাবে যেতে পারি না।

পথে মুসোলিনী চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলেন। মেনাজ্জো পথে হোটেল মিরাভাল্লেভে উঠলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ব্যাগের দলিলপত্তর আবার টেনে বার করেন। এমন সময় খবর পাওয়া গেল পোভোলিনি দু'হাজার ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া নিয়ে যে কোন সময় এসে পৌছোতে পারেন। বার্লিনের সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, রুশ সৈন্য পুরোপুরি বার্লিন অবরোধ করেছে। একমাত্র সর্ট্ ওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বাঙ্কার থেকে ফুয়েরার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এখন শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা।

মুসোলিনী এখন আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আত্মচিন্তায় অস্থির। ফ্যাসিজমের কথা তাঁর আর মনে নেই। হোটেলের বাগানে বসে এলেনা কুর্তি কুচিয়াতি-র সঙ্গে একা বসে গল্প করছিলেন। অসংলগ্ন, একটানা প্রলাপ। কুচিয়াতি মুসোলিনীর প্রাক্তন প্রেয়সী আঞ্জেলা কুর্তির মেয়ে। অতিশয় সুন্দরী। পলাতক ফ্যাসিস্টদের সঙ্গেই সে মিলান ত্যাগ করেছে। হঠাৎ কথার মাঝখানে একজন এসে জানায়,

বুফ্ফারিনি উইদে আর আঞ্জেলো তার্কি দল ছেড়ে পালিয়েছেন। আপনাকে না জানিয়ে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী সরে পড়েছেন।

—আমি তাতে বিচলিত নই। আমি জানি আমার ঘরেবাইরে প্রতারক। বুফ্ফারিনি উইদে পালাবে সে এমন বড় কথা নয়, কিন্তু গ্রাৎসিয়ানী অন্তত আমাকে জানিয়ে যাবে আমি আশা করেছিলাম। হোটেল আমি কাল ভোরেই ত্যাগ করবো।

প্রথমে মেনাজ্জো ফিরে যাবো। তারপর ভাল্‌তেল্লিনা। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়াদের নিয়ে পোভোলিনি এলে তাকে যেন মেরানো-তে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। কাল আমি শেষ চেষ্টা করবো। পোভোলিনি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমার সব সময় ভয় হচ্ছে, পোভোলিনি হয়তো বিপদে পড়েছে। রাস্তা যদি কেটে দেয়, তবে উত্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা তার পক্ষে খুবই মুস্কিল।

অস্থির মন নিয়ে মুসোলিনী বাগান থেকে ঘরে এলেন। একজন এসে জানান, সুইস্‌ ফ্রন্টিয়ার বন্ধ। রাকেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোমো ফিরে এসেছেন।

দূতের মুখের দিকে মুসোলিনী একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি কী নতুন নির্দেশ কিছু দেবেন ?

মুসোলিনী নিরুত্তর।

চুপচাপ বসেই ছিলেন। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকেন। অবিন্যস্ত মাথার চুল। দেখে মনে হয় তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে মুসোলিনীর সামনে প্রতিবাদের ঢঙে ঘুরে দাঁড়ান,

—তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো, কিন্তু আজ তুমি এভাবে আমাকে রিক্ত করো না। তোমার জীবনে আজও আমি একমাত্র। এতবড় অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। আমরা দু'জনে স্বর্গ রচনা করেছি, তোমার সঙ্গে নরকের সাথী হতে আমি প্রস্তুত।

—তুমি কী বলছো ক্লারা ?

—কুচিয়াতি-কে তুমি তাড়াও। তার সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারবে না। এ অপমান আমি সহ্য করবো না।

—এ সব তুমি কী বলছো ! মেয়েটি আমার আশ্রয়ে আছে। আমার মেয়ের মত। তুমি এত নীচ ?

তারপর শুরু হয় ক্লারেত্তার একটানা নাটুকেপনা। কখনও

হাসি, কখনও কান্না। বিকারগ্রস্ত এই রমণী তারপর কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে চীৎকার করতে থাকেন। বিব্রত মুসোলিনীও শেষে উত্তেজিত হয়ে পড়েন,

—তোমার জন্যে আমি আলাদা বিমান রেখেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ তুমি নাওনি। সত্যি কথাটা শুনবে, এখানে এসে তুমি অন্যায় করেছো। কিন্তু আমি জানি তুমি কেন এসেছো।

—কী জান তুমি!

—মার্চেল্লো-কে নিয়ে তুমি পালাতে চাও। তাই আমার আশ্রয় তোমার চাই। আঞ্জেলা কুর্তির মেয়েকে তুমি হিংসে করো। এইটুকু মন নিয়ে তুমি···তুমি!

ক্রোধে মুসোলিনী থর থর করে কাঁপতে থাকেন। ক্লারেত্তা-র একটানা অস্থিরতার বিরাম নেই। কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে নিজের চুলই ছিঁড়তে থাকেন। একটানা চীৎকার করেন,

—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। আমার সব কিছুই ফাঁকি।

ইদানীং ক্লারেত্তার পরিবর্তন হয়েছে। মানসিক ব্যাধি। বিকৃত ক্ষুধার অতৃপ্ত বাসনা এক দুঃসহ ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠে। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার বলেছেন, মনের অসুখ। সময়ই এর একমাত্র ওষুধ।

দরজার সামনে অনেকে এসে ভীড় করে। লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের কিছুক্ষণ পর এসে ক্লারেত্তাকে কৌশলে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যান। সম্বিত হারিয়েছেন ক্লারেত্তা।

মুসোলিনী স্থবিরের মত বসে থাকেন। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অনুশোচনা হয়। ক্লারেত্তার জন্যে ক্রমে চিন্তিত হয়ে পড়েন। নিজেই যাচ্ছিলেন। কী মনে করে আবার ফিরে এলেন ঘরে। বির্‌ৎজের-কে ফোন করেন,

—এখন কেমন আছে?

—অনেকটা ভাল! খানিকটা দুধ খেয়েছেন।

—মাঝে মাঝে ইদানীং অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে স্মেলিং সল্ট্ শোঁকালে অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে আসে। দেখুন ওর ব্যাগ বা স্যুটকেসে পাবেন। মার্চেল্লো হয়তো জানে।

নিদারুণ হতাশার মধ্যে পোভোলিনি পরদিন একটি আর্মার্ড কারে এসে পৌঁছোলেন। মুসোলিনীর প্রশ্নে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল,

—কতজন দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট সেনা তুমি সঙ্গে এনেছো?

পোভোলিনি নীরব।

—কতজন, বলোই না!

—বারো জন।

মুসোলিনী হো হো করে হেসে ওঠেন। ঘর ফাটানো সে এক অদ্ভুত হাসি। নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত মানুষের আশ্চর্য রিক্ত হাসি।

অপ্রস্তুত পোভোলিনি অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন। বলেন,

—মিলান এখন পুরোপুরি বিপ্লবীবাহিনীর হাতে চলে গেছে। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েও আমার কথা আমি রাখতে পারিনি। তবে ভরসার কথা, পুরো একটা জর্মন কনভয় পেছনে আসছে। তারা অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে জর্মনীতে ফিরবে। মিলান থেকে পলাতক অবশিষ্ট মন্ত্রী ও ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতারাও এসে পৌঁছোবেন। জর্মন সেনাবাহিনীকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। এই কনভয়কে আমরা অনুসরণ করবো। তবে জর্মনদের আমি আর বিশ্বাস করি না। পিছু হটবার সময় সব কিছু ধ্বংস করে যাবার যে নিয়ম চালু আছে, জেনারেল ভোল্ফ্ সে নীতি এখন মানছেন না। জর্মনদের এই দুর্বলতাই আজ ইতালীর ফ্যাসিস্ট বিরোধী শক্তিকে এত বেশি প্রবল করেছে। মিলান আমরা ছেড়ে এসেছি, কিন্তু পালানোর

আগে জেলের সমস্ত কমিউনিস্টদের আমরা হত্যা করেছি। কমিউ-নিস্টদের ইস্তাহার আমি পাঠ করেছি, তারা সর্বত্র প্রচার করছে, মিত্রপক্ষের হাত থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের অর্ধেক লুকিয়ে ফেলতে হবে। ভবিষ্যতে ইতালীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রামে ঐ অস্ত্র তাদের দরকার হবে। আমেরিকানদের কাছে আমাদের হার স্বীকার করতে অপত্তি নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে ইতালী যে নিশ্চিত কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে, একথা ভেবেই আমি তছনছ হয়ে যাচ্ছি। এখানেই ফ্যাসিজমের সবচেয়ে বড় পরাজয় বলে আমি মনে করি। দুচে, আপনি বলতেন ইতালী কাপুরুষের জাত, এ কথার তাৎপর্য আজ উপলব্ধি করি। শিল্প ও সাহিত্যই আমাদের সর্বনাশ করেছে। কলম ও তুলিই শুধু এ জাত ধরতে জানে। এ দেশের জনসাধারণ কাপুরুষ। ফ্যাসিজমের মাহাত্ম্য ইতালী গ্রহণ করতে পারেনি।

মুসোলিনী সেই মুহূর্তে ফ্যাসিজমের মহান ঐতিহ্য ও মহত্ত্বের কথা ভাবছিলেন না। আত্মচিন্তাতেই তিনি মশগুল ছিলেন। পোভোলিনিকে জিজ্ঞাসা করেন,

—জর্মন সেনারা সংখ্যায় কত ?

—প্রায় তিনশো।

মুসোলিনী কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ কবেন।

ভয়াবহ অনিশ্চয়তা তখন শুধু সামনে ছিল। লিবারেশন ফ্রন্ট পুরোপুরি সামরিক নিয়মে দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব নেট-ওয়ার্ক তৈরি করেছে। আমেরিকান ট্যাঙ্কের চেয়েও ইতালীর মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে পর্যুদস্ত হবার ভয়ই জর্মনদের দ্রুত পিছু হটার অন্যতম কারণ।

জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ বুঝতে পেরেছিলেন ইতালীয় ফ্যাসিস্ট সেনা-বাহিনীর সঙ্গে এই মুক্তিযোদ্ধাদের ফারাক আছে বিস্তর। মুসোলিনী বা পোভোলিনি হয়তো বিশ্বাস করেননি, কিন্তু জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ জানেন, এই মুক্তিফৌজ মরণপণ সংগ্রামে প্রস্তুত।

লিবারেশন ফ্রন্ট প্রস্তাব নিয়েছে আক্রান্ত না হলে অযথা জর্মনদের সঙ্গে তারা কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। তারা বিনা বাধায় ইতালী ছেড়ে যেতে পারবে। কিন্তু ইতালিয়ান দেশদ্রোহী ফ্যাসিস্টদের কোন সর্তেই ছাড়া হবে না। দরকার হলে যে কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্যে তারা প্রস্তুত। শত্রুর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ায় তারা নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচারও বেছে নেবে।

মেনাজ্জো-র উত্তরে মুস্‌সো। তারপর দঙ্গো। লিবারেশন ফ্রণ্টের ৫২ নম্বর গারিবাল্‌দি বিগ্রেডের আনাগোনা এখন জের্মাসিনো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মুসো থেকে দঙ্গো আধ মাইল। দঙ্গো থেকে খাড়াই তিন মাইল পথ জের্মাসিনো গেছে। গ্রাভেদোনা ও দোমাসো-র পর নির্জন জংলা পাহাড়ী পথ পন্তে দেল পাস্‌সো অতিক্রমের পব সোনদ্রিয়া প্রবেশ করেছে। পন্তে দেল পাস্‌সো-র ওপারে ৪০ ও ৯০ নম্বর বিপ্লবী ব্রিগেড কাজ করছিল।

সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডের সঙ্গে পার্থক্য অবশ্য আছে। কোন সময়ই একটি ব্রিগেডের সভ্যসংখ্যা পঁচিশ থেকে তিরিশের বেশি নয়। গ্রাম্য প্রতিরোধ বাহিনীর সভ্যদের অবশ্য ব্রিগেডের সভ্য হিসেবে ধরা হয় না।

৫২ নম্বর ব্রিগেড কমাণ্ডার কাউণ্ট পিএর লুইজি বেল্‌লেনি দেল্‌লে স্তেল্লে। ছদ্মনাম 'পেদ্রো'। পলিটিক্যাল কমিশনার লাৎসারো উর্বানো ওরফে 'বিল'। এই ব্রিগেডের অন্যতম ঘাটি লুইজি হফ্‌মান নামে এক আধা জর্মন আধা সুইসের বাসগৃহ। দোমাসো ও গ্রাভেদোনা-র মধ্যে অভিজাত এই ধনী যুবা ফ্যাসিস্ট বিরোধী আড্ডা গেড়েছিলেন বহু আগেই। ইতালিয়ন এক সিল্ক

ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। লেক কোমো এলাকার মুক্তি-ফৌজদের সর্ব ব্যাপারে সাহায্য করবার লুইজি হফ্‌মান ছিলেন অন্যতম নেপথ্য চরিত্র। হফ্‌মান-কে সন্দেহ করা মুস্কিল। বিপ্লবীদের লুকোনোর জায়গা, নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর পোষাক তিনি সরবরাহ করেন।

আপাতদৃশ্য দৈনন্দিন জীবনে হফ্‌মান-কে জর্মন গেস্টাপো ও ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া ধনীগৃহের ঘরজামাই বলে মনে করেছে। কিন্তু হফ্‌মান ছিলেন মার্ক্সবাদী এক অনন্যসাধারণ চরিত্র।

সকালেই মুসোলিনী মেনাজ্জো অতিক্রম করলেন। জর্মন এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট ইউনিটের পেছনেই তিনি জায়গা নিয়েছেন। উত্তর পথ দিয়ে এই জর্মন কনভয় টিরল প্রবেশ করবে। কনভয়ের পেছনেই মুসোলিনীর আলফা রোমিও চলেছে। লেফটেনান্ট বির্‌ৎজের তাঁকে অনুসরণ করছেন। পোভোলিনি-র আর্মার্ড কার ঠিক তার পেছনে। পোভোলিনি-র সঙ্গে আছেন বার্রাকু, বম্‌বাচ্চি, ক্যাজালিনুয়োভো, পিয়েত্রো সালাস্ত্রী ও এয়ার ফোর্সের এক অফিসার ইদ্রেনো উতিম্‌পেরগে ও একজন ফ্যাসিস্ট কালো কুর্তা গার্ড। এলেনা কুর্তি কুচিয়াতি ও কার্রাদোরি বসেছেন এক-দিকে। কার্রাদোরি-র হাতে তখনও দুটো সুটকেস। টাকাকড়ি ও দলিলে ঠাসা যে দু'টি সুটকেস মুসোলিনী তাঁর হেফাজতে মিলানে দিয়েছিলেন। স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের ছদ্মবেশে মার্চেল্লো সুদৃশ্য ঝলমলে গাড়ি নিয়ে পেছনে অনুসরণ করছেন। স্ত্রী, পুত্রকন্যা পেছনের সিটে। মার্চেল্লো-র পাশের আসনে ক্লারেত্তা পেতাচ্চি।

কোমো পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত মেজর ফল্‌মিয়েরের কিছুই জানতেন না। যুদ্ধের স্বাদ তাঁর মিটে গেছে। প্রাণ বাঁচিয়ে ইউনিটের সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলেই তিনি খুশি। কোনরকম ঝামেলার মধ্যে তিনি যেতে নারাজ। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তবু মুসোলিনীর অনুরোধ ফেলতে পারেননি। তবে

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোন কারণেই তিনি রাস্তা বদল করবেন না। হাইওয়ে ছাড়বেন না।

মুসোলিনী শেষপর্যন্ত কী ঠিক করেছিলেন জানা যায়নি। অনুমান করা যায়, তিনি সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করবারই মনস্থ করেছিলেন। জর্মন কনভয়ের সঙ্গেই তিনি থাকতে পারতেন, কিন্তু জর্মনীতে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সেখানেই বা নিরাপত্তা কতটা! তা'ছাড়া ইতালী থেকে পালিয়ে জর্মনীতে আশ্রয় নিলে দেশের মানুষের কাছে আরও ঘৃণার পাত্র হবেন।

জনশূন্য মেনাজ্জো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করা গেল। কিছুটা পথ আসার পর আর্মার্ড কার থেমে গেল। লক্ষ্য করা গেল মুসোলিনী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। বির্‌ৎজের ছিটকে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। সামান্য কয়েক মুহূর্ত কথা হয়। পোভোলিনি বার বার মুসোলিনীকে তাঁর আর্মার্ড কারে আসতে বলেন। জর্মন কনভয় এগিয়ে যাচ্ছে। লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের তাড়া দেন। মুসোলিনী শেষপর্যন্ত আলফা রোমিও ছেড়ে পোভোলিনি-র আর্মার্ড কারে এসে বসেন।

গাড়ির মিছিল চলতে থাকে। একদিকে পাহাড়, অন্য পারে লেক কোমো। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গল অসম্ভব সবুজ দেখাচ্ছিল। হিমেল হাওয়া বইছে একটানা। সামরিক ভ্যান গড়ানোর গোঙানীর যেন ক্লান্তি নেই।

মেনাজ্জো থেকে মাইল ছয়েক দূরে। মুস্‌সো অঞ্চলে কনভয় তখন সামনে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পাহাড়ের এক পাশ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা গাছ ও পাথরের চাঙ্ এসে রাস্তা বন্ধ করে দিল। তারপব সব চুপচাপ। নিদারুণ একটা উৎকণ্ঠা সময়ের ওপর বয়ে চললো।

অল্পক্ষণ পর ব্যারিকেড পেরিয়ে দু'জন যুবাকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। পেছনে অপর এক ব্যক্তি তাদের অনুসরণ

করে। সামনের ছ'জনের চেহারায় বেপরোয়া একটা জঙ্গী ভাব। এতবড় জর্মন কনভয়কে যেন গ্রাহ্যে আনে না। তিনজন কিছুটা নিকটবর্তী হলে লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করেন। পোভোলিনি-র নির্দেশে আর্মার্ড কার থেকে নেমে দাঁড়ালেন বার্রাকু।

তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন লুইজি হফ্‌মান। তাঁকে যুবাদ্বয়ের দোভাষীর কাজ করতে দেখা গেল। প্রথম যুবা কিছুমাত্র ভূমিকা না করে অনুত্তেজিত ধীর কণ্ঠে বলে,

—আমি দেভিদ্ বারবিয়েন। ৫২ নম্বর গারিবাল্‌দি ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন।

লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের অতিশয় চতুর। হেসে বললেন,

—ক্যাপ্টেন, আপনি ভুল করেছেন, আমরা ইতালী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাদের পথ আটকালেন কেন?

—আপনাদের কোন উদ্দেশ্য নেই?

কাঁধ ঝেঁকে প্রতীক্ষারত গাড়িগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ফল্‌মিয়ের বললেন,

আমার সঙ্গের ট্রুপস্ নিয়ে আমি জর্মনী ফিরে যাচ্ছি। ইতালীতে আর আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। ব্যারিকেড আপনারা সরিয়ে নিন। যুদ্ধ আমাদের শেষ হয়েছে। আমরা ক্লান্ত।

—জর্মন ট্রুপস্ দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমরা আপত্তি করবো না। কিন্তু জর্মন ছাড়া ইতালিয়ন একজন ফ্যাসিস্টকেও আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আপনার সঙ্গে ইতালিয়ন ফ্যাসিস্টরা আছেন? থাকলে তাঁরা কতজন?

—আমাদের কোন অভিসন্ধি নেই।

—আমরা বিশ্বাস করি আপনার কনভয়ের সঙ্গে ইতালিয়ন ফ্যাসিস্টরা পালাতে চেষ্টা করছে। তাদের আমরা ছাড়বো না।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না।

—আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে ইতালিয়ন ফ্যাসিস্টরা আপনার সঙ্গে আছে। তাদের আমাদের হাতে তুলে দিন। আপনাদের আমরা আটকাবো না। যদি আমাদের সঙ্গে একমত না হন, তবে সংঘর্ষ হবে।

—আমি কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।

—আমি কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশ নিয়েই কথা বলছি। তবে আপনি যদি কথা বলতে চান, আপনাকে মারবেঞ্ঞো যেতে হবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

লেফটেনান্ট ফল্‌মিয়ের অল্পক্ষণ পর মারবেঞ্ঞো-র উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

স্থানীয় পাদ্রী দন্‌ মাইনেত্তি এই সময় ঘটনাস্থলে আসেন। ভরসা দিলেন, তিনি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

আর্মাড কারে বসে মুসোলিনী ওয়ারলেস শুনছেন। পোভোলিনি অস্থির। তাঁকে সংযত করা মুস্কিল হয়ে পড়ে,

—ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ক্রমাগত মেশিনগান চালিয়ে আমরা সামনে এগুতে পারি। জর্মনরা কেন ভয় পাচ্ছে বুঝতে পারি না। সময় যত নষ্ট হচ্ছে, ততই আমরা বিপদের মুখে চলেছি।

লেফটেনান্ট ফল্‌মিয়ের গোটা পরিস্থিতি অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছেন। তাঁর সঙ্গে যে ট্রুপস্‌ আছে, তাতে তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যারিকেড সরিয়ে মুক্তি ফৌজদের সমস্ত অবরোধ চূর্ণ করে পথ করে নিতে পারেন। কিন্তু মুক্তি ফৌজদের শক্তি সম্পর্কে তিনি সঠিক কিছুই জানেন না। তা'ছাড়া মনোবল সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। একমাত্র

জর্মনীতে নিরাপদে ফিরে যাওয়া ছাড়া তিনি কিছুই ভাবতে পারেন না। ছোট বড় সমস্ত রকম সংঘর্ষই তিনি এড়াতে চান।

পোভোলিনি-কে সমর্থন জানিয়ে বার্রাকু বলেন,

—জর্মনদের আমি আর বিশ্বাস করি না। আমাদের এবার পেছনের রাস্তা ধরা উচিত। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের শেষপর্যন্ত কী রফা করে আসবেন তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

বম্‌বাচ্চি পোভোলিনির দিকে ফিরে বলেন,

—এখন আর উপায় নেই। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মুসোলিনী নীরব। একবার শুধু বাইরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন,

—জায়গাটা কোথায় ?

—মুস্‌সো !

মুসোলিনীর ঠোঁটে পাতলা এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে,

—মুস্‌সো ! আমাদের এখানে আটক হওয়াটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

সময় অতিবাহিত হয়। বেলা বারোটা। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের কিন্তু ফেরেন না। জর্মন সেনাদের আদৌ বিচলিত করেছে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ গাড়ি থেকে নেমে ঘোরাফেরা করছে। বিপ্লবীদের মেশিনগান কোথায় লুকোনো থাকতে পারে সে সম্পর্কে জটলা করে। কিন্তু একজন ইতালিয়ন ফ্যাসিস্টকে গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায় না।

এমন সময় পাদ্রী দন্ মাইনেত্তি ফিরে এলেন। জর্মনদের এসে জানান,

—গোটা ব্যাপারটা এখন কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার্স-এর হাতে। সুতরাং কিছুই করা যাবে না। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের এখন আলোচনা করছেন। আপনারা ইতালিয়ন ফ্যাসিস্টদের যদি এদের হাতে তুলে দেন, তবে খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা নেই।

নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে হয়। ফ্যাসিস্ট নেতারা নিজেদের মধ্যে গাড়িতে গাড়িতে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেন। কেউ ফল্‌মিয়েরকে দোষারোপ করেন। কেউ দঙ্গো-র পথে আসার জন্যে স্বয়ং মুসোলিনীর সমালোচনা করেন। সন্দেহ প্রকাশ করেন, মুসোলিনী হয়তো জর্মন কনভয়-এর সঙ্গে শেষপর্যন্ত একা পালাতে চেষ্টা করবেন।

প্রায় ছ'ঘণ্টা পর লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের মারবেঞ্জো-র কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার্স থেকে ফিরে এলেন। লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের-এর সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আর্মার্ড কারের সামনে এসে মুসোলিনীকে বলেন,

—আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। নানাভাবে আমি এই নেতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইতালিয়নদের তারা ছাড়বে না। আমাদের তারা বাধা দেবে না। তবে পুরো জর্মন কনভয় তারা দঙ্গো-তে সার্চ করবে। সরু রাস্তায় অসুবিধে হবে, তাই আমাদের কনভয়কে তারা এখন দঙ্গো নিয়ে যাবে।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের চীৎকার করে ওঠেন,

—এসব জালিয়াতি। আমাদের ফেলে আপনি ট্রুপস্‌ নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—আমি নিরুপায়। আমরা ক্লান্ত। এই তাদের আদেশ। ইতালিয়ন কোন ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। জর্মন সেনাদের ভবিষ্যতই এখন আমার একমাত্র দায়িত্ব।

—আপনি আমাদের নিরাশ করলেন।

—ভরসা কোন সময়ই আমি দিইনি। এ ছাড়া আমার আর উপায় নেই। আমি আমার সেনাদের নিয়ে এখনই রওনা হবো।

লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের সরে গেলেন।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের আর্মার্ড কারের ওপর লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

—দুচে, এই আপনার শেষ সুযোগ। আপনি জর্মন সেনার ছদ্মবেশে এই কনভয়ের সঙ্গে যান। তা'ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আপনাকে আমি আর কোন ভরসাই দিতে পারি না। এ সুযোগ ছাড়া চূড়ান্ত ভুল হবে।

ক্লারেত্তা এই সময় সেখানে হাজির হয়েছেন। মুসোলিনীকে বলেন,

—তুমি পালাও। এই তোমার শেষ সুযোগ। তোমাকে গ্রেপ্তার এড়াতে হবেই।

লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের বললেন,

—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। ওপরে জর্মন পোষাক চাপিয়ে আপনি একটা ট্রাকে উঠে পড়ুন। জর্মন কনভয়ে থাকলে আপনি হয়তো রক্ষা পাবেন। এ ছাড়া সামনে আর কোন পথই আমি দেখছি না। দুচে, এই আপনার শেষ ভরসা।

মুসোলিনী চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ বির্‌ৎজের-এর দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ জানান,

—এ সব ষড়যন্ত্র। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের হয়তো দঙ্গো-তে আমাকে এই দস্যুগুলোর হাতে তুলে দিয়ে জর্মন ইউনিটকে বাঁচাতে চায়।

—আপনার সন্দেহ অমূলক। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের কে আমিই রাজি করিয়েছি। আপনি দেরি করবেন না।

—সেখানে তো সার্চ হবে।

—ঝুঁকি আছে, কিন্তু এ ছাড়া আপনাব বাঁচার কোন পথ আমি দেখছি না।

—কথা দিয়েছিলেন, আমাকে বক্ষা করাই আপনার কাজ।

—আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। অবস্থা সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে আপনি জর্মন ট্রাকে আশ্রয় নিন।

ক্লারেত্তার দিকে আঙ্গুল তুলে মুসোলিনী বলেন,

—বেশ, তবে এই বন্ধুটিকে আমি সঙ্গে চাই।

—অসম্ভব। দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে আমি আপনার সঙ্গে দিতে পারি না। তা'ছাড়া ইনি যে-পরিচয়পত্র বহন করছেন, তাতে জর্মন কনভয়ের সঙ্গে হয়তো যেতে পারবেন। স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতকে এরা আটকাবে না।

একটা ভারী জর্মন ট্রাক পরক্ষণেই লেফটেনাণ্ট বির্‌ৎজের আর্মার্ড কারের পাশে এনে দাঁড় করালেন। মুসোলিনী আর অপেক্ষা কর্‌লেন না। কার্‌াদোরি-র সাহায্যে ট্রাকের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত সঙ্গের ব্যাগ দুটোও ট্রাকে তুলে দেওয়া হয়।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটলো। আর্মার্ড কার থেকে নেমে হঠাৎ ক্লারেত্তা পেতাচ্চি জর্মন ট্রাকের দিকে দৌড়তে থাকেন। প্রায় উঠেই পড়েছিলেন, কিন্তু বির্‌ৎজের পেছন থেকে ধরে ফেলেন। টেনে হিঁচড়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে বললেন,

—দুচে-কে আপনি বিপদাপন্ন করবেন। আপনার নিজের গাড়িতে যান। আপনার পরিচয়পত্র নিখুঁত। আপনিও দঙ্গো যেতে পারবেন।

ব্যারিকেড সরানোতে কিছু সময় লাগলো। জর্মন কনভয় শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন জর্মন ট্রাকে উঠে পড়ে।

লেফটেনাণ্ট বিরৎজের-এর অনুমান মিথ্যে নয়। মার্চেল্লো পেতাচ্চি-র নিখুঁত ছদ্মপরিচয়। স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ি আটক করায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন বারবিয়েন দুঃখ প্রকাশ করলেন।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মার্চেল্লোর আলফা রোমিও জর্মন কনভয়ের পিছু নেয়।

ঘটনাস্থল থেকে জর্মন কনভয় সরে যেতেই বিপ্লবীরা ইতালিয়ন ফ্যাসিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। কেউ বাধা দেন না। হঠাৎ

পোভোলিনি এক মারাত্মক পথ বেছে নেন। আর্মার্ড কারটি তিনি ঘোরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন। প্রথমে পাহাড়ে ধাক্কা খেলো, তারপর সামনে থেকে ছুটে আসা একটা গ্রানেড খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে থেকে পোভোলিনি বেরিয়ে এসেই পাশের লেকের দিকে দৌড়তে শুরু করেন। চীৎকার করে অন্যদের তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। পোভোলিনির সঙ্গে কার্রাদোরি পালান। ক্যাজালিনুয়োভো ও উতিম্পেরগে ছুটতে যেতেই ধরা পড়লেন। বার্রাকু পায়ে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়েন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল। মুক্তিবাহিনী একে একে সবাইকে গাড়িতে নিয়ে তোলে। পোভোলিনির অনুসন্ধানে গেরিলাদের তালাশ শুরু হয়। বার্রাকু চীৎকার করতে থাকেন,

—জর্মনরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের ধরিয়ে দিয়ে পালালো। জর্মনদের আমি কোনকালেই বিশ্বাস করি না।

অল্পক্ষণ পরেই পোভোলিনি ও কার্রাদোরি-কে টলতে টলতে আসতে দেখা যায়। রক্তাক্ত জামা। দু'জন মুক্তিযোদ্ধা পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে নেয়।

এই সেই পোভোলিনি। সালো রিপাবলিকের অন্যতম চরিত্র। নিও ফ্যাসিস্ট পার্টির কর্ণধার। জর্মন জেনারেল ভোল্‌ফ্‌ যেখানে দু'দণ্ড ভেবেছেন, সেখানেও পোভোলিনি কল্পনাতীত নির্মম। কমিউনিস্টদের তিনি গুলি করে হত্যা করা অপছন্দ করতেন। তাদের পথের দু'পাশে গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে লটকে রাখাই তাঁর পছন্দ। ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের উন্মুক্ত খোলামাঠে অতর্কিতে মেশিনগানের সামনে ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন।

দঙ্গো। জর্মন লরী, ভ্যান ও ট্রাক তখন পাতি পাতি করে তালাশ চলেছে। লেফটেনান্ট ফল্‌মিয়ের নিজে বিপ্লবীদের সঙ্গে থেকে কাজে সাহায্য করছেন। সন্দেহভাজন কিছুই চোখে পড়ে না। জর্মন সেনাদের মধ্যে ইতালিয়ন একজনও সঙ্গে নেই।

মুসোলিনী যে গাড়িতে ছিলেন সে গাড়িও দেখা শেষ হয়। বিপ্লবী অনুসন্ধানী দলের মধ্যে জুস্থপ্পে নেগ্রী নামে এক নাবিক ছিলেন। গাড়ির মধ্যে না উঠে তিনি বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখছিলেন। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হ'ল। দেখলেন একজন সেনা ড্রাইভারের পাশের সিটে মাথা হেঁট করে বসে আছে। দুই হাঁটুর মধ্যে স্টেনগান। মাথায় হেলমেট। চোখে গগলস্‌। পরনে স্বস্তিকা মার্কা জর্মন সেনার গ্রেটকোট। একজন জর্মন সেনা নেগ্রীকে জানায়, সাথী মদে বেহুঁশ,

—ডিয়ের বেট্রুঙ্কে কামেরাড!

জুস্থপ্পে নেগ্রীর কথার জবাবে হেসে বললেন,

ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

নেমেই আসছিলেন। হঠাৎ জুতোর দিকে চোখ পড়লো। দামী চক্‌চকে বুট, সাধারণ সেনারা এ জুতো পায় না। গাড়ি থেকে নেমে এসে নেগ্রী সোজা ব্রিগেডের অন্যতম নেতা উর্বানো লেৎসারোকে এসে জানালেন,

শীঘ্রই আসুন! আমার সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয় আমি মুসোলিনীকেই দেখেছি।

বিনাবাক্যব্যয়ে লেৎসারো নেগ্রীর সঙ্গে আসেন। জর্মন সেনাদের চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়। লেৎসারো ঝুঁকে পড়ে রহস্যজনক মানুষটিকে প্রশ্ন করেন,

—আপনি কী ইতালিয়ন?

উত্তর নেই।

সন্দেহ দৃঢ় হয়। আবার প্রশ্ন করলেন,

—জবাব দিন। আপনি কী ইতালিয়ন?

বৃথা ছলনা। উপায় নেই। মুসোলিনী সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন,

হ্যাঁ, আমি ইতালিয়ন।

চরম বিস্ময়োক্তি লেৎসারো-র ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে,

—আপনি! দুচে, আপনি!!

উর্বানো লেৎসারো মুসোলিনীকে চিনেছেন।

মুহূর্তে মুসোলিনী যেন নিভে যান। মুখটা সাদা। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর। বাধা দিলেন না। স্টেনগানটি লেৎসারোর হাতে তুলে দেন। খুবই স্থির। এতটুকু বিচলিত নন। ট্রাক থেকে নেমে দাঁড়াতেই লেৎসারো তাঁর ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন। ঘুরে দাড়িয়ে বলেন,

—সঙ্গে আপনার আর অস্ত্র আছে?

মুসোলিনী নিরুত্তর।

লেৎসারো মুসোলিনীর দিকে এক নজর তাকিয়ে বলেন,

—আমার সঙ্গে আসুন। আপনার কোন ভয় নেই।

মেয়র ডাঃ জুস্থপ্পে রুবিনি সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি কিছুটা বিব্রত,

—আমরা থাকতে কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আপনি আসুন।

উন্মুক্ত চত্বরে একদিকে স্থানীয় মানুষ ভীড় করেছে। তাদের উল্লাস যেন থামবে না। জুস্থপ্পে নেগ্রী মুসোলিনীর ব্যাগ দুটো বহন করছিলেন। মুসোলিনী একবার তাঁকে সতর্ক করেন,

—ঐ ব্যাগ অতি প্রয়োজনীয় দলিল বহন করছে। ঐ মহামূল্য দলিল ইতালীর ইতিহাস রচনায় প্রয়োজনে লাগবে।

দঙ্গোতে মুসোলিনী গ্রেপ্তার হবার নির্ভরযোগ্য ঘটনা নিয়ে কিছুটা তর্কের অবসর আছে। শোনা যায়, বিপ্লবীরা হাজারো

তল্লাশী চালিয়েও কাউকে ধরতে পারেননি। লেফটেনান্ট ফল্‌মিয়ের তাঁর কনভয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এমন সময় একজন জর্মন সেনা-ই নাকি মুসোলিনীকে ধরিয়ে দেন।

দঙ্গোর স্থানীয় ব্যবসায়ী কার্লো অর্‌তেল্লি এটাকেই অভ্রান্ত, প্রকৃত ঘটনা বলে দাবী করেন।

মুসোলিনী যখন গ্রেপ্তার হন তখন বেলা তিনটে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের পাহারায় তাঁকে প্রথমে মেয়রের অফিস-কামরায় আনা হয়। মার্চেল্লো পেতাচ্চি-র গাড়িও আটক করা হয়। ধৃত ফ্যাসিস্ট মন্ত্রী ও নেতাদেরও ততক্ষণে দঙ্গো-তে নিয়ে আসা হয়েছে। লেফ-টেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের জর্মন সেনাদের নিয়ে তখন রওনা হবার চেষ্টা করছেন। লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের-এর সামনে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসেন নিকোলা বম্‌বাচ্চি,

—আপনি কাপুরুষ। দুচে-কে আপনি মুরগীর মত ধরিয়ে দিয়েছেন। জর্মনরাই বিশ্বাসঘাতক। আমাদের সঙ্গে এই নিয়ে আপনরা সাতবার বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

লেফটেনাণ্ট ফল্‌মিয়ের অপ্রীতিকর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। কথার কোন জবাব না দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মেয়রের ঘরে ছোটখাটো একটা জনতা। একজন পাশ থেকে প্রশ্ন করে,

—আপনি সাম্যবাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কেন?

মুসোলিনী জবাব দেন,

—আমি নই। সাম্যবাদই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—আপনি সোশিয়ালিস্ট নেতা মাত্তেওত্তি-কে হত্যা করেছিলেন?

—মাত্তেওত্তি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

—ফ্রান্সকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছেন আপনি।

—এক কথায় এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবো? ইতালী কী ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সে গোটা পটভূমি বিচার করা প্রয়োজন। ইতালীর ইতিহাস সবই আলোচনা করা দরকার।

—গ্রান্ সাস্সো থেকে মুক্ত হবার পর আপনি যে বক্তৃতা দেন সে কী সম্পূর্ণ আপনার স্বেচ্ছায়?

—বাধ্য হয়েছিলাম।

—আপনি দেশবাসীর ওপর এত অত্যাচার করেছেন কেন?

—আমি নিরুপায় ছিলাম। জেনারেল ভোল্ফ্ আর কেসেলিঙ্ এসবের জন্যে দায়ী। আমি কিছুই জানি না।

—নিরীহ মানুষকে আপনি ফাঁসিতে লটকেছেন। গ্রাম উজাড় করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছেন। এ সবের জন্যে আপনিই দায়ী। আপনি!

—আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছি। অত্যাচার চালাতে আমি চাইনি। জর্মন হাইকমাণ্ডের চাপে আমি বাধ্য হয়েছি। প্রতিবাদ করলে জেনারেল ভোল্ফ্ বলতেন, অত্যাচারই একমাত্র পথ। টর্চার চেম্বারে মৃতদেহও কথা বলে।

—আপনি আমাদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

—আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতাম, কিন্তু হিটলার তাঁর প্রতিশ্রুত সাহায্য আমাকে দেননি।

মুসোলিনী আদৌ উত্তেজিত নন। প্রশ্নের উত্তর তিনি খোলা-মনেই দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়র ডাঃ জুস্থপ্পে রুবিনি ঘরের লোক সরিয়ে দেন। সবাই চলে গেলে মুসোলিনী তাঁর গায়ের জর্মন ওভারকোটটি খুলে টান মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেন। কফি আসে। মেয়রের মুখোমুখি বসে মুসোলিনী নীরবে কফি পান করেন।

ব্রিগেড কমাণ্ডার কাউন্ট বেল্‌লেনি কিন্তু অসম্ভব বিচলিত। এতবড় একজন উঁচুদরের বন্দীকে নিয়ে তিনি কী করবেন ভেবে পান না। জর্মন কনভয় উত্তরে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ত দূতের হাতে চিঠি দিয়ে কোমো পাঠালেন। হেড কোয়ার্টার্সের কাছে জানতে চাইলেন, মুসোলিনীকে নিয়ে তিনি এখন কী করবেন!

জায়গাটি মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। দঙ্গো উত্তর-পথের প্রধান সড়কের মুখে। যে কোন মুহূর্তে অন্য একটা কনভয় এসে পড়তে পারে। যদি তারা ইচ্ছা করে, তবে দঙ্গো-র লিবারেশন ফ্রন্টের সমস্ত শক্তি চূর্ণ করে তারা মুসোলিনীকে মুক্ত করতে পারে। ফ্যাসিস্ট দস্যুদলও বিক্ষিপ্ত-ভাবে সর্বত্র গা-ঢাকা দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মুসোলিনীকে উদ্ধার করবার একটা মরণপণ সংঘর্ষ শুরু হবার সম্ভাবনা।

কোমো-র নির্দেশ পেতে অযথা দেরি হচ্ছিল। টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা গেল না। কাউন্ট বেল্‌লেনি স্থির করলেন, হাইওয়ের কাছাকাছি জায়গায় মুসোলিনীকে রাখা ঠিক হবে না। সাময়িকভাবে কিছুটা ভেতরে এখনই এই বন্দীকে সরিয়ে ফেলা দরকার। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়। স্থির হয়, জার্মাসিনো-র কাস্টমস্‌ ব্যারাক সবদিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য। চোরাকারবারীদের সাময়িকভাবে আটকে রাখবার মজবুত ছোট ঘরও সেখানে পাওয়া যাবে।

জার্মাসিনো যাত্রা করবার সময় কাউন্ট বেল্‌লেনি নিজে সঙ্গে এলেন। একজন মুসোলিনীর পাশে মেশিনগান কাঁধে চাপিয়ে উঠে বসলেন।

প্রচণ্ড দুর্যোগ শুরু হয়। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। সামনের পথ কিছুই দেখা যায় না। সবাই চুপচাপ। শুধু ওয়াইপারের একটানা গোঙানীর শব্দ কানে আসছিল।

নীরবতা ভেঙ্গে একজন বিপ্লবী প্রশ্ন করে,

—আপনি দ্বিতীয়বার ধরা পড়লেন।

মুসোলিনী কৃত্রিম হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন,

—পথের ধুলো থেকে সিংহাসন, সিংহাসন থেকে আবার পথের ধুলোতে। আমার জীবনটাই এই রকম।

তরুণ বিপ্লবী শ্লেষের সঙ্গে বলে,

—আপনি সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করছেন।

মুসোলিনী স্মিত হাসতে চেষ্টা করেন।

—কাউণ্ট চিয়ানো ও অন্যদের আপনি ইচ্ছে করে হত্যা করলেন।

—আমার কিছু করার ছিল না। বার্লিনের নির্দেশ আমাকে মেনে নিতে হয়েছে।

—আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার অজুহাত কিন্তু গ্রাহ্য হবে না।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি যুবাকে থামতে ইশারা করেন। মুসোলিনী পেটে হাত বুলোচ্ছিলেন। মানুষটি পরিশ্রান্ত কিন্তু বিহ্বল নন।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি বলেন,

—আপনার পেটের ব্যথা কী বেড়েছে! কষ্ট হচ্ছে?

—না। আমার ঐ পেটের ব্যথাটা নিয়ে অনেক মিথ্যে গল্প বাজারে চালু আছে। পেটের বিশেষ কোন রোগ আমার নেই। আমি সুস্থই আছি।

জার্মাসিনো এসে মুসোলিনী অনেক স্বাভাবিক হয়ে আসেন। কাউণ্ট বেল্‌লেনি দঙ্গো ফেরার আগে মুসোলিনীকে দিয়ে লিখিয়ে নেন—'৫২-গারিবালদি ব্রিগেডের হাতে আমি ২৭শে এপ্রিল, বেলা তিনটের সময় ধরা পড়েছি। দঙ্গোর বিপ্লবীদের ব্যবহার ভাল।'

কাগজটি পকেটে পুরে কাউণ্ট বেল্‌লেনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে মুসোলিনী বলেন,

—আপনি দঙ্গো যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—একটা সামান্য অনুরোধ আপনাকে করবো।

কাউন্ট বেল্‌লেনির ঠোঁটে কৌতূহলী পাতলা হাসি,

—বলুন!

মুসোলিনী একটু ইতস্তত করেন। তারপর খুব ধীরে বললেন,

—ক্লারাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। আমি ভাল আছি।

কাউন্ট বেল্‌লেনি বিস্ময়োক্তি করেন,

—ক্লারেত্তা পেতাচ্চির কথা বলছেন!

অসহায় অপরাধীর মত মুসোলিনী শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

মার্চেল্লোর গাড়ি আটক করা হয়েছিল সন্দেহবশে। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারেনি স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের মিথ্যা পরিচয়ে মার্চেল্লো পালাতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গের উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী রমণী স্বয়ং ক্লারেত্তা পেতাচ্চি।

কাউন্ট বেল্‌লেনি দঙ্গোর পথে রওনা হয়ে গেলেন। মুসোলিনী জানতেও পারলেন না কী অনিবার্য বিপদের মুখে তিনি ক্লারেত্তা-কে ঠেলে দিলেন।

ব্রিগেডিয়ার বুফ্‌ফেল্লি মুসোলিনীর সঙ্গে রইলেন। খেতে বসলেন। অনেক কথা আলোচনা হয়। মুসোলিনী হঠাৎ এক প্রশ্ন করেন,

—আমাকে গ্রেপ্তার করলেন কেন?

—গ্রেপ্তার আমরা করিনি। সাময়িকভাবে ধরে রেখেছি। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই এ ব্যবস্থা। ইতালীর সাধারণ মানুষ আপনাকে ঘৃণা করে। যুদ্ধ আপনি জোর করে ইতালীর বুকে চাপিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধ ইতালী চায়নি।

—তার জন্যে আমাকে অপরাধী করা ভুল হবে। স্বয়ং রাজা যুদ্ধ ঘোষণায় সই করেছেন। আমি আমার বক্তব্য আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে রাখবো। প্রমাণ করবো আমি কী ভাবে ইতালীকে আরও ভয়াবহ দুর্দশা থেকে বাঁচিয়েছি। জর্মনরা পোড়া-

মাটি ছাড়া পিছু হটার সময় ইতালীতে কিছু রেখে যেতে রাজি হয়নি। নিশ্চিত ধ্বংসস্তূপ থেকে ইতালীকে আমি রক্ষা করেছি। এ ধরনের দলিল আমার সঙ্গে আছে।

—আপনি কত কমিউনিস্ট হত্যা করেছেন?

—হিসেব নেই।

—কত লক্ষ ইতালীর নিরীহ মানুষকে আপনার ফ্যাসিস্ট পার্টি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার দলিল কিন্তু আমরা সংগ্রহ করেছি।

—আপনাদের লিবারেশন ফ্রন্ট কী কমিউনিস্টদের দখলে?

—ইতালীর স্বাধীনতাকামী ফ্যাসিস্ট বিরোধী সমস্ত দল আজ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিক হয়েছে। কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড ক্ষমতা লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শক্তি।

মুসোলিনীর ঘর ঠিক ছিল আগে থেকেই। জার্মাসিনোর কাস্টমস্ ব্যারাকে চোরাকারবারীদের সাময়িকভাবে আটক রাখবার একটা মজবুত ঘরে তাঁকে আনা হয়। অতি সাধারণ বিছানা। একটা জানালা। সশস্ত্র গার্ড দরজার দু'দিকে পজিশন নেয়।

মুসোলিনী বিছানায় বসে পড়েন। ব্রিগেডিয়ার বুফ্‌ফেল্লিকে জানালেন, তিনি ক্লান্ত, গতরাত্রেও ঘুম হয়নি। বেরিয়েই আসছিলেন, বুফ্‌ফেল্লি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মুসোলিনীর পকেটে সন্দেহজনক কী একটা জিনিস উঁচু হয়ে আছে। মুসোলিনীর দৃষ্টি এড়ায় না। বললেন,

—ভয় নেই, পকেটে আমার রিভলভার নেই ব্রিগেডিয়ার। আপনি ভয় পাবেন না।

পরক্ষণে পকেট থেকে চওরা গগলস্‌টা টেনে বার করে বুফ্‌ফেল্লিকে দেখালেন।

কাউন্ট বেল্‌লেনি দঙ্গো ফিরে এসেছেন। মুসোলিনীর অনুরোধ রাখতে গিয়ে এক কাণ্ড হ'ল। ক্লারেত্তা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল অভিনয় করেন,

—দুচে-কে আমি চিনি না। নামই শুনেছি, পরিচয় নেই।

—আপনি অযথা মিথ্যে কথা বলছেন।

—আমরা আপনাদের হাতে নিরুপায়। কিন্তু কূটনৈতিক শিষ্টাচার আমরা আশা করি।

—আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি ক্লারেত্তা পেতাচ্চি। মুসোলিনী আপনাকে সংবাদ দিতে বলেছেন, তিনি ভাল আছেন।

ক্লারেত্তা সম্পূর্ণ নিভে যান। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন,

—আপনি শত্রু না মিত্র?

—শত্রু! আপনিই সেই রমণী, আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি।

—আমার সম্পর্কে অনেক মিথ্যে কথা বাজারে চালু আছে। কিন্তু একমাত্র মুসোলিনীর ভালবাসা ছাড়া কিছুই আমি চাইনি। আমি তাঁর সঙ্গে থাকতে চাই। আমাদের দু'জনকে এক জায়গায় রাখুন। মুসোলিনীকে যদি হত্যা করেন তবে আমাকেও খুন করুন। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি অভিভূত। কাউন্ট বেল্‌লেনি বিব্রত বোধ করেন।

এদিকে দূত কোমো-তে এসে লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় কাউকেই পাত্তা করতে পারে না। কোমো-র নবনির্বাচিত শাসক জিনো বার্তেনেল্লি-র সঙ্গে শেষে দেখা হয়। তিনিও সঠিক কিছু বলতে পারেন না। যেন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন,

—আমি মিলানের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তবে হাইওয়ে থেকে দূরে কোন নিরাপদ জায়গায় মুসোলিনীকে আপনারা সরিয়ে রাখুন। আমার কথা কাউন্ট বেল্‌লেনি-কে জানান।

দূত দঙ্গো-র পথে রওনা হয়। ততক্ষণে কাউন্ট বেল্‌লেনি মুসোলিনীকে জার্মাসিনো-র কাস্টম্‌স্‌ ব্যারাকে সরিয়ে ফেলেছেন।

এদিকে ভিন্ন এক সূত্রে লিবারেশন ফ্রন্টের হাই কমাণ্ডের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। জেনারেল কাদোর্না নবনিযুক্ত মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার কর্নেল সারদাগ্‌না-কে নির্দেশ দেন, মুসোলিনীকে অবিলম্বেই মিলানে নিয়ে এসো। আমরা কোনরকম ঝুঁকি নেবো না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে জেনারেল কাদোর্না-র চীফ অফ স্টাফ, কর্নেল পালোম্‌বো-কে জানানো হয়,

—মুসোলিনীর মত এতবড় একজন বন্দীকে নিয়ে মিলান রওনা হবার মত নির্ভরযোগ্য গার্ড আমাদের হাতে কম। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্যাসিস্টরা সর্বত্র গা ঢাকা দিয়ে আছে। মুসোলিনী যে আমাদের হাতে বন্দী একথা বেশি জানাজানি হওয়া উচিত নয়। যে কোন জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ফ্যাসিস্টরা মুসোলিনীকে মুক্ত করবার চেষ্টা করবে বলে সন্দেহ হয়। একমাত্র জলপথে যাওয়া চলে কিন্তু সেরকম নির্ভরযোগ্য জলযানও আমাদের কাছে নেই। মিলানে পাঠানো দরকার, কিন্তু এই দূরপথে মুসোলিনীকে নিয়ে যাত্রা করায় যথেষ্ট ঝুঁকি থেকে যাবে।

টেলিফোনে কর্নেল পালোম্‌বো-র পাল্টা নির্দেশ আসে,

—মিলান আসতে হবে না। জার্মাসিনো থেকে ব্লেভিয়ো অনেক নিরাপদ। রেমো কাদেমাতোরি আমাদের লোক। তাঁর ভিলাতে মুসোলিনীকে আটক রাখুন। আমাদের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করুন। কোনরকম ঝুঁকি নেবেন না।

কর্নেল পালোম্‌বো-র নির্দেশ যখন দঙ্গো এসে পৌঁছোয় তখন অনেক রাত। কাউন্ট বেল্‌লেনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন। কিন্তু

শেষপর্যন্ত স্থির হয় ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে মুসোলিনীর সঙ্গে আটক রাখা হবে। বললেন,

—আমি এখনই জার্মাসিনো রওনা হচ্ছি। ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকেও একটা পৃথক গাড়িতে পন্তে দি আলবানো আনতে হবে। আমাদের সেখানে দেখা হবে।

একজন প্রতিবাদ করেন,

—ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে মুসোলিনীর সঙ্গে রাখবার নির্দেশ মিলান থেকে আসেনি।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

—প্রশ্ন করবেন না। যা বলছি তাই করুন।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি যখন জার্মাসিনো পৌঁছোলেন তখন রাত দুটো। সেলের তালা খোলা হয়। মুসোলিনী উঠে বসলেন। কাউণ্ট বেল্‌লেনি বললেন,

—শীঘ্রই তৈরি হয়ে নিন। রওনা হতে হবে।

মুসোলিনী কিছুটা অভ্যস্ত। রাজার হাতে বন্দী হবার পর গ্রান সাস্‌সো থেকে মুক্ত হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা মনে ছিল। কোন প্রশ্নই করলেন না। তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন রওনা হবার জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন।

পন্তে দি আলবানোতে যখন গাড়ি পৌঁছোলো, কাউণ্ট বেল্‌লেনি দেখলেন লুইজি কানালি ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছেন। মুখটা ঢাকবার জন্যে মুসোলিনীর কপাল ও চোখ ঢেকে একটা ব্যাণ্ডেজ ছিল। একদিকে কাউণ্ট বেল্‌লেনি, অন্যদিকে রেডক্রশের নার্সের পোষাকে জুসিপ্‌পিয়ানা তুইস্‌সি। বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি জিয়ান্না নামে পরিচিতা। ড্রাইভারের পাশে মেশিনগান হাতে মিকেলে মোরেত্তি। বিপ্লবীরা তাঁকে পিয়েত্রো গাত্তি নামে চেনে। ক্লারেত্তা পেতাচ্চির গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে

বসেছেন ক্যাপ্টেন নেরী। তাঁর আসল নাম লুইজি কানালি। ছদ্মবেশী নার্স জুসিপ্‌পিয়ানা তুইস্‌সি-র তিনি স্বামী। পেছনে ক্লারেত্তা পেতাচ্চি। দু'পাশে জুসেপ্‌পে ফ্রানজি ও গুল্লিএলমো কান্‌তোনি। দু'জনেই দঙ্গোর স্থানীয় জেলে। তবে কমিউনিস্টদের ওপর চরম অত্যাচারের সময়ও এঁরা গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে বার বার যুক্ত ছিলেন।

মুসোলিনী ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে দেখে অবাক হন,

—তুমি! তুমি এখানে কেন?

—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

আবার যাত্রা শুরু হয়। কাউন্ট বেল্‌লেনি যত শীঘ্র সম্ভব মোলেত্‌রাজিও অতিক্রম করবার তাড়া দেন। কিন্তু জোরে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। গাড়ির চাকা পিছলে যেতে লাগলো। ব্যারিকেডের ভয়ই অবশ্য কাউন্ট বেল্‌লেনি বেশি করছিলেন।

মোলেত্‌রাজিও যখন পৌঁছোনো গেল, তখন রাত প্রায় তিনটে। দূর থেকে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ভেসে আসছিল। কাউন্ট বেল্‌লেনি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ান। দ্বিতীয় গাড়ি থেকে লুইজি কানালি একরকম লাফিয়ে নামেন। কাউন্ট বেল্‌লেনি বলেন,

—কোমো-তে কিছু যেন একটা হচ্ছে।

—আওয়াজ পাচ্ছি। আকাশে বিমানের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই সময় ছদ্মবেশী নার্স জুসিপ্‌পিয়ানা তুইস্‌সি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। লুইজি কানালিকে কিছুটা কাছে ডেকে বলেন,

—কাউন্ট বেল্‌লেনি-কে বিশ্বাস করবে না। ভুলে যাবে না লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মী হলেও কমিউনিস্ট নন।

—আমি জানি। কিন্তু কোমো-তে কী যেন শুরু হয়েছে।

—আমার মনে হয় আমেরিকান ট্যাঙ্ক কোমো এসে গেছে। এ গুজব আমি আগেই শুনেছি।

—ঠিক আছে, তুমি গাড়িতে যাও।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি-র কাছে ফিরে এসে কানালি বলেন,

—ব্রেভিয়ো যাওয়া আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি শঙ্কা প্রকাশ করেন,

—ঘণ্টাচারেক আগে আমি খবর শুনেছিলাম আমেরিকান ট্যাঙ্ক আল্পস্ অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। তারা কোমো পৌঁছে যেতেও পারে। হয়তো কোমো-তে এখন তাদের উৎসব হচ্ছে। কিন্তু আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকবো। এভাবে ব্রেভিয়ো-র পথে কোমো অতিক্রম করতে গেলে আমেরিকানরা হয়তো আমাদের ধরে ফেলবে। মুসোলিনীকে কী করা হবে লিবারেশন ফ্রণ্টের হাইকমাণ্ড স্থির করবেন। আমি কোন ঝুঁকি নেবো না। ব্রেভিয়ো আমরা যাচ্ছি না।

মুসোলিনীকে আমরা কোথায় রাখবো ?

জার্মাসিনো-র কাস্টমস্ ব্যারাকেই আবার ফিরে যাবো। রেমো কাদেমাতোরি-র ভিলাতে আমরা নিরাপদে পৌঁছোতে পারবো না। তা'ছাড়া কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। কর্নেল পালোম্‌বো কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে মিলান না গিয়ে আমেরিকানবা আগেই কোমো এসেছে।

কানালি কয়েক মুহূর্ত পর বলেন,

—আমার খুব ভাল একটা জায়গা জানা আছে। আমরা আৎসানো যেতে পারি। জায়গাটা বোনাৎসানিগো-র কাছাকাছি। ওখানে নিতান্তই বিশ্বস্ত একটি কৃষক পরিবারকে আমি জানি। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার হাত থেকে দে মারিয়া আমাদের বহুবার রক্ষা করেছেন। অনেকটা পথ এগিয়ে থাকা যাবে, তা'ছাড়া এত বিশ্বাসী আস্তানা হয়তো আমার আর একটা জানা নেই।

—আপনি বলছেন !

—যদি ফিরেই যেতে হয়, তবে আপনাকে আমি দে মারিয়ার বাড়িতেই মুসোলিনীকে রাখতে বলবো।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি বেশি ভাবতে পারেন না। রাত্রের এই বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে নিরাপদস্থানে পৌঁছোনোই তাঁর একমাত্র চিন্তা। বললেন,

—ঠিক আছে। আৎসানো চলুন। আপনার এত পরিচিত যখন, তখন আমার আপত্তির কোন কারণ নেই। হাইকমাণ্ডের নির্দেশ আমরা পরে চেয়ে নেবো।

গাড়ি বাঁক নিল। পেছনের রাস্তায় আবার ফিরে চলে। দূর থেকে ক্রমাগত বিস্ফোরণের আওয়াজ তখনও ভেসে আসছিল। কোমো-র আকাশে আতশবাজী লক্ষ্য করা যায়।

অনুমান মিথ্যে নয়। বিজয়োৎসবই চলছিল। আমেরিকান ট্যাঙ্ক কোমো পৌঁছে গেছে।

রাত্রের শেষ প্রহর। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটে। গাড়ি পেছনে রেখে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। কানালি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেন।

বাড়িটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঁচু রাস্তার শেষ প্রান্তে। কানালি কয়েকবার বিশেষ ধরনের শব্দ করে। গৃহপালিত জানোয়ারকে সাধারণত এই নিয়মে ডাকা হয়। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। ক্লারেত্তা মুসোলিনীর হাত ধরে আছেন। কানালি এবার দরজা ধাক্কাতে শুরু করেন।

কিছুক্ষণ পর দে মারিয়া এসে দরজা খুলে দেয়। পেছনে তাঁর স্ত্রীর হাতে একটা পুরোনো হ্যারিকেন। এ ধরনের অতিথি দে মারিয়ার ঘরে নতুন নয়। কানালিকে দেখে এক গাল হেসে দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ভেতরে আহ্বান জানায়,

—কমরেড, এত রাত্রে আবার কাদের নিয়ে এলেন?

ভেতরে প্রবেশ করে কানালি বললেন,

—আমাদের সময় নেই। দু'জন বন্দীকে আপনার হেফাজতে রেখে গেলাম। এঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। এঁদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিন।

দে মারিয়া মুসোলিনীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ দেখে কিছুই অনুমান করতে পারেন না। ক্লারেত্তা পেতাচ্চির দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে দে মারিয়া বললেন,

—ঠিক আছে। কোন ভাবনা নেই।

—সাহায্যের জন্য দু'জন গার্ড রেখে যাচ্ছি। আপনি সতর্ক থাকবেন।

জুসেপ্পে ফ্রানজি ও গুল্লিএলমো কান্তোনি রক্ষী হিসেবে দে মারিয়া-র বাড়ি থেকে গেল। কাউণ্ট বেল্লেনি বলেন,

—আমাদের হাতে অনেক কাজ। ব্লেভিয়োতে আমরা যেতে পারলাম না, খবরটা মিলানে পৌঁছোতে হবে। চলুন, আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার্সে ফিরি।

মুসোলিনী গ্রেপ্তার হবার পর মিলানে লিবারেশন ফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত আলোচনায় কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

নেতাদের মধ্যে লুইজি লঙ্গো ও ওয়াল্‌তার অদেসিয়ো-র বিশেষ ভূমিকা ছিল। দু'জনেই কমিউনিস্ট। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে স্পেনে ছিলেন। ওয়াল্‌তার অদেসিয়ো একটি দুর্ধর্ষ চরিত্র। নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ অবিচল। দীর্ঘ গড়নের ছিপছিপে চেহারা। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। লিবারেশন ফ্রন্টের সবার কাছে তিনি কর্নেল ভালেরিও নামে পরিচিত।

ইতালীর রাজনৈতিক এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে, ফ্যাসিস্ট পার্টির চরম দুর্দিনে কর্নেল ভালেরিও-র আত্মপ্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্যাসিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক নানা দলে লিবারেশন ফ্রণ্ট গঠিত। একত্রে কাজ করলেও কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্যান্য দলের মত-পার্থক্য ছিলই। লিবারেশন ফ্রন্টের একটি বিশেষ উপদল প্রস্তাব গ্রহণ করে, মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের মিত্রশক্তির হাতে তুলে দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক আদালত এই ফ্যাসিস্ট নেতাদের ভাগ্য নির্ণয় করবে। কমিউনিস্টরা কিন্তু আমেরিকানদের আদৌ বিশ্বাস করে না। মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের মিত্রপক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে তারা আদৌ ইচ্ছুক নয়। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে আমেরিকানরা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে একটা রফাতে আসতে চেষ্টা করবে বলে কমিউনিস্টরা সন্দেহ করে। এ্যালেন ডালেস যেভাবে জর্মন জেনারেলদের সঙ্গে লিবারেশন ফ্রন্টের অজ্ঞাতে আলোচনা চালিয়েছেন, তাতে তাঁরা খুশি হতে পারেননি। সাম্রাজ্যবাদীর শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে তাঁদের আদৌ দুর্বলতা ছিল না।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যাই হোক, কর্নেল ভালেরিও ২৮শে এপ্রিল সকাল সাতটায় দঙ্গো যাত্রা করলেন। শেষপর্যন্ত কর্নেল ভালেরিও লিবারেশন ফ্রন্টের কী নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করেন সে কথা জানা যায়নি।

কর্নেল ভালেরিও-র সঙ্গে ছিলেন ভলেন্টিয়ার ফ্রিডম কোরের আলদো লাম্‌প্রিদি। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তিনি জুহ্‌ নামে পরিচিত। পেছনে রিকার্দি মর্‌দিনি-র নেতৃত্বে বারোজনের একটি সশস্ত্র বাহিনী ভালেরিও-কে অনুসরণ করে।

কর্নেল ভালেরিও কোমো এসে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমেরিকান ট্যাঙ্ক কোমো প্রবেশ করবার বিজয়োৎসব নিভে গেছে। ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া নেই, কিন্তু আমেরিকান ট্রুপসের ভয়ে মেয়েদের পথে বেরুনো মুস্কিল। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য শুরু হয়েছে। আমেরিকানরা মুসোলিনীর সন্ধান করছে। লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে গা ঢাকা দেওয়া ফ্যাসিস্টরা মাথা তোলবার চেষ্টায় আছে।

কোমোর লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম নেতা জিনো বার্তেনেল্লি-র সঙ্গে দু'চার কথার পর ভালেরিও-র চিন্তা উৎকণ্ঠায় পৌঁছোলো। কোমোর মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমেরিকানরা ইতিমধ্যে তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভালেরিও শেষপর্যন্ত দাবি করেন,

—লিবারেশন হাইকমাণ্ডের নির্দেশ, মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের আমার হাতে দিন। আমি তাঁদের মিলান নিয়ে যেতে এসেছি।

—এ সম্পর্কে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না। তা'ছাড়া আপনার হাতে মুসোলিনীকে তুলে দেওয়ায় বিস্তর বাধা আছে।

—আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় কর্নেল, আমি নীতিবিরুদ্ধ কার্জ করতে চাই না। দঙ্গো থেকে মুসোলিনীকে এখানে আনা হবে। তাঁকে সান দন্‌নিন্নো জেলে রাখা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

—কিন্তু হাইকমাণ্ডের কথা আপনি মানতে চান না?

এই সময় অস্কার ফর্নি ও মেজর দে এঞ্জিলিস কর্নেল ভালেরিও-র কথায় নানা বাধার সৃষ্টি করে। জিনো বার্তেনেল্লি বলেন,

—কর্নেল, আপনার কাগজপত্র যথেষ্ট নয়। এতবড় ফ্যাসিস্ট নেতাকে আপনার ঐ সামান্য কাগজের ওপর ভিত্তি করে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। তা'ছাড়া ৫২-গারিবাল্‌দি ব্রিগেড ফ্যাসিস্ট পহেলা নম্বর নেতাদের ধরবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। মুসোলিনীকে আমরা মিত্রপক্ষের হাতে নিজেরাই তুলে দিতে ইচ্ছুক। আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা হচ্ছে। যে কোন সময় দঙ্গো থেকে কাউন্ট বেল্‌লেনি কোমো এসে পড়তে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা না বলে আমরা কিছুই করতে পারি না। মুসোলিনী কাউন্ট বেল্‌লেনি-র হেফাজতে আছেন।

জিনো বার্তেনেল্লি বললেন,

—আপনি যদি আমাদের সাহায্য চান, তবে আমি ফর্নি ও এঞ্জিলিস-কে আপনার সঙ্গে দিতে পারি। এদের উপস্থিতিতে কাউন্ট বেল্‌লেনির সঙ্গে আপনার আলোচনা চালাতে সোজা হবে। আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। আপনার কাগজ-পত্র অবশ্য যথেষ্ট নয়। আপনার হাতে মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের তুলে দিতে বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ঐ পরিচয়পত্র লিবারেশন হাইকমাণ্ডের সর্বজনস্বীকৃত নয়। আপনি বরং কাউন্ট বেল্‌লেনি-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কর্নেল ভালেরিও বুঝলেন, তাঁর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলআনা। কিন্তু অসমসাহসী ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এই

যুবা পরক্ষণেই তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেলেন। ফর্নি ও এঞ্জিলিসকে সঙ্গে নিতে রাজি হন।

কর্নেল ভালেরিও ঘড়িতে দেখেন বারোটা পঁয়তাল্লিশ।

দুই মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে কোমো ত্যাগ করবার পর কর্নেল ভালেরিও হঠাৎ মেশিনগানের মুখে দু'জনকে আটকে রেখে গ্রেপ্তার করলেন। কর্নেল ভালেরিও দু'জনকে আত্মগোপনকারী ফ্যাসিস্ট বলে সন্দেহ করেন। আসলে এরা দু'জন মুসোলিনীকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে সেই সন্ধানে খোদ আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের প্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন। ইতালীর লিবারেশন ফ্রন্টকে ডিঙ্গিয়ে এ্যালেন ডালেসের দুর্ধর্ষ সিক্রেট সার্ভিস মুসোলিনীকে ইলোপ করবার চেষ্টায় ছিল।

কাউণ্ট বেল্‌লেনির সঙ্গে ভালেরিও নিভৃতে আলাপ করলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলে ভালেরিও বুঝতে পারেন, কাউণ্ট বেল্‌লেনি একজন আদর্শবাদী খোলামনের মানুষ। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ। বললেন,

—কোমো-র মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কাজ করছে। ফর্নি ও এঞ্জিলিস-কে আমি গুপ্ত ফ্যাসিস্ট চর বলে মনে করি। তাদের আমি গ্রেপ্তার করেছি। আপনি আমার সততায় অবিশ্বাস করেন?

কাউণ্ট বেল্‌লেনি মৃদু হেসে বলেন,

—এইমাত্র একটা টেলিফোন পেয়েছি কোমো থেকে। তাতে বলছে, 'এপ্রিলা ১৫০০ মার্কা আর. এম. ০০১' নম্বর গাড়ি উত্তরে যাচ্ছে। সে গাড়িটি সন্দেহজনক। আপনি তো এই গাড়িতেই এসেছেন। কিন্তু আপনার কাগজপত্র দেখে আমার সন্দেহ হয় না। কিন্তু মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের মিলান নিয়ে যাবার জন্যে আপনি এত তাড়া লাগাচ্ছেন কেন? আমরা তো মুসোলিনীকে কোমো নিয়ে যাওয়া স্থির করেছি।

—কাউন্ট বেল্‌লেনি, আমি আপনার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে চাই।

—বলুন।

—কোমো-তে মুসোলিনীকে নিয়ে গেলে সর্বনাশ হবে। হয়তো আমেরিকানরা মুসোলিনীকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

—তিনি যুদ্ধাপরাধী, তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।

—কিন্তু আমেরিকানদের কাছে সুবিচার আশা করা ভুল হবে। আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।

—আন্তর্জাতিক আদালত আছে।

—তাতে আমেরিকা চাপ সৃষ্টি করবে। আপনি জানেন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করবার একটা প্রস্তাব জর্মন জেনারেল ভোল্‌ফ্ আমেরিকানদের কাছে করেছিলেন। লিবারেশন ফ্রন্টকে আমেরিকা কী সুনজরে দেখছে বলতে চান? আশ্চর্য এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের মিতালী হয়েছে। আদর্শগত দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা একবার ভেবে দেখুন।

—কিন্তু মুসোলিনীকে নিয়ে আপনি এখন কী করবেন?

—একটু অতিনাটকীয় মনে হবে কাউন্ট বেল্‌লেনি। আমি মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট সমস্ত নেতাদের হত্যা করতে এসেছি। সময় শুধু নষ্ট হচ্ছে। আমি জানি না, কোমো থেকে দঙ্গোর পথে আমেরিকান ট্যাঙ্ক গড়াতে শুরু করেছে কিনা। আমেরিকানরা লিবারেশন হেডকোয়ার্টার্সকে এড়িয়ে গোপনে মুসোলিনীর সন্ধান করছে। মুসোলিনীকে তারা ইলোপ করতে চেষ্টা করবে।

কাউন্ট বেল্‌লেনি সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যান। খোলামনের য়্যারিস্টোক্রাট, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়ে দোদুল্যমান। কর্নেল ভালেরিও-র দৃঢ় চরিত্রের সামনে তাঁর ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট নয়, তা'ছাড়া কাউন্ট বেল্‌লেনি-র অন্যতম পার্শ্বচর লুইজি কানালি ওরফে ক্যাপ্টেন

নেরী ও মিকেলে মোরেত্তি দু'জনেই কমিউনিস্ট। কর্নেল ভালেরিও-র সহকারী আলদো লান্প্রিদি-র সঙ্গে তাঁদের পরিচয় দীর্ঘদিনের।

আলোচনা শেষপর্যন্ত কর্নেল ভালেরিও-র অনুকূলে যায়। কাউন্ট বেল্লেনি কী অবস্থায় ভালেরিও-র কথায় রাজি হন, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ইতালীর মাটি থেকে ফ্যাসিস্ট নেতাদের চিরতরে সরিয়ে দেবার ভয়াবহ পটভূমিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। কাউণ্ট বেল্লেনির সঙ্গে গোপন বৈঠক শেষ করে কর্নেল ভালেরিও যখন বাইরে এলেন তখন ঘড়িতে বেলা তিনটে।

মুসোলিনী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্পূর্ণ নিরুপায়।

সারা মুখে একটা দুশ্চিন্তা। ওষ্ঠাধর বিবর্ণ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রাণমন হয়তো ব্যাকুল। দে মারিয়া-র যথাসাধ্য ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কিছুই খেতে পারেননি। দাড়িও আজ কামানো হয়নি।

মুক্তির কথা নিশ্চয়ই ভাবছিলেন মুসোলিনী। কিন্তু দিন আজ সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। গ্রান সাস্সোর মতন হঠাৎ আজ স্করৎজেনীর আবির্ভাব অসম্ভব। স্বয়ং হিটলার আজ বার্লিনের নিজের*বাঙ্কারেই বন্দী। রাশিয়ান বোম্বার ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করছে। বিষপানে আত্মহত্যা করবেন, না রিভলভারের গুলিতে জীবন শেষ করবেন, এই কথাই হয়তো ইভা ব্রাউনের সঙ্গে আলোচনা করছেন। অন্যান্য পার্শ্বচর যাঁরা সোভিয়েট ট্রুপসের হাতে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরা দিতে চান না, তাঁরা বিষপানের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সঙ্গে লটকানো ভারী গ্রেনেডের পিন খুলে নিজের দেহটি কীভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হয়, হয়তো সেই কায়দা রপ্ত করতে আগ্রহী।

ক্লারেত্তা পেতাচ্চি-র খুব একটা ভাবান্তর হয়নি। যেন তিনি অখণ্ড অবসর যাপন করছেন। শুয়ে ছিলেন। ম্যানিকিওর করা আঙুলগুলো নিরীক্ষণে ব্যস্ত।

এমন সময় ভারী বুটের শব্দে মুসোলিনী সচকিত হন। পরমুহূর্তেই ঝড়ের গতিতে ঘরে প্রবেশ করেন কর্নেল ভালেরিও। এতটুকু ভূমিকা নয়, পুরোপুরি তৈরি হয়েই এসেছেন,

—ডুচে, শীঘ্রই তৈরি হোন! আমি আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

হতচকিত, বিমূঢ় মুসোলিনীর ঠোঁট থেকে বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে,

—তুমি!

—সময় নষ্ট করবেন না। শীঘ্রই আসুন। আমি আপনাকে মুক্ত করবো।

কৃতজ্ঞতায় অধীর মুসোলিনীর কণ্ঠ আর্তনাদের মত শোনালো,

—আমি তোমাকে আমার রাজত্ব দিয়ে দেবো।

ক্লারেত্তা পেতাচ্চির দিকে এক নজর তাকিয়ে ভালেরিও বলেন,

—তৈরি হোন। আমরা অপেক্ষা করবো না। শুধু দেরি হচ্ছে।

একটা চরম মুহূর্ত। জীবনের জন্যে কী অসম্ভব ব্যাকুলতা। এই সেই মুসোলিনী। দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসনের নির্মম শাসক। ফ্যাসিজমের রুধিরোৎসবের অদ্বিতীয় নায়ক। লক্ষ লক্ষ ইতালিয়ন দেশপ্রেমিককে হত্যা করবার অন্যতম পুরোহিত এই মুসোলিনী। ইতালীতে এমন একটা পরিবার নেই, যে-সংসার থেকে অন্তত একজনকে তিনি ছিনিয়ে নিয়ে যাননি। ম্যাগালোম্যানিয়ার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আচ্ছন্ন এই মানুষটির চোখে প্রাচীন রোমের লাম্পট্য ও জিঘাংসার ইতিহাস উন্মত্ত করে তুলতো। এই সেই মুসোলিনী, যাঁর ফ্যাসিজম প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় এক সরীসৃপের মত প্রায় দুই যুগ ধরে ইতালীকে শোষন করেছে, লেহন করেছে অরণ্য-আদিম নিষ্ঠুর ভয়াল নখরে ইতালীকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

কর্নেল ভালেরিও অতিশয় চতুর। শেষ মুহূর্তে তিনি কোন-রকম ঝুঁকি না নিয়ে কিছুটা চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র ভয় আমেরিকান ফৌজ।

মুসোলিনী তাঁর মিলিশিয়া পোষাক পরে নেন। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি তাঁর দুর্মূল্য ফার-কোট গায়ে চাপিয়ে নিলেন। হাত-ব্যাগটা ভালেরিও নিজেই ক্লারেত্তার হাতে তুলে দেন। মুখে একটানা ব্যস্ততা দেখিয়ে একরকম ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যান।

বৃষ্টি নেই। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গাড়ি রাখা ছিল নিচে। পাহাড়ী নির্জন পথে ক্লারেত্তার উঁচু খুরওয়ালা জুতোর আওয়াজ ত্রস্তগতিতে এগিয়ে চলে। পেছনে মুসোলিনী কর্নেল ভালেরিও-র সঙ্গে খাড়াই রাস্তা অতিক্রম করে চলেন। উঠে বসতেই গাড়ি চলতে থাকে। ড্রাইভারের পাশে মিকেলে মোরেত্তি। পিছনের সিটে মুসোলিনী ও ক্লারেত্তা পেতাচ্চি। আর একজন গাড়ির মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় চলেছেন। কর্নেল ভালেরিও গাড়ির বাইরে। মাডগার্ডের ওপর বসে তিনি মুসোলিনীকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

ভিল্লা বেলমন্তে-র সামনে কর্নেল ভালেরিও গাড়ি রুখতে বলেন। শেষমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি তিলমাত্র সন্দেহের সুযোগ দেননি। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আপন মনেই সবাইকে শুনিয়ে বলেন,

—উল্টো পথ দিয়ে গাড়ি আসছে মনে হচ্ছে।

কয়েক পা সামনে এগিয়ে যান। তারপর দ্রুত গাড়ির কাছে ফিরে এসে বলেন,

—আপনারা নেমে পড়ুন। দুচে, শীঘ্রই নামুন।

মুসোলিনী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সে দিকে কর্ণপাত না করে ড্রাইভারকে বলেন,

—একটু এগিয়ে দেখতো! কারা যেন আসছে।

ইতিমধ্যে মুসোলিনী ও ক্লারেত্তা পেতাচ্চি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন।

কর্নেল ভালেরিও ব্যস্ততা দেখান,

—ভিল্লা বেলমন্তে-র দিকে আপনারা এগিয়ে যান। দাঁড়াবেন না।

পাহাড়ী সর্পিল পথের ধারে অনেকটা জায়গা নিয়ে ভিল্লা বেলমন্তে। লেক কোমো এখান থেকে নজরে আসে। চওড়া পাথরের দু'পাশের দেওয়ালের মধ্যে এই বিরাট অট্টালিকার প্রবেশ-পথ।

কর্নেল ভালেরিও-র কথামত দু'জনেই এগিয়ে যান। মুসোলিনী একবার ফিরে তাকালে দেওয়াল দেখিয়ে ভালেরিও চীৎকার করে ওঠেন,

—দাঁড়াবেন না, এগিয়ে যান।

মুসোলিনী আগে, ক্লারেত্তা কিছুটা পেছনে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন।

কর্নেল ভালেরিও সেই মুহূর্তেই পজিশন নিয়েছেন। রাইফেলটা তুলে ধরবার পূর্ব মুহূর্তে ঘোষণা করলেন,

—মহান ইতালিয়ন জনগণের আদালতে আজ তোমার বিচার হবে।

কথাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। কর্নেল ভালেরিও লিবারেশন ফ্রন্টের নামে শপথ নেননি।

মুসোলিনী ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। অসহায়ের মত আবেদন জানান,

—কিন্তু আমি তোমার কী করেছি কর্নেল?

ক্লারেত্তা আর্তনাদ করে ওঠেন,

—না! না! মুসোলিনীকে তুমি মারতে পারবে না।

কর্নেল ভালেরিও লক্ষ্য স্থির করেছেন। চরম মুহূর্ত। পর পর কয়েকবার ট্রিগার টিপলেন। কাজ হ'ল না। রাইফেলটা ছুঁড়ে

ফেলে পকেট থেকে রিভলভার টেনে নেন। আশ্চর্য, রিভলভারও কাজ করলো না।

কর্নেল ভালেরিও চীৎকার করে ওঠেন,

—মোরেত্তি!

ভালেরিও-র হাতে পরক্ষণেই ছুটে এগিয়ে এসে মোরেত্তি তাঁর অটোমেটিক রাইফেলটা তুলে দেন।

কী ভাবছিলেন মুসোলিনী! উদ্যত রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন লাগে সে কথা তিনি কী চিন্তা করতে পারছিলেন? শত শত মরা মানুষের মুখ কী তিনি দেখতে পেয়েছিলেন? মাত্তেওত্তি-কে তাড়া করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার দৃশ্যটি কী তাঁর চোখে ভাসছিল? মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর কাউন্ট চিয়ানোর কথা মুহূর্তের জন্যেও কী তাঁর মনে হয়েছে? ইতালীর ইতিহাসে আগামী দিনে তাঁকে কেমন দেখতে হবে একথা কী ভাবছিলেন!

অটোমেটিক রাইফেল এবার আর গোলমাল করে না। ক্লারেত্তা পেতাচ্চি বাধা দিতে ছুটে আসছিলেন। ভালেরিও আর অপেক্ষা করেন না। পরপর পাঁচটা গুলি মুসোলিনীকে বিদ্ধ করলো। ক্লারেত্তা একটা গুলি খেয়েই টলে পড়লেন। দৈহিক প্রচণ্ড একটা বিক্ষেপ ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ আছড়াতে থাকে। তারপর টান টান হয়ে স্থির হয়ে যায়।

জনশূন্য নির্জন পাহারের বাঁকে ভিল্লা বেলমন্তে-র পাথরে পাথরে গুলির আওয়াজ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

রাইফেল নামিয়ে কর্নেল ভালেরিও ঘড়ি দেখলেন।

চারটে বেজে দশ।

চরম উত্তেজক পরিস্থিতিতে কর্নেল ভালেরিও আশ্চর্যরকম স্থির। গুরুতর অস্ত্রোপচারের পর সার্জেন যে-নিয়মে সহকারীর হাতে ছুরি তুলে দিয়ে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসেন, অনেকটা সেই নিয়মে মোরেত্তি-র হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে বললেন,

—মৃতদেহ দুটো এখানেই থাকুক, এখনই আমাকে দঙ্গো যেতে হবে। কাউণ্ট বেল্‌লেনি এতক্ষণে জার্মাসিনো থেকে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন। এখনও আমাদের কাজ শেষ হয়নি।

কর্নেল ভালেরিও আশঙ্কা করছিলেন, অবাঞ্ছিত কোন পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁর মিলান যাত্রায় বাধা হবে। মৃতদেহ দু'টি গার্ডের হেফাজতে রেখে তিনি তখনই দঙ্গো রওনা হয়ে গেলেন।

কাউণ্ট বেল্‌লেনি কথা রেখেছেন। সমস্ত ধৃত ফ্যাসিস্ট নেতাদের তিনি একত্রিত করেছেন। দঙ্গোর বিভিন্ন গোপন আস্তানায় তাঁদের দু'দিন বন্দী রাখা হয়েছিল।

কর্নেল ভালেরিও ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন,

—ফ্যাসিস্ট পার্টি সেক্রেটারী পোভোলিনি কোথায় ?

—ভয় নেই, তাঁকেও আমি আটকে রেখেছি।

কর্নেল ভালেরিও একটুকরো হেসে বলেন,

—স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতকে একবার দেখতে চাই। তাঁকে একবার আনতে বলুন।

কর্নেল ভালেরিও-র চোখেমুখে যেন আগুনের আলো। উপস্থিত সবার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। বিরাট আঙ্গিনায় জনতার ভিড় বাড়ছে।

ছাড়পত্র নিঁখুত। ছদ্মবেশী রাষ্ট্রদূতকে পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে কর্নেল ভালেরিও বললেন,

—আপনার কাগজপত্র সমস্তই জাল। আপনি মার্চেল্লো পেতাচ্চি। আপনাকে ফ্যাসিস্টরাও ঘৃণা করে।

কর্নেল ভালেরিও ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে এক সময় স্পেনে ছিলেন। তিনি স্প্যানিশ ভাষাতেই কথা বলছিলেন। কিন্তু মার্চেল্লো পেতাচ্চি এবার অসম্ভব বেকায়দায় পড়েন। কথার জবাব তিনি ইতালিয়ন ভাষায় দিলেন।

কর্নেল ভালেরিও-র চোখেমুখে ঘৃণার হাসি,

—আপনি নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন না।

মার্চেল্লো সম্পূর্ণ নিভে গেলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে কী যেন বলতে চাইলেন, সেদিকে কর্ণপাত না করে ভালেরিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

—ছদ্মবেশ আপনার নিখুত। কিন্তু স্প্যানিশটা কিছুটা রপ্ত করলে হয়তো আপনাকে আমরা ধরতে পারতাম না।

সশস্ত্র পাহারায় মার্চেল্লো-কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মেয়র হঠাৎ বেঁকে বসলেন। কর্নেল ভালেরিও-র সামনে এসে ব্যস্তভাবে বলেন,

—শুনেছি, এখানেই আপনি ফ্যাসিস্ট নেতাদের গুলি করে হত্যা করবেন।

—হ্যাঁ, সময় আমার খুব কম।

—এ জায়গায় এ কাজ হতে পারে না। এ রকম উন্মুক্ত জায়গায় সর্বসাধারণের সামনে এ ভয়াবহ কাজ আপনি করবেন না।

—মেয়র, আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন।

—নিরালা কোথাও নিয়ে চলুন। এখানে মেয়েরা ও শিশুরাও রয়েছে। এত বড় নীতিবিরুদ্ধ কাজ আপনি করবেন না।

কর্নেল ভালেরিও কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

—আমার আদেশ আমি মেনে চলবো। জনগণের প্রকাশ্য আদালতেই এদের বিচার হবে। ঘৃণ্য এই শয়তানদের পরজন্মের পাথেয় সঙ্গে দেবার জন্যে আমি পুরোহিতকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

মেয়র রুবিনি নিরুপায় হয়ে বধ্যভূমি ছেড়ে চলে যান।

ফ্যাসিস্ট পার্টির শীর্ষনেতাদের একে একে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আনা হয়। জনতা ক্রমশ বাড়ছে। আনন্দে তারা দিশেহারা। অনেকে চীৎকার শুরু করেছে। এক সময় মনে হ'ল উন্মত্ত জনতা বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়ে এই মানুষগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অনেকের মন্তব্য ভেসে আসছে,

—ঐ যে পোভোলিনি। কুকুরটা একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল।

—ফের্নানদো মেৎজাসোমা, নিকোলা বম্‌বাচ্চি, সব কয়টা শয়তানকেই ধরেছে দেখছি।

কর্নেল ভালেরিও কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব লক্ষ্য করছিলেন। উত্তেজিত জনতাকে সংযত হতে বলেন। সশস্ত্র মুক্তি-যোদ্ধারা ব্যবধান রচনা করে পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

ফ্যাসিস্ট সরকারের নবনিযুক্ত যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রী আউগুস্তো লিভেরানি হঠাৎ রুখে দাঁড়ান,

—একটা অনুরোধ আমাদের রাখতে হবে। মার্চেল্লো পেতাচ্চির সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা মরতে চাই না! নোংরা এই জীবটাকে সরিয়ে দিন এখান থেকে।

কর্নেল ভালেরিও স্মিত এক টুকরো হাসলেন। মার্চেল্লো পেতাচ্চিকে সরিয়ে নেবার ইঙ্গিত করলেন।

নাম ডাকা শুরু হয়। একে একে সবাই লাইনে এসে দাঁড়ান। ফের্নানদো মেৎজাসোমা, নিকোলা বম্‌বাচ্চি, রুজ্জেরো রোমানো ও আউগুস্তো লিভেরানি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন। মুসোলিনীর সেক্রেটারী লুইজে গাত্‌তি ও ইতালীর ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী আলেসেন্দ্রো পোভোলিনি একদিকে। নারকীয় ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের সবাই অনন্যসাধারণ নেতা। দুই যুগ ধরে ইতালীর রক্তাক্ত ইতি-হাসের জনক। জর্মন গেস্টাপো চীফ যেখানে একটু দ্বিধা বোধ

করেছেন, পোভোলিনির সেখানে এতটুকু সঙ্কোচ হয়নি। পিছু হটবার সময় ট্রাক বোঝাই করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে উন্মুক্ত ময়দানে কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিয়েছেন। মুক্তি? মাথার ওপর অনন্ত নীলাকাশ, মুক্ত বায়ু, সবুজ ঘাস—নিশ্চয়ই তবে স্বপ্ন! ঘুম সত্যিই ছুটে যায় তারপর। অতর্কিতে চারদিক থেকে হঠাৎ মেশিনগান শুরু হয়। সে ভয়াবহ দৃশ্য। পোভোলিনি পরিদর্শনে এসেছেন। মন্তব্য করেছেন, সবুজ ঘাসের ওপর লাল লাল রক্তের চাপ দেখে দূর থেকে মনে হয় যেন ফুল আর ফুল। চমৎকার দেখতে।

—উইদো বুফ্‌ফারিনি উইদে-যে কিভাবে পালালো বুঝতে পারলাম না। একসঙ্গেই তিনি মিলান ছেড়েছেন।

কাউণ্ট বেল্‌লেনির কথায় কর্নেল ভালেরিও-র চোখেমুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে,

বুফ্‌ফারিনি উইদে আর আন্‌জেলো তার্কি সুইস ফ্রন্টিয়ারে পোরলেৎসা-র কাছে মুক্তিফৌজের হাতে ধরা পড়েছে।

—বুফ্‌ফারিনি উইদে একজন নোংরা শয়তান। পোভোলিনির চেয়ে লোকটাকে আমি ঘৃণা করি। আপনি খুশি হবার মত একটা খবর দিলেন।

পেছন করে বন্দীদের দাঁড় করানো হ'ল। পুরোহিতের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়। কর্নেল ভালেরিও তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কাউণ্ট বেল্‌লেনির হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে সিগার ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই সময় একটি কিশোর চীৎকার করে ওঠে,

—পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!!

সঙ্গে সঙ্গে জনতাও বিক্ষুব্ধ। কেউ কেউ ব্যারিকেড ভেঙ্গে দৌড়তে চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বেষ্টনী দৃঢ় হয়।

সত্যিই পালাচ্ছিলেন একজন। মার্চেল্লো পেতাচ্চি। অন্যমনস্ক

গার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েকটা গুলি খেয়ে ছিটকে পড়লেন।

আশ্চর্য মানুষ কর্নেল ভালেরিও। শরীর মন যেন পাথরে তৈরি। এতটুকু ভাবান্তর হয় না। মৃতদেহগুলো মিলিয়ে লিস্ট থেকে নামগুলো লাল পেন্সিলে টিক্ দিয়ে গেলেন।

রক্তাক্ত ফ্যাসিস্টদের দেহগুলো উন্মুক্ত চত্বরেই পড়ে রইলো অনেকক্ষণ।

জনশূন্য ভিল্লা বেলমন্তে-র নির্জন পাহাড়ী পথে সন্ধ্যে নামছে। একটানা ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পথে মানুষ বেরুতে ভয় পায়। একে বসতি কম, জায়গাটা জনবিরল।

কর্নেল ভালেরিও-র বিশ্বস্ত দুইজন অনুচর মৃতদেহ দু'টির সামনে তখনও পাহারারত। ভালেরিও আরও কিছুটা আগে আসতে পারতেন। কিন্তু অন্ধকারই নিরাপদ মনে করেছেন। আমেরিকানরা যে কোন সময় দঙ্গো আসতে পারে। মুসোলিনী মুক্তিফৌজের হাতে বন্দী এ সংবাদ তারা পেয়েছে। মুক্তিফৌজদের কাছে তারা নিশ্চয়ই মুসোলিনীকে ফেরত চাইবে। ভালেরিওর কাজ শেষ হয়েছে। নির্বিঘ্নে এই ফ্যাসিস্ট নেতাদেব দেহগুলো মিলানে পৌঁছে দেওয়াই সর্বশেষ কর্তব্য।

কাউন্ট বেল্লেনির সাহায্য ভালেরিও শেষপর্যন্ত পেয়েছেন। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। মুক্তিবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান। ফ্যাসিজমকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা-ধারায় বিস্তর গড়মিল ছিল। ভালেরিওর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে তিনি অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে পাশাপাশি থাকলেও আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ইতালীর মুক্তিকামী জনসাধারণের আদর্শগত যে বিরাট

অসঙ্গতি আছে, এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন বেল্‌লেনি। অধিকৃত অঞ্চলে ইয়াঙ্কী বর্বরতার নজীর সৃষ্টি হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়ে গেছে। উশৃঙ্খল ইয়াঙ্কী সেনাদের বিজয়োৎসব নাকি ভীতিপ্রদ। মেয়েরা আক্রান্ত হচ্ছে সর্বত্র। আমেরিকান ভিক্টরী—ইতর, পাশব আনন্দে অস্থির এই ইয়াঙ্কী সেনারা তাই ইতালীর মেয়েদের শরীরে 'ভি' মার্ক তালাশ করছে। আগে ছিল কালোকুর্তা ও স্বস্তিকার ভয়, এখন ত্রাস ইয়াঙ্কী ঈগলের।

ভালেরিওর বিশ্রাম নেই। বিরাট একটা ঢাকা ভ্যান ভিল্লা বেলমন্তে-র সামনে এনে ফেলেন। প্রতীক্ষারত একজন অনুচর সামনে এগিয়ে আসে। ভালেরিও নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে বললেন,

—দুটো দেহ ভ্যানে তুলে আমাদের এখনই মিলান রওনা হতে হবে।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুসোলিনী ও ক্লারেত্তা পেতাচ্চির দেহ দুটো টেনে আনা হয়। ফ্যাসিস্ট নেতাদের রক্তাপ্লুত দেহগুলোতে ভ্যান ভর্তি হয়ে এসেছে। ক্লারেত্তা পেতাচ্চিকে আগে তোলা হয়। মুসোলিনীর দেহটা ভালেরিও সবার ওপর ছুঁড়ে দিলেন।

—ফের্নান্‌দো মেৎজাসোমা, পোভোলিনি, বম্‌বাচ্চি, সবাইকেই তোলা হয়েছে দেখছি।

টর্চের আলো ফেলে একজন সাথী মৃতদেহগুলো চিনতে চেষ্টা করে। ভালেরিও ভারি দরজা টেনে দিয়ে সহাস্যে বললেন,

—ফ্যাসিস্ট প্রেসিডিয়ামের গোপন অধিবেশন শুরু হচ্ছে।

ভ্যান চলতে থাকে। টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছিলো। পিছল পথ। তীব্র হেডলাইটের আলোতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মুক্তোর মত নাচছে। সামনে পেছনে কোন গাড়ি নেই।

বিসর্পিল মুক্ত পাহাড়ী পথ। গাড়ির ইঞ্জিনের একটানা

গোস্বামী। ভালেরিওর দৃষ্টি সামনে স্থির নিবদ্ধ। ঠোঁটে নেভা চুরুট। অনেক কথাই ভাবছিলেন। মিলানের লিবারেশন ফ্রন্ট তাঁকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিনাবিচারে ফ্যাসিস্ট নেতাদের এভাবে হত্যা করবার চূড়ান্ত দলিল তাঁর সঙ্গে নেই। লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকদের একটা দল ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছে। গুপ্ত ফ্যাসিস্টরাও সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। মুসোলিনীকে হত্যা করায় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ হবার কী কোন আশঙ্কা আছে? ভালেরিও হাইকমাণ্ডের অনুমতি না নিয়ে যে চূড়ান্ত পথ বেছে নিয়েছেন তার জন্যে কী তাঁর কী শাস্তি হবে?

—মিলানে দেহগুলো কোথায় নেওয়া হবে?

পার্শ্বচরের কথায় ভালেরিও ফিরে তাকালেন,

—ভাবছি, মিলানের পিয়াজেল্ লরেন্তো-তে নিয়ে তুলবো। মিলানের জনসাধারণও তাই দাবী করবে। একমাস আগে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীরা পিয়াজেল্ লরেন্তো-তে আমাদের ন'জন কমরেডকে গুলি করে হত্যা করেছিল।

—কমরেড, সামনে দেখুন!

পার্শ্বচর একরকম আর্তনাদ করে ওঠে।

চড়াই থেকে ঢালুতে নামতেই নজরে পড়ে। নিয়মিত ব্যবধান রেখে অর্ধবৃত্তাকারে অনেকগুলো চলমান আলো ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। গাড়ির গতি হ্রাস করে ভালেরিও। চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বলে,

—আমেরিকানস্!

মেটাল রোডের অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভালেরিও গাড়ি পাশে টেনে নেয়। কিন্তু তাতেও কাজ হ'ল না। বিরাট একটা ট্রাক ভালেরিও-র গতি রোধ করে। পেছনের ট্রাকগুলো পর পর দাঁড়িয়ে গেল।

—হেএই জো!

হু'পাশ থেকে হু'জন নেমে দাঁড়িয়েছে। ভালেরিওকেও নেমে আসতে হয়।

—কোথায় চলেছো ?

—মিলান।

—দঙ্গো এখান থেকে কতটা পথ ?

—বেশি নয়। একটা গ্রাম ছাড়ালেই দঙ্গো।

—দঙ্গোর মুক্তিফৌজদের সদরদপ্তর সম্পর্কে তোমার জানা আছে ?

—সেখান থেকেই আসছি। আপনাদের জন্যে তারা অপেক্ষা করছে।

—মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের তারা ধরেছে সে সম্পর্কে কী শুনেছ ?

—খুব উৎসব চলেছে। আপনাদের জন্যে আতশবাজী তৈরি হচ্ছে।

—তুমি মুক্তিযোদ্ধা ?

—হ্যাঁ। আমি যোগাযোগ ও পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি।

—গাড়িতে তোমার কী আছে ? রক্তের দাগ কেন ?

—শূওরের। কসাইখানা থেকে মিলান চলেছি।

—কাগজপত্র দেখি !

ভালেরিও তার পরিচয়পত্র পকেট থেকে টেনে বার করে একজন সেনার হাতে তুলে দেন। হেডলাইটের আলোতে দেখে নিয়ে সেনাটি সেগুলো ফেরৎ দিল পরক্ষণেই। হয়তো ভ্যানের দরজা খুলে একবার দেখতোও। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হ'ল। কয়েক প্রস্থ ইয়াঙ্কী দিব্যি গেলে হু'জন সেনা ফিরে গেল। গর্জন আর তীব্র আলোতে ঝলসে দিয়ে কাদামাখা ভারী সামরিক ট্রাকগুলো একে-একে বেরিয়ে গেল।

অতিকায় ভ্যানটির পাশে দাঁড়িয়ে ভালেরিও কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবেন। তারপর এক লাফে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে এসে বসেন। রক্ত ঝরছিল তখনও। ভ্যান চলতে থাকে। দীর্ঘ শাসন ও শোষণের রক্তাক্ত ইতিহাস যেন পেছনে সরে যাচ্ছে। ভালেরিও আকাশের দিকে ফিরে তাকান। মেঘ সরে যাচ্ছে। সামনে বৃষ্টি নেই।

নির্জন মুক্ত পথ। সামনে পড়বে কোমো। তারপর মিলান। গাড়ির গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষ আজ অপেক্ষা করছে।

জনতা আজ প্রতীক্ষা করবে মিলানে।